



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
October 2017

সহযোগী এবং প্রয়োগকারীর বর্ণনা

আজ বাপদাদা নিজের সহযোগী বাহুদের দেখছেন যে তাঁর সহযোগী বাহুরা তাঁর গৃহীত শ্রেষ্ঠ কাজ কিভাবে সফল করছে ! প্রত্যেক বাহুর দিব্য অলৌকিক কার্যের গতি দেখে বাপদাদা পুলকিত হয়ে অন্তরঙ্গভাবে আলাপচারিতা করছিলেন । বাপদাদা দেখেছিলেন যে, কোনো কোনো বাহু অক্লান্তভাবে গভীর আবেগে নিরন্তর শ্রেষ্ঠ উত্সাহ-উদ্দীপনায় সহযোগী । আবার কেউ কেউ অর্পিত কার্যভার পালন করছে, কিন্তু মাঝে-মধ্যে তাদের উত্সাহ-উদ্দীপনার তীব্রতায় ফারাক হয়ে যাচ্ছে । যাই হোক, যখন তারা অবিরাম তীব্রগতির বাহুদের উত্সাহ-উদ্দীপনা দেখছে তারাও তীব্রগতিতে কার্য করতে শুরু করছে । একে অপরের সহযোগিতায় তারা কাজের বেগ তীব্রতার সাথে বাড়িয়ে যাচ্ছে ।

বাপদাদা আজ তিন প্রকারের বাচ্চা দেখছিলেন । এক, সদা সহজ যোগী । দুই, যারা প্রতিটা বিধি বারবার প্রয়োগ করা প্রয়োগকারী । তিন, সহযোগী । কার্যতঃ, এই তিন ধরনই যোগী আত্মা, কিন্তু তাদের স্টেজ ভিন্ন ভিন্ন । সহজ যোগী কাছের সম্বন্ধে এবং সর্বপ্রাপ্তির কারণে নিজে থেকেই সদা সহজ যোগের অনুভব করে । সদা সমর্থ স্বরূপ হওয়ার কারণে এই নেশাতে সদা অনুভব করে আমি বাবারই । নিজেদের স্মরণ করাতে হয়না যে, 'আমি আত্মা, বাবার বাচ্চা' । আমি তো বাবারই, সদা এই নেশায় তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্তিস্বরূপ হওয়ার ন্যাচারাল নিশ্চয় থাকে । একজন সহজ যোগী সদাসর্বদা আপনা থেকেই সর্বসিদ্ধির অনুভব করে । এইজন্য সহজ যোগী সদাই শ্রেষ্ঠ উত্সাহ-উদ্দীপনার খুশিতে একরস থাকে । সহজযোগী সর্বপ্রাপ্তির অধিকারী স্বরূপে সদা শক্তিশালী স্থিতিতে স্থিত থাকে ।

প্রয়োগকারী আত্মারা সদা সব স্বরূপে, সব পয়েন্টে এবং সব প্রাপ্তি স্বরূপের প্রয়োগ করতে করতে সেই স্থিতির অনুভব করে । কিন্তু তারা কখনো সফলতার অনুভব করে, তো কখনো মেহনত অনুভব করে । যেমনই হোক, প্রয়োগকারী হওয়ার কারণে এবং তাদের বুদ্ধি অভ্যাসের পরীক্ষাগারে ব্যস্ত (busy) থাকার কারণে তারা ৭৫ পার্সেন্ট মায়ার থেকে সেফ থাকে । এর কারণ কি ? প্রয়োগী আত্মাদের আগ্রহ থাকে নিজেদের জন্য নতুন এবং আলাদা অনুভব খুঁজে পাওয়ার । তাদের এই আগ্রহ থাকার কারণে, তারা মায়ার থেকে সেফ থাকে তাদের মনের গবেষণাগারে । যতই হোক তারা একরস হয়না । কখনও অনুভব হওয়ার কারণে অনেক উত্সাহ-উদ্দীপনায় তারা খুশির দোলায় দুলতে থাকে, অন্য সময় বিধির দ্বারা সিদ্ধির প্রাপ্তি কম হওয়ার কারণে উত্সাহ-উদ্দীপনার প্রভেদ হয়ে যায় । উত্সাহ-উদ্দীপনা কম হওয়ার কারণে তারা মেহনত অনুভব করে । এইজন্য তারা কখনো সহজ যোগী, তো কখনো মেহনত করতে হবে এমন যোগী । ভরসার সাথে 'আমি তাঁর বাচ্চা' বলার পরিবর্তে তারা বলে, 'আমি এই, আমি এই' । 'আমি আত্মা' 'আমি বাচ্চা' আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান' - এই স্মৃতি দ্বারা সফলতা পাওয়ার জন্য বারবার মেহনত করতে হয় । এই কারণে কখনো কখনো তারা যা ভাবে সেইরকম অনুভবের স্টেজে স্থিত হয় । কখনো কখনো বারংবার তারা যা ভাবছে সেই স্বরূপের অনুভব করে । যাকে বলা হয় প্রয়োগকারী আত্মা । সর্বাধিকারের স্বরূপ, সহজ যোগীর । বারবার সংশোধনার্থে অধ্যয়ন করার স্বরূপ, প্রয়োগী আত্মার । সুতরাং, আজ, বাবা দেখছিলেন কারা সহজ যোগী আর কারা প্রয়োগকারী । প্রয়োগী আত্মাও মাঝে মাঝে সহজ যোগী হয় কিন্তু সদা নয় । তারা তাদের মনের পজিশন লক্ষ্য করে এবং মনোভাবসূচক চেহারার পোজ (ভঙ্গি) বদল করে ।

সারাদিনে কতবার পোজ বদলাও ! তোমরা নিজেদের বিভিন্ন পোজ জানো ? নিজেকে সাক্ষী হয়ে দেখ ? বাপদাদা সদা বেহদের নিরন্তর এই খেলা যখনই তিনি চান, তখনই দেখতে থাকেন ।

এখানে লৌকিক দুনিয়াতে একই খেলায় যেমন তুমি নিজের নানান মজাদার পোজ লক্ষ্য করে থাকো, বিদেশে এই খেলা হয় ? তোমরা তো প্র্যাকটিকালি এখানে এইরকম খেলা খেলনা, তাই না ? এখানেও তোমাদের বোঝার (burden) ভারে কখনো কখনো তোমরা মোটা হয়ে যাও আর কখনও অধিক মাত্রায় ভাবনার সংস্কারের কারণে লম্বা হয়ে যাও (প্রকৃতপক্ষে তুমি যা তার থেকে নিজেকে অতিরঞ্জিত ক'রে ভাবো) । কখনও আবার মনোবলভঙ্গ হওয়ার কারণে তুমি নিজেকে খুব ছোট ক'রে দেখ । কখনো তুমি বেটে হয়ে যাও, কখনো মোটা তো কখনো লম্বা হয়ে যাও ! তাহলে কি এই খেলা তোমাদের ভালো লাগে ?

ডবল বিদেশী তোমরা সবাই সহজ যোগী ? আজ, তোমাদের সহজ যোগীর চার্ট ছিল ? তোমরা তো শুধু প্রয়োগকারী আত্মা নও, তাই না ! তোমরা ডবল বিদেশীরা মধুবন থেকে সদাকালের সহজ যোগী হওয়ার অনুভব নিয়ে ফিরে যাচ্ছ ? আচ্ছা - সহযোগী আত্মারাও যোগী, এই সম্বন্ধে বাবা তোমাদের অন্য কোনো সময় বলবেন ।

সব টিচার নিচে হলে মুরলি শুনছেন -

বাপদাদার সাথে সহযোগী, নিমিত্ত সেবান্বিত এবং নিমিত্ত টিচারদের গ্রুপও এসেছে । ছোটরা আরও অধিক প্রিয় হয় । তোমরা নিচে থাকা সত্ত্বেও সবাই ওপরেই বসে আছ । বাপদাদা ছোট-বড় সব সেবান্বিতদের, যারা নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সদা কাজ করবার সাহস রাখে এবং সেবাস্থানে নিজেদের ব্যস্ত (বিজি) রাখে তাদের স্বরণে অনেক অনেক স্নেহ দিচ্ছেন । এইজন্য 'তোমরা সব সেবান্বিতবৃন্দ, যারা অনেকের ভাগ্য তৈরি করতে অন্য অনেক নিমিত্তদের প্রস্তুত করছ, বাপদাদা তাদের বিশেষ ত্যাগী আত্মারূপে উপলব্ধি করছেন । এইরকম বিশেষ আত্মারা বিশেষ অভিনন্দনের সাথে স্বরণ-স্নেহ গ্রহণ করছে । ডবল কামাল কি ? এক তো বাবাকে জানার কামাল ! তোমরা দূরদেশের ধর্মের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে তোমাদের ধর্ম, রীতিনীতি এবং পান-আহার সবকিছু আলাদা হওয়া সত্ত্বেও, তোমরা বাবাকে জেনেছ । এইজন্য ডবল মাত দিয়ে দিয়েছ । তোমরা পর্দার অন্তরালে ছিলে । সেবার জন্য তোমরা এখন জন্ম নিয়েছ । তোমরা কোনও ভুল করনি কিন্তু ড্রামা অনুসারে সেবার নিমিত্ত সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলে । নয়তো, বিদেশের সবখানে এত সেবা কিভাবে হতো ! শুধু অল্প সময়ের সেবার কারণে নামমাত্র হিসেবনিকেশ জুড়েছিলে, এইজন্য তোমরা ডবল বিশ্বাস দেখানো বাচ্চারা সদা বাবার স্নেহের জন্য তৃষ্ণার্ত, তোমাদের হৃদয় সদা 'আমার বাবা'-এই গীত গাইতে থাকে । বারোমাস তোমরা নিরন্তর একই সুরে গেয়ে চলেছ, 'আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে', এইরকম শৌর্যের সাথে বাপদাদার সহযোগী হওয়া বাচ্চাদের স্নেহ, স্বরণ এবং নমস্কার ।

সেবান্বিত ভাই-বোনদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

মহাযজ্ঞের মহাপ্রসাদ খেয়েছিলে তোমরা ? এই প্রসাদ কখনও কম হবেনা ! এইরকম অবিনাশী মহাপ্রসাদের প্রাপ্তি হয়েছে ? কতরকম ভ্যারাইটি প্রসাদ প্রাপ্ত করেছ ? সদাকালের জন্য খুশি, সদাকালের নেশা এবং অনুভূতি - এইরকম সর্বপ্রকার প্রসাদ লাভ করেছ তোমরা ? প্রসাদ সবসময় সবার মধ্যে ভাগ করে খাওয়া হয় । প্রসাদ সর্বদা চোখের ওপর, মস্তকের ওপর রেখে অর্থাৎ উর্ধ্বে ধারণ

ক'রে শ্রদ্ধার সাথে থাওয়া হয় । অতএব, এই প্রসাদ তোমার চোখে মিলিয়ে যাক । তোমার মস্তকে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যাক অর্থাৎ এটা অন্তলীন হয়ে যাক । এই মহাযজ্ঞ থেকে এইরকম প্রসাদ লাভ হয়েছে ? মহাপ্রসাদ গ্রহণকারী কত মহান ভাগ্যবান, এইরকম চান্স কতজনের ভাগ্যে মেলে ? খুব কমজনেরই, আর সেই কন্মের মধ্যে তুমি আছ । তাহলে তো তুমি মহান ভাগ্যবান হলে, তাই না ! ঠিক যেমন, তুমি এখানে থাকাকালীন, বাবা এবং সেবা ছাড়া অন্য কোনকিছু তোমার স্মরণে নেই, তো সেই কারণে এখানে তুমি যা অনুভব করেছ, সদা তোমার সাথে রেখো । সাধারণতঃ, তুমি যখন কোথাও যাও, সেখান থেকে বিশেষ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কিছু না কিছু নিয়ে যাও, তাহলে মধুবন থেকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিশেষ কি নিয়ে যাবে ? তুমি নিরন্তর সর্বপ্রাপ্তির প্রতিমূর্তি হয়ে থাকবে । তাহলে তুমি ফিরে গিয়েও এইরকম স্থিতিতে থাকবে নাকি বলবে যে, বায়ুমণ্ডল সেরকম ছিল অথবা সঙ্গ সেইরকম ছিল । পরিবর্তন ভূমি থেকে পরিবর্তিত হয়ে যেও । যেমনই বায়ুমণ্ডল হোক, তুমি তোমার শক্তি দিয়ে সেটা পরিবর্তন করে নাও । তোমাদের তো সেই শক্তি আছে, তাই না ? বায়ুমণ্ডলের প্রভাব তোমার ওপরে যেন না আসে । সবাই সম্পন্ন হয়ে যেও । আচ্ছা ।

মাতাদের সাথে বাপদাদাঃ-

মাতাদের জন্য এটা খুব খুশির ব্যাপার, কারণ বাবা এসেছেনই মাতাদের জন্য । গো-পালক হয়ে গো-মাতাদের জন্য তিনি এসেছেন । এই স্মৃতিস্মারকেরই গায়ন হয় । কেউই তোমাকে যোগ্য বলে মনে করেনি, একমাত্র বাবা তোমাদের যোগ্য মনে করেছেন, এই খুশিতে সদা উড়ে চলো । কোনো দুঃখ-তরঙ্গ আসতে পারেনা কারণ তোমরা সুখের সাগরের বাস্তু হয়ে গেছ । সুখ-সাগরে যারা অন্তলীন হয়েছে, দুঃখ-তরঙ্গ কখনও আসতে পারেনা - তোমরা এমনই সুখের প্রতিমূর্তি ।

০১-১০-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা"
রিভাইস : ২১-০১-৮৩ মধুবন

সঙ্গমযুগে বাবা আর ব্রাহ্মণ সদা একসাথে

আজ বাপদাদা তাঁর রাইট হ্যান্ডদের সাথে শুধু হ্যান্ড শেক করতে এসেছেন । তো হ্যান্ডশেক কতজনের সাথে হলো ? তোমরা সবাই হ্যান্ডশেক করেছ ? তোমাদের একটা সংকল্প অন্ততঃ দৃঢ় হওয়ায় তোমরা সত্য সাজনের সজনী হয়ে গেছ । একমাত্র তখনই তোমরা বিশ্ব সেবার কার্যভার সামলানোর নিমিত্ত হয়েছ । দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হওয়ার কারণে বাপদাদাও প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন । প্রতিজ্ঞা তো পূর্ণ হয়েছে, তাই না ? সবচেয়ে কাছের থেকেও কাছের বন্ধু কে ? তোমরা সবাই গডের সবচেয়ে কাছের বন্ধু, কারণ তোমরা সেই একরকম কর্তব্য পালন করছো । বাবা যেমন বেহদের সেবা করেন, সেইরকমই তোমরা ছোট-বড় সবাই বেহদের সেবাধারী । আজ বাবা তাঁর ছোট ফ্রেন্ডদের জন্য বিশেষভাবে এসেছেন, কারণ তোমরা ছোট হয়েও অনেক বড় দায়িত্ব নিয়েছ ! ছোট তো ঠিকই, কিন্তু দায়িত্ব তো বড়দের নিয়েছ, না ! এইজন্য ছোট ছোট ফ্রেন্ড অধিক প্রিয় । এখন অভিযোগ তো আর নেই, তাই না ? আচ্ছা । (বোনেরা গীত গেয়েছিল : জো ওয়াদা কিয়া হ্যায়, নিভানা পড়েগা অর্থাৎ যে প্রতিজ্ঞা তোমরা করেছিলে তা পূর্ণ করতে হবে ।)

বাপদাদা তো সদাই বাচ্চাদের সেবায় তত্পর থাকেন । এখনও সাথে আছেন এবং সদাই সাথে থাকেন । যখন কন্সাইন্ডই থাকেন তবে কন্সাইন্ডকে কেউ আলাদা করতে কি করে পারবে ? এই রূহানী যুগল

স্বরূপ কখনও একে অন্যের থেকে আলাদা হতে পারেনা। যেমন ব্রাহ্মাবাবা আর দাদা কস্বাইন্ড, তাঁদের কেউ আলাদা করতে পারে ? তো ফলো ফাদার করা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আর বাবা কস্বাইন্ড। এই আসা-যাওয়া তো ড্রামার মধ্যে ড্রামা। বাস্তবে, অনাদি ড্রামা অনুসারে সঙ্গমযুগেই তোমরা অনাদি কস্বাইন্ড স্বরূপ হয়ে গেছ। যতক্ষণ সঙ্গমযুগ আছে, ততক্ষণ বাবা আর শ্রেষ্ঠ আত্মারা সদা সাথে আছে। এইজন্য খেলার মধ্যে খেলারূপে গীত যদিও গাও, নাচো গাও, হাসো বা নিজের মনোরঞ্জন করো কিন্তু কস্বাইন্ড রূপকে কখনও ভুলোনা। বাপদাদা তো মাস্টার টিচারদের শ্রেষ্ঠ নজরে দেখেন। বাস্তবে সব ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যারা মাস্টার শিক্ষক হয়ে দিনরাত তাদের হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে প্রকৃত সেবক হয়ে সেবা করে, তারা বিশেষের মধ্যে বিশেষ, এমনকি সেই বিশেষের মধ্যেও তারা বিশেষ ! তোমাদের নিজের এমন শ্রেষ্ঠ স্বমান সদা স্মৃতিতে রেখে সংকল্প করো, কথা বলো এবং কর্ম করো। সদা স্মরণে রেখো, তোমরা নয়নের তারা; মস্তকমণি, কণ্ঠে বিজয় মালার দানা এবং বাবার ওষ্ঠাধারের স্মিত হাসি তোমরা। তোমরা ছোট ছোট এবং অতি প্রিয় বন্ধু, সব বাচ্চারা, তোমরা যারা চতুর্দিক থেকে এসেছ সবাই তোমরা নিজেদের স্মরণ স্বীকার করো। তোমরা নিচেই বসো বা ওপরে, যারা নিচে তারা নয়নমধ্যে আর যারা ওপরে তারা নয়ন সমুখে। এই কারণে সব প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়েছে। এখন সব বন্ধুদের এবং সব সাথীদের প্রতি স্নেহ-স্মরণ আর নমস্কার। অল্প সময়ের সাক্ষাত ভালো। তোমরা বাচ্চারা এমন প্রতিজ্ঞাও করেছিলে - (গীত গেয়েছিলে : 'এখনই যেওনা চলি, হৃদয় নাহি ভরে'...) তোমাদের হৃদয় কি ভরবে কখনও ? এখান থেকে যত নেবে হৃদয় তোমাদের ততই পূর্ণ হবে। আচ্ছা (দিদিজীর দিকে তাকিয়ে) - সব ভালো আছ তো ? সাকার বাবা দিদির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সুতরাং, সেটাও পূর্ণ করতে হবে। হৃদয় আবেগে ভরে গেলে খালি করতে হবে, এইজন্য তোমরা ভরতে থাকলে সেটাই ঠিক হবে।

(দিদিজীর সাথে) - এনার সংকল্পেই বেশি আসছিল। তোমরা সব ছোট ছোট বোনেদের প্রতি দাদী এবং দিদির অধিক স্নেহ রয়েছে। নিমিত্ত দিদি এবং দাদীর বিশেষ ভালোবাসা তোমাদের সবার জন্য। তোমরা ভালোই করেছ, বাপদাদাও তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছেন। যে ভালোবাসার জন্য তোমরা সবাই এই চান্স লাভ করেছ, সেই ভালোবাসা থেকেই বাবার সাথে মিলনও হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী আসা কোনো বড় ব্যাপার নয়, এও এক বিশেষ স্নেহের, বিশেষ ভালোবাসার রিটার্ন প্রাপ্ত হচ্ছে, সুতরাং, যে উত্সাহ নিয়ে তোমরা এসেছিলে, ড্রামাতে তোমাদের সবাইকে গোল্ডেন চান্স দেওয়া হয়েছে। তাহলে তো তোমরা সবাই গোল্ডেন চ্যাম্পেলর হয়ে গেলে, তাই না ! তারা শুধুই চ্যাম্পেলর হয়, সেখানে তোমরা হও গোল্ডেন চ্যাম্পেলর। আচ্ছা।

বরদানঃ - বিধিপূর্বক সব ধনভাণ্ডার জমা ক'রে সম্পূর্ণতার সাফল্য প্রাপ্ত ক'রে সফলতার প্রতিমূর্তি হও

৬৩ জন্মে সব ঐশ্বর্য তোমরা ব্যর্থ করেছ, এখন সঙ্গমযুগে সব ঐশ্বর্য যথার্থ বিধিপূর্বক জমা করো, জমা করার বিধি হলো, যে ধনভাণ্ডারই আছে সেইসব নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য শুভ বৃত্তির দ্বারা কার্যে ব্যবহার করো। শুধু বুদ্ধির লকারে জমা কোরোনা, সেগুলো কাজে লাগাও। সেইসব নিজের জন্যও ব্যবহার করো, নয়তো সেইসব তুমি হারিয়ে ফেলবে। এইজন্য যথার্থ বিধি দ্বারা জমা করলে সম্পূর্ণতার সিদ্ধি প্রাপ্ত করে তোমরা সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- পরমাত্ম স্নেহের অনুভব হলে, কোনরকম বাধা তোমাকে থামাতে পারেনা।

মিষ্টি বাচ্চারা নিজের উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করতে থাকো, জ্ঞান রত্নের দান করে সর্বদা নিজের
এবং অন্যের কল্যাণ করার নিমিত্ত হও ।

প্রশ্ন :- ঈশ্বরীয় সেবা করার জন্য কোন গুণ থাকা আবশ্যিক ? সেবাকারী বাচ্চাদের মধ্যে কোন
খেয়াল থাকা উচিত নয় ?

উত্তর :- এই ঈশ্বরীয় সেবায় স্বভাব খুব মিষ্টি হওয়া প্রয়োজন । ক্রোধের বশে এসে কাউকে চোখ
দেখালে অনেক ক্ষতি হয়ে যায় । সেবাকারী বাচ্চাদের মধ্যে অহংকার বা ক্রোধ থাকা উচিত নয় ।
এই বিকার অনেক বড় বিঘ্ন রূপ হয়ে দাঁড়ায় । আবার মায়া প্রবেশ করেও কোনো কোনো বাচ্চাকে
সংশয় বুদ্ধি সম্পন্ন করে দেয় । ঈশ্বরীয় সেবার জন্য যেন এমন খেয়াল না আসে যে চাকরী ছেড়ে
দিয়ে এই সেবা করবো । যদি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই সেবা না করো, তখন অনেক বড় বোঝা জমা
হয়ে যাবে ।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি । ভক্তরা যখন ওম্ নমঃ শিবায় বলবে তখন তারা শিবের লিঙ্গ এবং মন্দিরকে স্মরণ
করবে । নমঃ বলে পূজা করবে । এ হলো ভক্তি । আমরা তো শিববাবাকে বলবো, তুমি মাতা -
পিতা এখন তোমরা চিত্রকে তো বলবে না । তোমরা জানো যে সেই শিববাবা আমাদের
পড়াচ্ছেন । রাত দিনের তফাত হয়ে গেলো । এই দুনিয়া এই খবর জানে না । নিরাকার শিববাবা এসে
পাঠশালাতে পড়ান । তিনি কি পড়ান ? সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান । যেমন ক্রাইস্টের বই আছে ।
ক্রাইস্ট যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তা বাইবেল হয়েছিলো । এখানে শিব পুরাণ আছে কিন্তু তা অন্য কেউ
লিখেছে । বাস্তবে প্রকৃত শিব পুরাণ হলো গীতা । বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন । তোমাদের আবার
অন্যদের বোঝাতে হবে । শিববাবা কি বুঝিয়েছেন ? শিবের জন্মকথাও তিনি শুনিয়েছেন । এখন শিব
পুরাণ কি গীতাকে বলবে নাকি শিব পুরাণকে বলবে ? দুটো তো হতে পারে না । ভারতের ধর্মশাস্ত্র
এক হওয়া চাই । যারা ধর্ম স্থাপন করে তাদের জীবন কাহিনী বানানো হয় । এনারা এই - এই কথা
শুনিয়েছেন । ক্রাইস্টও জ্ঞানের কথা শুনিয়েছিলেন যা থেকে বাইবেল রচিত হয়েছে । তাই ওই পুরাণে
অনেক কথা আছে । এখন কথা শুনিয়েছেন বাচ্চাদের, সেখানে পার্বতীর নাম লিখে দিয়েছে । ওখানে
তো দেখানো হয় নি যে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করানো হয়েছে । 'মনমনাভব' এই শব্দটি শিব পুরাণে নেই
। শিব পুরাণ হলো আলাদা । এ হলো শ্রীমত ভগবত গীতা । ভগবান তো একজনকেই সিদ্ধ করতে
হবে । তাঁর নাম শিব । ওই গীতা তো কৃষ্ণ পুরাণ হয়ে গেলো । বাস্তবে কৃষ্ণ তো পতিত পাবন নন ।
শিব হলেন পতিত পাবন । ভারতের ধর্মশাস্ত্র হলো গীতা । শিব পুরাণকে তো সবাই মানবে না ।
এখন বলবে যে গীতা থেকেই দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপন হয়েছে । এ তো একমাত্র শিবই করতে
পারেন । কৃষ্ণও কালো থেকে গৌরবর্ণে পরিণত হন । তফাত অনেক আছে । বাচ্চাদের বোঝানো হয়,
যারা বোঝে তাদেরই অধিকার অলৌকিক কার্য করার । তোমাদের খুশী হওয়া উচিত । অথৈ সম্পদ
যখন পাচ্ছো তখন তার দান তো করতেই হবে । বাবার পরিচয় দান খুবই সহজ । ভক্তরা ভগবানকে
স্মরণ করে । ভগবান তার ফল প্রদান করে । এই ফল কি ? ভগবান জীবনমুক্তিই দেবেন । কৃষ্ণকে
সবার সন্নতিদাতা বলা হয় না । তা পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয় । তোমরা জানো যে পরমাত্মা

হলেন নিরাকার । কৃষ্ণকে পরমাত্মা বলা হবে না । কৃষ্ণ সমস্ত আত্মার বাবা হতে পারবেন না । গায়নও আছে যে সমস্ত আত্মার পিতা পরমপিতা পরমাত্মা । বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । দুনিয়ার মানুষ তো সর্বব্যাপী লিখে দেয় । তাহলে নিজের কাজ কি ? পরমপিতা পরমাত্মার তো মহিমা আছে যে তিনি পতিত পাবন,জ্ঞানের সাগর । এই পোস্টার বাইরে লাগিয়ে দেওয়া উচিত । কেউ এলেই যেন তা পড়তে পারে । তোমরা রাধা - কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে বোঝাও । আমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র খুব সুন্দর, এর ওপর বোঝানো উচিত । লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যারা যায় তারা অবশ্যই গীতা পড়ে । নিজের উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করতে হবে । বাবার থেকে উঁচু আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়ার শখ থাকা চাই । নিজের এবং অন্যের কল্যাণ করতে হবে । শিববাবা তো সকলের কল্যাণ করেন । তোমাদেরও কল্যাণকারী হতে হবে । বাবা বলেন, আমি কখনো অকল্যাণ করি না । অকল্যাণ করে রাবণ, এইকথা মানুষ জানে না । তোমাদের গিয়ে বোঝাতে হবে । জ্ঞান - বাদলে পূর্ণ হয়ে তারপর বর্ষণ করতে হবে । কতো শখ থাকা দরকার । যদি দান না করো তাহলে অবশ্যই বলবে নিজের কল্যাণ করলে না, তখন অন্যদেরও কল্যাণ করতে পারবে না । সেন্টারে অনেক ভালো ভালো বাচ্চা আসে । কিন্তু অন্যদের কল্যাণ করতে পারে না । সব শোনে তারপর নানা কাজে ঘরে গেলেই সব ভুলে যায় । দান না করলে তাকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না । ব্রাহ্মণরা জানে যে আমাদের দেবতা হতে হবে । প্রত্যেকেই নিজের মনের সাথে কথা বলতে হবে । যদি কাউকে দেবতা না করতে পারলে তাহলে কিভাবে ব্রাহ্মণ হবে ? শিববাবা বলেন, আমি হলাম কল্যাণকারী । তোমাদেরও কল্যাণকারী হতে হবে । যাদের ধারণা হয় না তাদের জন্য স্কুল সার্ভিস আছে । এখানে বাচ্চারা আসে যাদের সেবা করা হয়েছে । সার্ভিস সেন্টারে বাচ্চাদের নিজেদেরই প্রশ্ন করা উচিত যে আমরা কতজনের কল্যাণ করেছি ? অনেকেই আসে । খুব অল্পই আছে যারা সেবা করে । বাকিরা তাঁদের কাজেই লেগে থাকে । তারা ভাবে কেবল পবিত্র হতে হবে । কিন্তু ধন দানও করতে হবে । নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যদি আমি কারোর কল্যাণ করতে না পারি তাহলে কি পদ পাবো ? অনেক বাচ্চারা অনেকের কল্যাণ করে পান্ডা হয়ে আসে, তাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার আছে । কেউ প্রথম বিভাগ, কেউ বা দ্বিতীয় কেউ বা তৃতীয়তে আসবে । তাই নিজের কল্যাণ করা উচিত । যাদের নিজের কল্যাণের শখ নেই তারা কি পদ পাবে ? এমন অনেক সেন্টার আছে যেখানে কোনো কোনো বাচ্চা সেবা কাজ করে না । এই শক্তি যদি না থাকে তাহলে দান করো । ভোরবেলা অনেকেই মন্দিরে যায় । সেখানে গিয়ে খুঁজতে হবে -- দেবতা ধর্মের কে আছে ।

এখন বাবা বলেন আমি এই শরীরে এসেছি । আত্মা তো ছোটো বাচ্চাদের শরীরে গিয়ে প্রবেশ করে । অদৃশ্য ছায়ার মতো এসে প্রবেশ করে । এও এক আশ্চর্য । কেমন ঘুরতে ফিরতে থাকে, কে তার খবর রাখে । ড্রামাতে আত্মার শরীর না পাওয়ার কারণে ঘুরতে থাকে । ছায়া রূপ ধারণ করে । যেমন মানুষের ছায়া হয় । ভূতের কোনো ছায়া হয় না । আসে আর অদৃশ্য হয়ে যায় । এই বিষয়ে আমাদের যাওয়া উচিত নয় । দরকারই নেই । আমরা যদি এর সন্ধানে যাবো তাহলে শিববাবাকে ভুলে যাবো । বাবার নির্দেশ হলো ...নিরাকার শিববাবাকে স্মরণ করো । নিজের আর অন্যের দেহকে ভুলতে হবে । সবার প্রিয় হলেন শিববাবা । বাবা বলেন যে আর অন্য কোনো বিষয়ে না গিয়ে এক বাবাকে স্মরণ করো । এ হলো স্মরণের যাত্রা । 'মনমনাভব' এর অর্থও এটাই । কৃষ্ণ তো এমনভাবে বলবে না । কৃষ্ণকে গাইড বলা হবে না । নিরাকারই গাইড হয়ে সমস্ত আত্মাদের মশার মতো সঙ্গে করে নিয়ে

যায় । কৃষ্ণ আত্মাদের গাইড হতে পারে না । তাকেও পুনর্জন্মে যেতে হয়, তাই সবাইকে এই বাবার পরিচয় দিতে হবে । ভক্তদের ভগবান একজনই । সেই বাবা বলেন একমাত্র আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । এই সেবার শখ বাচ্চাদের থাকা চাই ।

বাচ্চারা মধুবনে আসে মুরলী শোনার জন্য, তাই অবশ্যই যিনি শোনাবেন, তাঁকে চাই । বাবা যেখানে যাবেন, সেবাই করবেন । তাঁর এই সেবার শখ থাকে । বাচ্চারা স্মরণ করে । তারা সম্মুখে মুরলী শুনে খুশী হয় । এক পথে দশ কার্য সিদ্ধ হয় । বড় বড় সভায় বাবা যেতে পারেন না । সে হলো বাচ্চাদের কাজ । বাচ্চাদেরই প্রশ্ন উত্তর করা হয় । সল্যাসী ইত্যাদিরা তো বাবার সামনে আসবেনই না । তাদের তো মান চাই । বাবার অভিনয় হলো আশ্চর্যজনক । যা অতীত হয়ে গেছে সবই নাটক । ভবিষ্যতে অনেক বাচ্চারাই মিলিত হওয়ার জন্য আসবে । প্রথমে বাচ্চাদের বোঝাতে হবে । গোপ - গোপীদেরও ঘরে ঘরে পরিচয় দিতে হবে । কেউই যেন বাকি থাকে না যে জানতে পারলো না । রাজা - রানী তো কেউ নেই যারা সকলকে খবর দেবে । নতুন কিছু আবিষ্কার হলে তারা তা তৈরী করার আগে সরকারকে দেখায় । এখানে তো প্রজার, প্রজার ওপর রাজত্ব । বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ দিতে হবে । এই কারণেই চিত্র ইত্যাদি ছাপাতে থাকে । এই চিত্র বাইরেও যাবে । বাচ্চাদের পরিশ্রম করতে হবে । যে যে ভাষায় দক্ষ সেই ভাষায় গিয়ে বোঝাতে হবে । অনেক ভাষা আছে । বাবা রায় দেন যে পুনা আর ব্যাঙ্গালোরের দিকে খুব সেবা করো । সবাই যাতে জানতে পারে তাই সব ভাষায় পর্চা ছাপাতে হবে । বেহদের বুদ্ধির প্রয়োজন । এমন নয় যে, বাবা আমি চাকরী ছেড়ে দেবো । চাকরী ছেড়ে এই কাজ না করতে পারলে অনেক বোঝা বৃদ্ধি পাবে । এতে খুব মিষ্টি স্বভাবের প্রয়োজন । ক্রোধ অনেকের মধ্যেই আছে । চোখ দেখাতে থাকে, এমন রিপোর্টও আসে । ভালো ভালো বাচ্চারাও লেখে যে আমাদের কথা শোনে না । এমন কথা যেন না শোনা যায় । বাচ্চাদের মধ্যে দেহ - অহংকার বা ক্রোধ থাকলে অনেক ক্ষতি করে দেয় । বাবার তার বাচ্চাদের প্রতি কতো খেয়াল থাকে । মাঝে কত ছোটো ছিলো তবুও তাঁকে মা বলা হতো, তিনি সতর্কও ছিলেন । জ্ঞানেও কোথায়ও মায়া প্রবেশ করে ফেলে । তারপর আবার কেউ কেউ সংশয় বুদ্ধিও হয়ে পড়ে । পদে পদে কতো বিঘ্ন আসে । আজ বাবার বাচ্চা, কাল আবার বদলে যায় । এই বিকার নিয়ে কত ঝগড়া লেগে থাকে । অনেকেই জিজ্ঞেস করে এই সংস্কার গ্লানি কেন ? বোঝে না যে শাস্ত্রে কৃষ্ণের কতো গ্লানি করেছে । অমুককে কৃষ্ণ ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে, ওই হয়েছে । কৃষ্ণ তো এমন করতে পারে না । এখানেও ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কলঙ্ক আরোপ করা হয় । ঘর সংসার ছাড়িয়ে দেয় । কেন ছাড়িয়ে দেয় ? সে কথা তো কেউ জানে না । যতক্ষণ না বোঝানো হয় -- কেন বিঘ্ন আসে ? মুখ্য হলো কাম বিকার, যার ওপর তোমরা বাচ্চারা বিজয় লাভ করো ।

বাবা হলেন খুবই আশ্চর্যের । ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণের রচনা করা হয় । প্রথমদিকে শিববাবার পরিচয় দিতে হবে । তারথেকে আশীর্বাদী বর্ষা পেতে হবে । মায়া এমনই যে ভাগ্যে না থাকলে ভুলিয়ে দেয়, মায়ার বিঘ্ন অনেকই আসে । ধারণা হয় না । এও তো এক বিঘ্ন, কেন এই সহজ সেবা করতে পারে না । ভগবান বাবা তো তিনিই । সেই অক্ষ বা এক ঈশ্বরকে স্মরণ করো । ভগবান উবাচঃ হলো এক আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা প্রাপ্ত হবে । ও গড ফাদার ...এ কথা ভক্তরা বলে থাকে । তাই বাবার থেকে তোমরা আশীর্বাদী বর্ষা পাচ্ছ । কিছু সেবার শখ থাকা উচিত । না হলে উঁচু পদ পেতে পারবে না । সেবা তো অনেকরকম আছে । না বোঝা অনেক কিছুই আছে । বাবার নামও গুপ্ত । এই জ্ঞানও গুপ্ত । তাই পরিচয় তো দিতেই হবে । আমরা বাবার আদেশ পেয়েছি

। তাই সবাইকে নিমন্ত্রণ দিতে হবে । এতে কেউই ক্রোধ করবে না । পোস্টার তমতো সেবাকাজের জন্য তৈরী হয়েছে, রেখে দেবার জন্য নয় । শিবায় নমঃ এই অক্ষর খুব সুন্দর । শিববাবার সম্পূর্ণ পরিচয় আছে । নিরাকার শিববাবা এসেছেন, অবশ্যই তিনি আশীর্বাদী বর্ষা দিয়েছেন । অবশ্যই তিনি পতিত মানুষকে পবিত্র করেছেন । এমনভাবে নিজে বুঝে তারপর অন্যকে গিয়ে বোঝাতে হবে । শিবের মন্দিরও অনেক আছে, সেখানে গুপ্ত বেশে গিয়ে বোঝাতে হবে । এই শিব কে ? শিববাবাকে তো নিরাকার পরমাত্মা বলা হয় । তিনি কি করেছিলেন যাতে তাঁর এতো মন্দির বানানো হয়েছে । যুক্তি দিয়ে গিয়ে বোঝাতে হবে । তারা বুঝুক বা না বুঝুক, অন্তিম সময় তো স্মরণ আসবে যে কেউ আমাকে বুঝিয়েছিলো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের কল্যাণ করার জন্য সেবা করার অনেক শখ থাকা চাই । পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়ো না, মানুষকে দেবতা বানানোর সেবা তোমাদের অবশ্যই করতে হবে ।

২) এমন কোনো কর্ম করো না যে কেউ অভিযোগ করে বা মা - বাবাকে সতর্ক করে দেয়, কোনো অবস্থাতেই বিঘ্ন স্বরূপ হয়ো না ।

বরদান :- 'বাবা' এই শব্দের স্মৃতিতে হৃদের 'আমিষ' ভাবকে অর্পণ করে বেহৃদের বৈরাগী হও ।

কোনো কোনো বাচ্চা এই ভেবে ভুল করে যে, আমার এই গুণ আছে, আমার শক্তি আছে, পরমাত্মার দেওয়া মনে করা এক মহাপাপ । কোনো কোনো বাচ্চা সাধারণ ভাষায় বলেও দেয় যে, আমার এই গুণ, আমার বুদ্ধিকে ব্যবহার করা হচ্ছে না, আমার বলার অর্থ মুখ ময়লা করা -- এরাও এক ধরনের ঠগী, তাই এই হৃদের আমিষ ভাবকে অর্পণ করে সদা যদি 'বাবা' শব্দ স্মরণে থাকে, তখনই বলবে বেহৃদের বৈরাগী আত্মা ।

স্লোগান :- নিজের সেবাকে বাবার সামনে নিবেদন করে দাও তাহলেই সেবার ফল এবং বল প্রাপ্ত হতে থাকবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কচ্ছপের মতন সবকিছু গুটিয়ে চুপ করে বসে স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও। বাবা, যিনি হলেন সর্ব সস্বন্ধের স্যাকারিন, ওঁনাকে স্মরণ কর তাহলেই তোমার বিকর্মের বিনাশ হবে"

প্রশ্ন:- ঈশ্বরীয় কুলের বাচ্চাদের প্রতি বাবার কি শ্রীমং রয়েছে ?

উত্তর :- তোমরা যখন ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ, ওঁনার সম্মুখে বসে আছো তো ওঁনাকে ভালোবেসে স্মরণ করো। ওঁনার শ্রীমতে চলো। ওঁনাকে যত স্মরণ করবে ততই নেশা থাকবে। কিন্তু মায়া রাবণ দেখে যে আমার খন্দের চলে যাচ্ছে তখন সে যুদ্ধ করে। বাবা বলেন বাচ্চারা কমজোর হবেনা। আমি তোমায় শক্তি প্রদান করতে বসে আছি।

গীত:- (ধীরজ ধর হে মনবা, ধীরজ ধর, তেরে সুখকে ভরে দিন আয়েঙ্গে.....)
ধৈর্য্য ধর রে মন ধৈর্য্য ধর, তোর সুখের দিন আসছে.....

ওমশান্তি। এই কথাটি বাচ্চাদের কে বলেন যে হে বাচ্চারা, কেননা মনুয়া বলা হয় আত্মাকে। আত্মাতেই মন বুদ্ধি আছে। তাই এই নামও রাখা হয়েছে। নাম তো অনেক জিনিসের অনেক রাখা হয়েছে যেমন পরম পিতা পরমাত্মা , বাবা , কেউ আবার ফাদার বলে। তো বাবা হল সবচেয়ে সিম্পল । বাবা বলেন তোমরা কার সন্তান , সেটি স্মরণে আছে ? এখন তোমরা বাচ্চারা বসে আছ , সামনে কে আছেন ? আত্মারা বলবে বাবা বসে আছেন । কতখানি সাধারণ সহজ কথা। বাচ্চারা জানে আমরা আত্মা, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পিতা। মানুষ তো ছোট বড় সবাইকেই বাবা বলে দেয়, আত্মা নিজের বাবাকেই বাবা বলে। মানুষ বলে ও গড ফাদার বলে । এবারে শরীরের পিতাকে গড ফাদার বলা হবেনা। তোমরা জানো আমরা সেই বাবার সামনে বসে আছি , এই হল আত্মাদের কথা শিববাবা বোঝাচ্ছেন আমি কে ! আমি হলাম পরম আত্মা । আমি তোমাদের অর্থাৎ সব আত্মাদের পরম ধাম নিবাসী পিতা, তাই আমাকে পরম আত্মা বলা হয়। একত্রে বলা হয় পরমাত্মা। কতখানি সহজ। কে বসে আছেন এখানে ? শিববাবা , তিনি না থাকলে ব্রহ্মাও থাকতেন না। বাচ্চারা তোমাদের মনে সদা এঁনার (শিববাবার) স্মরণ থাকে। উনিও হলেন আত্মা , কোনো তফাৎ নেই। যেমন আত্মা হল স্টার অর্থাৎ তারার মতন , সেই তারার সাক্ষাৎকার হয়। তেমনই বাবার সাক্ষাতকারও তারা রূপেই হবে। বাকি যেসব কথা বলা হয় তেজময় জ্যোতি , সহ্য করা যায়না। এইসব হল মনের ভাবনা। বাকি তো বাবা যথার্থ করে বোঝান যে তোমরা যেরকম আত্মা তেমনই আমিও হলাম আত্মা। আমাকেও এই দেহে এই আত্মার পাশে ভ্রুকুটিতে এসে বসতে হয়। সুতরাং উনি বসে বোঝান যে আত্মারা তোমাদের মধ্যে ৮৪জন্মের পার্ট ভরা আছে। তাও প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট আছে। বলে আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল এখন পরম আত্মা শব্দটি স্পষ্ট হয়েছে। ওঁনাকে পরমাত্মা বলে দেওয়াতেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি হলেন তো আত্মা কিন্তু সর্বদা পরম ধামে বাস করেন তাই তিনি হলেন পরম আত্মা । ব্রহ্মাকে পরম আত্মা বলা যাবেনা। এরা সবাই হল জীব আত্মা। এদের মধ্যে কেউ হল পাপ আত্মা , কেউ পুণ্য আত্মা। বাবা বলেন আমায় পাপ বা পুণ্য আত্মা বলা হয়না। আমায় পরমাত্মা-ই বলা হয়। আমারও পার্ট আছে। একবার এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করি। স্মরণ করে সবাই যে হে পতিত পাবন এসো। কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনা যে আমরা হলাম পতিত , রাবণের বংশধর। বলে রামরাজ্য চাই।

রাবণকে জ্বালানো হয় কিন্তু এই কথা জানেনা যে আমরা হলাম রাবণ সম্প্রদায়। নিশ্চয়ই পতিত তবেই তো ডাকে। কৃষ্ণকে তো ডাকেনা। তাঁকে পরম আত্মা বলেন। আমাদের সকলের পিতা যিনি পরম ধাম থেকে এসেছেন, ওঁনাকেই পরম আত্মা বলা হয়। ঈশ্বর বা ভগবান বললে দিশেহারা হয়ে যায়। বাবা এই জীব আত্মার দ্বারা বোঝান। তোমাদের বলেন বাচ্চারা অশরীরী ভব। তোমরা আমার সন্তান ছিলে, যখন পাঠানো হয়েছিল। স্বর্গে শরীর ধারণ করে পরিক্রমণ করে এখন তোমরা ৮৪-র চক্র পুরো করেছে। এইসময় সবাই রাবণের সন্তান। রাবণ পতিত করেছে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ। এখন বাবা এসেছেন। বলেন আমার পাট হল অসুরী সম্প্রদায়কে দৈবী সম্প্রদায়ে পরিণত করা। আমিও ড্রামা অনুসারে নিজের নির্ধারিত সময়ে আসি --কল্পের সঙ্গমযুগে। কলিযুগ হল পতিত পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়া, তখন আমি আসি সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী কুলের স্থাপনা করতে। যখন থাকে না তখনই তো স্থাপন করব। যখন সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী থাকবে তখন বৈশ্য, শুদ্র বংশী থাকবেন। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ, দৈবী সন্তান হওয়ার জন্যে। তাই বাবার সঙ্গে যোগ থাকা চাই যাতে বিকর্মের বিনাশ হবে। সদা সুস্থ (এভারহেলদি), সদা বিত্তবান (এভারওয়েলদি) হওয়ার জন্য স্ব দর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতেই পরিশ্রম আছে। এই চার্ট রাখো যে কত সময় বাবাকে স্মরণ কর? যত স্মরণে থাকবে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হবে। তবেই বলা হয় যে অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে গোপী বল্লভের গোপ গোপীদের কাছে জিজ্ঞাসা কর। বল্লভ বলা হয় বাবাকে। পিতার রূপও পুত্রের মতনই হয়। এমনিতেও আত্মাদের পিতাও হলেন আত্মা কিন্তু তিনি হলেন পরমধাম নিবাসী। যদি ঐ বীজ (সৃষ্টি) চক্রের নীচের দিকে চলে যায় তাহলে বৃষ্টি উপরে চলে আসবে। যেমন যে কোনো বৃষ্টির বীজ নীচে বৃষ্টি উপরে থাকে। কিন্তু এ হল উল্টো বৃষ্টি, যার বীজ রূপ পরম আত্মা পরম ধামে বাস করেন। আত্মারা পাট প্লে করতে উপর থেকে নীচে আসে। শাখা প্রশাখা বেরোয়, এবারে বাবা বলেন তোমাদের রাবণ কালো বানিয়ে দিয়েছে। এখন তোমাদের ফর্সা হতে হবে। কৃষ্ণ এবং নারায়ণ দুজনকেই কালো করে দিয়েছে। লক্ষ্মীকে ফর্সা দেখানো হয়, কেন? কাম চিতায় তো দুজনেই বসেছে। কৃষ্ণের জন্যে বলা হয় তাঁকে তক্ষক সর্প দংশন করেছে, নারায়ণকে তাহলে কে দংশন করেছে? কিছুই বোঝেনা। এই চিত্র ইত্যাদি সব রাবণ মত অনুসারে তৈরি হয়েছে। এখন বাবা এসেছেন শ্রীমৎ দিয়ে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে। আমিই হলাম সকলের সদগতি দাতা। আসলে এঁনারই হল শ্রী শ্রী ১০৮ জগতগুরু নাম, তিনিই তো জগতের সদগতি করেন। গ্রন্থসাহেব ইত্যাদি গ্রন্থে এঁনারই গুণ মহিমা লিখিত আছে। সদগুরু সাত্চা বাদশাহ, সত্য খণ্ডের স্থাপক। বাবার এই সব কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু অর্থ জানতেন না। নিজেকে খুব ধার্মিক প্রকৃতির ভাবতেন। কিন্তু ছিলেন রাবণের বংশধর। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় বংশের হয়েছো - তাহলে কতখানি ভালোবাসা দিয়ে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। বাবা তুমি কত মিষ্টি। আমাদের স্বর্গ প্রদান করেন, হেভেনলী গড ফাদারকে যত স্মরণ করবে ততই নেশা বাড়বে। তোমরা এখন কার সামনে বসে আছো? বাবা বলেন, হে প্রিয় বাচ্চারা আমি তোমাদের পরম পিতা, তোমরা আত্মা, তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। এখন আমার শ্রীমৎ অনুসারে কেন চলো না। কিন্তু কাম রূপী ভূত মাটিতে ফেলে দেয়। বাবা বলেন কমজোর কেন হয়ে যাও? শ্রীমৎ প্রাপ্ত করছো তবুও অসুরী মত অনুসারে কেন চলো? এই যুদ্ধ তো করতেই হবে। মায়া ভাবে আমার খন্দের হারাচ্ছে, তাই যুদ্ধ করে। তোমাদেরকে বাবা শক্তি প্রদান করেন। এত পাঠ পড়াচ্ছেন, সব বেদ শাস্ত্র ইত্যাদির অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এসব সূক্ষ্ম বতনে শোনাবেন না। দেখানো হয়েছে যে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। সূক্ষ্ম বতনে নাভি আসবে কোথা থেকে? বসে বসে কি কি লিখেছে। এখন তোমরা যে জ্ঞান প্রাপ্ত করছ সেই জ্ঞান প্রথা পরম্পরায় চলে না, এখানেই

শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে যেসব শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি হয় সেসব পরম্পরা ধরে চলে আসে, এই জ্ঞান তো প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

এখন বাবা বলেন আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলো, দেহী-অভিমানী হও , এই বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে আমার গলার মালা হও। এই হল বুদ্ধির প্রতিযোগিতা, সন্ন্যাসীরা বলতে পারবেনা অশরীরী ভব , মামেকম স্মরণ কর । পরমাত্মা সবাইকে বলেন কারণ সবাই আমার সন্তান , সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। কিন্তু বাচ্চারাই সামনে শোনে , সম্পূর্ণ দুনিয়া নয়। শিবরাত্রি পালন করে, শিবের মন্দিরও আছে। নিশ্চয়ই এসেছে কিন্তু শিবের এত বিশাল চিত্র নেই। উনি তো হলেন স্টার অর্থাৎ তারার মতন। যদি বলো তাহলে বলবে যে মন্দিরে কি ভুল চিত্র রাখা আছে ? তাই বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারাই আমিও হলাম আত্মা শুধু তোমরা জন্ম মরণে আসো , আমি আসি না, তবেইতো তোমাদের উদ্ধার করতে পারি। আমি হলাম পতিত পাবন তো নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়ায় আসতে হবে তাইনা। যদি পতিত পাবন বলবেনা তাহলে ভাববে নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। প্রলয় হয় তারপরেই নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। কিন্তু ওনাকে পতিত পাবন বলা হয় , তাই এই প্রমাণ হয় যে এই সৃষ্টি হলে অনাদি , এর প্রলয় হয়না। শুধুমাত্র পতিত হয় , তাকেই পবিত্র করি তাইজন্যে আমি নন্দীগণ বা ভাগ্যশালী রথে বিরাজিত হয়ে উপস্থিত হই -- তোমাদের নর থেকে নারায়ণ করতে। সবাই চায় আমরা সূর্যবংশী হই। কাহিনীও আছে -- এক ভক্ত বলে যে আমি কি লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারি ! নারদ ভক্ত ছিল কিনা । তখন তাকে বলা হয় নিজের চেহারা দেখে নাও , প্রথমে বানর থেকে মন্দির সম হও তাহলেই লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে। এখন তুমি মন্দির সম হচ্ছে। এইসব কাহিনী এইসময়ের কথা। এইসব তোমাদের কে বলে দিচ্ছে ? শিববাবা ব্রহ্মা দাদার ক্রকুটি যুগলের মধ্যে বসে বোঝাচ্ছেন। যেমন এনার (ব্রহ্মাবাবা) আত্মা ক্রকুটিতে বসে আছে তো নিশ্চয়ই ওঁনার (শিববাবার) পাশেই বসে আছেন, তাইনা। এই নলেজফুল বাবা তোমাদের সমস্ত আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন , যাতে তোমাদের স্ব-দর্শন চক্র ঘোরানো সহজ হয়। স্ব-দর্শন চক্র ঘোরালে তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে, নাহলে সাজা খেতে হবে। বিজয় মালাতেও আসবেনা। যখন ক্রী থাকবে কচ্ছপের মতন চুপ করে বসে চক্র ঘোরাও। এখন তোমাদের বাড়ি (পরম ধামে) ফিরতে হবে। এই শেষ জন্ম পবিত্র থাকো। একেই বলে হয় লোকলজ্জা , পতিত হওয়ার মর্যাদা বা আদবকায়দা গুলি ভেঙ্গে অন্য কাউকে স্মরণ করোনা। তুমি মরেছ মরেছে তোমার জগৎ। অশরীরী হয়ে আমার আপন হও তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। সবাইকে মরতে তো হবেই তবে আর কে কার জন্য কাঁদবে। হিরোশিমায় সবাই মরেছিল , কেউ কাঁদবার জন্যে বেঁচে ছিলনা তাই এই কাল্লা ভরা দুনিয়া থেকে ফিরে যেতে হবে। এই অপরিষ্কার দুনিয়ায় তো প্রত্যেকের অঙ্গ জীবাণুময় হয়েছে , সেসব স্মরণ করে কি হবে। স্বর্গে এমন শরীর খোড়াই হবে। সেখানে তো সৌরভময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়। বাবা কেমন ভাবে অপরিষ্কার বাসি বস্তুকে গুলগুল অর্থাৎ ফুলে পরিণত করেন, তাই ওনাকে এই পুরানো লং বুটে(ব্রহ্মা বাবার শরীরে) আসতে হয়। বাবা বলেন ঘর পরিবারে থাকো কিন্তু শ্রীমতে চলো। বিকার গ্রস্ত হয়েনা। তোমাদের সামনে শিববাবা বসে আছেন , সেই কথাটি ভুলোনা। আচ্ছা --

গীত -- পৃথিবীকে আকাশ ডাক দেয় ... পৃথিবীর মানুষদের আকাশ বাসী বাবা ডাকছেন। এখন আমার কাছে ফিরতে হবে তাই নষ্ট মোহ হও। আমি তোমাদের স্বর্গের অসীম সুখ প্রদান করবো। বাবা হলেন সর্ব সুখের স্যাকারিন। মামা, কাকা, এরা সবাই তোমাদের দুঃখ দেবে। তোমাদের হল

সম্পূর্ণ আসুরী দুনিয়া রূপী নরক থেকে সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীদের হয় শুধুমাত্র গৃহ সংসারের সন্ন্যাস। তোমাদের এই নরক রূপী নোংরা দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে।

এই সময় মানুষ একটু ধন পেলেই ভাবে আমরা তো স্বর্গে আছি। কিন্তু এই দুনিয়ায় কেউ যতই বিতশালী হোক, দেউলিয়া হলে, বিমান দুর্ঘটনা ইত্যাদি হলে সব শেষ, তখন হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। কিন্তু সেখানে তো দুর্ঘটনা ইত্যাদির ব্যাপারই নেই। কোনো রকম কান্নাকাটি নেই। বাবা বলেন আচ্ছা তোমরা স্বর্গে আছো তো খুশীতে থাকো। আমি এসেছি গরীবদের জন্যে, যারা নরকে আছে। দান ইত্যাদি গরীবদের করা হয়। বিতশালী ব্যক্তি কখনো আরেক বিতশালী ব্যক্তি কে দান করে নাকি ? আমি তো সবচেয়ে বড় বিতশালী, আমি গরীবদের দান করি। এই সময়ের বিতবান মানুষতো নিজের ধনের নেশায় নিজের ফ্যাশানের নেশায় মত্ত আছে।

আচ্ছা। বাবা বোঝান, এ হল ইন্দ্র প্রস্থ, এখানে হংস মূর্ত্তো গ্রহণ করবে। বাকি বক পাখিরা কাঁকর পাথর তুলবে তাই বাবা বলেন এখানে হংস (গুণ গ্রাহী) আসা উচিত, বকপাখি (অবগুণ দর্শী) নয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার শ্রীমতে চলে, দেহী-অভিমানী হয়ে বাবার গলার মালা হতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হবে।

২) এই দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট মোহ হতে হবে। কারো ছিঃ ছিঃ শরীরকে স্মরণ করবে না।

বরদান :- ঈশ্বরীয় সংস্কার গুলি কাজে লাগিয়ে সফল করে সফলতা মূর্ত্তি হও।

ব্যাখা: যে বাচ্চারা নিজের ঈশ্বরীয় সংস্কার গুলিকে কাজে লাগায় তাদের ব্যর্থ সঙ্কল্প স্বততই শেষ হয়ে যায়। সফল করা অর্থাৎ সঞ্চয় করে বা বৃদ্ধি করা। এমন নয় যে পুরানো সংস্কার গুলি ব্যবহার করতে থাকবে আর ঈশ্বরীয় সংস্কারগুলি বুদ্ধির লকারে বা সিন্দুকে রেখে দেবে, যেরকম অনেকের স্বভাবে থাকে দামী জিনিষ বা টাকা পয়সা ব্যাংকে অথবা আলমারিতে রেখে দেয়, পুরানো জিনিসের প্রতি মায়া থাকে, সেগুলি ই ব্যবহার করে। এখানে এমন করবেনা, এখানে তো মন দ্বারা, বাকী দ্বারা, শক্তিশালী বৃত্তি দ্বারা নিজের সবকিছু সফল করো তাহলেই সফলতার মূর্ত্তি হয়ে যাবে।

স্লোগান - "বাবা এবং আমি" এইরূপ ছত্র ছায়া সঙ্গে আছে তো কোনো রকম বাধা বিঘ্ন সামনে আসবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদেরকে সকল প্রকার বিষম খাওয়া থেকে রক্ষা করতে এসেছেন। তোমরা এখন এই শোক বাটিকা থেকে অশোক বাটিকায় যাচ্ছ, এই বিষয় বৈতরণী নদী পার হচ্ছে।"

প্রশ্ন:- স্মরণ করতে বসলে কোন্ কোন্ বিষয়ের জন্য বিদ্বিগ্ন আসে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের জন্য বিদ্বিগ্ন আসে না?

উত্তর:- স্মরণ করতে বসলে আওয়াজ কিংবা শোরগোলের জন্য কোনো বিদ্বিগ্ন আসে না, এইগুলো জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিদ্বিগ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু স্মরণ করার সময়ে মায়ার বিদ্বিগ্ন অবশ্যই আসে। স্মরণ করার সময়েই মায়া বিদ্বিগ্ন সৃষ্টি করে, অনেক রকমের সংকল্প-বিকল্প নিয়ে আসে। তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, সাবধান থাক। মায়ার কাছে ঘুঁষি থেও না। যে শিববাবা তোমাদেরকে অপার সুখ দেন, যিনি হলেন সর্ব সঙ্কল্পের স্যাকারিন - তাঁকে খুব ভালোবাসার সাথে স্মরণ কর। স্মরণের প্রতিযোগিতায় খুব জোরে দৌড়াও।

গীত:- হে রাতের পখিক, ক্লান্ত হয়ো না...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা প্রতিযোগিতা করছে। কেউ যদি বসে থাকে তাহলে সে যাত্রা করছে বলা হয় না। কিন্তু এই যাত্রা খুবই আশ্চর্যজনক। শান্তির যাত্রা, শান্তিধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা। রাবণের রাজ্যে তো বিষম খেয়ে মরেই যায়। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীতে আছে মৃত্যুর পরেও সাবিত্রী সত্যবানের আত্মাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। বাস্তবে এইরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। অর্ধেক কল্প ধরে মরণ আসে। অন্তিম সময়ে বিষম খেতে থাকে। এটাও জানে না, যে রাবণকে বছরের পর বছর জ্বালিয়ে আসছে, সেই রাবণ-ই আমাদের শত্রু। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে শোক বাটিকা থেকে মুক্ত করে অশোক বাটিকাতে নিয়ে যেতে এসেছি, ওখানে কেউ বিষম খায় না। এখানে অনেক রকম ভাবে বিষম খায়। মা-বাবা-পতি কিংবা সন্তানদের জন্য বিষম খেতে থাকে। পতি বিকারের জালে ফাঁসিয়ে দেয়। বাবা এসে এই সকল বিষম খাওয়া থেকে উদ্ধার করে নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যান। আত্মার পাখা (ডানা) এখন ভেঙে গেছে। তাই আত্মা উড়তে পারছে না অর্থাৎ স্মরণের যাত্রা করতে পারছে না। এটা হল বুদ্ধিযোগের যাত্রা। লেখাও আছে 'মন্বনা ভব'। কিন্তু এর অর্থ যে যাত্রা করা সেটা কেউই বোঝে না। কাহিনীতে আছে, রামের বানর সেনা ছিল যারা সেতু বানিয়েছিল। কিন্তু বানররা কিভাবে সেতু বানাবে। এখন তোমাদের স্মরণের যাত্রার দ্বারা সেতু তৈরি হচ্ছে যে সেতুর মাধ্যমে তোমরা বিষয় বৈতরণী নদী পার হচ্ছে। বাবা এই নদীতে সাঁতার কাটতে শেখাচ্ছেন। তিনি তো মাঝি, তাই না? তিনি বিষয় বৈতরণী নদী থেকে পার করিয়ে শিবালয়ে নিয়ে যান। বলা হয়, অমৃত না খেয়ে বিষ খেয়েছ কেন? অমৃত অর্থাৎ জ্ঞানামৃত। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি হয়। শাস্ত্রগুলোকে জ্ঞান বলা যাবে না। সেসব হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী। শাস্ত্র পড়লে সত্যযুগে আসা যায় না অর্থাৎ সদগতি হয় না। তাই সেগুলোকে জ্ঞান বলা যাবে না, সেসব হল ভক্তি। জ্ঞানমার্গে প্রথমে ১০০ শতাংশ সদগতি হয়, তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। এমন নয় যে সত্যযুগেও দুর্গতি হয়। ওখানে তো দুর্গতির নামই নেই। কলিযুগে সকলের দুর্গতি হয়। তোমরা জানো, কেবল বাবা-ই সকলের ওপর দয়া করেন। তাঁকেই শ্রী শ্রী বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সকলের নামের সাথেই শ্রী শ্রী টাইটেল (উপাধি) জুড়ে দেয়। দেবতাদেরকে শ্রী বলা হয়। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রী রাম-সীতা

এবং যিনি এইরকম শ্রী (শ্রেষ্ঠ) বানান তাঁকে শ্রী শ্রী বলা হয়। তোমরা বাবার সামনে প্রতিজ্ঞা কর যে আমরা কখনো বিকারে লিপ্ত হব না। যদি প্রতিজ্ঞা করার পরেও কোনো ভুল করে ফেল তাহলে ধর্মরাজ আছেন যিনি হলেন বাবার রাইট হ্যান্ড (ডান হাত)। তিনি ক্ষমা করবেন না। বাবাও গুপ্ত, জ্ঞানও গুপ্ত এবং প্রাপ্তিও গুপ্ত। কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো যে কোনো মানুষ আমাদেরকে শ্রীমৎ দেয় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বাবা রচনা করেন। প্রজাপিতা সূক্ষ্মবতনে থাকবে না, নিশ্চয় এখানেই থাকবে। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখন ব্রাহ্মণ। ভবিষ্যতে ইনি-ই বাদশাহী পান। দেবতারা তো পতিত দুনিয়াতে রাজত্ব করবে না। তাই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে এবং সেটা অবশ্যই হবে। এখনও কিছু সময় বাকি আছে। এখনও তোমাদের নতুন বৃক্ষের (কল্পের) চারা রোপন সম্পূর্ণ হয়নি। আগে গায়ন করত - 'তুমি-ই হলে মাতা, তুমি-ই হলে পিতা'... কিছু না বুঝে সকলের সামনেই এইরকম গুণগান করত। আচ্ছা, বিচার করে দেখ যে ব্রহ্মা কিভাবে মাতা হবেন। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও তো নিজস্ব রাজত্ব ছিল, তাই ওদেরকেও মাতা-পিতা বলা যাবে না। বর্তমান সময়ে পরমপিতা পরমাত্মা প্র্যাক্টিক্যাল (বাস্তবে) মাতা-পিতার ভূমিকা পালন করছেন। পরে ভক্তিমার্গে তাঁর মহিমার গায়ন করা হয়। শুরুতে কেবল শিববাবার সামনেই 'তুমি-ই হলে মাতা, তুমি-ই হলে পিতা' গায়ন করত। পরবর্তীকালে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা সবার ক্ষেত্রেই এইরকম বলে দিয়েছে। বোধ-বুদ্ধি কিছুই নেই। শিববাবা হলেন স্যাকারিন। আসুরী মতে চলার ফলে সকল মানুষ কেবল দুঃখই দেয়। কিন্তু আমি সবাইকে সর্বাধিক সুখ দিই। আমি হলাম দাতা। বাচ্চারা, তোমাদের প্রতি আমার শ্রীমৎ হল - তোমরা যত স্মরণের যাত্রা করবে, স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাবে, পদ্মফুলের মত হবে - তত উঁচু পদ পাবে। এই অলংকারগুলোর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। তোমরাই অলংকার ধারণ কর, কিন্তু বিষ্ণুর হাতে দেখিয়ে দিয়েছে। তৃতীয় নয়নও দেবতাদের ক্ষেত্রে দেখিয়েছে। বাস্তবে তোমাদেরই তৃতীয় নয়নের প্রাপ্তি হয়, ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী... ইত্যাদি বলা হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই শব্দগুলোর অর্থ রয়েছে। আত্মার বুদ্ধিতেই সবকিছু থাকে। শরীর এইরকম বলে না যে আমার নাক, আমার কান, আমার চোখ...। আত্মাই বলে - এটা হল আমার শরীররূপী মহল। আত্মার স্মৃতি এসেছে যে আমার মধ্যে অর্থাৎ আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এটা খুবই গুপ্ত কথা। আত্মাকে রকেটও বলা হয়। শরীর ছাড়ার পর আত্মা এক সেকেন্ডে লন্ডনে চলে যেতে পারে। ওরা এত দ্রুতগামী রকেট বানিয়েছে যাতে করে সকালে যাত্রা শুরু করলে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছে যাবে। আগে স্টিমারে ৩-৪ মাস সময় লেগে যেত, এখনও ১ মাস সময় লেগে যায়। এরোপ্লেনে একদিন সময় লাগে। কিন্তু আত্মা খুবই দ্রুতগামী রকেট যেটা এক সেকেন্ডে পৌঁছে যায় এবং কেউ দেখতেও পায় না। তোমরা আত্মারা হলে অলরাউন্ড পার্টধারী। আচ্ছা, পরমাত্মার ভূমিকা কি? দ্বাপর থেকে আমার সাক্ষাৎকার করানোর পার্ট আছে। যে যেমন ভাবনা নিয়ে আমাকে স্মরণ করে, তার মনস্কামনা পূরণ করে দিই। এখন আমার জ্ঞান দেওয়ার পার্ট অর্থাৎ পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর পার্ট। তোমাদেরকে নলেজফুল (জ্ঞানী) গডের সন্তান মাস্টার গড বানাই। যে আগের কল্পে পুরুষার্থ করেছিল, সে-ই আবার করবে। বাচ্চারা বলে, আগের কল্পেও এসেছিলাম এবং এখন পুনরায় উত্তরাধিকার নিষি। কার কাছে? মাতা-পিতার কাছে। সরস্বতী হলেন সকলের মাতা। আবার সরস্বতীর মাতা হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার কোনো মাতা নেই। শিববাবা স্বয়ং বলেন - তুমি হলে আমার পত্নী। তখন আমিও বলি যে পতিকে ছাড়া আমি কিভাবে থাব। আচ্ছা, তাহলে শিববাবা আর আমি একসাথে থাব। নেশা তো থাকবেই। তোমরা নিজেরাও বল যে বাবা দালাল রূপে এসেছেন তাঁর নিজের সাথে বিয়ের আশীর্বাদ করানোর জন্য। পন্ডিতরা বিকারের যে বন্ধন বেঁধেছে সেটাকে বাবা বাতিল করে দেন। বাবা বলেন, তুমি জ্ঞান-চিতার ওপর বসলে গৌরবর্ণ হবে। তাহলে কাম-

চিতার ওপরে বসে মুখ কালো করছ কেন? শ্যাম-সুন্দর কথার অর্থও তোমরা জানো। শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর ছিল, এখন সেও শ্যামবর্ণ হয়ে গেছে। এখন বাবা এসে তাঁর পরিচয় দিচ্ছেন। তোমরা হলে পতিত-পাবন গড ফাদারের স্টুডেন্ট। তাই এটা হল পাঠশালা। পাঠশালাতে পড়াশুনা হয়, পরিশ্রম করা হয়। সংসঙ্গে কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। ওখানে তো গীতা ইত্যাদি গ্রন্থপাঠ শুনে ঘরে চলে যায়। ওখানে তো কেউই বলে না যে পবিত্র হও, যাত্রা কর। ভবিষ্যতে এইসব শারীরিক যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে। বরফ পড়লে কিংবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কেউই যাবে না, কারণ তোমাদের যাত্রা ক্রমশ দ্রুত হতে থাকবে। আমাদের এই যাত্রা শিবালয়ের দিকে। প্রথমে শিববাবার নিবাসস্থান শিবালয়ে যাব। তারপর শিববাবা যে শিবালয়ের স্থাপন করছেন (স্বর্গ) সেখানে যাব। শিবপুরী এবং বিষ্ণুপুরী উভয়কেই শিবালয় বলা হয়। কারণ শিববাবা মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দুটোই দেন। শিববাবা সত্যযুগী দৈবী ঘরানার স্থাপন করেন।

আচ্ছা, স্মরণের সময়ে তো আওয়াজের জন্য বিদ্ব পড়ে না। জ্ঞান শোনার সময়ে শোরগোল হলে বিদ্ব আসে। মানুষ বলে, পরিবেশ শান্ত কর নাহলে স্মরণে বিদ্ব পড়বে। কিন্তু যোগের সময়ে আওয়াজের জন্য বিদ্ব আসে না। তখন মায়া বিদ্ব দেয়। বাচ্চাদের সাথে মায়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ময়দানে বাচ্চাদেরকে হেরে গেলে চলবে না। মায়া ঘুঁষি মারতেই থাকে। যদি নাকে ঘুঁষি মেরে দেয় তাহলে পড়ে যায়। তারপর আবার উঠে পড়ে। কিন্তু পুনরায় নাকে মারলে আবার পড়ে যায়। বাবা বলছেন, মায়া এইরকম কাম-ক্রোধের ঘুঁষি মারে। এর থেকে অনেক সাবধানে থাকতে হবে। ঘুঁষি খাওয়া যাবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞানের সকল অলংকার ধারণ করে স্ব-দর্শন চক্রধারী, ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ মাস্টার গড হতে হবে।

২) বাবার রাইট হ্যান্ড (ডান হাত) ধর্মরাজের কথা মনে রেখে কোনো বিকর্ম করো না। পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করার পরে বিকারের বশীভূত হওয়া উচিত নয়।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনে সর্বদা খুশির খোরাক থেয়ে এবং থাইয়ে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হও।

আমরা হলাম বিশ্বের মালিকের বালক তথা মালিক। এই ঈশ্বরীয় নেশা এবং খুশিতে থাক। বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য। সর্বদা এই খুশির দোলনায় দুলতে থাক। সর্বদা খুশনসীব (ভাগ্যবান) থাক এবং নিজে সর্বদা খুশির খোরাক থেয়ে অন্যকেও খাওয়াও। অন্যকেও খুশির মহাদান করে খুশনসীব (ভাগ্যবান) বানিয়ে দাও। তোমার জীবনটাই হল আনন্দময়। খুশিতে থাকাই হল জীবন। এটাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের শ্রেষ্ঠ বরদান।

স্লোগান:- যেকোনো পরিস্থিতিতেই সহনশীল হলে আনন্দের অনুভূতি করতে থাকবে।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য:-
(23-01-57)

এখন তো গোটা দুনিয়া জানে যে পরমাত্মা হলেন এক। সেই পরমাত্মাকেই কেউ শক্তি বলে মানে, কেউ আবার প্রকৃতি বলে। অর্থাৎ কোনো না কোনো রূপে অবশ্যই মানে। যে রূপেই মেনে থাকুক, নিশ্চয়ই তিনি আছেন বলেই তাঁর বিভিন্ন নাম দিয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে যত প্রকারের মানুষ আছে, সেই একজনের সম্বন্ধে তত প্রকারের মত রয়েছে। কিন্তু তিনি আসলে অদ্বিতীয়। এইসকল মতামতের মধ্যে চারটি মুখ্য মত শোনাচ্ছি - কেউ বলে সব জায়গাতেই ঈশ্বর রয়েছেন, কেউ-কেউ বলে ব্রহ্ম সব জায়গাতে আছে অর্থাৎ সর্বত্র কেবল ব্রহ্ম আর ব্রহ্ম। কেউ বলে ঈশ্বর সত্য এবং মায়া মিথ্যা। আবার কেউ বলে- ঈশ্বর বলে কিছু নেই, প্রকৃতিই সব। ওরা ঈশ্বরকে মানে না। এই সকল মত প্রচলিত আছে। ওরা মনে করে জগৎ মানে প্রকৃতি, এছাড়া আর কিছুই নেই। তাহলে দেখ, জগৎকে মানে কিন্তু যে পরমাত্মা এই জগতের রচনা করেছেন সেই জগতের মালিককেই মানে না! দুনিয়াতে যত মানুষ রয়েছে ততগুলো মত প্রচলিত আছে। অবশেষে পরমাত্মা এসেই এইসকল মতামতের ফয়সালা করেন। পরমাত্মা এসেই এই সমগ্র জগতের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ যিনি সর্বশক্তিমান তিনিই নিজের রচনার সিদ্ধান্ত বিস্তারিত ভাবে বোঝান। তিনিই আমাদেরকে রচয়িতার পরিচয় দেন এবং তারপর নিজের রচনার পরিচয়ও দেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করে - আমি যে আত্মা তার কি কোনো প্রমাণ আছে? এক্ষেত্রে তাকে বোঝানো হয় - আমরা যখন বলি যে আমি আত্মা হলাম পরমাত্মার সন্তান, তখন এই বিষয়ে নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত। আমরা যে সারাদিন 'আমি' 'আমি' বলি, সেটা কোন শক্তি বলে এবং যাঁকে আমরা স্মরণ করি তিনি আমাদের কে হন? যখন কাউকে স্মরণ করা হয় তখন নিশ্চয়ই তাঁর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার থাকে। সর্বদা তাঁকে স্মরণ করলেই তাঁর দ্বারা আমাদের প্রাপ্তি হবে। মানুষ যা কিছু করে তার জন্য মনের মধ্যে কোনো না কোনো শুভ ইচ্ছা অবশ্যই থাকে। কারো সুখ পাওয়ার ইচ্ছা থাকে, কারো শান্তি পাওয়ার ইচ্ছা থাকে। যেহেতু পাওয়ার ইচ্ছা উৎপন্ন হয় তাই সে নিশ্চয়ই প্রাপ্তি নেয়, এবং যার দ্বারা সেই ইচ্ছা পূরণ হয় তিনি নিশ্চয়ই কিছু দিয়ে থাকেন, সেই জন্যই তাঁকে স্মরণ করা হয়। এখন এই রহস্যটাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হবে যে তিনি কে? যে শক্তি কথা বলছে সেই শক্তিটা হলাম স্বয়ং আমি অর্থাৎ আত্মা, যার আকার জ্যোতির্বিদ্যুর মত। মানুষ এই স্থূল শরীর ত্যাগ করার সময়ে আত্মা বেরিয়ে যায়। হয়তো এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে আত্মার কোনো স্থূল আকার নেই কিন্তু মানুষ অনুভব করতে পারে যে আত্মা বেরিয়ে গেছে। এই জ্যোতির্বিদ্যু আত্মাকে আমরা কেবল আত্মা-ই বলব। তাহলে এই আত্মাকে যিনি জন্ম দিয়েছেন, সেই পরমাত্মার রূপ আত্মার মতোই হবে। যে যেমন হয়, তার রচনাও সেইরকম হয়। তাহলে পরমাত্মার সম্বন্ধে আমরা আত্মারা কেন বলি যে তিনি আমাদের অর্থাৎ সকল আত্মার থেকে পরম। কারণ তাঁর ওপর মায়ার কোনো আস্তরণ নেই। কিন্তু আমাদের অর্থাৎ অন্যান্য আত্মাদের ওপর অবশ্যই মায়ার আস্তরণ পড়ে। কারণ আমরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসি। এটাই হল আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য। আত্মা। ওম্ শক্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা- যে ভারত একদা ধন-সম্পদে শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ ছিল, এখন সে কত গরীবে পরিণত হয়েছে। একমাত্র এই বাবা-ই সেই হত-দরিদ্র ভারতকে আবার ধন-সম্পদে শ্রেষ্ঠ ধনী করে তোলেন

প্রশ্ন :- তোমাদের অর্থাৎ গোপ-গোপিনীদের মতন এত সৌভাগ্যশালী আর কে বা আছে - কিন্তু তা কি প্রকারে ?

উত্তর :- সবচাইতে সৌভাগ্যশালী সে, যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান-রঞ্জের আনন্দ উপভোগ করে নৃত্য করতে পারে। ঠিক এভাবেই তারা সত্যযুগে পৌঁছেও রাজকুমার-রাজকুমারীদের সাথেও নৃত্য করতে পারবে। এমন সৌভাগ্যশালী বাচ্চারাই সম্পূর্ণ রূপে বাবার প্রতি সমর্পিত হয় আর তার সাথে একথাও বলে: "বাবা, আমি সম্পূর্ণ রূপে আপনার, নিজের বলতে কিছুই নাই। যেখানে আপনি আমাকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারীর উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন, সেখানে আমিও কেন না আপনার কাছে সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে সমর্পণ করবো ?"

ওঁ শান্তি! বাবা বাচ্চাদেরকে শাস্ত্রনা দিচ্ছেন, বলছেন, "ওহে ভারতবাসী বাচ্চারা --কিন্তু তা কোন্ বাচ্চারা ? --পূজারী অর্থাৎ যারা দেব-দেবীর পূজা করে থাকে।" তারা মনে করে যে, তাদের পূজ্য ইষ্টরাই দেব-গুণের দেব-দেবী ছিল। যেমন, খ্রীষ্টানরা খ্রীশু-খ্রীষ্টের পূজা করে। বৌদ্ধরা বুদ্ধকে পূজা করে। জৈনরা মহাবীরকে পূজা করে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্মের প্রধানকে হয় পূজা করে কিম্বা স্মরণ করে। তাছাড়া, দেবী-দেবতার জন্য মন্দিরও বানানো হয়। সেক্ষেত্রে শিবেরও মন্দির বানানো হয়। কিন্তু শিব তো নিরাকার। আবার সূক্ষ্ম-বতনের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এনারা সূক্ষ্ম-আকারী আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা - এনারা সাকারী। যদিও জগতের লোকেরা এসবের বিষয়ে কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই যারা দেবতার পূজা করে অর্থাৎ পূজারী, তাদের উদ্দেশ্যে বাবা বলেন যে, ধৈর্য রাখো, স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা যে শুরু হয়ে গেছে। এই ভারতই একদা স্বর্গ-রাজ্য ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকেই স্বর্গ-রাজ্য বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের সেই রাজ্য ছিল - এখন থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে। আর সীতা-রামের রাজ্য ছিল এখন থেকে ৩৭৫০ বছর পূর্বে। তোমরা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী কুলের ভূষণ দত্তক বাচ্চারাই কেবল এই হিসেবকে জানো। দুনিয়ার অন্যেরা তো এখনও বুদ্ধিহীন হয়ে আছে, যেহেতু গোটা দুনিয়াটাই জ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। অতএব তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, তোমাদের এক জাগতিক লৌকিক বাবা, আর এক পারলৌকিক বাবা। এই পারলৌকিক বাবা-ই নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। বাবারাই তো বাচ্চাদের জন্য নতুন ঘর বানায়। আর এই বেহদের বাবা বানান নতুন সৃষ্টি-জগৎ। ভারতবাসীরা এখন ধর্মভ্রষ্ট হয়ে আছে। তাই এভাবে দেবতাদের গুণ-মহিমার কীর্তন করে- "সর্বগুণ সম্পন্ন।" আর কোনও ধর্মে এমন ভাবে মহিমার কীর্তন করা হয় না। কোনও ধর্মের লোকেরাই এমন ভাবে নিজের ইষ্ট-দেবতার মহিমা কীর্তন করে না। অন্যান্য ধর্মের ভক্তদেরও দেখা যায় লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে আসতে। আবার শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদেরও কৃষ্ণের মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়।

বাচ্চারা তোমরা তো জানো, ভারতের লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের মালিক ছিল। অর্থাৎ ভারতবাসীরাই সত্যযুগের অধিকারী ছিল, যখন ভারত খুব ধন-সম্পদে সমৃদ্ধশালী ছিল। তখন ভারতে ছিল আদি

সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। ভারতের এই প্রাচীন সহজ রাজযোগ আর এই সহজ জ্ঞানের পাঠ ছিল তখন। দেবী-দেবতা ধর্মই সবচেয়ে পুরোনো ধর্ম। কিন্তু মানুষেরা এখন তা ভুলেই গেছে যে, এই দেবী-দেবতা ধর্ম কারা স্থাপন করেছিলেন। বাবা আরও জানাচ্ছেন, তোমরা বি.কে.-রাই সেই সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। এদিকে দুনিয়ার কলিযুগী বিকারী ব্রাহ্মণেরা দাবী করে যে, তারাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার বংশের। কিন্তু তারা তো এটাই জানে না যে, ব্রহ্মা এখানে কখন এসেছিলেন। তোমরাই এখন তার প্রত্যক্ষ স্বরূপ। একমাত্র তোমরাই তা বুঝতে পারো, লক্ষ্মী-নারায়ণ কোন সময়কালে ভারতে রাজত্ব করে গেছেন। তাদের থেকে উন্নত মানুষ আর কেউ হতে পারে না। লোকেদের তো এই ধারণাটাও নেই যে, সত্যযুগ অতীত হয়েছে আজ থেকে কত বছর আগে! তারা সত্যযুগের আয়ু কোটি-কোটি বছর বলে জানায়। শাস্ত্র লেখার সময় শাস্ত্রকারেরা তাদের অজ্ঞতার কারণে নিজের মতকেই এভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বাবা এখন আবার তোমাদের অর্থাৎ সেই বাচ্চাদেরকেই তা বোঝাচ্ছেন, যারা পূর্বেও ভারতের প্রকৃত দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল। অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে তারা এখানে আসবে অবশ্যই। তোমাদের এই ব্রাহ্মণ বর্ণ-ই হলো ভারতের দেবী-দেবতা ধর্মের। এর পরবর্তী ধর্মের লোকেদের জন্য নয়। বাচ্চারা, এখন তোমরা ব্রহ্মা-বংশী ব্রাহ্মণ হয়েছে। তোমরাই আবার পূজারী থেকে পূজ্য-স্বরূপে আসবে। মাতারা, তোমাদেরকেই ভারত মাতার শক্তি-স্বরূপা অবতার বলা হয়। জগদম্বাও পুনঃজন্মে এসেছেন। শিববাবাও এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে অবতারিত হয়েছেন। উনিই তোমাদেরকে নিজের সন্তান করে নিয়েছেন।

বাচ্চারা তোমরা তো জানো, পরমপিতা পরমাত্মা সকল আত্মাদেরই পিতা এবং যিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক। তবে ওনাকে সমস্ত সৃষ্টি-জগতের মালিক বলা যাবে না। যদিও সবকিছুরই পিতা (সৃষ্টি-কর্তা) উনি, তবুও উনি নিজে তার মালিক হন না। এটা অতি গুরু বিষয়। যেখানে উনি সৃষ্টিকর্তা, সে হিসাবে তো ওনারই মালিক হওয়া উচিত। কিন্তু বাবা জানান, উনি যে স্বর্গ-রাজ্যের রচনা করেন, তার মালিক হন না উনি। উনি ওনার বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদেরকেই সেখানকার মালিক বানান। অথচ, দুনিয়াতে সবাই বলে- ভগবান-ই সমগ্র সৃষ্টি-জগতের মালিক। কিন্তু সেই মালিক তো কেবল রচনার ক্ষেত্রে। এছাড়া ওনার স্বর্গের রচনা করার উদ্দেশ্য হলো, বাচ্চাদেরকে সেখানকার মালিক বানাবার জন্য। বাবার কর্তব্যই হলো বাচ্চাদেরকে বাবার চাইতেও উঁচু আসনে বসানো। যেহেতু বাবা নিজেই বাচ্চাদের সেবাধারী। তাই বাচ্চাদেরকে সবকিছু দিয়ে উনি বিদায় নেন। তাই বাবা বলেন- "আমি তোমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত তৈরী করে, নতুন সৃষ্টির রচনা করে, সেখানকার মালিক বানিয়ে, তবেই আমি অবসর গ্রহণ করি। সে হিসেবে তোমাদের আবার ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক বলা যেতে পারে, যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডের মালিকের সন্তান তোমরা। তোমরাই যখন ব্রহ্ম-মহাত্মে যাও, তখন তোমাদেরকেও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক বলা হয়। যদিও সেখানে তোমরা তখন কেবল চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা, কোনও ইন্দ্রিয় থাকে না। পরমধামে যতক্ষণ থাকো, ততক্ষণ তোমরা সেই ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক। এরপর তোমরা এই সৃষ্টিতে এসে সৃষ্টি-জগতের মালিকে পরিণত হও। এর অনেক পরে আবার তোমরা তোমাদের সেই রাজ্য-ভাগ্যকেও খুঁয়ে দাও। এই জ্ঞান না তো দেবতাদের মধ্যে থাকে, আর না থাকে শূদ্রদের মধ্যে। এই জ্ঞান কেবলমাত্র তোমাদের অর্থাৎ বি.কে. ব্রাহ্মণদের জন্য। এ ভাবেই বাবা কত গভীর রহস্যের কথা বোঝাচ্ছেন বাচ্চাদেরকে। বাবা আরও জানাচ্ছেন- কেবলমাত্র তোমরাই এই হিরো-পার্টের অধিকারী হও।

জগৎ অম্বা হলেন জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী দেবী। এরপর উনি হন রাজ-রাজেশ্বরী। ততস্বম্ - অর্থাৎ তোমরাও তা হতে পারো। তবে তা এমন নয় যে, এটা দুজন বা চারজনের পাট। এই সৃষ্টি-জগতের রাজ্য-ভাগ্য পাওয়া আবার তা খুইয়ে ফেলা এটাই ভারতবাসীদের চিরন্তন খেলা। কল্পের শুরুতে এই ভারতবাসীরাই সম্পূর্ণ সৃষ্টি-জগতের মালিক ছিল, যারা আজ কাঙ্গালে পরিণত। এমন কি নিদেনপক্ষে কোনও অপবিত্র রাজাও পর্যন্ত নেই বর্তমান ভারতে। তাই ভারতে এখন পঞ্চায়েতের রাজত্ব। ধর্মই শক্তি - এ কথা তো প্রচলিত আছেই। তাই এখন সর্ব-শক্তিমান বাবা বসে বসে তোমাদের দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করাচ্ছেন। আর এর জন্য উনি তোমাদেরকে কতই না শক্তি প্রদান করছেন, যাতে তোমরা সৃষ্টি-জগতের মালিক হতে পারো। ভারতে কত অংখ্য ধর্ম আছে। যেমন, গুজরাতে যারা বাস করে, তারা নিজেদেরকে গুজরাতী বলে। কিন্তু সত্যযুগে তো কেবল একটিমাত্র ধর্মই থাকে। বাবা বাম্বাদেরকে বলছেন, "আমি আবার তোমাদের গীতার জ্ঞান শোনাতে এসেছি। যতদিন বাঁচবে ততদিনই এই জ্ঞান-অমৃত পান করতে থাকবে। অনেক জন্মের পাপ জমে আছে যে - তা তো দূর করতেই হবে। জগতের লোকেরা তো যুদ্ধের ময়দানে কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করে শাস্ত্রে। এদিকে ভগবান স্বয়ং বলছেন, "আমি এনার (ব্রহ্মার) শরীর রূপী রথ প্রবেশ করে, ওনার মাধ্যমে তোমাদের সেই জ্ঞান দেই, কিভাবে সেই যুদ্ধের ময়দানে মায়ার সাথে যুদ্ধ করে মায়ার উপর জিত পেতে হয়। যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পারো। তোমরা তো ভালভাবেই জেনেছো, মায়াজিত হতে পারলে তবেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হতে পারবে। জগতের লোকেরা এই যুদ্ধকেই সিপাহীদের সাথে যুদ্ধের কথা বলে থাকে। যা একেবারে রাত-দিনের তফাৎ।

বাম্বারা, তোমাদের মন্দিরে গিয়েও সেবা করতে হবে। লোকদেরকে বোঝাতে হবে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণই একদা ভারতের মালিক ছিল। তোমরা এমন কিছু স্লোগান বানাও যে, এই ভারতবাসীরাই একদা স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিল। বর্তমানে যা খুইয়ে বসে আছো। শাস্ত্রে শাস্ত্রকারেরা কৃষ্ণ আর মহাভারতের যুদ্ধকে দেখিয়েছে। ভক্তি-মার্গের ভক্তরা সাধনা করে ভগবানের দর্শন পাবার জন্য। তারা কাতর প্রার্থনা করে বলে, "হে ভগবান তুমি এসো, এসে আমাদেরকে মায়া-রাবণের কবল থেকে আমাদের উদ্ধার করো।" চারিদিকে কেবল হাহাকার আর হাহাকারের ধ্বনি। যুদ্ধ শুরু হলে তখন আর অল্প-বস্ত্র ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যাবে না। লোকেরা তো বোম্বের 'কুইন অফ ইন্ডিয়া' বলে। যেহেতু স্বর্গ-রাজ্যের সুখের ব্যাপারে তাদের কোনও আন্দাজ নেই। কিন্তু তোমরা তা জানো, তাই তোমরা মনে-মনে আনন্দে নাচতে থাকো। জ্ঞানকেই সদগতি বলা হয়। কিন্তু তা কোন জ্ঞান ? --তা হলো সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। বুদ্ধি খরচ করে তোমাদেরকে ভাবতে হবে, কিভাবে সবাইকে এসব বোঝানো যায়। দেবতার অর্থাৎ যারা পূর্ণ-পবিত্র ছিল, তারাও এখন অপবিত্র হয়ে আছে। তাদেরকেই খুঁজে পেতে হবে। মন্দিরেই তাদেরকে সহজে পাওয়া যাবে। আবার তারাও এসব জেনে খুশী হবে। জগৎ অম্বার মন্দির পাহাড়ের নীচে গুহাতে তৈরী করা হয়েছে, বাস্তবে উভয়কেই একত্রে রাখা উচিত। তোমরা তো বুঝেই গেছো, ব্রহ্মার এই কন্যা কল্পের প্রথম রাজকুমারী হন। কেবলমাত্র তোমরাই তাদের বলতে পারবে জগদম্বার ৮৪ জন্মের গুণাগুণের জীবনী-পঞ্জী। এমন কি তোমরা শিববাবার গুণাগুণ ও জীবনী-পঞ্জীও জানো। একথা মোটেই সঠিক নয় যে, উনি ইট-পাথরের মধ্যেও অবস্থান করেন। পূর্বে তোমাদেরও এমনটাই ধারণা ছিল। কিন্তু অন্যেরা এখনও তাই ভেবে থাকে। বাম্বারা, পূর্বে তোমরাও নিজেদেরকে ভাবতে যে তোমরা সব কিছুই জানো, নিজেদের অনেক উন্নত ভাবতে তোমরা। সবচাইতে উচ্চ-মানের ব্যবসা হলো - হীরের ব্যবসা। কিন্তু তার চাইতেও অনেক

উন্নত মানের ব্যবসা হলো - অবিনাশী জ্ঞান রত্নের লেন-দেন। যেমন লোকেরা ৯ রত্নের আংটি ধারণ করে। উদাহরণ স্বরূপ যা বলা হলো। পূর্বে এসব কিছুই জানতে না তোমরা।

আজকের মূল যে কথা বোঝানো হলো, ব্রহ্মাণ্ডের মালিক ও সৃষ্টির রচয়িতা এক ও একমাত্র পরমাত্মা। যিনি নিজে স্বয়ং রাজ্যসুখ ভোগ করেন না। সেই রাজ্য-ভাগ্য উনি ওনার সন্তানদের অর্থাৎ আমাদের দেন। সেই রাজ্য-ভাগ্য আমরা যেমন পেয়ে থাকি, একসময় তা আবার খুইয়েও ফেলি। বাচ্চারা, তোমাদের এই জ্ঞানও থাকা আবশ্যিক, কত জন্ম তোমরা রাজ্য-ভাগ্যের সুখ ভোগ করো আর কত জন্ম ধরে রাজ্য খুইয়ে পরাধীন হয়ে থাকো। এছাড়া তোমাদের আর কি বা চাই ? মানুষেরা দেহ-অভিमानে থাকার ফলে তাদের জীবনে এত উলট-পালট। কিন্তু এখন তোমরা উন্নতির সঠিক দিশা পেয়েছো। আত্মা শরীর ছেড়ে দিলে মানুষের মুখকে উল্টো দিকে করে দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের মুখ এখন পরমধামের দিকে। আমরা শরীর ত্যাগ করলে আত্মা সোজা সেখানে পৌঁছে যাবে। আচ্ছা ! বাবা বলছেন- "মনমনা ভবঃ। আমাকে স্মরণ করতে থাকলে, তোমরা আমার কাছেই চলে আসবে। সেখানকার অর্থাৎ বেহদের ক্লাস খুবই সুন্দর। বাবার মনে হয়, এখানকার ঘরের মধ্যকার ক্লাস তা যেন গর্ভ-জেল-এর মতন মনে হয়। বেহদের বাবার তো বেহদ ভাল লাগবেই। এত বিশাল বেহদের একমাত্র মালিক হদের এই শরীরকে আধার করে অবস্থান করতে হয় ওনাকে। তা কেবলমাত্র বাচ্চাদেরকে সেবা করার জন্য। তাই বাবাকে এই পতিত দুনিয়া এবং পতিত শরীরেই আসতে হয়। তিনি জানাচ্ছেন- বি.কে. বাচ্চাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে, স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানিয়ে তারপরে উনি ফিরে যান। তাই এখন তো উথাল-পাতাল অবস্থা চলবেই। যারা জ্ঞানে কাঁচা, এসব দেখে তাদের তো সাথে সাথেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে। কারও এমন মৃত্যু দেখে, শোকাহত হয়ে, হয়ত আরও কারও মৃত্যুও হতে পারে। তোমাদের কিন্তু খুব শক্ত হতে হবে। যেমন গল্প-গাঁথায় আছে, 'মিরুয়া মৌত মলুকা শিকার'- শিকারের মৃত্যু আর শিকারীর আনন্দ অর্থাৎ 'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'।

বাচ্চারা, তোমরা এখন স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত হয়ে উঠছো। বাবা আরও জানাচ্ছেন, এই লড়াই-এর দ্বারাই স্বর্গের গেট খুলবে, যা কেবল তোমাদের জন্য। ফিরে তো যেতেই হবে। যেহেতু নাটক যে এখন শেষ হতে চলেছে। একমাত্র এই বাবাই সঠিক দিশার রুহানী-গাইড। যিনি সাথে করে রুহানীধামে নিয়ে যান। অতএব এই এক ও একমাত্র বাবাকে লাগাতর স্মরণ করতে থাকো, যেহেতু তোমাদের অন্তিম চিন্তাই হবে তোমাদের গন্তব্যস্থল। এখানে কারও কারও অনেক ছোট জন্মও হয়ে থাকে। গর্ভেও আত্মারা অনেক শাস্তি ভোগ করে। আবার শিশুর জন্ম হওয়া মাত্র বাইরে এসেও মৃত্যু ঘটে। এরপর আত্মা আবার অন্য হিসেব-নিকেশের ভোগ ভুগতে যায়। তাই বাবা বলছেন- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, এই মহা-মূল্যবান জ্ঞান-রত্নকে বুদ্ধিতে ধারণ করে, মন্দিরে-মন্দিরে গিয়ে সেবা করো। এটাই প্রকৃত পুরুষার্থ। এতে ভয় পেলে চলবে না মোটেই। যারা তোমাদের ধর্মের হবে, তারা অবশ্যই এই জ্ঞান-তীরে বিদ্রূপ হবে। সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়েও দেখতে পারো। যদি দেখো তারা একেবারে পাথরের মতন, তবে আর তাদেরকে বিঁছের মতন হল ফোঁটাবার দরকার নেই। (যেমন বিঁছেরা পাথরে হল ফোঁটায় না।) কিন্তু চেষ্টা লাগাতর চালিয়ে যেতে হবে। চেষ্টা করতে করতে একসময় না একসময় সফল হবেই। যদিও তোমারা অনেকেই জ্ঞান আর যোগে ততটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারোনি। তাই সাধু-সন্ন্যাসী, রাজা-মহারাজা বা এমনদের সেভাবে বুদ্ধিয়ে উঠতে পারছো না। জনক, পরিক্ষিৎ, সাধু-সন্ন্যাসী এরাও সবাই শেষের দিকে অবশ্যই আসবে। তাদের এই জ্ঞান এখন শোনাতে

পারলে তার প্রভাব ভবিষ্যতে অবশ্যই পরবে। তখন তোমরাই তাদেরকে বলতে পারবে, "এখন তো অনেক দেবী হয়ে গেছে। বাবা এসেছিলেন বিশাল জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার নিয়ে, কিন্তু তোমরা তো তখন এলেই না।" বাচ্চারা, সর্বদাই মনে মনে ভাবতে থাকো, কোথায়- কিভাবে কি ধরনের সেবা করা যায়। নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপাও। বুদ্ধিতে নতুন কিছু চিন্তা করো। যদিও সেবা তো হবে ড্রামা অনুসারেই। আমরা শুধু সাক্ষী হয়ে দেখবো। ভগবান এসব বাচ্চাদের বলছেন, অর্থাৎ গোপ-গোপীদের প্রতি। আর গোপী বল্লভ স্বয়ং ভগবান। যিনি গোপ-গোপীদের বাবা। গোপ-গোপীরা সবাই বর্তমানের এই দুনিয়াতেই রয়েছেন। সত্যযুগে থাকে না। এটাই হলো ঈশ্বরীয় জ্ঞানের নৃত্য। পরবর্তীতে সেখানে গিয়ে রাজকুমার-রাজকুমারীদের সাথেই নৃত্য করতে পারবে। তাই তো বাবা বলছেন বাচ্চারা, তোমরা খুবই সৌভাগ্যশালী। অতএব একমাত্র বাবার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত হয়ে যাও। (বাচ্চারা বলে) --"বাবা আমি যে তোমারই, তবে কেনই বা তোমার প্রতি পূর্ণ-রূপে সমর্পিত হবো না ? যেখানে তুমি আমাদের স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত অধিকারী করে গড়ে তোলো। এ যে বিশাল প্রাপ্তি। জাগতিক যা কিছু তা তো কবরেই চলে যাবে। সেই কবরস্থানই আবার পরীস্থানে পরিবর্তিত হবে। এই দিল্লী-ই একদা পরীস্থান ছিল, পরীদের বসবাসের স্থান। দেবী-দেবতাদেরকেই পরীস্থানের পরী বলা হয়। যা এখন কবরস্থানের হয়ে আছে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন তাদের ঈশ্বরীয় পিতা।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সদা এই খুশীতে মশগুল থাকতে হবে যে, আমরা ব্রহ্মাণ্ড আর বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছি। প্রকৃত (বি. কে.) ব্রাহ্মণরাই পরবর্তীতে দেবতা হবে।

২) নিজের অবস্থাকে পাকাপোক্ত করতে হবে। এমন কি মৃত্যুকেও ভয় পাবে না। সদা বাবার স্মরণে থাকতে হবে। জ্ঞানকে সঠিক ভাবে ধারণ করে অন্যদেরকে সেবা করতে হবে।

বরদান :- দুঃথকে সুখে, গ্লানিকে প্রশংসায় পরিবর্তন করতে পারা, পুণ্য-আত্মা হও

বিস্তার :- পুণ্য আত্মা সে, যে কখনও কারও দুঃখের কারণ হয় না বা অপরের দেওয়া দুঃখও নেয় না। উপরন্তু, দুঃখকেও সুখ রূপে স্বীকার করে নেয়। গ্লানিকে প্রশংসা ভাবতে পারলে তাকে পুণ্য-আত্মা বলা যাবে। এই পাঠ সদা পাকাপোক্ত যেন থাকে যে, নিজে করুণাশীল হয়ে, গালমন্দ বা দুঃখ দেওয়া আত্মাদেরকেও করুণার দৃষ্টিতে দেখতে হবে, গ্লানির দৃষ্টিতে নয়। সে গালমন্দ করছে করুক, কিন্তু তুমি তাকে ফুলের বর্সা করো- এমনটা হতে পারলে তবেই পুণ্য আত্মা।

স্নোগান :- যারা বাপদাদাকে নয়নের মণি করতে পারে, তারা জগতের আলো রূপে প্রকাশময় হয় । তারাই হল বাপদাদাকে সাক্ষাৎকার করাতে সক্ষম শ্রেষ্ঠ আত্মা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই সময় স্বয়ং ভগবান তোমাদের সামনে উপস্থিত আছেন , তিনি স্বর্গের উপহার নিয়ে এসেছেন , তাই খুশীতে থাকো "

প্রশ্ন:- বাবা নিজের বাচ্চাদের কি আশীর্বাদ দেন ?

উত্তর :- বাচ্চাদের নিজস্ব নলেজ ফুল করাটাই হল ওঁনার আশীর্বাদ। যে নলেজের আধারে নর থেকে নারায়ণে পরিণত হওয়া যায়। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি তোমাদের রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে তোমাদের রাজার রাজা করি। আমি ছাড়া আর কেউ এমন আশীর্বাদ করতে পারেনা ।

গান :- আমায় আলিঙ্গন করো....

ওম্ শান্তি । এ হল এই সময়ের বন্ধনযুক্ত আত্মাদের (বান্ধেলীদের) আমন্ত্রণ। কারণ সমস্ত দুনিয়া এখন শোকগ্রস্ত । তার মধ্যে গোপীকারা বেশি শোকাবুল। তারা গায় আমরা সহ্য করতে পারছি না। ভক্তিতে ডাকা হয় কিন্তু তারা জানেন যে ভগবান কে ? এখানকার গোপীকারা জানে কিন্তু বন্ধনযুক্ত তাই শোকগ্রস্ত। তারা চায় বাবা আমাদের গলার মালা করে নিন। শিবের রুদ্র মালা বিখ্যাত। তো এই সময়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা চায় যে আমরা শিবের গলায় জড়িয়ে থাকি কারণ এই সময়ে স্ত্রী পুরুষ আসুরী গলার মালা হয়ে আছে। কন্যারা চায় আমরা ঈশ্বরীয় গলার মালা হই। নিশ্চয়ই যখন বাবা হাজির আছেন তবেই তো এই কথা বলে। যখন প্রতিজ্ঞা করে তখন বলে ঈশ্বরকে হাজির জেনে সত্য কথা বলব। বড় গভর্নমেন্টের মন্ত্রীগণও প্রতিজ্ঞা করে। গীতা হাতে নেয় কারণ গীতা হল ভারতের ধর্ম শাস্ত্র। তাই এক ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করে , এমন নয় সবাই ঈশ্বর, সবার নামে প্রতিজ্ঞা করে। সুতরাং নিশ্চয়ই বাবা হাজির হয়েছেন কখনও। এই সময়ে তো নেই । শুধুমাত্র তোমাদের জন্যে হাজির আছেন, যিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন। শিবরাত্রিও পালন হয় , নিশ্চয়ই এসেছিলেন ! কিভাবে আসেন, এসে কি করেন ? এইসব কেউ জানেনা। এত বিশাল সোমনাথের মন্দির আছে কিন্তু তিনি কি করেছেন , সেসব জানা নেই কারণ শিবের পরিবর্তে (গীতাতে) কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে । সঙ্গমযুগ নাম না দিয়ে দ্বাপর যুগ লেখা হয়েছে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে তিনি হলেন নিরাকার, ওঁনার মানুষের মতন আকার নেই। এখন উনি আমাদের সামনে বসে আছেন। তোমরা ওঁনাকে হাজির দেখছ। সঠিকভাবে উনি হলেন জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ (নলেজফুল, ব্লিসফুল)। জ্ঞান প্রদান করেন , এ হল ওঁনারই আনন্দ দান। এই জ্ঞানের আনন্দের আধারে তোমরা নর থেকে নারায়ণে পরিণত হও । উনি ব্রহ্মা দেহের দ্বারা নিজেই পড়াচ্ছেন। বাবা নিজেই বলেন প্রিয় বাচ্চারা আমি তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা দিয়ে রাজার রাজা করি। কৃষ্ণ শেখাতে পারেননা। তিনি নিজেই রাজার রাজা হয়েছেন। সেখানে কেবল একজন কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী নারায়ণ হবেনা। সে তো সম্পূর্ণ সূর্যবংশী রাজবংশ ছিল। তাঁদের রাজত্ব মায়া কেড়ে নিয়েছে। এখন আমি পুনরায় তোমাদের সামনে ব্রাহ্মণদের সামনে হাজির হয়েছি।

বাবা যিনি দূর দেশ থেকে এসেছেন তো কিছু উপহার নিশ্চয়ই এনেছেন। লৌকিক পিতা যখন আসেন তখন কত কিছু উপহার আনেন। ইনি হলেন সকলের পিতা, যাঁকে সবাই এত স্মরণ করে। দূর দেশ থেকে এসেছেন খালি হাতে কি করে আসবেন ? বাবা বলেন আমি তোমাদের জন্যে উপহার

এনেছি , যে উপহার কোনো মানুষ আনতে পারেনা। আমি স্বর্গ হেভেন উপহার স্বরূপ আনি। কত বিশাল এই উপহার। বাবা সাক্ষাৎকার করান , সেখানে কত সুখ আছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৌরভে ভরপুর । লক্ষ্মী নারায়ণের অঙ্গ সুবাসিত । এই অঙ্গ তো কীট যুক্ত। বাবা সেসব কীট দূর করে ভ্রমরী করেন। এখানকার দেহ তো জীবাণু যুক্ত রোগে আক্রান্ত । ওখানকার দেহ কত সুন্দর। মন্দিরেও কত সুন্দর মূর্তি তৈরি হয়। কতখানি তফাৎ -- এখানকার শরীরে আর ওখানকার শরীরের মধ্যে। ৫ হাজার বছরের কথা, এই ভারত ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল। সেখানে আত্মাও পবিত্র ছিল তাই শরীরও পবিত্র ছিল। বাবা পাথরের বাসন থেকে সোনার বাসনে পরিণত করেন। বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ সার্ভিস করে কিরূপে পরিণত করেন। বাবারও কিরকম পার্ট আছে তারপর শিক্ষক ও গুরু পার্টও প্লে করেন। ওনার কোনো পিতা, শিক্ষক, গুরু নেই। তোমাদের লৌকিক পিতার পিতা, শিক্ষক, গুরু নিশ্চয়ই থাকবে। শিববাবা বলেন আমার কেউ নেই। কিন্তু ওনার অকুপেশান কেউ জানেনা। যত ক্ষণে কেউ স্বর্গের বিষয়ে জানতে পারেনা ততক্ষণ কেউ জানতে পারেন যে আমরা নরকে বাস করছি। গ্রন্থে পার্ট করে ভগবান এসে ময়লা কাপড় ধুয়ে দেন (মৃত পলিতি).... কিন্তু নিজেকে সেরকম ভাবেনা। বাবা এসেছেন জ্ঞান প্রদান করে কালোকে ফর্সা করতে। এই সময়ে তোমরা জ্ঞান সূর্য , জ্ঞান চন্দ্র হচ্ছ। সন্ন্যাসী পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ তৈরি করতে পারেননা , তারা এইরূপ বলতে পারেননা যে আমরা তোমাদের রাজার রাজা করি। তারা হলেন নিবৃত্তি মার্গের। ভয়ে সংশয়ে ঘর সংসার ত্যাগ করেন , এখানে কোনো ভয় নেই। পিতার কাছে সন্তান এসেছে তারা বলে বাবা আমাদের শক্তি আছে। আমরা একত্রে থেকে পবিত্র থাকতে পারি। যদি কোনো কন্যাকে অত্যাচার মুক্ত করতে বা বন্ধন মুক্ত করতে চাও তো গন্ধর্ব্ব বিবাহ করতে পারো , জ্ঞান তলোয়ার মধ্যস্থানে রেখে কাম চিতায় জ্বলে মরবেনা। দুজনেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী , ভাই-বোন বিষ পান করবে কিভাবে। শাস্ত্রেও গন্ধর্ব্ব বিবাহের কথা লেখা আছে। কিন্তু অর্থ জানা নেই। সন্ন্যাসী তো বলে নারী হল নরকের দ্বার। তাদের কাছে জ্ঞানের তলোয়ার নেই যে একত্রে বাস করবে। তোমরা তাদের চেয়ে বাহাদুর, কাম চিতা থেকে নেমে জ্ঞান চিতায় বসেছ। তাই কালো থেকে ফর্সা হয়েছে। সন্ন্যাসীরা আজকাল বিবাহ ইত্যাদি সম্পন্ন করেন , চার্চেও বিবাহ হয়। নাহলে ক্রাইস্টকে কেন ক্রুশে ঝোলানো হয়েছিল ? এই পবিত্রতার জন্যে। বলেছে যে ইনি কে যে বলছে পবিত্র হও। বিপদ তো আসে। এখানে শিববাবার উপরে বিপদ আসেনা কিন্তু যাঁর মধ্যে প্রবেশ করেন সেই জীর্ণ পাদুকা, তার সামনে বিপদ আসে। যেমন গল্পে রয়েছে বেচারী পথচারী ব্রাহ্মণ ফেঁসে গেছিল..... @১ পুরানো জীর্ণ পাদুকা কিনা। ইনি কি বলেন যে আমি কৃষ্ণ ! বলেন রাজ যোগ শিখে নর থেকে নারায়ণে পরিণত হব, কিন্তু এখন নয়। তবে বাচ্চাদের নিশ্চয় আছে যে আমরা নর থেকে নারায়ণ , নারী থেকে লক্ষ্মী হব। ফেল করবনা , নাহলে ক্ষত্রিয় হব যে ! রাম ৩৩ থেকে কম নম্বর পেয়ে চন্দ্রবংশীতে চলে গেছে। এমনিতেও সূর্যবংশী রা চন্দ্রবংশী কুলে তো আসবেই। সেই সময়ে (সত্যযুগের অন্তে) লক্ষ্মী নারায়ণ, সীতা রামকে রাজ্য প্রদান করে। লক্ষ্মী নারায়ণ পুনর্জন্ম নিতে নিতে ত্রেতায় আসেন রাজার কুলেই জন্ম হয়। তারপরেই সীতা রাম নাম প্রচলিত হয়। লক্ষ্মী নারায়ণ নাম শেষ হয়ে যায়।

এবারে তোমাদের প্রশ্ন করি - স্ব দর্শন চক্র কোনটি ? (দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করা হল)। হ্যাঁ , এই হল চক্র। কিভাবে তোমরা দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে এখন ব্রাহ্মণ বর্ণে আসো ...! এই চক্র যত ঘোরাবে ততই বিকর্মের বিনাশ হবে, এভাবে রাবণের গলা কেটে যায়। বাচ্চারা তোমাদের বেহদের বাবার সঙ্গে অসীম ভালোবাসা আছে। তোমরা বলো বাবা আমরা আপনার

ব্রহ্মা সন্তান করতে পারবে না । এমন কন্যারা যারা ব্রহ্মা হলে, কষ্ট পায় কারণ তিনি হলেন মাতা পিতা ... এক হলেন মাতা জগৎ অম্বা , যাকে সবাই স্মরণ করে। কিন্তু জগৎ অম্বার পিতা কে - একথা কেউ জানেনা যে ব্রহ্মা হলেন সরস্বতীর পিতা। পূজারীরা জানেনা যে এই সরস্বতী পরে লক্ষ্মী রূপে পরিণত হন। পরবর্তীকালে জন্ম নিয়ে সরস্বতী হন। এই জ্ঞান এই বাবা জানতেন না। এনার এত জ্ঞান থাকলে ইনি নিশ্চয়ই কোনো গুরুর থেকেই তা প্রাপ্ত করে থাকতেন ! তারপর সেই গুরুর মহিমা করতেন। সেই গুরুর শিষ্যও থাকত। তারা জ্ঞান দিতেন কিন্তু এই বাবার কোনো সাকার গুরু নেই। শিববাবা বলেন আমি হলম তোমাদের পিতা, শিক্ষক , গুরু , আমি এই পুরানো জীর্ণ পাদুকায় বসে পড়াই। তো ইনি হলেন মাতা তাই এনাকে মাতা-পিতা বলা হয়। তোমরা যে মাতা-পিতা... যে গীত গাও, তা ব্রহ্মা সরস্বতীর বিষয়ে গাওয়া হয় না । ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠের রচয়িতা নন। পিতা হলেন শিববাবা এবং ব্রহ্মা হলেন তোমাদের মাতা। জ্ঞানের কলস সর্ব প্রথম এনকেই (ব্রহ্মাকেই) দেওয়া হয়। কিন্তু সরস্বতীর মহিমা বৃদ্ধি করতে ওনাকে আগে রাখা হয়েছে। সরস্বতীর নাম জ্ঞানদেবী । বিদ্বৎ মন্ডলীর পণ্ডিত জনেরাও সরস্বতী উপাধি ব্যবহার করে থাকেন ।

আম্মা বাবা বলেন কত বোঝানো যায়, মন্বনাভব। শুধুমাত্র আমায় স্মরণ করো আর আমার বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকারকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা স্বর্গে আসবে। সেখানেও তো নম্বর অনুযায়ী হবে তাইনা। সূর্যবংশীদের রয়্যাল দাস দাসীরাও তো আছে। সুতরাং প্রজাদেরও দাস দাসী থাকবে। চন্দ্রবংশী রাজা রানীরও দাস দাসী আছে। সেসব এখানেই নির্ধারিত হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করতে পার যে, আম্মা যদি এখন তুমি দেহ পরিত্যাগ করো তো কি রূপে জন্ম নেবে ? আম্মা কোনো কথা না বুঝলে জিজ্ঞাসা করতে পারো। মনে রাখবে যোগ ঠিক নাহলে সেই সুখ অনুভব হবেনা। শোক বাটিকায় বসবে, স্বর্গ হল অশোক বাটিকা। সীতা অশোক বাটিকায় নয়, শোক বাটিকায় ছিল। এখন তো সবাই শোক বাটিকায় বসে আছে তাইনা। মানুষের চিন্তা হয় যে যুদ্ধ হলে কি হবে ? আমরা তো বলি যে যুদ্ধ লাগলে স্বর্গের গেট খুলবে।

আম্মা -- মনে রাখবে, সত্য হৃদয়ের প্রতি সাহেব রাজী। যদি মনের ভিতরে শয়তান থাকবে তো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তখন কঠিন দল্ল ভোগ করতে হবে। বিঘ্নকারীদের সদা কঠিন দণ্ড ভোগ করতে হয়, ইনি হলেন সুপ্রীম জজ । (কৃষ্ণের চিত্র দেখিয়ে) দেখো, এনাকেও কলঙ্কিত করা হয়েছে। ইনি বস্ত্রও চুরি করেননি আর না-ই জরাসন্ধকে হত্যা করেছেন। ওনার মুখও (কৃষ্ণের) কালো করে দিয়েছে। আম্মা।

বাপদাদা তো তোমাদের সম্মুখে হাজির রয়েছেন। তোমরা বলবে আমাদের চোখের সামনে আছেন। জীর্ণ পতিত পাদুকায় এসেছেন। ভগবান নিজেই বলছেন আমি পতিত পাদুকায় প্রবেশ করি তবেই তো পবিত্র করি। এখন ব্রহ্মার রাত , সুতরাং ব্রহ্মাও রাতেই থাকবে তাইনা। বিষ্ণু রূপে পরিণত হলে দিন হয়ে যাবে। আম্মা ---

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের জন্যে স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালোবাসা দিচ্ছেন। দাদা বলো বা গুপ্ত রূপে মা বলো। এ হল আশ্চর্য এক রহস্য । বাপদাদা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুসারে কেন বলেন ? জানো বাবা তখন ভালোবাসবেন যখন বাবার মত অনুসারে সার্ভিস করবে।

যে যেরকম সহযোগ করে, সে প্রজাতে আসবে তাইনা। তাতেও নম্বর অনুযায়ী বিত্তবান প্রজাও তো হয় কিনা। আচ্ছা। গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সত্য সাহেব অর্থাৎ ভগবানকে রাজী করতে মনে অত্যন্ত সত্যতা থাকা চাই, কোনো রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করবেনা।

২) সুখের অনুভব করতে নিজের যোগ ঠিক রাখতে হবে। স্ব দর্শন চক্র ঘুরিয়ে বিকর্ম ভস্ম করতে হবে।

বরদান :- প্রতিটি সঙ্কল্প, বাক্য এবং কর্ম দ্বারা পুণ্য কর্ম সম্পন্নকারী আশীর্বাদের অধিকারী হও।

ব্যাখ্যা: নিজেই নিজের কাছে দৃঢ় সঙ্কল্প করো যে সারা দিন সঙ্কল্প দ্বারা, মুখের কথা দ্বারা, কর্ম দ্বারা পুণ্য আত্মা হয়ে পুণ্য করব। পুণ্যের প্রত্যক্ষফল হল প্রত্যেকটি আত্মার আশীর্বাদ। তাই প্রতিটি সংকল্পে, কথায় যেন আশীর্বাদ জমা হয়। সম্বন্ধ সম্পর্কে মন থেকে সহযোগের ধন্যবাদ জানাবে। এমন আশীর্বাদের অধিকারী-ই বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত হয়। তারা-ই পুরস্কার প্রাপ্ত করে।

শ্লোগান - সর্বদা এক বাবার কম্পানীতে (সঙ্গে) থাকো আর বাবাকে নিজের কম্পানীয়ন (সঙ্গী) করো -- এটাই হল শ্রেষ্ঠত্ব।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য

"আত্মা কখনোই পরমাত্মার অংশ হতে পারেনা"

অনেক মানুষ এইরকম ভাবে যে , আমরা আত্মারা হলাম পরমাত্মার অংশ, এবারে অংশ তো বলা হয় একটি টুকরোকে। এক দিকে বলে পরমাত্মা হলেন অনাদি ও অবিনাশী, তো এমন অবিনাশী পরমাত্মাকে টুকরো করে কি ভাবে! পরমাত্মাকে কিভাবে কেটে টুকরো করা যাবে , আত্মাই যখন অজড় অমর, তবে আত্মার সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই অমর হবেন । এমন অমর পরমাত্মাকে টুকরো করা অর্থাৎ পরমাত্মাকেও বিনাশী বলা হল কিন্তু আমরা তো জানি যে আমরা আত্মারা হলাম পরমাত্মার সন্তান। সুতরাং আমরা তাঁর বংশধর হলাম অর্থাৎ সন্তান। তাহলে অংশ হব কিভাবে ? তাই পরমাত্মার মহাবাক্য হল যে - বাচ্চারা, আমি অমর , জাগ্রত জ্যোতি, আমি প্রদীপ যা কখনোই নিভে যায়না , অন্য সব মনুষ্য আত্মার প্রদীপ জ্বলে আর নিভেও যায়। সেই সকলকে জাগ্রত আমি-ই করি, কারণ আমি হলাম লাইট মাইট প্রদানকারী, তবে পরমাত্মার লাইট এবং আত্মার লাইট এই দুটোতে তফাৎ অবশ্যই আছে। যেমন বাত্স - কোনোটা বেশি কোনোটা কম পাওয়ারের, ঠিক তেমনই আত্মাও কম বা বেশি পাওয়ারের হয় । কিন্তু পরমাত্মার পাওয়ার কোনো কিছুতে কম বেশি হয়না। তবেই পরমাত্মাকে সর্বশক্তিমান বলা হয় অর্থাৎ সর্ব আত্মাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তিনি সৃষ্টির অন্তের সময়ে আসেন। যদি কেউ ভাবে পরমাত্মা সৃষ্টির মধ্যকালে আসেন অর্থাৎ যুগে-যুগে আসেন তাহলে পরমাত্মা মাঝখানে এলে পরমাত্মা সর্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবেন কিভাবে। যদি কেউ

বলে পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন, তো তাহলে কি এইরূপ ধরে নেওয়া হবে যে পরমাত্মা ঋণে ঋণে নিজের শক্তি প্রয়োগ করেন। এমন সর্ব শক্তিমানের শক্তি এই টুকুই, যদি মধ্যস্থানে নিজের শক্তি দিয়ে সবাইকে শক্তি অথবা সদগতি প্রদান করেন তবে সেই শক্তি টিকে থাকা উচিত , দুর্গতি কেন হয় তবে ? এতে এটাই প্রমাণ হয় যে পরমাত্মা যুগে যুগে আসেননা না। অর্থাৎ মধ্যকালে আসেন না। তিনি আসেন কল্পের অন্তিম সময়ে এবং একবারই নিজের শক্তির দ্বারা সদগতি করেন। পরমাত্মা এমন বিশাল সার্ভিস করেছেন তাই ওঁনার স্মৃতি চিহ্ন রূপে বিশাল শিবলিঙ্গ তৈরি হয়েছে, এত পূজো অর্চনা হয়। তাহলে অবশ্যই পরমাত্মা হলেন সত্য , চৈতন্য এবং আনন্দ স্বরূপ। আচ্ছা । ওম্ শান্তি।

@১. বেচারী ব্রাহ্মণ যেমন চলতে চলতে ফেঁসে গেছিল, তেমনই দাদা লেখরাজ যখন থেকে ব্রহ্মাবাবা হলেন, তখন থেকে তাঁকে নানান পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। একসময় যারা তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন, তারাও নানান কথা শোনাতে ছাড়েনি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে বাবাকে স্মরণ করার প্রতিযোগিতা করতে হবে। বাবাকে ভুলে গেলেই মায়ার গোলা (বোমা) লেগে যাবে।"

প্রশ্ন:- এই নাটকের কোন্ গুপ্ত রহস্যকে কেবল তোমরা বাচ্চারা জানো?

উত্তর:- ১) তোমরা জানো যে এই নাটকে বিভিন্ন ধরনের অভিনেতা আছে এবং তাদের প্রত্যেকের পার্ট (ভূমিকা) আলাদা। একজনের পার্ট (ভূমিকা) এবং ফিচার্স (চেহারা) অন্যজনের সাথে মেলে না। যে অলরাউন্ড হিরো পার্টধারী তার-ই গায়ন (প্রশংসা) করা হয়। যারা অল্প সময়ের জন্য অর্থাৎ এক-দুই জন্মের জন্য অভিনয় করে তারা হল দুর্বল অভিনেতা। ২) পরমাত্মা সকল অভিনেতার মধ্যে বিরাজমান থেকে একলাই নৃত্য করেন না। তিনি হলেন এই বেহদ (সীমাহীন) নাটকের পরিচালক। তিনি নাম-রূপের উর্ধ্বে নন। যদি তিনি নাম-রূপের উর্ধ্বে হতেন, তাহলে তাঁর সম্মুখে যে গায়ন আছে - তোমার গতি মতি তুমিই জান... সেটা ব্রান্ত হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। বাবা বলেছেন, আমি এক সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করি, অর্থাৎ যে বাণপ্রস্থ অবস্থায় এসে গেছে। বাণপ্রস্থ মানে বাণীর 'পরে (উর্ধ্বে)' অর্থাৎ নির্বাণধাম। মানুষ সুখধাম এবং দুঃখধামে থাকে। মানুষ যখন সুখধামে থাকে তখন সুখ ভোগ করে, তাই সুখধাম নাম রাখা হয়েছে। ধাম মানে যেখানে কেউ নিবাস করে। শান্তিধাম বলা হয়। কিন্তু ওখানে তো কোনো মানুষ থাকে না। শান্তিধাম বললে এটাই প্রমাণিত হয় যে ওখানে আত্মারা থাকে। ওখানে মানুষ থাকতে পারে না। সত্যযুগে মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকে কিন্তু তার জন্য কোনো গুহায় গিয়ে থাকে না কিংবা মনকে নিঃসংকল্প করে না। ওখানে একটাই অদ্বৈত ধর্ম থাকবে, দ্বিতীয় কিছু থাকবে না। পরে যত ধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকবে তত বহুমত বাড়তে থাকবে। যেখানে অনেক মত সেখানেই অশান্তি। বাণপ্রস্থকে নির্বাণধাম বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনে গেছ যে আমরা আত্মারা হলাম নির্বাণধামের নিবাসী, যাকে মুক্তিধামও বলা হয়। ওখানে কেবল আত্মারা শান্তিতে নিবাস করে। কিন্তু সুখধামে তো শরীর থাকবে। শরীর আর শান্তি কখনো একসাথে থাকে না। হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করে হয়তো দশ-বিশ দিন কিংবা এক মাস থাকতে পারে। কিন্তু কতদিন আর শান্তিতে থাকবে? এইসব করে তো মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারবে না। এটা তো ড্রামা, তাই না? বর্তমান সময়ে প্রায় সকল আত্মাই এই কর্মক্ষেত্রে এসে গেছে। সবাই ক্রমানুসারে আসে। আত্মাদের মধ্যেও তো বিভিন্ন ক্রম আছে, তাই না? কেউ সতোপ্রধান, কেউ সতো, কেউ রজো এবং কেউ তমোগুণী। যারা অন্তিমে সামান্য সময়ের জন্য অভিনয় করে তারা হল দুর্বল আত্মা। ওদের খুবই কম পার্ট রয়েছে। ওদের অত প্রভাব হয় না এবং এত গায়নও করা হয় না। বিচার করে দেখ যে কাদের গায়ন করা হয়। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান। ভারতেই তাঁর গায়ন করা হয়। অন্যান্য জায়গাতে কাদের গায়ন করা হয়? ধর্ম স্থাপকদের। যেমন যিশুখ্রিস্ট এবং তার পরে পোপের স্থান। ওদেরও চিত্র রয়েছে। যেসব আত্মাদের গায়ন করা হয় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তোমরা বাচ্চারা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছ। নাটকে যারা ফার্স্টক্লাস অভিনেতা, খবরের কাগজে তাদের নাম দিলে মানুষ তাদেরকে দেখার জন্য উৎসুক হয়। কেউ জানেই না যে এটা হল ৫ হাজার বছরের সীমাহীন নাটক। বিদেশিরাও অনেক বানানো গল্প-কথা বলে। তবে সবথেকে বেশি গল্প-কথা বলে ভারতবাসীরাই। স্বয়ং বাবা এসে আমাদেরকে সম্পূর্ণ জ্ঞান দিচ্ছেন - এটা অবশ্যই তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ হতে হবে। মুখ্য ক্রিয়েটর

(রচয়িতা), ডাইরেক্টর (পরিচালক) এবং প্রিন্সিপাল অ্যাক্টর (প্রধান অভিনেতা) কে? শিববাবা। তিনিই হলেন নলেজফুল এবং রিসফুল (সুখদায়ী)। আমরা শিববাবাকে অভিনেতা বলতে পারি। দুনিয়ার মানুষ তো বলে তিনি কখনোই অভিনয় করেন না এবং তিনি হলেন নাম-রূপের উর্ধ্বে। তারপর তাঁকে সর্বব্যাপীও বলে দেয়। তাহলে কি কেবল একজন অভিনেতা রয়েছে যিনি সকলের মধ্যেই নৃত্য করেন। না, এখানে তো প্রত্যেকের অভিনয় আলাদা আলাদা। একজনের সাথে অন্যজনের মিল নেই। কতজন মানুষ আছে কিন্তু একজনের চেহারা অন্যজনের সাথে মেলে না। বাচ্চারা জানে যে এই বিশ্বনাটক হুবুহু পুনরাবৃত্ত হয়। তোমাদের কাছে এমন গান আছে যেখানে বলা হয়েছে যে পুনরায় গীতা গ্তান শোনাতে হয়। বাবা বলেন, তোমাদেরকে আমি কতবার গ্তান শোনাই। আমি, তুমি এবং সমগ্র দুনিয়া এখনও আছে, আগের কল্পেও ছিল। প্রতি কল্পেই মিলন হবে। অন্য কোনো দুনিয়া নেই। বাবা বলেন, আমি এক তাই আমার রচনাও এক। গড ইজ ওয়ান। অন্য কোনো নাম নিশানা নেই। কেবল শিববাবাই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। কিন্তু ব্রহ্মাকে ত্রিমূর্তি বলে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রহ্মাকেই ত্রিমূর্তি দেখায়। ত্রিমূর্তি শব্দ বলবে না। গায়ন করা হয় - দেবাদিদেব মহাদেব। প্রথমে ব্রহ্মা আসেন। এই তিনজন দেবতার মধ্যে নম্বর ওয়ান হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকেই গুরু বলা হয়। শব্দ কিংবা বিষ্ণুকে গুরু বলা যাবে না। ত্রিমূর্তির মধ্যে মুখ্য হলেন ব্রহ্মা। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা হল সম্পূর্ণ ব্রহ্মা। চেহারা তো একইরকম। তাহলে উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিববাবা, যিনি সকলের পিতা। তাঁর পরে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের গায়ন করা হয় যার দ্বারা এই মনুষ্য সৃষ্টিকর্ষী বৃক্ষের জন্ম হয়। এটা হল মনুষ্য সৃষ্টিকর্ষী বৃক্ষ। প্রথমে আদম অর্থাৎ আদি দেব এবং আদি দেবী এবং তারপর এদের দ্বারা রচনা করা হয়। কিন্তু সবাই তো ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হয় না। যে ব্রাহ্মণ হয়, সে-ই পরে দেবতা হয়। এটা হল পড়া। যজ্ঞতে ব্রাহ্মণ প্রয়োজন। ওই ব্রাহ্মণরা তো মেটেরিয়াল (ভৌতিক বস্তু দিয়ে) যজ্ঞ রচনা করে। কিন্তু তোমাদের এই যজ্ঞ হল রুহানি (আধ্যাত্মিক)। ওইসব যজ্ঞ কিছু সময়ের জন্য হয় এবং তারপর তিল, ঘি ইত্যাদি আহুতি দেয়। কিন্তু এই যজ্ঞ খুব বড়, এতে সমগ্র দুনিয়াই স্বাহা হয়ে যায়। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কখনো যজ্ঞ হয় না। দুনিয়ার মানুষ বিভিন্ন ধরনের উপদ্রব দূর করার জন্য যজ্ঞ করে। উপদ্রব শুরু হয় দ্বাপর থেকে। বাবা বলেন, এই যজ্ঞের পর অর্ধেক কল্প আর কোনো যজ্ঞ হয় না। বোঝানো হয় - এবার নিজেই বিচার কর কোনটা ঠিক? এইসব ছোট ছোট যজ্ঞ হল হদের যজ্ঞ। কিন্তু এটা হল বেহদের যজ্ঞ। এই যজ্ঞে সবকিছুর আহুতি পড়বে। তারপর অর্ধেক কল্প কোনো যজ্ঞ হবে না, পূজার জন্য কোনো মন্দিরও থাকবে না। মন্দির তো ভক্তিমাগেই তৈরি হয়। সকল ভক্তই উঁচুর থেকেও উঁচু শিববাবাকে স্মরণ করে। কিন্তু সঠিক পরিচয় না থাকার জন্য 'নেতি-নেতি' করে। ওরা বলে - রচনা এবং রচয়িতার কোনো কুল কিনারা পাওয়া সম্ভব নয়। গায়ন করে বলে - হে ভগবান, 'তোমার গতি-মতি অনন্য যা কেবল তুমিই জানো'। নিশ্চয়ই তিনি কোনো মত দেন, তাই জন্যই বলে - সেটা কেবল তুমিই জানো। নিশ্চয়ই তাঁর নাম-রূপ আছে। তাই জন্যই বলে - তোমার গতি মতি অনন্য। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ এই কথার অর্থ বুঝতে পারে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, আমার মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তোমাদেরকে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাই এবং তারপর শ্রেষ্ঠ দেবতা বানাই। আমি হলম জীবনমুক্তি দাতা। আমিই সকলের মুক্তিদাতা। কলিযুগ শেষ হওয়ার পর সত্যযুগ আরম্ভ হয়। সত্যযুগে কোনও দুঃখের ঘটনা ঘটে না। বাবা এখন দুঃখ থেকে মুক্ত করছেন। বাকিরা সবাই শান্তিধামে চলে যাবে। কলিযুগের অস্তিত্বেই মুক্তিদাতা আসেন এবং নরক থেকে স্বর্গ বানান। এই দুনিয়ায় অনেক দুঃখ। একে তো স্বর্গ বলা যাবে না। পুরাতন দুনিয়াকে তো নতুন দুনিয়া বলা যাবে না। নতুন দুনিয়ায় লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল আর পুরাতন দুনিয়ার কতই না খারাপ অবস্থা।

এটাই আবার নতুন দুনিয়া হবে। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা এসেই পুরাতন দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া বানান। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে দেবতা বলা হয়। কোথাও এইরকম লেখা নেই যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা হল সূক্ষ্মবতনবাসী। সূক্ষ্মবতনে তো প্রজা থাকে না। তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও নিশ্চয়ই এখানেই থাকবে। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিববাবা। দ্বিতীয় নম্বরে ব্রহ্মাবাবা। শিববাবা এই ব্রহ্মার শরীরে বসে সেবা করেন। ব্রাহ্মণদেরকে দেবতা বানান। এই দুনিয়াটা তো পাপ আত্মাদের দুনিয়া, রাবণ রাজ্য। যা কিছু করে তার ফলে মানুষের কেবল পাপ-ই হয়। এখানে ব্রহ্মাচারীদের সাথেই সকল প্রকার লেনদেন হয়। দ্বাপর থেকে ব্রহ্মাচার শুরু হয়। অস্তিমে বাবা এসে মহান এবং শ্রেষ্ঠাচারী বানান। সকল বিশেষত্ব ফুরিয়ে যেতে ৫ হাজার বছর সময় লাগে। যে শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিল সে-ই নীচে নেমে যায়। এই খেলাটাই এইরকম। বাবা কত ভালো করে বোঝান। কেউ বসে বুঝলে ভালো ভাবে বুঝতে পারবে। করাচিতে ভাট্টির সময়ে তোমরা বোঝার জন্য আসতে। দেশভাগের পর সবাই চলে এসেছিল, কিন্তু তোমরা ওখানেই রয়ে গেছিলে। কেউ তোমাদের সঙ্গে ছিল না। সবার থেকে দূরে থেকেও তোমরা ক্রমানুসারে পুরুষার্থ করেছ। সকলে তো একইরকম পুরুষার্থ করবে না। স্কুলেও সবাই একই নম্বর পায় না। দুজন স্টুডেন্টের পক্ষে ৯৯ পাওয়া সম্ভব নয়। ক্লাসে তো একজন অন্যজনের ওপর বসবে না। ঘোড়দৌড়ের সময়েও দুটো ঘোড়া একইরকম দৌড়ায় না। এর নাম হল রাজস্ব অশ্বমেধ। অশ্ব মানে ঘোড়া। তোমরা হলে রুহানি ঘোড়া। বাবার কাছে আগে পৌঁছানোর জন্য তোমরা ঘরের দিকে দৌড়াচ্ছ। সাইকেল, ঘোড়া ইত্যাদির রেস হয়, মল্লযুদ্ধেরও রেস হয়। তোমরা এখন সবথেকে বড় রেস এবং যুদ্ধ করছ। মায়ার ওপরে বিজয় প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করছ। বাবাকে স্মরণ করার উপদেশ দেওয়া হয়। এমন তো বলা হয় না যে গুরু নানককে স্মরণ কর কিংবা অন্য কাউকে স্মরণ কর। একজনই হলেন সকলের সদগতিদাতা। বাস্তবে সকলের ওপর দয়া কেবল একজনই করেন, তিনিই হলেন সকলের সদগতিদাতা, পতিত-পাবন। কিন্তু ওরা নিজেদের নামও ওইরকম রেখে দিয়েছে - এটা তো ঠিক নয়। কেবল একজনই হলেন সকলের সুখদাতা। বাবা-ই সুখের দুনিয়াতে নিয়ে যান। তাই বাবার কাছ থেকে সুখধামের উত্তরাধিকার নেওয়া উচিত। অর্ধেক কল্প ধরে রাবণ অভিষেক দিয়েছে। এখন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নাও। এটা তো পাপ আত্মাদের দুনিয়া। দেবতাদের দুনিয়া হল পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। পাপের দুনিয়াতে কোনো পুণ্য হয় না। কেউ মারা গেলে বলে সে নাকি স্বর্গবাসী হয়েছে - এইসব কেবল বানানো গল্প। আরে, স্বর্গই তো এখন নেই। তাহলে স্বর্গে জন্ম নেবে কিভাবে? এইসব যে বোঝার সে-ই বুঝবে। বোঝার জন্য এখানে এসে বসতে হবে না। যদি বিদেশেও থাক, কিন্তু ৭টা দিন বাবার সঙ্গে অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ-সঙ্গে সর্বনাশ। যদি তীর লেগে যায় তাহলে বলবে আরও ৭ দিন থাকব। বাবা পরখ করে দেখেন - সম্পূর্ণ নিশ্চয় হয়েছে কি না, স্বয়ং বাবা পড়াচ্ছেন এই তীর লেগেছে কি না...। বাবার কাছে তো থাকতে হবে, তাই না? যখন পাকাপাকি ভাবে রঙ লেগে যাবে তখন বিদেশেও যেতে পার। এখন পবিত্র হলে ২১ জন্মের রাজস্ব প্রাপ্তি হবে। এটা কি কোনো কম ব্যাপার? এক জন্ম পবিত্র থাকা তো কোনো বড় ব্যাপার নয়। বাবা অনেক যুক্তি বলেন। ধীরে ধীরে সেই যুক্তির দ্বারা চলতে থাক যাতে কোনো অশান্তি না হয়। বন্ধুত্বও থাকবে অথচ নিজেকে ক্রমশ মুক্ত করতে থাকবে। বাবা হলেন খুবই চতুর। বিভিন্ন যুক্তি বলে দেন। অনেক বাচ্চা 'ভুঁ-ভুঁ' করে পতিকেও নিয়ে আসে। তখন সেই পতি তার স্ত্রীর পায়ে পড়ে বলে এ-ই আমাকে বাঁচিয়েছে। ওই ব্রাহ্মণরা তো বিকারের বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণরা পবিত্রতার বন্ধন বাঁধে এবং ঐ বন্ধনকে বাতিল করে দেয়। বাচ্চারা বলে - বাবা, তুমি আমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাও। তাহলে কেন আমরা তোমার কথা মেনে চলব না! খুশি খুশিতে পবিত্রতার অলঙ্কার বাঁধে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের পবিত্র থাকার যুক্তি নিজেকেই তৈরি করতে হবে। ২১ জন্মের রাজস্ব পাওয়ার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

২) শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠাচারীদের সাথে লেনদেন করতে হবে। বাবার সঙ্গে থেকে নির্ভয় হতে হবে।

বরদান:- কর্ম করার সময়ে অলিপ্ত অথচ প্রিয় অবস্থায় থেকে, হাল্কা ভাবের অনুভব করতে সমর্থ কর্মাতিত হও।

কর্মাতিত মানে অলিপ্ত অথচ প্রিয়। কর্ম কর কিন্তু কর্ম করার পরে এইরকম অনুভব কর যেন কিছুই করিনি, যিনি করানোর তিনিই করিয়ে নিয়েছেন। এইরকম স্থিতির অনুভব করলে সর্বদা হাল্কা ভাব থাকবে। কর্মরত অবস্থায় শরীর এবং মন দুই-ই হাল্কা থাকবে। যত কাজের পরিমাণ বাড়বে, হাল্কা ভাব যেন ততই বৃদ্ধি পায়। কর্ম যেন নিজের দিকে আকৃষ্ট না করে। মালিক হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করা এবং সংকল্পেও হাল্কা ভাবের অনুভব করা - এটাই হল কর্মাতিত হওয়া।

স্লোগান:- সকল প্রাপ্তিতে সর্বদা সম্পন্ন থাকলে সর্বদা প্রফুল্ল, সুখী এবং ভাগ্যবান হয়ে যাবে।

দাতার সন্তান হয়ে সবাইকে সহযোগ দাও

আজ বাপদাদা তাঁর সেবাবাহারী সাথীদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। বাপদাদা যেমন উঁচু থেকেও উঁচু স্থানে স্থিত হয়ে বেহদের সেবার নিমিত্ত, সেইরকম তোমরাও উঁচু থেকেও উঁচু সাকার স্থানে স্থিত হয়ে বেহদের সেবার নিমিত্ত, যে স্থানের দিকে বহু আত্মারা তাঁদের নজর স্থির রেখেছে। যেমন, বাবার যথার্থ স্থান না জানা সত্ত্বেও সবার নজর ওপর দিকেই যায়, এইরকম সাকারে সব আত্মাদের নজর এই মহান স্থানের দিকেই যাচ্ছে এবং যাবে। তারা এখনও খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছে - 'এটা কোথায়'। তারা উপলব্ধি করে কোনও শ্রেষ্ঠ ঠিকানাই খুঁজে পাবে। যাই হোক, চারিদিকে তোমরা সবাই তাদের, এই স্থানই সেই স্থান তা' চিনিয়ে দেওয়ার সেবা করছো। বেহদের এই বিশেষ কার্যই এই সেবাকে প্রসিদ্ধ করবে, তাদের যাকিছু খুঁজে পাওয়ার বা কোনকিছু প্রাপ্তিলাভ সবই এখান থেকে। এটাই তাদের সেই শ্রেষ্ঠ ঠিকানা, দুনিয়ার এই শ্রেষ্ঠ কোণ থেকেই সদাকালের জন্য তাদের জীবন দান প্রাপ্ত হবে। বেহদের এই কার্য দ্বারা এই অ্যাডভার্টাইজ বিশাল রূপে হতে হবে। মানুষ যখন হঠাত্ কোনো লুকানো বা মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা জিনিস খুঁজে পায়, তারা আনন্দের সাথে সেই সংবাদ সব জায়গায় প্রচার করে। এইরকমই আধ্যাত্মিক এই ধনভাণ্ডারের প্রাপ্তির স্থান যা এখন গুপ্ত আছে, অনুভবের নেত্র দ্বারা দেখে এইরকমই মনে হবে যেন তারা যা নষ্ট করে ফেলেছিলো বা হারিয়ে গেছিলো সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবার খুঁজে পেয়েছে। ধীরে ধীরে সবার মনের মধ্যে, তাদের মুখ থেকে এই শব্দই বেরোবে এমন কোণে এত শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির স্থান! আর এই সম্পর্কে সবাই সেটা জানবে। সুতরাং, তারা বিচিত্র বাবা, বিচিত্র লীলা এবং বিচিত্র স্থান দেখে খুশি হবে। অনুক্ষণ তোমরা সবার মুখ থেকে শুনবে, এটা ওয়ান্ডারফুল মূল্যবান কিছু! ওয়ান্ডারফুল কাজ! সদাকালের জন্য এই অনুভূতি করাতে কি প্রস্তুতি নিয়েছ?

হল্ তো প্রস্তুত করছো, কিন্তু হলের সাথে তোমাদের আচরণও ঠিক আছে তো? হলের সাথে মানুষ তোমাদের ব্যবহারও তো দেখবে! তাই না? তাহলে হল্ এবং আচার-আচরণ উভয়ই বেহদ, তাই তো! তোমরা শ্রমিকদের এবং বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারদের সহযোগিতায় সুন্দর হল্ প্রস্তুত করেছে। যদি সেখানে শ্রমিকেরা না থাকতো তবে ইঞ্জিনিয়ার্স কি করতো! তারা কাগজে প্ল্যান তৈরি করতে পারে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল আকার তো বিনা শ্রমিকে হতে পারেনা। হল্ তৈরি হয়েছে সবার আঙুলের স্ক্রল সহযোগে! একইভাবে হলের সাথে ওয়ান্ডারফুল আচরণ দেখানোর জন্য এমন বিশেষ রূপ প্র্যাকটিক্যালি প্রত্যক্ষ করাও; বুদ্ধিতে শুধু সংকল্প করলে, এমন নয়। ইঞ্জিনিয়ারদের বুদ্ধি এবং শ্রমিকদের কর্মের সহায়তায় কার্য সম্পন্ন হয়েছে। একইভাবে, মনের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের সাথে সাথে তোমাদের সব কর্ম অনুপম আচরণের অনুভূতি হোক তাদের। প্রত্যক্ষ স্বরূপ একমাত্র প্রতি কর্মের মাধ্যমে দৃশ্যমান হবে। সুতরাং, তোমরা সবাই তোমাদের সংকল্পে তেমন সুন্দর আচরণের, হস্ত-পদ দ্বারা সংগঠিতভাবে বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করানোর দৃঢ় সংকল্প করেছে? তো এইরকম শিষ্টাচারের পরিকল্পনা করেছে? শুধু তিন হাজারের সভা নয়, কিন্তু তিন হাজারের মধ্যে ত্রিমূর্তি দৃশ্যমান হতে হবে। ব্রহ্মা সমান কর্মযোগী, প্রেম-শক্তি দ্বারা পালনকারী বিষ্ণুসমান এবং বায়ুমণ্ডল রচনাকারী তপস্বী শঙ্করের সমান তোমাকে প্রত্যেকের দ্বারা অনুভূত হতে হবে। তুমি তোমার নিজের ভেতরে সর্বশক্তির

তেমন স্টক (stock) জমা করেছ ? তুমি এই ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করেছ ? নাকি সবাই এত ব্যস্ত (busy) হয়ে গেছে যে চেক করার ফুরসতই নেই ?

সেবার অবিনাশী সাফল্যের জন্য নিজের বিশেষ পরিবর্তনে তুমি কি আহতি দেবে ? নিজের জন্য এমন প্ল্যান বানিয়েছ ? সবচেয়ে বড় দান হলো, দাতার সন্তান হয়ে তোমার সহযোগ দেওয়া । ভুল হওয়া কাজ, খারাপ সংস্কার অথবা নষ্ট মুড, তোমার শুভ ভাবনা দ্বারা ঠিক করতে সদা সবার সহযোগী হওয়া - এটাই সবচেয়ে বড় বিশেষ দান । অমুকে কি বলেছিলো, কি করেছিলো, দেখে-শুনে-বুঝেও তোমার সহযোগের স্টক দ্বারা রূপান্তর করতে হবে । যেমন, কোনও স্থান খালি থাকলে, অল্-রাউন্ড সেবাদারী সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সেই শূন্যস্থান ভরাট করে দেয় । একইভাবে, তুমি যদি বুঝতে পারো যে কারও মধ্যে বিশেষ কোন শক্তি কম আছে, তাহলে সেই ফাঁকটা তোমার সহযোগের দ্বারা পূরণ করে দাও, যাতে একজনের খামতি অন্যজনের অনুভব না হয় । একেই বলা হয়ে থাকে, দাতার বাচ্চা হয়ে সময় অনুসারে সহযোগের দান দেওয়া । এইরকম ভেবোনা, এতো এই করেছিলো, এইরকম করেছিলো, কিন্তু কি হওয়া প্রয়োজন সেটাই করতে থাকো । কারও দুর্বলতার দিকে দেখোনা, কিন্তু নিরন্তর উন্নতির দিকে এগিয়ে যাও । সবচেয়ে ভালো কি হতে পারে, সেটাও ভেবোনা, শুধু করতে থাকো । একেই বলা হয় বি-চিত্র আচারব্যবহারের প্রত্যক্ষ স্বরূপ । সদা ভালো থেকেও ভালো হচ্ছে আর সদা ভালো থেকেও ভালো করতে থাকো - এই সমর্থ সংকল্প সাথে রেখো । এই সম্পর্কে শুধুই বর্ণন নয়, কিন্তু নিবারণের খোঁজ দ্বারা নব নির্মাণের কাজে সাফল্যের প্রত্যক্ষ রূপকে দেখ এবং অন্যকেও দেখাতে থাকো । এইরকম প্রস্তুতি তো এখন হচ্ছে, তাই না ! কারণ, যদিও এটা সবার দায়িত্ব, বিশেষতঃ মধুবন নিবাসীদের দায়িত্ব । তোমরা ডবল দায়িত্ব নিয়েছ তো, তাই না ! হলের যেমন উদ্ঘাটন করিয়েছ, তেমন তোমার শ্রেষ্ঠ নতুন আচার-ব্যবহারের উদ্ঘাটনও করিয়েছ ? সেই রিহাসার্স কি হয়েছে, নাকি হয়নি ? দুটো একইসাথে ঘটলে তখনই সফলতার ডঙ্কা দিগ্-দিগন্তে ধ্বনিত হবে । স্থান যত উঁচু হয় এর আলো আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ে । এই স্থান সবচেয়ে উঁচু, তো এখান থেকে বেরোনো আওয়াজ চারিদিকে যাতে পৌঁছায়, তার জন্য লাইট মাইট হাউজ হতে হবে । আচ্ছা -

সদা নিজেকে সর্ব গুণে, সর্বশক্তিতে সম্পন্ন, সাক্ষাত্ বাবা স্বরূপ হয়ে সবাইকে সাক্ষাত্কার করিয়ে, সদা বিচিত্র স্থিতিতে স্থিত হয়ে সাকার চিত্র দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করে, উঁচু থেকেও উঁচু স্থিতি দ্বারা উঁচু থেকে উঁচু স্থানকে, উঁচু থেকে উঁচু প্রাপ্তির ভাণ্ডার প্রত্যক্ষ করে, সবার মনে খুঁজে পাওয়ার এবং সর্বপ্রাপ্তির গীত নির্গত হওয়ার সদা শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনা রাখে এমন সর্বশ্রেষ্ঠ বেহদ সেবাদারীদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

মধুবননিবাসীদের সাথে:- বরদান ভূমিতে বসবাসকারী সদা সন্তুষ্ট থাকার বরদান লাভ করেছে, তাই না ! যে নিজেকে যত সর্বপ্রাপ্তি দ্বারা সম্পন্ন অনুভব করবে সে তত সন্তুষ্ট থাকবে । যদি সামান্যও খামতি উপলব্ধি হয় তবে সেখানে অসন্তুষ্টিও থাকবে । তোমাদের তো সর্বপ্রাপ্তি আছে, তাই না ? সংকল্পের সিদ্ধিও তো হচ্ছে, তাই তো ? তোমাদের সমান্য মেহনত তো করতেই হয়, আপন রাজ্য যে নয় ! অন্যদের সামনে যেমন অনেক প্রবলেম আসে, এখানে তেমন নয় । প্রবলেম এখানে খেলার মতো হয়ে গেছে । তবুও সঠিক সময়ে তোমরা অনেক সহযোগ পাও, কেননা তোমরা মনে সাহস নিয়ে এগাও । যেখানে সাহস আছে, তোমরা অবশ্যই সহযোগ পাবে । তোমার মনে কোনরকম চঞ্চলতা থাকা উচিত নয় । মন সর্বদা হালকা থাকলে সবাই তোমার থেকে হালকা ভাব অনুভব

করবে । কমবেশী হিসেবনিকেশ তো থেকেই যায় । কিন্তু সেই হিসেবনিকেশও এমনভাবে পার করো যেন কোনো বড় ব্যাপার নয় । ছোট বিষয়কে অযথা বড় করোনা ! ছোট করা বা বড় করা তোমার নিজের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে । এখন বেহদ সেবার সময়, সুতরাং, বুদ্ধিও বেহদের রাখো । বায়ুমণ্ডলকে শক্তিশালী বানাও । এই দায়িত্ব সকল আত্মার নিজের বলে মনে করতে হবে । যখন তোমরা একে অন্যের স্বভাব সংস্কার জেনেই গেছ, তখন তোমরা কখনোই পরস্পরের স্বভাব-সংস্কারের দ্বন্দ্ব আসতে পারোনা । যখন কেউ জানে যে, এখানে গর্ত আছে কি পাহাড় আছে তো সেই ব্যক্তি সেই সম্পর্কে সচেতন হয়ে যাবে, কখনও অসুবিধার মধ্যে পড়বেনা; সে এটা এড়িয়ে যাবে । সুতরাং, নিজেকে সেফ রাখতে হবে । একজন দ্বন্দ্বের মধ্যে না এলে, অন্যজন নিজে থেকেই রক্ষা পেয়ে যাবে । এড়িয়ে চলো অর্থাৎ নিজেকে সেফ রাখো আর বায়ুমণ্ডলও সেফ রাখো । কাজ থেকে সরে থেকোনা । এড়িয়ে যাওয়া অর্থাৎ নিজের সেফটির শক্তি দ্বারা অন্যকেও সেফ করা । এইরকম শক্তি বৃদ্ধি তো পেয়েছে, তাই না !

সাকার রূপে ফলো করার ক্ষেত্রে সবার প্রত্যাশা শুধু মধুবনের ওপর, কারণ এটা শ্রেষ্ঠ স্থান । মধুবনবাসী সদা দোলায় দুলতে থাকে । এখানে সবরকম দোলা আছে । স্থূল প্রাপ্তির মতো সূক্ষ্ম প্রাপ্তিও অনেক আছে, সদা দোলায় থাকলে কখনও ভুল হবেনা । প্রাপ্তির দোলা থেকে নেমে গেলে তোমরা নিজেরা ভুল করো আর অন্যদেরও ভুল দেখ । দোলায় বসতে হলে এই মাটি তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে । তাই তো মধুবনবাসী সর্বপ্রাপ্তির দোলায় দুলতে থাকে । তোমাদের জীবন যেন শুধু প্রাপ্তির আধারে না হয় । তোমার সামনে প্রাপ্তি যদিবা আসে তুমি স্বীকার করে নিও না । যদি ইচ্ছা হয় তবে সর্বপ্রাপ্তি হয়েও কন্মের উপলব্ধি হবে । সদা নিজেকে খালি মনে হবে । সুতরাং, তোমার ভাগ্য এমনই যে বিনা মেহনতে প্রাপ্তি তোমার কাছে চলে আসে । অতএব, এই ভাগ্য সদা স্মৃতিতে রাখো । নিজে যত নিষ্কাম হবে প্রাপ্তি ততই নিজে থেকেই তোমার সামনে আসবে । আচ্ছা ।

সেবাধারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

সেবাধারীর অর্থই হলো যারা প্রত্যক্ষ ফল খায় । সেবার সাথে সাথে খুশির অনুভূতি করেছে তোমরা, তাহলে প্রত্যক্ষ ফলই তো খাওয়া হলো, তাই না ! সেবাধারী হওয়া, এতো বড় থেকেও বড় ভাগ্যের লক্ষণ, তাই না ! এটাই হলো জন্মে জন্মে নিজেকে রাজ্য অধিকারী বানানোর সহজ উপায় । এই কারণে সেবা করা অর্থাৎ ভাগ্য নক্ষত্রকে উজ্জ্বল বানানো । তাহলে, মনে মনে এইরকম উপলব্ধি করে সেবা করছো, তাই তো ? তোমরা এটা সেবা মনে করছো নাকি প্রাপ্তি মনে হয় ? এটা নামে সেবা, কিন্তু এটা সেবা করা নয়, কিছু প্রাপ্তি । তোমাদের কতখানি প্রাপ্তি হয়েছে ? তোমরা কিছুই করোনা, কিন্তু লাভ করো সবকিছু । এইসব করতে তোমরা সবরকম সুখের সাধন পেয়ে যাও । তোমাদের কোনও কঠিন কিছু করতে হয়না । যত হার্ড ওয়ার্কই করা হোক, স্যালভেশনও তো সাথে সাথে পেয়ে যাও । তাহলে তো সেটা হার্ড ওয়ার্ক মনেই হয়না, খেলা মনে হয় । এইজন্য সেবাধারী হওয়া অর্থাৎ প্রাপ্তির মালিক হওয়া । সারাদিনে কত প্রাপ্তি হয় ? একদিনে একঘন্টার প্রাপ্তির যদি হিসাব করো তো দেখবে সেটা অগণিত, এইজন্য সেবাধারী হওয়া ভাগ্যের লক্ষণ । সেবার চান্স পাওয়া অর্থাৎ প্রাপ্তির ভাণ্ডার ভরপুর হয়ে যাওয়া । স্থূল প্রাপ্তির সাথে তোমাদের সূক্ষ্ম প্রাপ্তিও আছে । তোমরা কোথাও কোনো স্থূল সেবা করলে এতটা সাধন তোমরা পেতে না, যতটা মধুবনে পাও । যখন তোমরা এখানে সেবা করো, শারীরিক পালনার সাথে সাথে প্রথমে তোমরা আত্মার পালনা লাভ করো, সুতরাং, এটা ডবল । তাহলে ! সেবা করতে খুশি হয় নাকি ক্লান্ত লাগে ? সেবা করতে করতে সর্বদা চেক করো

যে আমি কি ডবল সেবা করছি ! মক্ষা দ্বারা শ্রেষ্ঠ বাতাবরণ বানানোর আর কর্ম দ্বারা স্থূল সেবার ! সুতরাং, একরকম সেবা কোরোনা, বরং ডবল সেবাদারী হয়ে একই সময়ে ডবল ইনকামের চান্স নাও ।

সবাই তোমরা সন্তুষ্ট ? সবাই নিজের নিজের কার্যে তোমরা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন তো ? কোনও কার্যে কোনরকম ঝঞ্ঝাট তো নেই, আছে ? কখনও নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তো হয়না ? কখনো 'আমার তোমার ' 'আমি করেছি তুমি করেছ ' , এই ভাবনা তো আসেনা ? কারণ তুমি যদি কিছু করো আর সংকল্পে এইরকম আসে যে 'আমি এটা করেছিলাম ' , তবে যা করেছিলে তা' সবকিছু শেষ হয়ে যায় । আমিত্ব ভাব আসা অর্থাৎ করা হয়েছে এমন সমস্ত কাজে জল ঢেলে দেওয়া । তোমরা এটা কোরোনা, করো তোমরা ? সেবাদারী অর্থাৎ করাবনহার বাবা তোমাকে নিমিত্ত বানিয়ে করাচ্ছেন । করাবনহারকে ভুলোনা । যেখানে আমিত্ব থাকবে, সেখানে মায়াও যাবে । আমি নিমিত্ত, আমি নির্মাণ - এইরকম হলে মায়া আসতে পারেনা । সংকল্প বা স্বপ্নেও যদি মায়া আসে, তাহলে এটাই প্রমাণ করে কোথাও আমিত্বের দরজা খোলা আছে । আমিত্বের দরজা বন্ধ থাকলে কখনো মায়া আসতে পারেনা । আচ্ছা ।

বরদান:- নিজের হালকা ভাবের স্থিতি দ্বারা সব কার্যকে লাইট বানিয়ে বাবা সমান পৃথক হয়েও প্রিয় হও

মন -বুদ্ধি আর সংস্কার, আত্মার যা সূক্ষ্ম শক্তি, এই তিনের মধ্যে লাইট অনুভব করতে হবে, এটাই বাবা সমান পৃথক অথচ প্রিয় হওয়া । কারণ সময় অনুসারে বাইরের বাতাবরণ, মনুষ্য আত্মাদের বৃত্তিতে গম্ভীরতা থাকবে অর্থাৎ এইসব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে । বাইরের বাতাবরণ যত ভারী হবে, বাচ্চারা, তোমাদের সংকল্প, কর্ম, সম্বন্ধ লাইট হতে থাকবে এবং লাইটনেসের (হাল্কাভাব) কারণে সমস্ত কার্য লাইট ভাবে চলতে থাকবে । কার্যকলাপের প্রভাব তোমাদের ওপর পড়বে না, এই স্থিতি বাবা সমান স্থিতি ।

স্লোগান:- এই অলৌকিক নেশায় থাকো - 'বাহ্ রে আমি ' ! তবেই মনের সাথে শরীরও নিরন্তর ন্যাচারালি ড্যান্স করবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমরা হলে রুহানী যোদ্ধা, তোমরা বাবার থেকে অনেক বড় বড় জ্ঞানের গোলা (বোমা) পেয়েছ, যার দ্বারা মায়া অরি-কে (দুশমনকে) জয় করতে হবে।"

প্রশ্ন :- কোন্ রহস্য বুঝে যাওয়াতে, তোমরা নিশ্চিত বাদশা (বেফিকর বাদশাহ) হয়ে গেছো ?

উত্তর :- সমগ্র নাটকের রহস্য বোঝার কারণে তোমরা নিশ্চিত বাদশা হয়ে গেছো। এখন তোমরা জেনে গেছো যে পুরানো হিসেব - নিকেশ শেষ করে আমরা ২১জন্মের জন্য জ্ঞান আর যোগের ঝুলি ভর্তি করছি। আমরা হলাম শিববাবার পৌত্র আর ব্রহ্মা বাবার সন্তান তাহলে কোন্ বিষয়ের চিন্তা করবো।

গীত :-- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি, আমি এক নতুন দুনিয়া রচে এসেছি

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বোঝান, আমার প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা হলে গুপ্ত সেনা, আর বাচ্চারা তোমাদের জ্ঞানের বড় বড় বারুদ - জ্ঞানের বড় বড় গোলা(বম্ব) প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা জানো, এ সেই গীতার এপিসোড অর্থাৎ সেই নাটকের পার্ট আবার শুরু হয়েছে। এই গীতা শাস্ত্রই এমন যার সঙ্গে মহাভারত যুদ্ধের সম্পর্ক আছে। তোমরা বাচ্চারা হলে গুপ্ত সেনা। যেমনভাবে ওরা অভ্যাস করছে তাতে গোলা রিফাইন হয়ে যাবে। তেমনই শিববাবাও বলেন ব্রহ্মার দ্বারা আমি তোমাদের অনেক বড় বড় জ্ঞানের গোলা দিই। তাই তোমরা মানুষরা খুব ভালোভাবে শঙ্খধ্বনি করো যে গীতার পার্ট আবার শুরু হয়েছে এবং স্বর্গের দৈব সাম্রাজ্য আবার স্থাপন হচ্ছে। তোমরা বাচ্চারা নিজেদের জন্য রাজত্ব স্থাপন করছো। দুনিয়ার সেনারা পরিশ্রম করে তাদের রাজা রানীদের জন্য, তোমরা নিজেদের জন্য মায়াকে জয় করে ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী নাও - আগের ৫০০০ বছরের মতো। এই কথা তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে বরাবর আমরাই আমাদের ভাগ্য বানিয়েছি। দুনিয়ার মানুষ অল্পকালের জন্য প্রালব্ধ পেয়ে থাকে। এখানে তোমরা প্রত্যেকেই ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ বানাতে পারো। তোমরা মাশ্বা এবং বাবার থেকেও উঁচুতে যেতে পারো। কিন্তু বিবেক বলে যে মাশ্বা - বাবার থেকে উঁচু কেউই হতে পারে না। যদিও সূর্য বা চাঁদের গ্রহণ লাগে তবুও পড়ে যায় না। তারা তো খসেও পড়ে। বাবা বলেন আমার প্রিয় বাচ্চারা, আমি তোমাদের কেন স্মরণ করবো না। এমন প্রিয় বাচ্চাদের কথা কেন মনে আসবে না। কিন্তু অনুভব বলে যে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়। নিজেকে বাবার সজনী মনে করলেও অনেক শক্তি মিলবে কারণ সজনী তো অর্ধাঙ্গিনী হয় তার সজনের। বাচ্চারা তো বাবার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হয় তাই বাবা বলেন যে আমার 'জ্ঞানী তু আত্মার' সঙ্গেই প্রেম। ধ্যানী ব্যক্তির তো সাক্ষাত্কারের ইচ্ছা থেকে যায় কিন্তু যারা সারাদিন 'বাবা - বাবা' করতে থাকে তাদের তো জ্ঞানীই বলবে। বাবার জ্ঞানের অনেক শখ আছে। এখন তোমরা জ্ঞানের গোলা পাচ্ছ, এ তো নতুন কথা। ধ্যানে অনেক সাক্ষাত্কার ইত্যাদি করে, কিন্তু তারা জ্ঞান কিছুই পায় না। বাবা এমনও বলেন না যে ধ্যান খারাপ। ভক্তিমার্গ সাক্ষাত্কার হলে মানুষ খুশী হয়ে যায়, কিন্তু মুক্তিধামে যেতে পারে না। বাবা বলেন, তোমরা আমার ধামে আসবে। তোমরা জানো যে এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা ভবিষ্যতের রাজকুমার হতে পারবো। দেবতার তো এখানে নেই যারা এই চোখ দিয়ে দেখতে পারে। চিত্র তো অনেক আছে। কৃষ্ণকে তো তোমরা দেখো, সেখানে রাজকুমার - রাজকুমারীদের রাস নীলা চলে অথবা বাল নীলাও দেখানো

হয়। কিন্তু মহারাণী কবে হবে, কবে সেই রাজকুমারকে দেখা যাবে। এ তো কেউই জানে না। বাবা সাক্ষাত্কার করান যে নিশ্চিত হও যে আমরা ভবিষ্যৎ মহারাণী হতে চলেছি। জ্ঞানের দ্বারাও বুঝবে, কিভাবে আমাদের আত্মা এবং শরীর দুইই পবিত্র হবে। এই যে 'হাম সো' মন্ত্র, তা এখনকার জন্য। শিববাবাকে স্মরণ করলে শক্তি পাওয়া যায়। হাতিমতাইয়ের খেলায় দেখানো হয় -- মুখে পুঁতি দিলেই মায়া চলে যেত। বাবা নিজেই বলেন, হে আমার প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা কাজকর্ম যাই করো না কেন কেবলমাত্র তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের এক হলো পরমধাম। দুনিয়ার মানুষ যখন যাত্রায় যায় তখন অনেক ঘুরতে থাকে। চারধামই তাদের বুদ্ধিতে থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে এক পরমধাম আছে। কাউকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি চাও? তারা বলবে মুক্তি। সন্ন্যাসীরাও শান্তির জন্য বাড়িঘর ছেড়ে দেয়। জঙ্গলে চলে যায়। তারা ভাবে.....আমরা জন্ম মরণের চক্র থেকে যদি মুক্তি পাই, মোক্ষ পাই। কিন্তু চিরকালের জন্য কেউ মুক্তি পেতে পারে না। এ হলো অনাদি বানানো নাটক। এই নাটকের রহস্য কেউই জানে না। সৃষ্টিকর্তা, নির্দেশক, প্রিন্সিপল এবং অভিনেতাকে কেউ জানে না। তোমরা জানো যে এই নাটকের চারটি ভাগ আছে। এমন নয় যে সত্যযুগের আয়ু বড়। জগন্নাথপুরীতে যখন চালের ভোগ দেওয়া হয় তখন তা চার ভাগ হয়ে যায়। এই দুনিয়া হলো চার যুগের নাটক, এর আদি - মধ্য এবং অন্তকে একমাত্র তোমরাই জানো, এ হলো এক খেলা। আমরা দেবী দেবতারাই রাজত্ব করতাম। আমরাই আবার তা হারিয়ে ফেলেছিলাম আবার আমরাই আবার জয় করে নিছি। এ হলো ৫ হাজার বছরের কথা। এখানে প্রত্যেকেই নিজেদের জন্য পুরুষার্থ করে। যে অন্যকে নিজের মতো বানাতে পারবে, বাবা তাকে পুরস্কারও দেন। বাবা বলেন যে যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ নিজে থেকেই বিনাশ হয়ে যাবে, আমি কিছুই করি না। তোমরা নিজেদের পুরুষার্থের দ্বারাই রাজত্ব পাও, যেমন রাজা জনকের উদাহরণ আছে। একে বলা হয় সাক্ষাত্কার।

তোমরা জানো যে আমরা জীবনমুক্তিতে যাবার জন্য পুরুষার্থ করছি, যাতে জ্ঞানের দরকার। আমাদের মুক্তিতে থাকলে চলবে না। আমাদের পার্ট অলরাউন্ড। যেমন ট্রেনে করে কোথাও গেলে তোমরা ভায়া আহমেদাবাদ হয়ে যাও। আমাদেরও জীবনমুক্তিতে যেতে হবে ভায়া মুক্তি। প্রতি মুহূর্তে পরমধামকে স্মরণ করো। দুনিয়ার স্কুলে মানুষ ৫ - ৬ ঘন্টা পড়ে, এখানে এতো পড়তে পারে না, তাই বলা হয় এক মুহূর্ত আধ মুহূর্ত এর মধ্যে অমৃতবেলা খুবই ভালো। স্নানও অমৃতবেলাতে করা হয়। একবার মুরলী শুনে পয়েন্টস রিপোর্ট করতে থাকো। টেপে মুরলী রাখা যায়। তোমরা যদি ১৫ দিন বাদেও শোন, তাহলেও শুনে ফ্রেশ হয়ে যাবে। কোনো পয়েন্ট যদি মনে না থাকে তাহলে চট করে খেয়াল এসে যাবে। মুরলীর নোটস নিজের কাছে রাখা ভালো, এ তো বারুদ। অনেক বাচ্চাই এই নোটস রাখে। যেমন ব্যারিস্টার, সার্জনরা নিজেদের কাছে অনেক বই রাখে, যারা অনেক বই পড়ে তারা ভালো ওষুধ দেয়। কেউ কেউ খুব ভালো নোটস নেয়, কেউ কেউ আবার নোটসও নিতে পারে না। বাবা বলেন, এও তোমাদের কর্মবন্ধন। এও তাদের বিকর্ম। তোমরা বাচ্চারা জানো, আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যেমন প্রথমে ইংরেজ ব্যবসার জন্য এসেছিলো, কিন্তু ব্যবসা করতে করতে দেখলো এরা তো নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করে, তাহলে কেন না আমরা নিজেদের সৈন্য নিয়ে রাজ্য দখল করি। তোমাদের জন্য তো খুবই সহজ। কাউকে মারার কোনো কথা নেই। তোমরা যোগবলের দ্বারা রাজ্য ভাগ্য নাও। সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণ রাজপদ কিভাবে পেয়েছিলেন? কলিযুগের রাত সম্পূর্ণ হলেই সত্যযুগের দিন আসবে। দিনে রাজত্ব আর রাতে ধর্মচক্র, বাবা এলে আমরা ধনী হয়ে যাই। কলিযুগের পরে আসে সত্যযুগ। অনেক ধর্মের পরে আসে এক

ধর্ম । যারা আগের কল্পে রাজত্ব নিয়েছিলো তারাই এখন আবার নিচ্ছে । তাদের বলা হয় স্বর্গীয় দৈব সাম্রাজ্য । এখন তো হলো নরক আর নির্বাণধাম হলো ব্রহ্মাণ্ড, যেখানে তোমরা ডিমের মতো থাকো । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এবং এই সৃষ্টির জ্ঞান আছে । কত সহজ কথা । মুখ্য হলো গীতার কথা । গীতায় ভগবানের নাম বদলে দিয়েছে । এ হলো জ্ঞানের গোলা । এই এক কথাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাও । এইসময় সবাই চোরাবালিতে ফেঁসে রয়েছে । মায়া সকলের ডানা ভেঙ্গে দিয়েছে তাই উড়তে পারে না । বাবা এসেই এখান থেকে মুক্ত করানোর সাধনা করান । তাই এখন সবাইকে পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে ।

তোমরা বাবার থেকে আবার রাজ্য - ভাগ্য নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । বাবা বোঝান যে তোমরা খুশীতে থাকো । যারা নিজেরা এই জ্ঞান খুব ভালোভাবে ধারণ করে অন্যকে নিজের সমান বানাতে পারবে তারা খুশীতে থাকবে । যারা এক নম্বরে পাস করবে তারা তো খুব খুশীতে থাকবে, তাই না । সরকারও তো স্কলারশিপ দিয়ে থাকে । তোমাদেরও মালা তৈরী আছে । ১০৮ এরও মালা হয় । ১৬১০৮ এরও মালা হয় । একটা বাত্ম বানানো হয়, তাতে রেখে দেওয়া হয় । এখন তোমরা বুঝে গেছো এই মালা কার । রুদ্রাঙ্কের মালা কাকে বলা হয় । প্রথম হলো ব্রহ্মার মালা । বাবা তো এই রচনা করছেন । যারা ব্রহ্মার মনে স্থান পাবে তারাই শিববাবার মনেও স্থান পাবে । এ হলো ব্রহ্মার মালা । সব বাচ্চারা আছে না । তাই প্রথমে তার মালা এরপর রুদ্রের মালা তৈরী হয়, তারপর বিষ্ণুর গলায় শোভা পায় । এই স্বর্গীয় রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । এই মনুষ্য সৃষ্টিই স্বর্গ আর নরক হয় । স্বর্গে দেবী - দেবতারা থাকেন তাই তাকে স্বর্গ বলা হয় । স্বর্গে যারা থাকে তারাই পরে নরকে যায় । তারপর আমরাই আবার নরক থেকে স্বর্গে যাই । মায়াকে জয় করে আমরা জগৎ জিত হই । তোমরা বলবে যে আমরা এই পার্ট অনেকবার করেছি । কেউ যদি বলে, কেবল তোমরাই স্বর্গ দেখবে ? আমরা দেখবো না ? তাদের বলা, সবাই খোড়াই সেখানে যেতে পারবে । এ অসম্ভব । প্রত্যেকেই তাদের সত্য, রজো এবং তমোগুণের অভিনয় করে থাকে । এ কেউই জানে না । তোমরা জানো যে, আমাদের রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে । আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি । এই নাটক তোমাদের অবশ্যই পুরুষার্থ করাবে । নাটকে ঐন্নার দ্বারাই মুরলী শোনানো হয়েছে । পুরুষার্থ ছাড়া তোমরা থাকতে পারবে না । বসতেও পারবে না । আগের কল্পে যেমন মুরলী শোনানো হয়েছিলো সেই অনুসারে এবারও শোনানো হবে । কতো গোপন কথা এটা । এই নাটক অবশ্যই রিপিট হবে । আমরা হলাম নিশ্চিত বাদশা । আমরা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের পৌত্র । তোমাদের সম্বন্ধে তিনি কত সত্যক । এ হলো রাজযোগ । বাবা বলেন, এখন পুরনো হিসেব - নিকেশ শেষ করো । এর থেকে বুদ্ধির যোগ দূর করো । এরপর জ্ঞান আর যোগের দ্বারা যত জমা করবে, ততই তোমাদের ২১ জন্মের জন্য ঝুলি ভরতে থাকবে, এতে তো ভয়ের কোনো কথাই নেই । বাবা তো দাতা । তিনি বলেন, যা তোমাদের আছে, সব নিবেদন করে দাও । এখানে তো কোনো মহল তৈরী করতে হবে না । এই টাকায় কি করতে হবে । কেবল তিন পদ জমি নিয়ে সেন্টার খুলে দেয় । এ হলো জবরদস্ত ইউনিভারসিটি বা হাসপাতাল । ওই হাসপাতাল তো অনেক হয়ে থাকে । এ হলো একই হাসপাতাল । যারা ধর্মপ্রাণ হবে তারা বলবে, কেন না আমরা এমন হাসপাতাল খুলি যেখানে মানুষ চিরসুস্থ হতে পারে, বাবা যখন স্বাস্থ্য এবং সম্পদ দেন, তখন তারা বলে, বাবা এ সবই তোমার, যে কাজে চাও লাগাও । তাই নিশ্চিত হয়ে সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে, তাই না । প্রত্যেকেই নিজের জাতিকে ওপরে তোলে । তোমরা বলো, আমরা ব্রাহ্মণ, তাই সবকিছুই তো ট্রান্সফার করে দেওয়া চাই । বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী দেন । বাবার সেবায় লেগে থাকলে তোমরা কখনোই ক্ষুধার্ত হবে না । আমাদের খরচ তো খুবই কম

।তোমাদের তো খিদের জন্য দুটো রুটিই যথেষ্ট, আর কি চাই। দুনিয়ার অন্য মানুষদের তো অনেক খরচা। বিয়ে সাদী উপলক্ষে তারা অনেক খরচা করে। আমাদের কোনো খরচাই নেই। আমাদের বিবাহ বন্ধনী হয় শিব বাবার সাথে। এক পাইও খরচা নেই। বিবাহ বন্ধনী করে আমরা বাবার কাছে চলে যাই। এখানেও বাচ্চারা তোমাদের সেবা করতে হবে। তোমাদের নিজেদের স্মরণ দেখে খুশী হতে হবে। এ আমাদের বাবা - মাম্মার স্মরণ এবং আমরা দেবী - দেবতাদেরও স্মরণ। মূখ্য স্মরণ হলো ৫ - ৭ জনের। প্রথম মূখ্য স্মরণ হলো শিববাবার। ওই একের অনেক নাম। তারপর হলো সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের স্মরণ, এরপর মনুষ্য সৃষ্টিতে সঙ্গমযুগী জগদম্বা, জগত পিতা আর তোমরা সব শক্তিদেব, বাচ্চারা আর সত্যযুগের লক্ষ্মী - নারায়ণ, ব্যাস। বাদবাকি তো অনেক প্রকারের মন্দির বানানো হয়েছে। তাতে মানুষের অনেক বিভ্রান্তি হয়। তোমরা সব বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে যাও আর কতো খুশীতে থাকো। এমন কোনো ইউনিভার্সিটি নেই যেখানে মানুষ থেকে দেবতা বানানো হয়। তোমাদের হলো ঈশ্বরীয় ছাত্র জীবন। তোমরা পাস করে পরিবর্তন হয়ে যাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :-

১) অমৃতবেলায় মুরলী শুনে পয়েন্ট রিপোর্ট করতে হবে। অবশ্যই মুরলীর নোটস নিতে হবে। খুশীতে থাকার জন্য অন্যকে নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে।

২) ব্রহ্মা বাবার হৃদয়ে স্থান অর্জন করার জন্য জ্ঞান আর যোগে তীক্ষ্ণ হতে হবে। নম্বর ওয়ান পাস করে স্কলারশিপ নিতে হবে।

বরদান :- বাবাকে নিজের সমস্ত দায়িত্ব ভার অর্পণ করে সেবার খেলা করে মাস্টার সর্বশক্তিমান হও।

যে কোনো কার্য করাকালীন সর্বদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে সর্বশক্তিমান বাবা আমার সাথী, আমরা হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান, তখন কোনো প্রকারের ভারী ভাব থাকবে না। যখন নিজের দায়িত্ব ভাববে তখনই ভারী থাকবে তাই ব্রাহ্মণ জীবনে সমস্ত দায়িত্ব ভার বাবাকে দিয়ে দাও তখনই সেবাও এক খেলার মতো অনুভব হবে। যত বড় চিন্তার বিষয়ই হোক না কেন, অ্যাটেনশন দেবার কাজই হোক, মাস্টার সর্বশক্তিমানের বরদানের স্মৃতিতে নিশ্চিত থাকবে।

স্লোগান :- মুরলীধরের মুরলীতে দেহ - জ্ঞান ভুলে, খুশীর দোলায় দুলতে থাকা সত্যিকারের গোপিকা হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে কর্মযোগী, কর্ম করতে করতে বাবার স্মরণে থাকো স্মরণে থাকলে কোনো রকম বিকর্ম হবে না"

প্রশ্ন:- বাবার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ না লাগবার একটি কারণ আছে -- সেইটি কি ?

উত্তর :- লোভ। কোনো বিনাশী বস্তুর প্রতি লোভ থাকলে, যাওয়া বা পরার শখ থাকলে বুদ্ধি বাবার সঙ্গে যুক্ত হবেনা তাই বাবা নিয়মবিধি বলে দিচ্ছেন বাচ্চারা লোভ রাখো -- বেহদের বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করার। বাকি কোনো জিনিসে লোভ রেখ না । না হলে যে জিনিসে বেশি টান থাকবে শেষ সময়ে সেই জিনিসের কথা মনে পড়বে আর পদমর্যাদা কম হয়ে যাবে ।

গান : - জাগো সজনী জাগো, নতুন যুগ এলো বলে ...

ওমশান্তি। এখন এই কথা তো বাচ্চারা জানে সম্পূর্ণ দুনিয়া বলে আমরা সবাই ভাই ভাই। উই আর অল ব্রাদার্স। কিন্তু কেন তাদের এই কথাটি বুদ্ধিতে আসেনা যে আমরা বাবার সন্তান। তিনি রচয়িতা , আমরা রচনা। পশুরা বলবেনা আমরা ব্রাদার্স। মানুষই বোঝে এবং বলে যে আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স। রচয়িতা পিতা একমাত্র বাবা। তাঁকেই বলা হয় পরম পিতা পরমাত্মা। বোনকে ভাই বলা হবে এমন হতে পারেনা। যখন সবাই নিজেদের আত্মা ভাবে তখন বলা হয় আমরা সবাই ভাই। আত্মা ছাড়া কিছু হতে পারেনা। এক পিতার এত দৈহিক সন্তান হওয়া সম্ভব নয়। এখন তোমরা খুব ভালো করে জানো যে আমরা সবাই ভাই ভাই। বাবা বসে সন্তানদের পড়ান। ভগবানুবাচ -- হে বাচ্চারা, অর্থাৎ অনেককে পড়ান তাইনা। শুধু এমন বলবেন না হে অর্জুন , একজনের নাম নেবেন না । সবাইকে পড়ান। স্কুলে মাস্টার বলে -- যে বাচ্চারা, ভালো ভাবে পড়ো। সবাই তো ছাত্র। কিন্তু শিক্ষক গুরুজন তাই ছাত্রদের বাচ্চারা বাচ্চারা বলে। সেখানে কেউ নিজেকে আত্মা তো ভাবে না । সেখানে দৈহিক সম্পর্ক-ই থাকে। যেমন গান্ধীকে বাপু বলা হয়েছে। মেয়র-কেও ফাদার বলা হয়। এমন নাম তো অনেককেই দেওয়া হয়। এখানে তোমরা জানো আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। তো ভাইদের পিতা নিশ্চয়ই থাকবে। সব আত্মারা জানে উনি হলেন আমাদের পিতা যাঁকে গডফাদার বলে। আত্মা বলে আমাদের গডফাদার। লৌকিক ফাদারকে গড বলা হবে না । তোমরা জানো আমরা আত্মা। বাবা আমাদের পড়াতে এসেছেন অর্থাৎ পতিতদের পবিত্র করতে এসেছেন। আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়ার মালিক করেন। এই কথা কেউ জানেনা। এখানে তোমরা বাচ্চারা সব জানা সত্ত্বেও কর্ম করার সময়ে ভুলে যাও। স্মরণে থাকো তাহলেই বিকর্ম হবে না । তুমি তো কর্মযোগী । সন্ন্যাসীদের হল কর্ম সন্ন্যাস। শুধু ব্রহ্ম তত্ত্বের সঙ্গে যোগ লাগায়। কিন্তু সারা দিন যোগ লাগানো তো অসম্ভব। ব্রহ্মে ফিরে যাওয়ার জন্যে যোগ লাগায়। ভাবে ব্রহ্মকে স্মরণ করলে আমরা ব্রহ্মে লীন হব। কিন্তু সারা দিন ব্রহ্মকে স্মরণ করতে পারে না এবং সেই স্মরণে বিকর্ম বিনাশও হয়না। গায়ন আছে 'পতিত পাবন...'। উনি তো হলেন পিতা। এমন তো বলা হবেনা পতিত পাবন ব্রহ্ম অথবা পতিত পাবন তত্ত্ব। সবাই বাবাকেই পতিত পাবন বলে। ব্রহ্মকে কেউ ফাদার বলে না । না-ই কেউ ব্রহ্মের তপস্যা করে। শিবের তপস্যা করে। শিবের মন্দিরও আছে। তত্ত্বের মন্দির হতে পারে কি ? ব্রহ্মে ডিম্বাকারে আত্মারা বাস

করে তাই শাস্ত্রে ব্রহ্মান্দ বলা হয়েছে। এই রকম কোনো নাম নেই। সেটা হল বাসস্থান, যেমন আকাশ তব্বে কত সাকারী মানুষ থাকে সেখানে তেমনই আত্মারা থাকে।

বাচ্চারা তোমরা জানো বাবার কাছে আমরা ডামার আদি মধ্যে অন্তের জ্ঞান প্রাপ্ত করে সম্পূর্ণ রহস্য জেনে , সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ বুঝে মাস্টার বীজ রূপে পরিণত হই। পরম পিতা পরমাত্মাতে সমগ্র জ্ঞান ভরা আছে, আমরা ওঁনার সন্তান। তিনি বসে বোঝান। এই কল্প বৃক্ষের উৎপত্তি, পালন ও সংহার কিভাবে হয়। উৎপত্তি বললে যেন নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি করা হয়। স্থাপনা শব্দটি সঠিক। ব্রহ্মা দ্বারা পতিতদের পবিত্র করেন। পতিত পাবন শব্দটি অবশ্যই চাই। সত্যযুগে সবাই সদগতিতে থাকে, কলিযুগে সবাই দুর্গতিতে আছে। কেন, কিভাবে দুর্গতি হয়েছে ? সেসব কেউ জানে না। গায়নও আছে সর্বের সদগতিদাতা হলেন এক। আত্মা জানে -- এইসব হল খেলা। বাবার মহিমা গান করে "সদা শিব" । সুখ দাতা শিব , গায়নও আছে দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। ভারতে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন তো নেই। লক্ষ্মী নারায়ণকে ভগবতী ভগবান বলা হয় , তাঁদের রাজত্ব কে স্থাপন করেছে ? ভগবান হলেন নিরাকার, ওঁনার কাছে আত্মারা বর্ষা প্রাপ্ত করে। আত্মারাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে নীচে নেমেছে। দুর্গতি প্রাপ্ত করেছে। এই সব কথা বোঝাতে হবে, পরমাত্মা সর্ব ব্যাপী নয়। তিনি পিতা হলেন সদগতি দাতা , আমরা সবাই হলাম ভাই ভাই, পিতা নই। এমন বলা হয়না -- ফাদার ব্রাদারের রূপ ধারণ করেছে। না, তাই প্রথমে বলো যে পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ আছে ? লৌকিক সম্বন্ধ তো সবাই জানে। আত্মাদের হল নিরাকার পিতা। তাঁকেই হেভেনলী গড ফাদার বলে। ফাদার নিশ্চয়ই নতুন রচনার মালিক করবেন। এখন আমরা মালিক নই। আমরা সুখী ছিলাম। দুঃখী কে করেছে ? এই কথা জানেনা। অর্ধকল্প রাবণের রাজত্ব চলেছে তবেই ভারতের এই অবস্থা হয়েছে। ভারত পরম পিতা পরমাত্মার জন্মস্থল। ভারতে ভগবান এসেছেন। নিশ্চয়ই স্বর্গের স্থাপনা করেছেন। শিব জয়ন্তীও পালন হয়। তোমরা লিখতেও পারো -- আমরা অমুক জন্মদিন পালন করছি। তখন মানুষের আশ্চর্য হবে , এরা কি বলছে ? অভিনন্দন জানাও। বলো আমরা পতিত পাবন , সদগতি দাতা পরম পিতা পরমাত্মা শিবের জয়ন্তী পালন করছি। সেই দিন খুব জাঁকজমক করা উচিত। সর্বের সদগতি দাতার জয়ন্তী কোনো কম কথা ? বিমানের সাহায্যে বড় বড় শহরে প্রচার পত্রিকা বিতরণ করা উচিত। তাহলে খবরের কাগজেও বেরোবে। সুন্দর কার্ড তৈরি করা উচিত। অতিপ্রিয় স্নেহের বাবার মহিমা লেখা উচিত। ভারতকে আবার স্বর্গে পরিণত করতে এসেছেন। সেই বাবা-ই রাজ যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন। বর্ষাও উনি-ই দেন। খুব আড়ম্বর যুক্ত শিব জয়ন্তী কার্ড ছাপানো উচিত। প্লাস্টিকের কার্ডও ছাপানো যায়। কিন্তু এখনও মানুষ ক্ষুদ্র বুদ্ধির। রাজা রানী তো কোটিতে কেউ হবে। বাকি যারা অমনোযোগী হবে তারা প্রজা হবে। মালা হল ১০৮ - এর , বাকি প্রজা তো অনেক হবে। এমন নয় আমরা তো অমনোযোগী, খুব ভালো পুরুষার্থ করা উচিত। বাবা অনেক বোঝান কিন্তু খুব মুশকিলে সেসব কার্যে পরিণত হয়। এখানে নিজেদের আল্লার সন্তান ভাবে , বাইরে গেলে মায়া বুদ্ধিহীন করে দেয় , মায়া এতই কঠিন। রাজত্ব গ্রহণকারী খুব কম থাকে। চন্দ্রবংশী-দের ফেল বলা হবে। তোমরা সবার পড়াশোনা ও পদমর্যাদা কে জানো। দুনিয়ায় রামচন্দ্রের পদ আছে সে কি কেউ জানে ? বাবা ভালোভাবে বোঝান। কিভাবে আমরা শিব জয়ন্তীর জন্যে ফার্স্টক্লাস নিমন্ত্রণ পত্র তৈরি করব যে মানুষ বিস্মিত হয়ে যাবে। বিচার সাগর মন্তন গায়ন আছে। শিববাবাকে বিচার সাগর মন্তন থোড়াই করতে হবে। এইসব তো বাচ্চাদের কাজ। বাবা পরামর্শ দেন -- বুদ্ধিতে থাকা সত্ত্বেও যদি কাজে

না লাগে তবে বাবা তাদের আনাড়ি বলেন। বাচ্চারা জানে পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর মালিক করছেন। শঙ্কর দ্বারা বিনাশ হবে। ত্রিমূর্তি উপরে অবস্থিত আছে।

তোমরা সবাই হলে পান্ডা যারা রুহানী যাত্রা শেখায়। তোমরাও লিখতে পারো -- সত্যমেব জয়তে ... সত্য বাবা আমাদের বিজয় লাভ করা শেখাচ্ছেন বা বিজয় প্রাপ্ত করাচ্ছেন। কেউ আপত্তি করলে তাকে বোঝানো উচিত। বাবা ভাবছেন শিব জয়ন্তী কিভাবে পালন করা উচিত। গীতার ভগবান শিব , কৃষ্ণ নয় -- এইটি খুব প্রচার করতে হবে। তিনি হলেন রচয়িতা , উনি রচনা। বরসা কার কাছে প্রাপ্ত হবে ? শ্রীকৃষ্ণ হলেন প্রথম রচনা। দেখানো হয়েছে সাগরে শিশু কৃষ্ণ অস্থিত পাতায় ভেসে আসেন। এ হল গর্ভ মহলের কথা। স্বর্গে গর্ভ মহলে মজা থাকে। এখানে গর্ভ জেলে কষ্ট ভোগ করে। সত্যযুগে গর্ভ মহল , কলিযুগে গর্ভ জেল হয়। কৃষ্ণের চিত্র কতই সুন্দর। নরককে লাথি মারছেন। কৃষ্ণের ৮৪ জন্মও লেখা আছে। ভগবানুবাচ, তোমরা নিজেদের জন্ম সম্বন্ধে কিছুই জাননা , আমি তোমাদের বলি। যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে তাকেই বোঝাই। কত সহজ। সাথে ম্যানার্সও থাকা চাই। লোভ থাকা উচিত -- বেহদের বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্তির অন্য কোনো জিনিসের লোভ নয় তাই এমন কোনো জিনিস নিজের কাছে রাখা উচিত নয় যে বুদ্ধিতে থেকে যাবে। নাহলে পদমর্যাদা কম হয়ে যাবে। দেহ সহ যা কিছু আছে সবকিছু থেকেই মোহ মিটিয়ে দিতে হবে। একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোনো মানুষ যদি আসবাব বেশি রাখে তবে মৃত্যু সময়ে সেসবই স্মরণে আসবে। যে জিনিসের প্রতি মোহ বেশি থাকবে শেষ সময়ে মনে পড়বে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান কোনো জিনিস লোভ বশতঃ লুকিয়ে রাখবেনা। যজ্ঞের দ্বারা প্রতিটি জিনিস প্রাপ্ত করতে পারো। কিছু লুকিয়ে রাখলে বুদ্ধি সেখানে আটকে যাবে। বাবার আদেশ হল -- এ হল শিববাবার ভান্ডার -- বাচ্চারা সবকিছু পাবে। এমন ভাবনা যেন না আসে অমূকের শাড়ি সুন্দর , আমিও পরি। আরে তোমরা বাবার কাছে রাজত্বের বর্সা নিতে এসেছ নাকি শাড়ির বর্সা ? যারা ভালো সার্ভিস করে তাদেরকে সবাই সম্মান করে। বলো , আমরা শিববাবার ভান্ডার থেকে প্রাপ্ত পোশাক ছাড়া কিছু পরিণা। আমরা যজ্ঞ থেকে প্রাপ্ত করি তাই বাবার স্মরণে থাকতে পারি। শিববাবার ভান্ডার থেকে এইসব প্রাপ্ত হয়েছে। নাহলে চুরি করার অভিযোগ হয়ে যায়। আরে এখানে ত্যাগ করলে ওখানে খুব ফাস্টক্লাস প্রাপ্তি হবে। শিববাবা কখনো কখনো বাচ্চাদের পরীক্ষা করেন। দেখা যাক দেহ অভিমান কতখানি আছে। তোমাদের প্রতিজ্ঞা রয়েছে যে যা খাওয়াবেন , যা পরাবেন ইত্যাদি। মনে ভাবা উচিত এইসবই শিববাবার দান। এতখানি ফাস্টক্লাস অবস্থা হয় উচিত। বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা নিতে হলে শ্রীমৎ অনুসারে পুরোপুরি চলতে হবে। বাবার পরামর্শ অনুযায়ী চলো। বাবা মাঝমাঝে বলো তাই পুরো ফলো করো। সবাইকে পথ বলে দাও। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়েছিল , এখন আবার প্রাপ্ত হচ্ছে। স্মরণের যাত্রা করতে থাকো। বাবা বোঝান -- তোমরা যত রুস্তম অর্থাৎ বীর হবে মায়া তত জোরে আক্রমণ করবে। তোমরা সংশয় গ্রস্ত কেন হও ? কোনো কোনো বাচ্চাকে বাবা লেখেন তোমরা তো ভালো সার্ভিস করতে পারো। মায়ার ঝড় আসবে -- সারা জীবন কি ব্রহ্মচর্য থাকতে হবে ? বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধিতে এমন কথা ঘুরপাক থাকে যে বিয়ে করি , এই করি সেই করি। মায়া বৃদ্ধকেও জোয়ান করে দেবে। এমন ঘোরাবে। তোমরা ভয় কেন পাও ? যতই ঝড় আসুক , বাবাকে স্মরণ করলে রক্ষা পাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) লোভ বশতঃ কোনো জিনিস নিজের কাছে লুকিয়ে রাখবেনা। বাবার আদেশ অনুসারে চলতে হবে।

২) বাবা যা খাওয়াবেন , যা পরাবেন , একমাত্র শিববাবার ভান্ডার থেকে গ্রহণ করবে। দেহ-অভিমাণে আসবেনা। মাম্মা বাবাকে সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে।

বরদান :- সত্যতার সাহস দ্বারা বিশ্বাসের পাত্র হয়ে বাবা এবং পরিবারের স্নেহ ভাজন হও।

ব্যাখ্যা: বিশ্বাসের নৌকো হল সত্যতা। হৃদয় ও বুদ্ধিতে সত্যতা থাকলে বাবার এবং পরিবারের হৃদয়ে স্বতঃতই বিশ্বাস ও ভালোবাসা থাকে। বিশ্বাসের কারণে সম্পূর্ণ অধিকার তাকেই দেওয়া হয়। তারা সহজেই সকলের স্নেহের পাত্র হয়ে যায়। তাই সত্যতার সাহস রেখে বিশ্বাসী হও। সত্যকে প্রমাণ কোরো না কিন্তু সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাও তাহলেই তীর বেগে এগিয়ে যেতে পারবে।

শ্লোগান - সবচেয়ে বেশী বিত্তবান হল সে যার কাছে শান্তি ও পবিত্রতার খাজানা আছে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা এই নেশাতেই থাক যে আমরা হলাম শিব-বংশী ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী
ব্রাহ্মণ। আমাদের এই ঈশ্বরীয় কুল হল সর্বোত্তম।"

প্রশ্ন:- ওপরে অর্থাৎ ঘরে যাওয়ার লিফ্ট কখন পাওয়া যায় এবং সেই লিফ্টে কে কে বসতে পারে?

উত্তর:- এখন সঙ্গমযুগেই ওপরে অর্থাৎ ঘরে যাওয়ার লিফ্ট পাওয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বাবার
বাচ্চা না হবে, ব্রাহ্মণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত লিফ্টে বসতে পারবে না। লিফ্টে বসার জন্য পবিত্র হও
এবং স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও - এইগুলো হল ডানা। এই ডানার ওপর ভর করেই ঘরে যেতে পারবে।

গীত:- ধৈর্য্য ধর রে মন, তোর সুখের দিন এই এল বলে...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ, যাদেরকে স্ব-দর্শন চক্রধারী বলা হয় তারা এখন গুপ্তবেশে
পড়াশুনা করছে। তোমাদেরকে দেখে কেউই বুঝতে পারবে না যে এরা হল সঙ্গমযুগী ব্রহ্মা মুখ-
বংশাবলী। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা হলাম শিব-বংশী ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী। তাই নিজেদের
বংশের জন্য তোমাদের মধ্যে নেশা আছে, কারণ তোমরাই হলে ঈশ্বরীয় বংশের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং ঈশ্বর
বসে তোমাদেরকে আপন বানিয়েছেন তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাচ্চারাও জানে এবং বাবাও
জানেন যে আত্মারা পতিত হয়ে গেছে এবং এখন পবিত্র হতে হবে। বাচ্চাদের এখন নিশ্চয় হয়ে
গেছে যে আমরা হলাম শিব-বংশী ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী। তোমাদের নাম-ই হল ব্রহ্মাকুমার-
ব্রহ্মাকুমারী। সমগ্র দুনিয়াই হল শিব-বংশী কিন্তু ব্রাহ্মণকুল ভূষণ হতে গেলে আগে শিববাবাকে
চিনতে হবে। এখন তোমরা সাকার অবস্থায় বাবার বাচ্চা হয়েছে। নিরাকার দুনিয়াতে থাকার সময়ে
তোমরা হলে সর্বোত্তম শিব-বংশী। কিন্তু বাবা যখন সাকারে আসেন তখন তোমরা ব্রহ্মা মুখ-
বংশাবলী হয়ে যাও। বাবা মূহুর্তের মধ্যে কি থেকে কি বানিয়ে দেন। বাবা বলে ডেকেছে এবং বাচ্চা
হয়ে গেছে। যেমন আত্মা মুখ দিয়ে কথা বলে কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না, সেইরকম আমিও এখন
সাকারে এসেছি, কথা বলছি। যেমন তোমরা যতক্ষণ না শরীর পাচ্ছ ততক্ষণ কিভাবে তোমাদের
ভূমিকা পালন করবে? তোমরা তো বাল্য, যুবক এবং বৃদ্ধ অবস্থায় আসো। কিন্তু আমি এই
অবস্থাগুলোতে আসি না। তাই জনেই বলা হয় আমার জন্ম অলৌকিক এবং দিব্য। তোমরা গর্ভে
প্রবেশ কর। আমি স্বয়ং বলছি যে এর অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে বাণপ্রস্থ অবস্থায় ব্রহ্মার শরীরে
আমি প্রবেশ করি এবং তোমাদেরকে পড়াই। তোমাদেরকে কোনো মানুষ পড়ায় না, কারণ কোনো
মানুষের মধ্যেই জ্ঞান নেই। ওরা বলে - হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। কিন্তু পতিত-পাবন কে?
কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার ছিল, সে তো পতিত-পাবন হতে পারবে না। মৃত্যুর সময়ে
মানুষকে বলা হয় রাম নাম করতে বলা হয় কিংবা ফাঁসি দেওয়ার সময়ে পাদ্রিরা বলে গড-
ফাদারকে স্মরণ করো। কারণ কেবল গড-ফাদার-ই হলেন সুখদাতা। এখন সঙ্গমযুগ, এরপর
আমাদের সুখের দিন আসছে - বাবা এসেই সকল রহস্য বোঝান। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এটাই
হল সঙ্গমযুগের মনোরম সময়। কেবল এটাই হল ওপরে ওঠার যুগ। যেমন ওপরে ওঠার জন্য লিফ্ট
থাকে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র না হবে, স্ব-দর্শন চক্রধারী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত লিফ্টে বসতে
পারবে না। মায়া আমাদের ডানা কেটে দিয়েছিল। এখন পুনরায় ডানা ফিরে পাচ্ছি। বাবার বাচ্চা
হলে, ব্রাহ্মণ হলে তবেই ডানা প্রাপ্ত হয়। এখন সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণ হয়েছে, এরপর দেবতা হবে। অতএব,

তোমরা এখন সঙ্গমযুগী, সত্যযুগের রাজধানীতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। সকলের জন্যই সুখের সময় আসছে। তোমাদেরকে ধৈর্য্য ধরতে বলা হচ্ছে। বাকি দুনিয়া তো ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। বাবা তোমাদেরকে স্ব-দর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণকুল ভূষণ বলেন। নতুন কেউ এই কথা শুনলে বলবে - এরা কেমন করে স্ব-দর্শন চক্রধারী হবে? স্ব-দর্শন চক্রধারী তো বিষ্ণু। তাহলে তো অনেক পার্থক্য হয়ে গেল। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন পুরো চক্র রয়েছে। এই সময়ে তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, এরপর দৈবী সন্তান হবে। তারপরে বৈশ্য এবং শূদ্র সন্তান হও। বর্তমান সময়ে সবথেকে উঁচু বংশ হল ঈশ্বরীয় বংশ। সমস্ত মহিমা (স্তুতি) প্রকৃতপক্ষে শিববাবার-ই। তারপরে শিবশক্তিদের মহিমা এবং তারও পরে দেবতাদের মহিমা করা হয়। কারণ তোমরা এখন সেবা করছ। যে সেবা করে সে-ই পদ পায়। শারীরিক সমাজ সেবক তো অনেক রয়েছে, কিন্তু তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সমাজ সেবক। তোমাদের এখন রুহানি নেশা আছে যে আমরা অশরীরী অবস্থায় এসেছিলাম এবং এসে আমাদের স্বরাজ্য নিয়েছিলাম। এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে জ্ঞান পেয়েছ এবং তোমাদের স্মৃতি এসেছে - একেই বলা হয় স্মৃতিলব্ধ। বাবা এসেই স্মৃতি দিচ্ছেন যে তোমরাই দেবতা এবং ক্ষত্রিয় ছিলে। এখন ৮৪ জন্মের পর এসে মিলিত হয়েছে। এটা হল সঙ্গমযুগে আত্মা-পরমাত্মার কুম্ভমেলা। পরমাত্মা এসে পড়াচ্ছেন অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি গীতা জ্ঞান দিচ্ছেন। কিন্তু ওরা গীতাতে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। যদি তাই হত তাহলে সবাই তো কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরত কারণ কৃষ্ণের চেহারা খুবই আকর্ষক ছিল। সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার। কৃষ্ণের আত্মা এবং কৃষ্ণপুরীর অন্যান্য আত্মারা এখন শুনছে। তোমাদের এখন স্মৃতি এসেছে যে আমরাই কৃষ্ণপুরী অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণপুরীতে ছিলাম। বাবা হলেন নলেজফুল। বাবার মধ্যে যে নলেজ (জ্ঞান) আছে সেইগুলো আমাদেরকে দিচ্ছেন। কিসের নলেজ? পরমাত্মাকে বীজরূপ বলা হয়, উনি আমাদেরকে পুরো বৃক্ষের জ্ঞান দিচ্ছেন। যেহেতু তিনি জ্ঞানের সাগর, তাই তিনি পতিত-পাবন। লেখার সময়ে বুঝে শুনে লেখ। আগে পতিত-পাবন বলবে না কি আগে জ্ঞানের সাগর বলবে। জ্ঞান আছে বলেই তো তিনি পতিতদেরকে পবিত্র বানান। তাই আগে জ্ঞানের সাগর এবং তারপর পতিত-পাবন লেখা উচিত। মানুষ কিভাবে ৮৪ জন্ম নেয় সেটা জ্ঞানের সাগর বাবা-ই শোনান। একজনের জন্য তো বলবেন না। এটা হল রাজযোগের পাঠশালা। পাঠশালাতে কি একজনকে পড়ানো হয়? অনেকজন থাকে। আমরা তাঁকে বাবা এবং শিক্ষক বলি। তাই তিনি নিশ্চয়ই অনেকজনকেই পড়াবেন। তোমরা দেখছ যে তিনি বেহদের বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছেন এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বৃক্ষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। যখন খুব ছোট থাকে তখন পাখি খেয়ে নেয়। তোমরা দেখছ যে এই বৃক্ষেও এমন মায়ার তুফান আসে যে ভাল ভাল বাচ্চাও ঝরে যায়। শুরুর দিকে বাচ্চাদের মধ্যে খারাপ চাল-চলন দেখলে বাবা বলতেন - তোমার চলন এইরকম হওয়ার জন্য তুমি এখানে টিকতে পারবে না, তাই শ্রীমৎ অনুসারে চল। ওরা তখন বলত - যাই হোক না কেন, আমরা কখনো চলে যাব না। কিন্তু তারাও চলে গেছে। তাই জন্যেই গায়ন আছে- আশ্চর্য্য হয়ে শুনল, অন্যকেও শোনাল কিন্তু তারপর চলে গেল। তোমরা এখন বাস্তবে এইসব দেখছ। এইরকম ঘটনা ঘটছে কারণ মায়া সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, মল্লযুদ্ধ হচ্ছে। মল্লযুদ্ধের সময়ে দুইপক্ষই পালোয়ান হয়। তবুও কখনো কারোর হার হয়, কখনো কারোর জিৎ হয়। তোমাদের এখন মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ। মায়ার ওপর বিজয় প্রাপ্ত করে তোমরা রাজত্ব স্থাপন করছ। বাবা বলেন, এইসব বোমা হল বিনাশের লক্ষণ। শাস্ত্রতে লেখা আছে যে পেট থেকে মুশল বেরিয়ে নিজের কুলের-ই বিনাশ করেছিল। তোমরা জানো যে বাবা পবিত্র দুনিয়া বানাতে এসেছেন। তাই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। নাহলে আমরা রাজত্ব করব কোথায়। এই পড়ার প্রাপ্তি আগামী নতুন দুনিয়ার জন্য। অন্যান্য সকল পুরুষার্থ কেবল এই দুনিয়ার জন্য। সন্ন্যাসীরা যে পুরুষার্থ করে সেটাও এই

দুনিয়ার জন্য। তোমরা বল যে আমরা এখানে এসে রাজত্ব করব। কিন্তু গুপ্তরূপে থাকার জন্য তোমরা বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও। নাহলে কোনো বড় ব্যক্তি কোথাও গেলে তাকে কত আপ্যায়ন করে। লন্ডন থেকে যখন রানী এসেছিল তখন কত ধুমধাম করে আপ্যায়ন করেছিল। কিন্তু বাবা কত বড় কর্তৃত্ব, অথচ বাচ্চারা ছাড়া কেউ তাঁকে জানেই না। আমাদের পক্ষে বেশি জাহির করাও সম্ভব নয়। কারণ এইগুলো সব নতুন কথা। মানুষ সংশয় প্রকাশ করে বলে - ব্রহ্মা এখানে কোথা থেকে এল? কারণ আজকাল অনেকেই অনেক টাইটেল (উপাধি) রেখে দেয়। বাবা বলছেন, এটা হল অন্ধের নগরী... কিছুই জানে না। যদি সাধু-সন্ত এবং গুরুরা জানতে পেরে যায় যে বাবা এসেছেন, যাঁকে আমরা সর্বব্যাপী বলে এসেছি সেই বাবা এখন এসে মুক্তি-জীবনমুক্তি দিচ্ছেন তাহলে তারাও নেওয়ার জন্য চলে আসবে এবং এমনভাবে পায়ে এসে পড়বে যে আমি ছাড়াতেই পারব না। তখন সবাই বলবে যে ইনি জাদু জানেন এবং গুরুদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন এইরকম হবে না। অস্তিত্বে এইরকম হবে। কথিত আছে, কন্যারা ভীষ্ম পিতামহকে তীরবিদ্ধ করেছিল। আবার এটাও দেখিয়েছে যে তীর মারার ফলে গঙ্গা বেরিয়ে এসেছে। এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে অস্তিত্বে সবাইকেই জ্ঞান অমৃত পান করিয়েছিল। মানুষ তো কিছুই জানে না। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। বুদ্ধকেও সর্বব্যাপী বলে দেয়। একেই পাথর-বুদ্ধি বলা হয়। আমরাও আগে এইরকম ছিলাম। বাবা এসে বোঝান যে গড-ফাদারকে কখনো সাকারী কিংবা আকারী বলা যাবে না, উনি হলেন নিরাকার। তাঁকে সুপ্রিম সোল (পরম আত্মা) বলা হয়। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা ভক্তি করেছ। বলা হয়-ভক্তি করতে করতে ভগবানকে পাওয়া যাবে। তাহলে নিশ্চয়ই ভক্তি করার ফলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় এবং তারপর বাবা আসেন সদগতি দেওয়ার জন্য। তাঁকে সকলের সদগতিদাতা বলা হয়। মানুষ তো জানেই না যে পরমাত্মা কবে কোন রূপে আসেন। বলে দেয়, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণের রূপে আসেন। একেই ঘোর অন্ধকার বলা হয়। কথিত আছে - কুস্তকর্ণের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করা হলেও তার ঘুম ভাঙেনি। বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন - পবিত্র হও এবং সরাসরি ভগবানের কাছ থেকে গীতা শোনো। ৭ দিনের জন্য আলাদা ঘরে বসাও। দান দিলে গ্রহণ কেটে যাবে। এখন সবার ওপর ৫ বিকারের গ্রহণ লেগেছে, তাই পতিত হয়ে গেছে। রাবণের রাজত্ব, তাই না? বাবা এখন বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা কেবল আমার হও, অন্য কারোর নয়। শ্রী শ্রী ১০৮ এর শ্রীমং অনুসারে চললে তোমরা ১০৮ বিজয়মালার দানা হয়ে যাবে। আমি মালার দানা হই না। আমি তো সকলের থেকে আলাদা, ফুল হল এর নিদর্শন। ব্রহ্মা এবং সরস্বতী হল যুগল দানা। এটা তো প্রবৃত্তি মার্গ। যারা নিবৃত্তি মার্গের পথিক তারা এই মালার দানায় আসতে পারবে না। তবে ওরা পবিত্রতা ধারণ করে যেটা প্রশংসনীয়। কিন্তু এইসব গুরুরা কখনো সদগতি দিতে পারবে না। কেবল সদগুরুই হলেন সদগতিদাতা। সদগুরুকে অকাল (অমর) বলা হয়। তাই পরমাত্মাকেই সদগুরু বলা যাবে। কারণ সাকার গুরুরা তো অকালমূর্তি হতে পারে না। লৌকিক বাবা, শিক্ষক এবং গুরুকে কাল (মৃত্যু) গ্রাস করে। আমাকে কাল (মৃত্যু) খেতে পারবে না। বাবা কত সুন্দর সুন্দর বিষয় বোঝান। যে এত সহজ সহজ কথাও বুঝতে পারে না তাকে বাবা বলেন - ঠিক আছে, কেবল বাবাকে স্মরণ কর। চক্রকেও স্মরণ করতে হবে। বাবার সাথে উত্তরাধিকারকেও তো স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম ভঙ্গ হবে। এখন তো বাবা সম্মুখে এসেছেন। বাবাকে অশরীরী বলা হয়। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্কর সবারই নিজস্ব শরীর রয়েছে। কিন্তু আমার নিজের কোনো শরীর নেই। তোমাদের তো মামা-কাকা সবাই আছে। আমার কোনো মামা-চাচা নেই। আমিও এখানে আসি। কিন্তু তোমরা কিভাবে আসো আর আমি কিভাবে আসি। গড-ফাদারকে আহ্বান করে। কিন্তু আমি কোথা থেকে আসি? পরমধাম থেকে, যেখান থেকে তোমরা আসো, যাকে ব্রহ্মান্ড বলা হয়। এই সময়ে তোমরা

ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলীরা হলে রুদ্র যজ্ঞের রক্ষক। তাহলে তো তোমরাও রাজযোগের শিক্ষা দেওয়ার এবং রাজযোগ শেখানোর টিচার হয়ে গেলে, তাই না? আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মালার দানা হওয়ার জন্য 'কেবল শিববাবা ছাড়া আর কোনো কিছুই আমার নয়' - এই ধারণাকে মজবুত করতে হবে। স্মৃতিলব্ধ হতে হবে।

২) পুরোপুরি শ্রী শ্রী ১০৮ শিববাবার শ্রীমং অনুসারে চলতে হবে। 'আমার-আমার' ভাবকে ত্যাগ করে গ্রহন থেকে মুক্ত হতে হবে।

বরদান:- সর্বশক্তির জন্মগত অধিকারকে সর্বদা কার্যে প্রয়োগ করে মাস্টার সর্বশক্তিমান হও।

সর্বশক্তি হল বাবার সম্পত্তি এবং সেই সম্পত্তির ওপর বাচ্চাদের অধিকার আছে। যার ওপর অধিকার থাকে তাকে যেভাবে চালাও সেইভাবেই চলবে। এইরকম সকল শক্তিও যখন অধিকারে থাকবে তখন নম্বর ওয়ান বিজয়ী হতে পারবে। তাই চেক করে দেখ যে প্রত্যেক শক্তি কি সঠিক সময়ে কাজে আসছে? প্রত্যেক পরিস্থিতিতে অধিকারের সাথে শক্তি সমূহকে ব্যবহার কর। যদি অনেক সময় ধরে শক্তিরূপী রচনাকে কার্যে প্রয়োগ করার অভ্যাস থাকে, তাহলেই মাস্টার সর্বশক্তিমান বলা যাবে।

স্লোগান:- উৎসাহ-উদ্দীপনা ছাড়া কোনো মহান কার্য হওয়া সম্ভব নয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পতিত দুনিয়া থেকে নিজেদের বুদ্ধিযোগকে সরিয়ে রেখে, বেহদের সন্ন্যাসী হতে হবে তোমাদের। সন্ন্যাসী হওয়া মানে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা পালন করা এবং স্থির সংকল্পের যোগী হওয়া"

প্রশ্ন :- কোন্ অবস্থায় পৌঁছোতে পারলে মায়ার তুফান আর আসে না ?

উত্তর :- আমার পতি, আমার বাচ্চা ইত্যাদি, ইত্যাদি - এই 'আমার আমার' ভাব থাকলে বুদ্ধির যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যখন এই ভাব থাকবে- আমার তো কেবল এই একমাত্র শিববাবাই সবকিছু, বাবা ছাড়া আর অন্য কোনও ভাব নাই, আর তা দৃঢ়ভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারলেই, বুদ্ধির সংকল্প স্থির ও পাকা হয়। এক ও একমাত্র বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে বুদ্ধিযোগে রাখতে পারলে তবেই মায়ার তুফান সমাপ্ত হয়ে যায়।

গীত :- কে এল রে এই প্রভাতে

আমার মনের দ্বারে ?

ওঁ শান্তি! ভগবান বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা তো বুঝতেই পেরেছো যে, সকল আত্মাদেরই এক ও একমাত্র পিতা, যাকে বলা হয় পরম পিতা, পরমাত্মা। সেই বাবা স্বয়ং তোমাদের বলছেন - "আমি কিন্তু আকারে বড় নই মোটেই। তোমাদের আত্মা যেমন অতি ক্ষুদ্র তারা আকারের, যে কপালের দুই ভ্রুকুটির মধ্যে অবস্থান করে, আমি পরম আত্মা-ও ঠিক তেমনই। পার্থক্য কেবল আমার গুণ ও মহিমা অনেক অনেক বেশী। তার সাথে আমি আবার জ্ঞানেরও সাগর। অথচ আত্মা এতই ক্ষুদ্র - যার চিত্তাঙ্কণও করা যায় না। আর যদি তা বড় আকারেরই হতো, তবে কিন্তু সে এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশই করতে পারতো না। অথচ শিবলিঙ্গের পূজা করার সময় মানুষ তাকে কত বিশাল আকারের বানিয়ে থাকে। এমন কি তারা একথাও বলে যে, তাঁর আকৃতি অনেকটা বুড়ো আঙ্গুলের মতন। আত্মার অর্থ তো কেবল আত্মাই। পার্থক্য কেবল এইটুকুই - যিনি বাবা তিনি পরমাত্মা, পরমধাম নিবাসী।" বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, বর্তমানের এই দুনিয়াটা আসুরী দুনিয়া। যা কেবল আসুরী সম্প্রদায়ের উপযুক্ত। কিন্তু যখন সত্যযুগ ছিল, এই ভারতই তখন দেবতাদের রাজ্য ছিল যা এখন তা আসুরী রাজ্যে পরিণত হয়েছে। একবার লক্ষ্য করো, মানুষ কি কি খাদ্য খায়! মাংস, মদ - এসব অখাদ্য তো রাক্ষসদের আহার। এই সামান্য কথাটাও তারা বোঝে না। স্কুলগুলিতেও এমনই শিক্ষা দেওয়া হয়। তারই মধ্যে কারও খুব ভাল চিন্তাধারা, কারও চিন্তাধারা রজোগুণী আবার কারও বা তমোগুণী হয়। আবার যে অন্যদেরকে সঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পারে না তাকে সবাই বোকা বলে। ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের মধ্যেও তেমনি ক্রমানুসার আছে। যেমন, মহারথী, অশ্বারোহী, পদাতিক এবং এমনও বহু আছে, যারা ভালভাবে অন্যদেরকে বোঝাতেই পারে না। জ্ঞানকে সঠিক ভাবে ধারণ না করার কারণে অনেকেই (ডিস-সার্ভিস) হানিকারকও হয়ে পড়ে। আসলে যার যতটা জ্ঞানের পরিধি, সে তো ততটাই বোঝাতে পারবে। এটাও আবার হয় ক্রম-অনুসারেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা আবার ভুলও করে বসে। বাচ্চারা, অতএব তোমাদের মধ্যে উদ্যম-উৎসাহের ফুর্তি থাকা দরকার - যেহেতু আগামীতে তোমরাই দেবতায় পরিগণিত হতে

যাচ্ছে। বাবা নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, "আমিও তো এই পতিত দুনিয়াতেই এসেছি।" সত্যযুগে এই ব্রহ্মাবাবাই নারায়ণের রূপে ছিলেন, তাইত তো আমি এখন এনারই শরীরে প্রবেশ করেছি। প্রতি কল্পেই এনাকেই আমি নর থেকে নারায়ণ বানিয়ে থাকি। সত্যযুগে নম্বর ওয়ান পূজ্য ইনিই ছিলেন। আবার পরে নম্বর ওয়ান পূজারীও ইনি। এরপরে আবার এনারই অল-রাউণ্ডার (সর্ব প্রকারের) পার্ট রয়েছে। আর ওনার এই শরীরটা যে আমার জন্যই নির্দিষ্ট। যার কোনও পরিবর্তন ঘটানোও সম্ভব নয়। এমনও করা যায় না যে, অন্য কোনও সময় আবার অন্য কারওকে এই সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। যেহেতু এই অবিনাশী ড্রামায় আগে থেকেই সবকিছু নির্ধারিত থাকে। যার কোনও কিছুই পরিবর্তন করা যায় না।

বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন, "আমিও তো আসি এই পতিত দুনিয়াতেই। তোমরা যদি কারওকে পতিত বলো- সে কিন্তু তক্ষুণি ক্ষেপে যাবে। আবার যদি এভাবে বলো- ভগবান বলছেন যে, বর্তমানের এই দুনিয়াটাই হলো আসুরী সম্প্রদায়ের, তখন কিন্তু তা মেনে নেবে। ভগবানের অর্থ - নিরাকার ভগবান। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর বা কৃষ্ণ কেউ-ই ভগবান নয়। বাবা বলছেন, যদিও আমি পরমাত্মা, আমিও কিন্তু তোমাদের মতনই আত্মা। তোমাদের রাজযোগ শেখাবার জন্যই আমি এসেছি। যেই যোগের এত মহিমা। যদিও দুনিয়ায় অনেক প্রকার যোগের আশ্রমও খোলা হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতে হঠযোগ ইত্যাদি শেখানো হয়। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই এই রাজযোগের শক্তিতে সমগ্র দুনিয়াকেই স্বর্গ-রাজ্য বানাতে পারো।

তোমরা বি.কে.-রাই এই বিশ্বের পরিবর্তন আনতে পারো। বিশ্বের সবাই তো আর এই রাজযোগের আসনে বসবে না। যেহেতু তারা এর মহিমাটুকুও জানে না। তারা তো এও জানে না যে, এই বিশেষ রাজযোগের দ্বারা ভারত ভূখণ্ডই সেই স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হয়। এমন কি, তাদের এটাও জানা নেই যে, ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য কে বা কারা বানায়। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্য বানাবার কারিগর কেউ না কেউ তো আছে অবশ্যই। সে কথাই বাবাও বলছেন, "একমাত্র আমিই এসে তোমাদেরকে সেই দেবতা হবার কর্ম-কাণ্ড শিখিয়ে থাকি। যদিও তা খুবই সহজ পন্থায়। অথচ, জাগতিক লোকেরা তো কত জাঁক-জমক সহযোগে যজ্ঞাদিও করে থাকে। কিন্তু এখানে তোমাদের আগুন জ্বালিয়ে সেসব যজ্ঞাদি করতে হয় কি ? একমাত্র ধূপকাঠি জ্বালাতে হয়, তাও সুগন্ধ ছড়াবার জন্য। এছাড়া অন্য কোনও কর্ম-কাণ্ডের রীতি-নীতির বালাই নেই এখানে।" বাবা স্বয়ং নিজেকে আত্মা বলেই ওনার পরিচয় দেন - যেমন আমরাও আত্মা। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, উঁনি পুনর্জন্মের নিয়মে পড়েন না। যদিও অবতরণের মাধ্যমে ওনার জন্ম হয়, কিন্তু মৃত্যু বলে কিছু নেই ওনার ক্ষেত্রে। তাই তো লোকেরা কেবল ওনার জন্ম-জয়ন্তীটুকুই পালন করে। একমাত্র উঁনি এই ব্রহ্মার শরীরেই আসতে এবং যেতে পারেন, আর তা করেন কেবলমাত্র বি.কে. বাচ্চাদেরকে পার্ট পড়ানোর উদ্দেশ্যে। অতএব একে মৃত্যু আখ্যা দেওয়া যায় না। উঁনি আসেনই ওনার (বি.কে.) বাচ্চাদেরকে দেবতা বানাবার লক্ষ্যে। আর তা নির্ভর করে, কে বা কারা নিজেরা এসে আগ্রহভরে সেই পার্ট গ্রহন করবে- তার উপর। আর এই পার্ট কেবল তারাই পড়বে, কল্প পূর্বেও যারা এই পার্ট পড়েছিল। অনেক কাল ধরে বাবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা তোমরাই সেই হারানিধি বাচ্চারা। অন্যেরা তো আর ৮৪-জন্ম পায় না। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই সম্পূর্ণ কল্প ধরে এই ৮৪-জন্মের পার্ট পাও। জগতের (নির্বোধ) লোকেরা এত বেশী জন্ম নিতে হয়রানি বোধ করে। উপরন্তু তারা তোমাদেরকেও এই উপদেশ দেবে, যাতে তোমরা এই ৮৪-জন্মের চক্রে না আসো। যাই হোক, তোমরা যেমন শক্তিশালী - তেমনই সাহসী- তাই এতেই

তোমাদের আনন্দ। এই ৮৪-জন্মের চক্রকে স্মরণ করতে করতেই তোমরা সমগ্র বিশ্বের চক্রবর্তী রাজায় পরিণত হও। লোকেদের পতাকাতেও চক্রকে দেখানো হয়, কিন্তু পরে আবার সেটাকেই চরকার রূপ করে দিয়েছে। তাদের প্রতীক চিহ্নের তুলনায় তোমাদের প্রতীক চিহ্নটাই সঠিক। একেবারে শীর্ষে শিববাবা, তার নীচে ত্রিমূর্তি, আর চক্রও রয়েছে তার সঠিক স্থানেই। তোমাদের এই শিবের পতাকা একেবারেই সঠিক।

বাচ্চারা, ইতিপূর্বে তোমাদের বোঝানো হয়েছে - সন্ন্যাস দুই প্রকারের। একটি হল নিবৃত্তি মার্গের, অর্থাৎ যারা গৃহস্থালী-সংসার ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যায়, যাদের অর্দ্ধ-সন্ন্যাসী বলা চলে। আর তোমরা হলে পূর্ণ সন্ন্যাসী। কিন্তু তা কিসের ? - যেহেতু এই দুনিয়াতে থেকেই সমগ্র আসুরী দুনিয়াদারীকে ত্যাগ করো তোমরা। "আমার পতি, আমার সন্তান, আমার গুরু এসবকিছুর মোহ থেকে তোমরা তোমাদের বুদ্ধিযোগকে দূরে সরিয়ে রাখো। তোমাদের বুদ্ধির যোগ থাকে কেবলমাত্র এই একটি ব্যাপারেই - "আমার তো আছে শুধুমাত্র এক শিববাবা, আর কিছুই নয় আমার।" যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থায় না আসবে, ততদিন পর্যন্ত মায়ার তুফান আসতেই থাকবে আর তোমরাও নানান অস্থিরতায় ভুগতে থাকবে। এই কারণেই বাবা এই আসুরী দুনিয়া থেকে তোমাদের সন্ন্যাস করান। এছাড়া এসবই তো অচিরেই ভঞ্জে পরিণত হবে। জগতের লোকেরা কিন্তু এভাবে বলতে বলতে পারে না- সবকিছুই ভঞ্জে পরিণত হবে। যদিও তোমরা আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যেই থাকো, কিন্তু তাদের দেখাশোনা ও কর্ম-কর্তব্য করার সাথে সাথে তোমাদের বুদ্ধির যোগ কিন্তু সেই পরমাত্মার সাথেই যোগযুক্ত থাকে। যেখানে আমার বলতে কিছুই নয় আমার। আর এই ভাব থাকলে সেখানে কাম-ক্রোধ কিছুই আসবে না ! এই সুন্দর যুক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে হয়। কিন্তু তা তো প্রথমে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। একেই রাজযোগ বলা হয়। যোগযুক্ত হতে পারলে তবেই রাজ্য-ভাগ্য পদের প্রাপ্তি হয়। অন্যদের যোগ হলো হঠ-যোগ। এটাই সবচেয়ে গুহ্য পয়েন্ট। এত বিশাল দুনিয়াতে যোগী তো অনেক আছে। কিন্তু তাদের কাররই বাবার সাথে যোগের সম্বন্ধ ঘটে না - এ কথা স্বয়ং বাবা জানাচ্ছেন। বাবা আরও জানাচ্ছেন, ওনার সাথে যোগযুক্ত হবার পরিবর্তে ওঁনার নিবাস স্থান পরমধাম আর ব্রহ্মতত্ত্বের সাথে যোগযুক্ত হয় তারা। যেমন ভাবে ভারতবাসীরা নিজেদের নিবাস স্থান হিন্দুস্থানকেই নিজেদের ধর্ম মেনে নিয়েছে। ঠিক তেমন ভাবেই তারা নিজেদেরকেও ব্রহ্মার বাচ্চা হিসাবে ভেবে থাকে। যদিও প্রকৃত অর্থে তারা নিজেদেরকে ব্রহ্মার সন্তান হিসাবে ভাবতেই পারে না। সন্তান হলে তো সেক্ষেত্রে বাবার সবকিছুর অধিকারীও হবে। তারা আবার এ কথাও বলে যে, তারা সেই ব্রহ্ম-তত্ত্বে লীন (মিশে) হয়ে যাবে। বাবার তো সবকিছুরই অভিজ্ঞতা আছে। ব্রহ্মাবাবারও এমন অনেক সন্ন্যাসী, অনেক গুরুর ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে। জগতের লোকেরা চিত্রের সাহায্যে এমন ভাবের প্রকাশ দেখায় যে, মহাভারতের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনেরও অনেক গুরু ছিল। আসলে তোমরা সবাই এক একজন অর্জুন। বর্তমান সময়ে সমগ্র দুনিয়াতেই রাবণের রাজত্ব। পুরো দুনিয়াটাই এখন লঙ্কা-রাজ্য। যা কোনও একটা দ্বীপ-রাষ্ট্রের লঙ্কা-রাজ্য নয়। দ্বীপ লঙ্কা-রাজ্য তো হদের। কিন্তু বেহদের লঙ্কা-রাজ্য তো সমগ্র দুনিয়াটাই। এখন সমগ্র হদের দুনিয়াতেই রাবণের রাজত্ব চলছে। রামের রাজত্বকালে এত বিশাল সংখ্যক মানুষও থাকে না। আবার যখন রামরাজ্য থাকে, তখন রাবণের রাজ্য থাকে না। তবে এই রাবণের রাজ্য তখন যায় কোথায় ? --তখন তা নীচে অর্থাৎ পাতালে চলে যায়। ঠিক তেমনই রাবণ রাজ্য শুরু হলেও রামরাজ্যও নীচে চলে যায়। এটাই এই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট। কল্পের-চক্র ঘুরতে ঘুরতে একসময় সত্যযুগ উপরে উঠে আসে। দ্বাপর ও কলিযুগ তখন নীচে চলে যায়। এভাবেই সত্যযুগ আর ত্রেতাও নীচে থেকে উপরে উঠে আসে। এসবই কল্প-

চক্রের চিত্রপটের ব্যাপার। শাস্ত্রকারেরা তা এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। অথচ প্রকৃত অর্থে তা কোনও সাগরের তলায় চলে যায় না কিম্বা তা কোনও সাগর থেকেও উঠে আসে না।

বাচ্চাদেরকে বাবা বলছেন - তোমাদের মধ্যে যথেষ্ট একাগ্রতা থাকতে হবে এসব গুহ্য (গভীর) রহস্যগুলি অনুধাবন করার জন্য। যার জন্য প্রথমতঃ তোমাকে হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র ও যথেষ্ট শক্তিশালী যোগী। তবেই তোমাকে বলা যাবে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী। আর তা এমন হতে হবে, এই দুনিয়াতে থেকেও দুনিয়ার কোনো-প্রকারের বস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণও থাকবে না মন-বুদ্ধিতে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও এই কথার প্রকৃত অর্থ মাত্র কয়েকজনই সেভাবে বুঝতে পারবে। সবাই তা বুঝতে পারলে তো জ্ঞানের-গঙ্গাই বইতে থাকবে। আর তাই তো তোমাদের মধ্যে কেউ বা ছোট নদী, কেউ বা খালের মতো হও। তবে তোমরা যদি পুকুরের মতন হয়ে নিজেদের ঘরেই ঠিক মতন বোঝাতে পারো, তবুও ভাববো তোমরা কিছুটা অন্ততঃ বুঝতে পেরেছো। কিন্তু তোমাদের বেশীর ভাগই তো নিজেদের ঘরেই সেভাবে বুঝিয়ে উঠতে পারো না। বাবা আরও জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদের আর্থিক সম্ভ্রতি যতই খারাপ থাকুক না কেন, তবুও নিজের ঘরেই ছোট হলেও গীতা-পাঠশালা খুলতে পারো। যদি কেবলমাত্র একটাই ঘর থাকে, যেখানে তোমাদের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম-শোয়া সবকিছুই করতে হয়। তবুও ইচ্ছা থাকলে উপায় ঠিকই হয়ে যাবে। জিনিষ পত্র সব এক কোণে গুছিয়ে রেখে, ঘর পরিষ্কার করে তারপর ক্লাসের জায়গা বানিয়ে ক্লাস শুরু করতে পারো। তিন-গজ জমিনেও তোমরা এই বিখ্যাত হাসপাতালও খুলতে পারো। ধনীদেব কথ্যা ছাড়ো। তোমাদের এই বাবা তো দীনের বন্ধু। সম্পদশালীরা তো ভাবে, এই দুনিয়াটাই তাদের কাছে স্বর্গ। বাবা তখন বলেন- ঠিক আছে, তবে তোমরা তোমাদের এই স্বর্গেই খুশীতে থাকো। তবে আর কি বা দেবার আছে আমার! দান তো গরীবদেরই দেওয়া হয়। তেমন ধনীরা তো এখানে মাটিতে বসতেই সঙ্কোচ বোধ করো। তাই বাবা-ও তাদেরকে তাদের নিজেদের মহলেই থাকতে বলেন। বাবা বলছেন, গরীবেরাই আমার কাছে আসে এবং তারা খুব মনোযোগ সহকারেই এই পাঠ পড়ে।

তোমরা যদি অন্যদেরকে সঠিক ভাবে এই জ্ঞান শোনাতে না পারো, তবে তো তোমাদেরকে ছোট পুকুরও বলা যাবে না। যেখানে তোমাদের বড় নদী হতে হবে। তাই সেভাবে মাশ্র্মা আর ব্রহ্মাবাবাকে অনুসরণ করতে হবে তোমাদের। আর যদি তোমরা নিজেদের ঘরেই ঠিকমতন বোঝাতে না পারো, তবে তো সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে 'হাতের তালুর এক আঁজলা জল'-এর সঙ্গেই তুলনা করতে হবে। বাবা আনন্দ পান জ্ঞান-গঙ্গা বাচ্চাদেরকে সামনে পেলে। যারা বাবার সামনে বসে শোনার সুযোগ পান, তারাও তেমনি আনন্দ পায়। কিন্তু যেই তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে শুরু করে, তাদের সেই আনন্দের ঘোরও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এরপর নিজেদের ঘরে পৌঁছোলে তো পরনিন্দা-পরচর্চা বা খোশগল্পই শুরু হয়ে যায়। এইসব বাচ্চাদের চাল-চলন ও ব্যবহারেই বাবা সবকিছুই বুঝতে পারেন। এদের অনেকেই আবার কেবলমাত্র তার পতি ও সন্তানের কথা জানাতেই বাবার কাছে আসে সাক্ষ্যাৎ করতে। -- আরে, এসব জ্ঞানের পার্ঠের মধ্যে তোমার পতি আবার এলো কোথেকে ? তোমরা এখানে আসো তো স্বর্গ-রাজ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে - সেখানে আবার মন-বুদ্ধিতে আমার আমার ভাবে ফেসে থাকবে কেন ? আচ্ছা, আজকের মতো এটুকু ডোজ-ই (dose: ঔষধের মাত্রা) যথেষ্ট। মাত্রা ততটাই দেওয়া উচিত যতটা হজম করতে পারবে। বাবা তো কেবল বাদামের খোসাটারই বর্ণনা করেছেন! যোগ-অগ্নির দ্বারা তো তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করছো- কিন্তু রাজস্ব চালাবার জন্য তো জ্ঞানেরও প্রয়োজন। জ্ঞান ও যোগ - দুটোই প্রধান বিষয়। বাবাও

স্বয়ং যোগে থাকার পুরুষার্থ করেন, তাই তো উনি বলেন- না বিসরো - না যাঁদ রহো। অর্থাৎ শিববাবা বলেন - "বাচ্চারা সদা খুশীতে থাকো। আনন্দ সহকারে বাবাকে স্মরণ করবে। তবে বাবাও বাচ্চাকে ভুলতে পারবে না। আর না তো কেবল নাম-রূপে বাবাকে স্মরণে রাখবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদর স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাস নিতে হবে নিজেকে। পবিত্রতা আর যোগ বিষয়ের উপর প্রথম স্থান অধিকার করতে হবে।

২) স্বয়ং জ্ঞানের গঙ্গা হয়ে পতিতদেরকেও পবিত্র বানাবার সেবা করতে হবে। মাশ্বা আর বাবাকে এভাবে অনুসরণ করতে হবে, যেন তোমরা হয়ে ওঠো বড় নদীর তুলনীয়।

বরদান :- সময়ের জ্ঞানকে স্মৃতিতে রেখে, সজাগ হয়ে, সব প্রশ্নগুলিকে সমাপ্ত করে স্বদর্শন চক্রধারী হও

বিস্তার :- যে বাচ্চা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে নিজেকে দর্শন করতে পারে স্বতঃতই সৃষ্টি-চক্রও তার দর্শন হয়ে যায়। অবিনাশী ড্রামার রহস্যগুলিকে জানতে পেরে সে সদা খুশীতে থাকে। কেন, কি, এসব কোনও প্রশ্নই আসে না তার মনে। যেহেতু সে স্বয়ং এই কল্যানকারী ড্রামার একজন অভিনয়কারী এবং এই ড্রামার বর্তমান সময়টাও কল্যানকারী। যে নিজেকে দেখতে পারে, অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী হতে পারে, সে সহজেই সম্মুখ পানে এগোতে থাকে।

স্লোগান :- অনেক বেশী আত্মাদেরকে প্রকৃত সেবা করার আগ্রহ থাকলে শুভ-চিন্তক হও।

. :: মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য ::

১) "ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী নয়, তার অনেক প্রমাণাদিও আছে "

শিরোমণী গীতাতে শাস্ত্রকারেরা যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন - ভগবান স্বয়ং বলছেন : "ওহে বাচ্চারা, জয় যেখানে - আমিও সেখানে"; - এ তো স্বয়ং পরমাত্মারই মহাবাক্য। যেমন উদাহরণ স্বরূপে উনি বলেছেন- পাহাড়ের মধ্যে হিমালয় পর্বতে ওনার অবস্থান এবং সাপের মধ্যে কালীয় নাগে। বাস্তবে দেখা যায় যে পর্বতের মধ্যে সবচেয়ে উচু পর্বত কৈলাস-পর্বত, এবং সাপের মধ্যে কালীয়-নাগ সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, পরমাত্মা যদি কেবল সাপের মধ্যেই অবস্থান করতেন, তবে তো সব সাপের মধ্যেই ওনার উপস্থিতি থাকতো, আর তা কেবলমাত্র কালীয়-নাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো না। আবার দেখা যাচ্ছে, পরমাত্মা কেবলমাত্র সবচেয়ে উচু পর্বতেই অবস্থান করছেন, কিন্তু ছোট পাহাড়গুলিতে নয় কেন ? এছাড়া পরমাত্মা একথাও বলছেন, জয় যেখানে কেবলমাত্র সেখানেই ওনার জন্ম, অর্থাৎ কোনও কিছুতেই হারেন না তিনি। অতএব এই কথাগুলিতেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী নয়। একদিকে লোকেরা এসব কথা বলে, আবার অন্যত্র তারাই অন্য কথা বলে

জানায় যে, পরমাত্মা অনেক রূপেই বিরাজমান হন। তাই তো তারা (জৈনরা) আবার পরমাত্মার ২৪ রূপের অবতারকেও দেখায়। কচ্ছপ, মৎস্য, ইত্যাদিতেও পরমাত্মার রূপকে বর্ণনা করেন অনেকে। এগুলি সবই ভুল জ্ঞানের প্রকাশ। ঠিক একই ভাবেই লোকেরা পরমাত্মাও সর্বত্র বিরাজমান এমনটাই ভাবে। যেখানে বর্তমানের এই কলিযুগে সর্বত্রই মায়ার ব্যাপক প্রভাব, সেখানে বর্তমানের এই দুনিয়ায় পরমাত্মার ব্যাপকতা থাকবেই বা কি প্রকারে? গীতাতে আবার এও বর্ণিত আছে যে, যেখানে মায়ার ব্যাপকতা, সেখানে পরমাত্মার ব্যাপকতা নেই। এতেই তো যথেষ্ট রূপে প্রমাণ হয়ে যায়, পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজমান নয়।

২) "নিরাকারী দুনিয়া অর্থাৎ আত্মাদের প্রকৃত বাসস্থান"

একথা আমরা জানি যে, আমরা যখন নিরাকারী দুনিয়া বলি, সেই নিরাকারের অর্থ এমন নয় যে, তার কোনও আকার বা আকৃতি নেই। আমরা যখন বলছি নিরাকারী দুনিয়া, এর অর্থ, সেখানে অবশ্যই কোনও দুনিয়া আছে। যদিও তা কোনও স্থূল সৃষ্টির আকারে নয় অবশ্য। যেমনটা আমাদের এই স্থূল দুনিয়া। যেমন, পরমাত্মা যদিও নিরাকার, তবুও পয়েন্ট অফ লাইটের মতন ওনার সূক্ষ্ম একটা রূপ অবশ্যই আছে। তেমনি আত্মা আর পরমাত্মারও কোনও ধাম আছে। যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয়। আমরা যখন দুনিয়া শব্দটি প্রয়োগ করছি, এর দ্বারাই তো প্রমাণিত হচ্ছে, সেটাও একটা দুনিয়া। সেখানে আত্মারা থাকে বলেই তো তাকেও দুনিয়া বলা হয়। জগতের লোকেরা ভাবে যে, পরমাত্মার রূপও অখণ্ড জ্যোতি তত্ত্ব স্বরূপ। যে তত্ত্বে পরমাত্মার প্রকৃত বাসস্থান। যাকে পরমাত্মার অবসর গ্রহণের স্থান বলা হয়। পরমাত্মার ঘরকে তো আর পরমাত্মা বলা চলে না। এছাড়াও আরও এক আকারী দুনিয়া আছে, যেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর দেবতারা সূক্ষ্ম ফরিস্তা আকারী স্বরূপে থাকেন, আর এটা হলো সাকারী দুনিয়া। এর আবার দুটো ভাগ আছে, একটি নির্বিকারী অর্থাৎ স্বর্গের দুনিয়া। যেখানে অর্দ্ধ-কল্প ধরে বিরাজ করে সুখ, পবিত্রতা আর শান্তি। এর দ্বিতীয়টি হলো বিকারী কলিযুগ, যা দুঃখ আর অশান্তির দুনিয়া। কিন্তু প্রশ্ন জাগে এই একটি দুনিয়াকেই দুটো দুনিয়া বলা হয় কেন? কারণ- মানুষেরাই তো বলে স্বর্গ আর নরক - যা ভগবানের সৃষ্টি। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরমাত্মার মহাবাক্য হলো, ওহে বাচ্চারা, কোনও দুঃখের দুনিয়া রচনা করি না আমি। আমি যে দুনিয়ার রচনা করি তা কেবলমাত্র সুখেরই দুনিয়া। কিন্তু বর্তমানের এই যে দুঃখ আর অশান্তির দুনিয়া তার কারণ হলো মানুষ আত্মারা নিজেরাই তাদের আত্মিক ভাবটাকে এবং আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে ভুলে যাওয়ার কারণে তারা নিজের কর্মফলের হিসেব-নিকেশ ভোগ করছে। এর অর্থ এই নয় যে, যেই সময়ে দুনিয়াতে সুখ আর পুণ্য থাকে বলে, জাগতিক কোনও কাজ-কর্ম চলে না। তবে হ্যাঁ, একথা অবশ্যই বলা চলে যে, যেহেতু সেই সময়কার দুনিয়ায় দেবতাদের নিবাস থাকায়, সেখানকার সবকিছুই প্রবৃত্তি অনুসারেই চলতে থাকে। অবশ্য একথাও ঠিক যে, কোনও বিকারী পন্থায় বাচ্চার জন্ম হয় না তখন। আর সেই কারণেই কোনও কর্মবন্ধনও থাকে না। তাই সেই দুনিয়াকে কর্মবন্ধন রহিত স্বর্গের দুনিয়া বলা হয়। তবে নির্যাস হলো গিয়ে - প্রথমটি নিরাকারী দুনিয়া, দ্বিতীয়টি আকারী দুনিয়া আর তৃতীয়টি হলো সাকারী দুনিয়া। আত্মা - ওঁম্ শান্তি!

"মিষ্টি বাচ্চারা -- একমাত্র ভোলানাথ বাবা যিনি জ্ঞান রত্নে তোমাদের ঝুলি ভরে দেন, উনি হলেন কল্প বৃক্ষের বীজ রূপ, কারো সঙ্গে ওঁনার তুলনা করা যাবেনা "

প্রশ্ন:- অনেক বাচ্চারা বাবাকেও ঠকানোর চেষ্টা করে, কিভাবে ও কেন ?

উত্তর :- বাবাকে যথার্থ রূপে না জেনে নিজের ভুল লুকিয়ে রাখে, সত্যি কথা বলে না, সভায় লুকিয়ে বসে । তারা জানে না যে ধর্মরাজ বাবা সবই জানেন। বাবাকে সত্যি কথা বলা এটিও হল কর্ম ভোগের সাজা কম করার একটি উপায়।

গান : - ভোলানাথের চেয়ে অনুপম নয় যে কেউ আর

ওমশান্তি। বাচ্চারা বুঝেছে যে ভোলানাথ সদা শিবকেই বলা হয়। শিব ভোলা ভান্ডারী। শঙ্করকে ভোলানাথ বলা যাবেনা। না-ই অন্য কাউকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে। বাবা বলেন আমিই এসে বাচ্চাদের আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ (জ্ঞান) শোনাই। সুতরাং জ্ঞানের সাগর একজনই - না -ই শঙ্কর , না-ই অব্যক্ত ব্রহ্মা। অব্যক্ত ব্রহ্মাকেও ভগবান বলা হবেনা। এবারে বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি ই হলাম তোমাদের পারলৌকিক পিতা। পরলোক না-তো স্বর্গ কে বলা হবে , না নরককে। পরলোক হল সর্বোচ্চ উপরের স্থান , যেখানে আত্মারা বাস করে তাই ওঁনাকে বলা হয় পরম প্রিয় পারলৌকিক পরম পিতা কারণ উনি পরলোকে বাস করেন। ভক্তিমার্গে যারা প্রার্থনা করে তাদের চোখ উপরের দিকেই যায়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি হলাম সম্পূর্ণ বৃক্ষের বীজ রূপ। একমাত্র শিব ছাড়া অন্য কাউকে ক্রিয়েটর বলা যাবেনা। উনি হলেন একমাত্র ক্রিয়েটর বা রচয়িতা বাকি সবকিছু হল ওঁনার রচনা। এবারে রচয়িতা রচনাকে বর্সা দেন । সবাই বলে ঈশ্বর অথবা খোদা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। সুতরাং সেই ঈশ্বরকে সবাই ফাদার বলবে। গান্ধীকে তো ফাদার বলবেনা। বেহদের রচয়িতা বাবা হলেন একজন-ই । তিনি-ই বোঝান আমি হলাম তোমাদের পারলৌকিক পিতা। বাকি আত্মারা তো সবাই একরকম , কোনো ছোট বড় হয়না। যেমন জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, জ্ঞান তারা সেই সূর্য চাঁদের সাইজে তফাৎ আছে কিন্তু আত্মাদের সাইজ এক। বাবা বলেন আমি সাইজে বড় নই কিন্তু পরম ধামে বাস করি তাই আমায় পরম আত্মা বলা হয়। পরমাত্মা-তেই সমস্ত জ্ঞান আছে। উনি বলেন আমি অশরীরী তেমনই আত্মাও কিছু সময়ের জন্য পরম ধামে অশরীরী অবস্থায় থাকে। বাকি নাটকের স্টেজে বেশি সময় থাকে। তো যেমন তোমরা আত্মারা হলে তারার মতন তেমনই আমিও তারার মতন। যদি আমি বৃহৎ আকারে হই তবে এই দেহে ফিট হবনা। যেমন অন্য সব আত্মারা পার্ট করতে আসে , তেমনি আমিও আসি। বাবার ভক্তিমার্গ থেকে পার্ট আরম্ভ হয়। সত্যযুগ ত্রেতায় তো পার্ট-ই নেই। এবারে নিজে এসে আমাদের সম্পূর্ণ বর্সা দেন। নিজের থেকেও দুই শ্রেণী উপরে নিয়ে যান (শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ, তারপর দেবতায় পরিণত করেন) । আমাদের ব্রহ্মান্ড ও সৃষ্টি দুইয়ের-ই মালিক করেন। এইসব তো প্রত্যেক বাবার কর্তব্য বাচ্চাদের যোগ্য করা, কতখানি সার্ভিস করেন। কারও সাতটি সন্তান থাকে, তার মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ উকিল হলে বাবার গর্ব হয়। লোকেও তার প্রশংসা করে যে বাবা সব বাচ্চাদের পড়াশোনা করিয়ে যোগ্য করেছেন। কেউ হয় কেউ হয়না। কেউ কিছু কেউ কিছু অন্য তৈরি হয়। যদিও বাবা বলেন আমি তোমাদের কত যোগ্য করে তুলি। এই বাবাকে দেখ উনি

কেমন ! এনার স্থূল নাম রূপ নেই । অন্যের দেহে প্রবেশ করে পড়ান। এ হল কল্প পূর্বের হুবহু পার্শালা , সুতরাং গীতার ভগবান গীতা পার্শালা তৈরি করেছিলেন নিশ্চয়। যেখানে সবাইকে জ্ঞান ঘাস , জ্ঞান অমৃত খাওয়ান হয়েছে। কেউ বলে কৃষ্ণের গো-শালা , কেউ বলে ব্রহ্মার। কিন্তু আসলে কি - শিববাবার দেহ না থাকার দরুন ব্রহ্মার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে । বাকি কৃষ্ণর তো গরু পালনের দরকার নেই। কৃষ্ণকে পতিত পাবন বলা যায় না । গান্ধীও গীতা হাতে নিয়ে মুখে সীতারাম বলতেন কারণ উনি রাম , কৃষ্ণ, কচ্ছ মচ্ছ সবতেই ভগবান আছেন এইরূপ ভাবতেন। প্রথমে আমরাও এইরকমই ভাবতাম। আমাদের বুদ্ধির তালাও বন্ধ ছিল। এবারে বাবা এসে জাগিয়েছেন। সবাইকে কবর থেকে মশার মতন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । তারপরে সৃষ্টিতে নামবে নিজের সময় অনুসারে। তোমাদের বাবা বোঝান যে একমাত্র আমায় স্মরণ করো। স্টুডেন্টদেরও পিতা শিক্ষক স্মরণে থাকে। তোমাদের তো বাবা পড়ান। ইনি হলেন তোমাদের গুরু। তিনজনের ফোর্স আছে। তবুও এমন বাবাকে ভুলে যাও ! এমন বাচ্চারাও আছে (যারা নিজেদের ফুল কাস্ট বলে) -- যারা ৫ মিনিটও স্মরণ করেনা। তখন বাবা বলেন -- ওহো মায়া ! আমি বাচ্চাদের বুদ্ধির তালা খুলি , তুমি বন্ধ করে দাও। একটুও বিকারে গেলেই বুদ্ধির তালা লক আপ (lock up) হয়ে যায়। তবুও সত্য কথা বলে দিলে সাজা কম হয়ে যায়। জজের সামনে নিজেই নিজের ভুল স্বীকার করলে সাজা কম হয়ে যায় । বাবাও এমনই করেন, যদি কেউ খারাপ কাজ করে লুকায় তাহলে তাকে কঠিন সাজা ভোগ করতে হয়। তাই ধর্মরাজের কাছে কিছু লুকানো উচিত নয়। এমন অনেকে আছে যারা বিকারগ্রস্ত হয়ে সভায় এসে লুকিয়ে বসে কিন্তু ধর্মরাজের কাছে কিছু লুকানো যায় কি ? নিশ্চয় না থাকলে এমন বাবাকেও ঠিকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সাকারকে যদিও ঠিকানো যায় , নিরাকার বাবা তো সব জানেন , তোমাদের এই দেহ দ্বারা শিক্ষাও তিনিই দিচ্ছেন । তোমাদের অনেকেই জিজ্ঞাসা করে যে দাদার (ব্রহ্মাবাবার) দেহে বাবা আসেন কিভাবে ? ইনি তো গৃহস্থে ছিলেন। সন্তান ছিল , এনার মধ্যে কিভাবে আসেন, কেন কোনো সাধু সন্ন্যাসীর দেহে আসেন না ? কিন্তু পরমাত্মা পতিত দেহ পবিত্র করার জন্যে এসেছেন। যিনি পূজারী থেকে পূজ্য পরিণত করছেন , এও তো একরকম বাজোলি খেলা হল। ব্রাহ্মনরাই দেবতা , তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য , শূদ্র এইসব বর্ণও ভারতেই আছে। অন্য কোথাও বর্ণ নেই। এবারে আমি ১৫ মিনিট ভাষণ দিলাম। এইভাবেই তোমরাও বোঝাতে পারো। বাবা ডাইরেক্ট বলেন। তোমরা বলবে শিববাবা এইভাবে বোঝান শিব আলাদা, শঙ্কর আলাদা -- এই কথাটিও পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে। এই হল বাবার পরিচয় দেওয়া। যখন গভর্নমেন্টের খাতা (list) বেরোয় যে হ'জ হ (কে কে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে স্বনামধন্য) । ঠিক তেমনই হ ইজ হ প্রি অর্ডিনেট ড্রামা। আমরা বলব উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর তারপরে লক্ষ্মী নারায়ণ , রাম সীতা তারপরে ধর্ম স্থাপকেরা। এই ভাবে দুনিয়া পুরানো হতে থাকে। তোমরা দেবতার বাম মার্গে চলে যাও। এখন বাবা এসে জাগিয়ে বলছেন সবকিছু আমায় সমর্পণ করো আর আমার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। শ্রীমৎ তো ওনার ই বলা হবে।

বাকি লক্ষ্মী নারায়ণ , সীতা রাম , যাঁদের স্মরণ করা হয় সবাই বাম মার্গে চলে গেছে আর কে শ্রীমৎ দিতে পারে। ভক্তদের মনস্কামনা বাবাই পুরো করেন , ভালাই কেউ যে রূপেই বিশ্বাস করুক তাদেরও ভাবনা আমি পুরো করি। এর অর্থ এই বের করা হল যে সব রূপেই ভগবান আছেন । বাবা অনেক রহস্য বুঝিয়ে দেন। কিন্তু যে বুঝবে সেও তো নম্বর অনুসারে তাই পদ মর্যাদাও নম্বর অনুযায়ী আছে। দৈবী রাজ্য স্থাপন হচ্ছে , ধর্ম স্থাপন নয়। ধর্ম তো অন্য ধর্মের মানুষ স্থাপন

করে। শিববাবা তো ব্রহ্মা দ্বারা রাজার রাজা করছেন। রাজার রাজা - এই কথা টির অর্থ ও তোমাদের বোঝান হয়েছে। বিকারী রাজারা তোমাদের পূজা করে , তাহলে কত বড় পদ তোমরা প্রাপ্ত করো। বাবার মিষ্টি কথা তোমাদের ভালো লাগে কিন্তু উঠে গিয়ে চা পান করলেই সেই নেশা কম হয়ে যায়। গ্রামে ফিরলে একেবারেই উধাও হয়ে যায়। এখানেতো তোমরা শিববাবার ঘরে বসে আছ। ওখানে গেলে তফাৎ হয়ে যায়। যেমন স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী চোখের জল ফেলে। সে তো কোনো সুখ দেয়না, এই বাবা তো তোমাদের কত সুখ দেন , তাই এঁনাকে ছেড়ে যেতেও চোখে জল আসে ! অনেকে বলে আমরা এখানেই বসে থাকি। তাহলে তোমাদের সন্তানদের কি হবে ? তারা বলে বাবা আপনি সামলান। আমি কতজনের সন্তান সামলাব ! আরে দাঁড়াও, সার্ভিসেবল হও, তাহলে তোমাদের বাচ্চাদের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শুরুতে কম ছিল তখন তাদের বাচ্চাদের সামলানো হয়েছে , এখন অনেক। বসে তাদের বাচ্চা সামলাতে গিয়ে যদি একটি বাচ্চাও হারিয়ে যায় তাহলে বলবে আমাদের বাচ্চা হারিয়ে দিয়েছে। যাদের সামলাতে ভার দেওয়া হয় -- তারাও বলে আমরা অন্যদের কর্ম বন্ধন কেন সামলাব । আচ্ছা , তবে একমাত্র শিব বাচ্চাকে সামলাও উনিই তোমাদের বাচ্চা সামলাবেন। বাকি এমন বাবাকে কখনও ত্যাগ কোরোনা। এমন অনেকে ত্যাগ করে গেছে। তাদের মূর্খের অবতার বলা হয়। যতই কোনো ব্রহ্মাকুমার কুমারীর সঙ্গে মনোমালিন্য হোক না কেন শিববাবার থেকে কখনও মুখ ফিরিয়ে নিও না। তিনি তো তোমাদের রাজ্য ভাগ্য দিতে এসেছেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজের সবকিছু বাবাকে সমর্পণ করে সম্পূর্ণ ভাবে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। কোনো রকম খারাপ কাজ করে লুকাবেনা, জজকে সত্যি কথা বলে দিলে সাজা কম হয়ে যাবে।

২) বাবার থেকে কখনও মুখ ফিরিয়ে নেবে না। সার্ভিসেবল হতে হবে। নিজের কর্মবন্ধন নিজেকেই কাটতে হবে।

বরদান :- শক্তিশালী স্মরণ দ্বারা পরিবর্তন , খুশী এবং হালকা অনুভবকারী স্মৃতিরূপ সমর্থ স্বরূপ হও।

ব্যাখা: শক্তিশালী স্মরণের দ্বারা একই সময়ে ডবল অনুভব হয়। এক দিকে স্মরণ অগ্নি ভস্মীভূত করে, পরিবর্তনের কাজ করে আর অন্য দিকে খুশী ও হালকা অনুভব করায়। এমন বিধি পূর্ণ শক্তিশালী স্মরণকে যথার্থ স্মরণ বলা হয়। এমন যথার্থ স্মরণে থাকে যে স্মৃতি স্বরূপ বাচ্চারা, তারাই হল সমর্থ। এইরূপ স্মৃতি তথা সমর্থ স্বরূপ-ই একনম্বর প্রাইজের অধিকারী করে দেয়।

শ্লোগান - সে-ই হল অনুভবী যার হৃদয় মজবুত ও পরিপক্ব ।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য

১) " ভগবানের আগমনের অনাদি রচিত অনুষ্ঠান "

এই যে মানুষেরা গান গায় হে গীতার ভগবান নিজের কথা রাখতে এস । এখন সেই গীতার ভগবান স্বয়ং নিজের কল্প পূর্বের কথা রাখতে এসেছেন আর বলছেন যে বাচ্চারা, যখন ভারতে ধর্মের অতি গ্লানি হয় তখন আমি নিজের কথা রাখতে অবশ্যই আসি, এবারে আমার আসার অর্থ এই নয় যে আমি প্রতিটি যুগে আসি । সব যুগে তো ধর্ম গ্লানি হয়না , ধর্ম গ্লানি হয় শুধু কলিযুগে, তাই বুঝতে হবে যে পরমাত্মা কলিযুগে আসেন। আর কলিযুগ আসে প্রতি কল্পে, তার মানে আমিও প্রতি কল্পে আসি। একটি কল্পে চারটি যুগ আছে, একত্রে যাকে কল্প বলা হয়। অর্ধকল্প সত্যযুগ ত্রেতায় আছে সতোপুত্র সতোপ্রধান সেখানে পরমাত্মার আসার প্রয়োজন নেই। তৃতীয় দ্বাপর যুগে তো অন্য ধর্মের আরম্ভ কাল , সেই সময়েও অতি গ্লানি হয়না এর থেকে প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা তিনটি যুগে তো আসেনই না , বাকি থাকল কলিযুগ , এই যুগের শেষ সময়ে ধর্মের অতি গ্লানি হয়। সেই সময়ে পরমাত্মা আসেন অধর্মের বিনাশ করে সত্য ধর্মের স্থাপনা করেন। যদি দ্বাপরে এসে থাকতেন তবে এখন সত্যযুগ হওয়া উচিত। তবে কলিযুগ কেন ? এমন তো বলা হবেনা পরমাত্মা ঘোর কলিযুগের স্থাপনা করেন! এমন তো হতে পারে না। তাই পরমাত্মা বলেন আমি এক এবং একবারই এসে অধর্মের বিনাশ করে কলিযুগের বিনাশ করে সত্যযুগের স্থাপনা করি। সুতরাং আমার আসার সময় হল সঙ্গমযুগ।

২) " ভাগ্য নির্মাণের (কিসমত) কাজ পরমাত্মার আর ভাগ্য নাশের কাজ হল মানুষের"

এবারে আমরা জানি যে মনুষ্য আত্মার সৌভাগ্য নির্মাণ কে করছে ? আর ভাগ্য নাশ কে করছে ? আমরা এইরকম বলতে পারি না যে ভাগ্য নির্মাণ ও ভাগ্য নাশ করছেন পরমাত্মা। বাকি এটা নিশ্চিত যে ভাগ্য উন্নয়ন করছেন পরমাত্মা আর ভাগ্য নাশ করছে মানুষ নিজে । এবারে এই ভাগ্য নির্মাণ হবে কিভাবে ? আর নাশ হয় কিভাবে ? এই বিষয়েই বোঝান হয়। মানুষ যখন নিজেকে জানে আর পবিত্র হয় তখন সে নিজেই নিজের দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করে। যখন আমরা দুর্ভাগ্য বলি তখন এটাই প্রমাণিত হয় যে কোনো সময়ে সৌভাগ্য ছিল, যা দুর্ভাগ্যে পরিণত হয়েছে । এবারে সেই দুর্ভাগ্যকে পরমাত্মা নিজে এসে সৌভাগ্যে পরিণত করছেন। এবারে যদি কেউ বলে পরমাত্মা নিজে হলেন নিরাকার তাহলে ভাগ্য নির্মাণ করেন কিভাবে ? এই কথাটি বোঝানো হয় যে নিরাকার পরমাত্মা কিভাবে নিজের সাকার ব্রহ্মা দেহের দ্বারা, অবিনাশী নলেজ দ্বারা আমাদের দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করেন। এই নলেজ প্রদান করা পরমাত্মার কাজ, বাকি মনুষ্য আত্মারা একজন অপর জনের ভাগ্য নির্মাণ করতে পারেনা। ভাগ্য নির্মাণের কাজ এক মাত্র পরমাত্মার। তবেই তো ওঁনার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ মন্দির ইত্যাদি এখনও রয়েছে । আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জীবনকে যিনি হিরে তুল্য বানিয়ে দেন, সেই বাবাকে অনেক খুশির সাথে স্মরণ কর। তাহলেই জং (মরিচা) দূরীভূত হবে।"

প্রশ্ন:- কে মালার দানা হতে পারবে এবং এর জন্য কিরকম পুরুষার্থ প্রয়োজন?

উত্তর:- অন্তিম সময়ে যার কোনো কিছু স্মরণে আসবে না সে-ই মালার দানা হতে পারবে। অর্থাৎ যেসব বাচ্চারা কর্মজীবিত অবস্থায় পৌঁছাবে তারা-ই মালার দানা হবে। যদি কেউ অনেক ধনবান হয়, অনেক কারখানা ইত্যাদি থাকে, তাহলে সেই সব কিছু ভুলতে হবে। কোনো কিছুতেই যেন মমত্ব অর্থাৎ 'আমার-আমার' ভাব না থাকে। প্রত্যেকেই আমার ভাই (আত্মা) - কেবল এই আত্মিক কানেকশন (সম্পর্ক) ছাড়া অন্য কোনো কানেকশন যেন না থাকে। যে এইরকম আত্মিক কানেকশন রাখবে, সবকিছু ভুলতে পারবে সেই বাচ্চা-ই মালাতে আসতে পারবে।

ওম্ শান্তি। রুহানি (আত্মিক) বাবা রুহানি বাচ্চাদেরকে বোঝান। এটা তো অবশ্যই নিশ্চয় হয়েছে যে আমরা হলাম আত্মা, পরমাত্মা পিতার সন্তান। তাই সকলেই ভাই-ভাই। ভাইদেরকে বাবা নির্দেশ দিয়েছেন যে আমাকে অর্থাৎ পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ কর। স্মরণ করো ? না কি বুদ্ধি অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায়? মায়া তো বিচলিত করবেই। তোমরা না চাইলেও তোমাদের বুদ্ধি কোথাও না কোথাও ঘুরে বেড়াবে। বাচ্চাদেরকে মনে মনে চিন্তন করতে হবে যে বাবা আমাদেরকে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান দিয়েছেন, ৮৪ জন্মের কাহিনী পড়িয়েছেন। এখন এই ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। আমরা পুনরায় ঘরে যাব। অনেকবার আমরা স্মরণের যাত্রার দ্বারা পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরেছি। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা সবাই ভাই-ভাই। এটা কোনো শারীরিক সম্বন্ধ নয়। তোমরা শরীরকে স্মরণ করো না। আমরা হলাম আত্মা- আমরাই পবিত্র সত্যপ্রধান ছিলাম, এখন পতিত হয়ে গেছি। তাই খুশির সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে যিনি হিরেতুল্য জীবন বানিয়ে দেন। এর দ্বারাই জং (মরিচা) দূরীভূত হবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর - এটা হল জ্ঞান। তারপর বাবাকে স্মরণ কর - এটা হল বিজ্ঞান। কারণ আত্মাকে এখন জ্ঞানের থেকেও ওপরে বিজ্ঞানে অর্থাৎ শান্তির ঘরে যেতে হবে। আমাদেরকে আগে ঐখানে যেতে হবে। বাবাও সেখান থেকেই এসেছেন। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ এইসব কথা জানেনা। এই পারলৌকিক পিতা সম্মুখে বসে বোঝান - বাচ্চারা, আমি নাটকের পরিকল্পনা অনুসারে পরমধাম থেকে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কাছে এসেছি। কেন এসেছি? তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তোমরা এখন পতিত, বিকারী হয়ে গেছ। জন্ম-জন্মান্তর তোমরা বিকারের দ্বারাই জন্ম নিয়েছ, তাই ব্রষ্টাচারী বলা হয়। আমরা ব্রষ্টাচারী থেকে কিভাবে শ্রেষ্ঠাচারী হব সেটা বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলেই পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে। স্মরণ করার সাথে সাথে তোমরা সবকিছুই করতে পারবে। এমন নয় যে ব্যবসা করতে পারবে না। বাচ্চারা বাবাকে প্রশ্ন করে - বাবা, কে কে মালার দানা হবে? বাচ্চারা, মালার দানা সে-ই হতে পারবে যে কর্মজীবিত অবস্থায় পৌঁছাবে, অন্তিমে যার কোনো কিছু স্মরণে আসবে না। যদি কেউ অনেক ধনবান হয়, অনেক কারখানা থাকে তাহলে সেই সবকিছু ভুলতে হবে। তোমাদের কাছে তো কিছুই নেই। তোমরা জানো যে আমরা বাবার বাচ্চা, ভাই-ভাই। কোনো কিছুর প্রতি আমাদের মমত্ব অর্থাৎ 'আমার-আমার' ভাব নেই তো? প্রত্যেকেই ভাই-ভাই। কেবল এই একটাই কানেকশন (সম্পর্ক) রয়েছে, আর কোনো কানেকশন নেই। একেই রুহানি (আত্মিক) কানেকশন

বলা হয়। সারা জীবন ধরে তো কেবল শরীরের-ই স্মরণ এসেছে। আত্মা তো কারোর স্মরণেই আসেনি। ড্রামা এইরকম ভাবেই তৈরি হয়েছে। বাবা এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন এবং পবিত্র বানানোর জন্য পুরুষার্থ করাচ্ছেন। বাবা তো তোমাদেরকে অনেক সময় মঞ্জুর করেন। কেবল ৮ ঘন্টা আমাকে স্মরণ কর। ওটা হল হৃদের সার্ভিস, এটা সমগ্র দুনিয়ার সার্ভিস (সেবা)। নিশ্চয়ই থাকে, শোবে, ঘুরতে যাবে... সারাদিন ধরে তো কারোর পক্ষে স্মরণ করাও সম্ভব নয়। বরাবরের মতো তোমরাই এখন বেহদের সার্ভিস করছ। বাবা যেমন বিচার-সাগর মন্বন করেন, সেইরকম তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকেও মন্বন করা শেখান। তিনি তো করন-করাবনহার, তাই নিজে করে তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। পুরুষার্থ করতে করতে তোমাদের বিজয়-মালা তৈরি হয়ে যাবে। সত্য এবং ত্রেতাযুগে যারা আসে তারা বিজয়ী হয়। তারপর ক্রমানুসারে সমস্ত অভিনেতা এই নাটকে অভিনয় করার জন্য আসতে থাকে। সকলে তো একসাথে আসবে না। ব্রহ্মলোক হল তোমাদের অর্থাৎ সকল অভিনেতার নিবাস স্থান। ঐখান থেকে এইখানে এসে শরীর ধারণ কর। এইগুলো খুবই সহজ কথা যেগুলো তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরই স্মরণে থাকে। তোমাদের ঘর হল সুইট হোম বা সাইলেন্স হোম। অন্য কেউ তাদের নিজেদের ঘরকে জানে না। ওরা তো বলে যে আমরা বিলীন হয়ে যাব। যেমন সাগর থেকে বুদবুদ উঠে আবার সাগরেই মিশে যায় সেইরকম আমরাও ওই ব্রহ্মে লীন হয়ে যাই। তারপর বলে - যেকোনো দেখ কেবল ব্রহ্ম আর ব্রহ্ম। ওরা ব্রহ্মকেই ঈশ্বর মনে করে। তাই তোমাদের কথা ওদের বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। তোমরা মনে করবে ওরা ভুল আর ওরা মনে করবে তোমরা ভুল - কারণ ওটাই ওদের নিজস্ব ধর্ম। কিন্তু তোমরা জানো যে প্রত্যেক আত্মা অবশ্যই শান্তিধামে যাবে। প্রত্যেক আত্মার-ই নিজস্ব পার্ট (ভূমিকা) রয়েছে - এটাকেই আশ্চর্যজনক বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন কত গভীরে যাচ্ছ - আত্মা কত ছোট, কিভাবে সে অভিনয় করে...। এই জ্ঞান যেমন জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে রয়েছে, সেইরকম তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কাছেও রয়েছে। তোমরাও ওইরকম জ্ঞানবান। ওরা হল ভক্তিবান আর তোমরা হলে জ্ঞানবান। ভক্তিবান মানে যারা রাত্রিতে রয়েছে আর জ্ঞানবান মানে যারা দিনে রয়েছে। অর্ধেক কল্প তোমরা সুখধামে থাক এবং অর্ধেক কল্প তোমরা দুঃখধামে থাক - এটাকেই দূরদর্শিতা বলা হয়। তোমাদের বুদ্ধি এখন অনেক দূর-দূর যায় - আমরা আত্মারা হলাম সুইট হোম অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের নিবাসী। বাবা হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। কারণ তিনি হলেন নলেজফুল, তাঁর মধ্যে পুরো বৃক্ষের নলেজ আছে। তোমরা এখন শরীরের ভান মেটানোর জন্য নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করছ। অন্য কিছু যেন স্মরণে না আসে। সম্পূর্ণ আত্মা-অভিমাত্রী হতে হবে। আমি একটা আত্মা, আমি একটা আত্মা... আমার অর্থাৎ আত্মার কাছে তো স্মরণে আসার মতো কিছুই নেই। বলা হয় - 'অস্তিত্বে তুমি যেমন স্মরণ করবে, তোমার পরিণতিও সেইরকম হবে'। তাই যদি কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে তা অবশ্যই স্মরণে আসবে। এটা তো বিচার করার বিষয়। যদি কিছু মাত্রও থাকে, কোনো আত্মীয়-বন্ধু থাকে, তাহলে তাদের কথা স্মরণ আসবেই। তুমি তো তোমার সবকিছুই শিববাবাকে দিয়ে দিয়েছ। তাই ওইগুলোকে আর নিজের বলে ভেবো না। যখন বাবাকে দিয়েই দিয়েছ তাহলে তোমার কেন ওদের কথা স্মরণে আসছে? তুমি ভুলে যাও। যদি কোনো কিছু তোমার স্মরণে আসে তাহলে ভবিষ্যতে সেটা তোমার ক্ষতি করবে। তোমরা এখন এইসব নতুন নতুন কথা শুনছ। তোমাদের কাছে কোনো পুরাতন জিনিস নেই। যেমন সমস্ত পুরাতন জিনিস (মৃত ব্যক্তির) করনীঘোর-কে (শ্মশান ঘাটের বিশেষ ব্রাহ্মণ অথবা ডোম) দিয়ে দেয়, সেইরকম তোমরাও তোমাদের সবকিছু দিয়ে দিয়েছ। এরপরে ওইসব আর স্মরণে আসা উচিত নয়। কেবল এটাই যেন স্মরণে থাকে যে আমি হলাম ভাই (আত্মা), বাবার বাচ্চা - আমার কাছে কিছুই নেই, শরীরও নেই। এরপর নতুন দুনিয়াতে সবকিছু

নতুন জিনিস পাবে। ওখানে গিয়ে তো হীরা খচিত মহলে থাকবে। ওইসব তো ভবিষ্যতের কথা। বাবা প্রশ্ন করেন - বাচ্চারা, তোমরা কি হবে? বাচ্চারা উত্তর দেয় - বাবা, আমরা নারায়ণ হব। এটা তো কত খুশির কথা, তাই না? কিন্তু এখন যদি কোনো পুরাতন জিনিসের কথা স্মরণে না আসে তবেই মালার দানা হতে পারবে। ১০৮ এর মালা হল রাজাদের মালা। মন্দিরে ১৬ হাজার ১০৮ এর মালাও রাখা থাকে। অতএব অনেকজনই মালার দানা হবে। যত আগে আসবে তত সুখ পাবে। যারা পরে আসে তারা এতটা সুখ পায় না। ওরা খুব কম সময়ের জন্য সুখ পায়, তাই দুঃখও কম পাবে।

তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, খেয়াল রেখো যাতে অগ্নিমে কোনো কিছু স্মরণে না আসে। যা কিছু অর্পণ করেছ, সেগুলোর কথাও যেন স্মরণে না আসে। বাবা বলেন, যেহেতু আমি দীননাথ, তাই আমি এমন কোনো জিনিস নিই না যেটা ব্যবহার-ই হবে না অথচ ওখানে আমাকে তার প্রতিদান দিতে হবে। কেউ কেউ এমনও আছে যারা কিছু দেওয়ার পর যখন কোনো কারণে ছেড়ে চলে যায়, তখন সেইগুলো আবার ফেরত চায়। মায়া ওদেরকে দংশন করে দেয়। নয়তো ওরা-ই বলত - তুমি চাইলে মারো কিংবা ভালোবাসো, কিন্তু আমি তোমাতে এতটাই বিলীন হয়ে আছি যে তোমার দুয়ার ছেড়ে কখনোই যাব না, কখনোই তোমাকে ভুলব না। তোমরা তো এখানে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এসেছ, কত উঁচু প্রাপ্তি হয় তোমাদের। তা সত্ত্বেও কেন বলো যে 'আমি দিয়েছি'। তোমরা তো (বাবার থেকে) গ্রহণ করো, তাই না? তোমাদেরকে কে দিতে বলেছে? কিন্তু কেউ যদি কিছু দেয় তাহলে ওখানে ওর জন্য মহল তৈরি হয়ে যাবে। যেমন সুদামা এক মুঠো চাল(বা বলা ভালো খুঁদকুঁড়ো দিয়েছিল) দিয়েছিল। বাচ্চারাও ওইরকম সুদামার মতো চাল-ডাল নিয়ে আসে। তারা বোঝে যে আমরা মহল পেয়ে যাব। এইরকম বাচ্চাদেরকে দেখে বাবা খুব খুশি হন। বাঃ, নতুন দুনিয়াতে এর জন্য মহল তৈরি হবে কারণ খুব ভালোবেসে এবং সদ্ভাবনার সহিত নিয়ে আসে। সত্যি! এইরকম বাচ্চারা কতই না ভাগ্যবান, অনেক উঁচু পদ পাবে। ড্রামার (নাটকের) প্ল্যান (পরিকল্পনা) অনুসারে এখন বাবার এবং তোমাদের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ হুবুহু আগের কল্পগুলোর মতোই হচ্ছে। তোমাদের প্রতিটা কদমে (পদক্ষেপে) পদম গুণ (অগাধ) প্রাপ্তি হচ্ছে। দেবতাদের পায়ে পদ্ম ফুল দেখানো হয় - এর তো নিশ্চয়ই কোনো অর্থ আছে। এখন তোমাদের পদম গুণ প্রাপ্তি হচ্ছে। তোমরা বাবার কাছে পদ্মাপদমপতি (কোটি কোটি কোটি পতি) হওয়ার জন্য এসেছ। তাই তোমরা কত মহান, মহান, মহান ভাগ্যবান। কিন্তু সেটাও পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে প্রতি কল্পে তোমরা একইরকম পুরুষার্থ কর। যেন ড্রামা-ই তোমাদেরকে দিয়ে পুরুষার্থ করিয়ে নেয়। ঈশ্বরও ড্রামা অনুসারেই তোমাদেরকে মত দেন। তাই তিনিও ড্রামার বশবর্তী। তাহলে ড্রামা কার বশবর্তী? বাচ্চারা, ড্রামা তো অনাদিকাল থেকে তৈরি হয়েই রয়েছে। কেউই এইরকম জিজ্ঞেস করতে পারে না যে ড্রামা কবে তৈরি হয়েছে। এটা তো চলতেই থাকে। এই ড্রামাতে ঈশ্বরের কাছ থেকেই সবথেকে ভালো মত পাওয়া যায়, তাই একে ঈশ্বরীয় মত বলা হয় - যা তোমাদেরকে দেবতা বানায়। অন্যদিকে মানুষের মত তোমাদেরকে পতিত বানায়। ঈশ্বরীয় মতের দ্বারাই তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও। তারপর ২১ জন্ম পরে মানুষের মতের দ্বারা তোমরা মানুষ হয়ে যাও। এই সঙ্গমযুগেই গীতার এপিসোড চলে যখন দুনিয়ার পরিবর্তন হয়। এটা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকতে হবে এবং বাচ্চাদেরকে অনেক অনেক মিষ্টি হতে হবে। চাল-চলন ভালোবাসাপূর্ণ হওয়া উচিত। যে বাচ্চা শান্ত এবং মিষ্টি স্বভাবের, তার পদও উঁচু হবে। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধি পেয়েছ। তোমরা বুঝেছ যে আমরা হলাম বেহদের (অসীম) বাবার সন্তান। বাবার কাছ থেকে

উত্তরাধিকার নিষ্টি। তাই অগাধ খুশি হওয়া উচিত। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখানে তোমরা স্বর্গের থেকেও অনেক উঁচু পদ। বাবা তো কেবল তোমাদেরকে পড়ান। ভগবানুবাচ হল - আমি তোমাদেরকে দ্বি-মুকুটধারী, রাজাদেরও রাজা বানাই। তাই নিজেদের ভাগ্যের কথা স্মরণে রেখে তোমাদেরকে অনেক খুশিতে থাকতে হবে। বাঃ, বাবা এসে আমাদের ভাগ্যকে কত সুন্দর বানিয়ে দেন, পাথরসম জীবনকে হিরেতুল্য বানিয়ে দেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) উঁচু পদপ্রাপ্তির জন্য খুব শান্ত-চিত্ত এবং মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে, সকলের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।

২) যা কিছু বাবাকে অর্পণ করে দিয়েছ, সেইগুলোকে ভুলে যেতে হবে। সেইগুলোর কথা যেন মনেও না আসে। কখনো যেন এইরকম সংকল্প না আসে যে আমি বাবাকে দিচ্ছি।

বরদান:- স্মৃতি-স্বরূপের বরদান দ্বারা সর্বদা শক্তিশালী অবস্থার অনুভব করে সহজ পুরুষার্থী হও।

যে স্মৃতি-স্বরূপ, সে-ই সর্বদা শক্তিশালী এবং বিজয়ী থাকতে পারবে এবং তাকেই সহজ পুরুষার্থী বলা হয়। সে সমস্ত পরিস্থিতিতে অবিচল থাকে। যাই হয়ে যাক, পাহাড়ের মতো বড় পরিস্থিতিও যদি চলে আসে, সংস্কার সংঘর্ষের মেঘ আসুক কিংবা প্রকৃতি পরীক্ষা নিক - কিন্তু সে অঙ্গদের মতো মন এবং বুদ্ধিরূপী পা-কে কখনো টলতে দেয় না। অতিক্রান্ত বিপর্যয়কে স্মৃতিতে আনার পরিবর্তে ফুলস্টপ লাগিয়ে দেয়। তার কাছে কখনো অমনোযোগী ভাব আসতেই পারে না।

স্লোগান:- জ্ঞানের সুস্পষ্ট অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য গুপ্ত ভাবে পুরুষার্থ কর।

বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের সমাপ্তি সমারোহে প্রাণ প্রিয় অব্যক্ত বাপদাদার মধুব অমূল্য মহাবাক্য

আজ বেহদের পিতা সেবার নিমিত্ত সেবানারী বাচ্চাদের দেখছেন। যে বাচ্চাকেই দেখেন , প্রত্যেকে, একজন অন্য জনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ আত্মা। তাই বাপদাদা প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ আত্মার বিশেষত্ব দেখছেন । বাপদাদা আনন্দিত এই জন্য যে প্রতিটি বাচ্চা এই বিশ্ব পরিবর্তনের কাজে আধারমূর্ত ও উদ্ধারমূর্ত। সব বাচ্চারাই বাপদাদার কাজে সদা সহযোগী আত্মা। এমন সহযোগী, সহজ যোগী শ্রেষ্ঠ বিশেষ আত্মাদের বা সেবার নিমিত্ত বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা অতি স্নেহের সোনালী পুষ্প দিয়ে স্বাগত ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান করছেন। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে মস্তক মণি, সন্তুষ্ট মণি, হৃদয় মণি রূপে দীপ্তিমান দেখেন। বাপদাদাও সদা একটি গান করেন , কোন গানটি করেন, জানো ? এই গানটি করেন -- বাঃ আমার বাচ্চারা বাঃ ! বাঃ মিষ্টি বাচ্চারা বাঃ ! বাঃ অতি প্রিয় বাচ্চারা বাঃ ! বাঃ শ্রেষ্ঠ আত্মারা বাঃ! এমন নিশ্চয় ও নেশা সদা অনুভবে থাকে তো তাইনা। সম্পূর্ণ কল্পে এমন ভাগ্য প্রাপ্ত হবে না যে ভগবান বাচ্চাদের জন্যে গীত গাইবেন । ভক্ত , ভগবানের গীত গায় । তোমরা সবাই অনেক গীত গেয়েছ । কিন্তু এমন কখনও ভেবেছিলে কি কখনও ভগবানও আমাদের জন্যে গীত গাইবেন ! যা কোনোদিন সংকল্পে ছিলনা তা সাকারে দেখছ। বিশ্ব শান্তির সম্মেলন করলে। সব বাচ্চারা ভাল কথা শোনাল আর মনের দ্বারা সর্ব আত্মাদের প্রতি শুভ ভাবনা , শ্রেষ্ঠ কামনার শুভ সংকল্পের ভাইরেশন জ্ঞান সূর্যের মতন চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। কিন্তু বাপদাদা সব ভাষণের সার তত্ত্ব বলে দিচ্ছেন। তোমরা তো চার দিন ভাষণ দিয়েছ আর বাপদাদা এক সেকেন্ডের ভাষণ দিচ্ছেন। সেই দুটি শব্দ হল " রিয়েলাইজেশন ও সলুশন " । যা কিছু তোমরা বলেছ তার সার তত্ত্ব হল রিয়েলাইজেশন । আত্মাকে যদি নাও বোঝে কিন্তু মানব মূল্যের কথা জানলেও শান্তি স্থাপিত হবে। মানব হল বিশেষ শক্তিশালী স্বরূপ। যদি এই টুকুও রিয়েলাইজ করে তো মানব স্বরূপের আধারেও মানব ধর্ম হল 'স্নেহ 'লড়াই নয়। এর থেকে একটু এগিয়ে চল -- মানব জীবন ও মানবতার আধার হল আত্মার উপরে নির্ভর। আমি কিরূপ আত্মা , আমি কি , এই রিয়েলাইজেশন হলেই শান্তি তো স্ব ধর্ম হয়ে যাবে। তারও আগে চলো -- আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা , আমি সর্বশক্তিমানের সন্তান , এই রিয়েলাইজেশন দুর্বলকে শক্তি স্বরূপ করে দেবে। শক্তি স্বরূপ আত্মা বা মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা যা চাইবে , যেমন চাইবে সব প্রাক্টিক্যালে করতে পারবে , তাই বলা হয়েছে যে সমস্ত ভাষণের সার তত্ত্ব একটাই ' রিয়েলাইজেশন ' সুতরাং বাপদাদা সব ভাষণ শুনেছেন তাইনা ! বাপদাদা সদা বাচ্চাদের সঙ্গেই আছেন । আত্মা।

সেবায় সমর্পিত সকল বাচ্চাদেরকে, সব জোনে-র বাচ্চাদেরকে, প্রত্যেকে যেন এই ভাবে যে বাবা আমাকে বলছেন। এক একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। সব বাচ্চারা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছে , তার রিটার্নে বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে নাম সহ রূপ তো দেখছেন , নাম সহ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এখন তোমরা যখন সময় পরিবর্তনের সূচনা দিচ্ছ তো বাপদাদার মিলনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হবে তাইনা। তোমাদের সকলের সঙ্কল্প হল আমাদের পরিবারের বৃদ্ধি হোক তবে তো পুরানো ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু এই ত্যাগেও সৌভাগ্য আছে। অন্যদের এগিয়ে দেওয়া মানেই নিজেকে এগিয়ে দেওয়া। এমন ভাববেনা যে বিদেশি বাচ্চারা বাপদাদার এত প্রিয় কেন , দেশের বাচ্চারা নয় ! বা কোনো বিশেষ বাচ্চারাই প্রিয় কেন । বাপদাদার জন্যে প্রতিটি বাচ্চা -ই হল হৃদয়ের ভরসা ,

মস্তকের মুকুট মণি তাই বাপদাদা সর্ব প্রথম নিজের রাইট হ্যান্ডস সহযোগী বাচ্চাদের মন ও হৃদয় দিয়ে , গভীর প্রেমের অনুভূতি দিয়ে স্মরণের ছোঁয়া দিচ্ছেন। এটা তো নিশ্চয়ই দূরের বাচ্চারা যারা আসে, যারা বাবার সাথে সম্বন্ধ তৈরি করতে আসে তাদের সকলকে তোমরা মনের আনন্দে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ আর নিয়ে যাবে।

এই সময়ে সেবার জন্য সবাই এসেছে তাই এও একরকম সেবা-ই হল। প্রত্যেকটি জোনের নাম নিতে হবে কি ? যদি একটি নাম বলা হয় আর অন্য কোনো নাম রয়ে যায় তাহলে ? তাই সব জোন এইটাই ধরে নাও যে বাপদাদা আমাদের প্রথম নম্বরে রেখেছেন। দেশ ও বিদেশের সকল জোন , এখন তো সবাই তোমরা মধুবন নিবাসী হয়েছ , তাই সর্ব শান্তির এই হল-এ (hall) উপস্থিত বাচ্চাদের , "ওম্ শান্তি ভবন" নিবাসী সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদা , সদা স্মরণে থাকো , স্মরণে থাকতে সাহায্য করো , প্রতিটি পদক্ষেপে স্মরণীয় চরিত্র নির্মাণ করতে এগিয়ে চলো। প্রতি সেকেন্ডে নিজের প্রাক্টিক্যাল জীবন রূপী দর্পণ দ্বারা সর্ব আত্মাদের স্ব - এর এবং বাবার সাক্ষাৎকার করাতে থাকো, এমন বরদানী মহাদানী সদা সম্পন্ন বাচ্চাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও নমস্কার।

রবার্ট ম্যুলার (এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল ইউ. এন.ও) এর উদ্দেশ্যে মহাবাক্য

তুমি সেবায় সর্বশ্রেষ্ঠ পার্টধারী আত্মা। যেমন মনে এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প আছে, যে কার্যের নিমিত্ত করা হয়েছে সে কার্য সম্পন্ন করবে। এই সঙ্কল্প বাপদাদা এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সহযোগ দ্বারা সাকারে আসতেই থাকবে। সঙ্কল্পটি খুব ভাল। ভাল ভাল প্ল্যানও করছ। এই প্ল্যানের মধ্যে যখন এই আধ্যাত্মিক শক্তি যুক্ত হবে তখন এই প্ল্যান সাকার রূপ লাভ করবে। বাপদাদার কাছে বাচ্চাদের সকল উৎসাহ উদ্দীপনা পৌঁছায়। সদা অটল থাকবে। সাহস রেখে এগিয়ে যাবে। সেই দিনটিও দেখা যাবে যে বিশ্বের চারিদিকে বিশ্ব শান্তির পতাকা উত্তোলিত থাকবে তাই এগিয়ে চল। দুনিয়ার লোকেরা হতোৎসাহিত করবে। তুমি কোরো না । এক বল এক ভরসা , এই নিশ্চয় নিয়ে চলতে থাকবে। কোনোরকম পরিস্থিতি আসলে বাবাকে সাথী করবে, তাহলে এমন অনুভব হবে যে আমি একা নই , আমার সঙ্গে বিশেষ শক্তি আছে। স্বপ্ন সম্পূর্ণ হবে। যেখানে বাবা আছেন , সেখানে যতই তুফান আসুক , সবই তোফা অর্থাৎ উপহারে পরিণত হবে। ' নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্ত্রী ' -- এই টাইটেল স্মরণে রেখো আমি হলাম নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন । আচ্ছা।

স্টিভ নারায়ণ (ভাইস প্রেসিডেন্ট, গুয়ানা) এর উদ্দেশ্যে মহাবাক্য :- নিজেকে বাবার হৃদয় আসনে বিরাজিত নিকটের রত্ন অনুভব করো ? দূরদেশের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়ের কাছে আছো। বাচ্চাদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে বাপদাদা আনন্দিত হন এবং একনম্বর করেন। সদা উড়ন্ত কলায় নিবাসরত , বাপদাদার নয়নের মণি (নূরে রত্ন) তাই বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

[আন্টি বেটীর (Auntie Betty) সঙ্গে] -- নতুন জন্মের সাথেই তোমার আশীর্বাদ প্রাপ্তি হয়েছে যে তুমি সার্ভিসেবল। অনুভবী মূর্ত। গুয়ানায় থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব সেবার জন্য নিমিত্ত হয়েছে এবং থাকবে। স্মরণের দ্বারা বাবার সহযোগ ও বরদান অনুভব হয় তাইনা ! তোমার স্মরণ বাবার কাছে পৌঁছায়। সর্ব সঙ্কল্প সিদ্ধি লাভ করে তাইনা ! তুমি এক শ্রেষ্ঠ আত্মা , তোমার একটি শ্রেষ্ঠ সংকল্পের দ্বারা সমস্ত পরিবার শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করছে। পদমণ্ডল ভাগ্যশালী তুমি।

"বিশ্ব শান্তির সম্মেলনে সম্মিলিত ভাই-বোনদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মধুর সন্দেশ"--- (দাদি গুলজার)

এতকাল যেভাবে গিয়েছি, সেই মতোই যেই আজ আমি বতনে পৌঁছেছি বাপদাদা খুব মিষ্টি দৃষ্টি দ্বারা সকল বাচ্চাদেরকে স্নেহপূর্ণ স্মরণ জানালেন। বাবার দৃষ্টিতে আজ এমন অনুভূতি হল যেন অতি শান্তি , শক্তি, প্রেম ও আনন্দের কিরণ প্রসারিত হচ্ছে। এমন রুহানী দৃষ্টি দ্বারা চারটিরই প্রাপ্তি হচ্ছিল । এমন অনুভব হয়েছিল যেন আমরা অনেক কিছু প্রাপ্ত করছি। এমনিতে বাপদাদা সব বাচ্চাদের স্বাগত জানিয়ে বলেন বাচ্চি, সবার স্মরণ সঙ্গে এনেছ ? আমি বললাম -- স্মরণ তো এনেছি সাথে সকলের আহ্বানের সঙ্কল্পও এনেছি , তখন বাবা বললেন এই সময়ে আমার সব এত প্রিয় বাচ্চারা , যারা এসেছে , জানবার জন্য এসেছে , এমন দিনও আসবে যখন শুধু মিলনের জন্যে আসবে। বাপদাদা তো সব বাচ্চাদের দৃশ্য বতনে থাকাকালীন সর্বদা দেখেন । এইরূপ বলতে বলতে বাবা একটি দৃশ্য দেখালেন -- যেমন ভারতবর্ষে ভক্তরা মন্দিরে শিবলিপ্সের প্রতিমা তৈরি করে, তেমনই প্রতিমা বতনেও দেখা গেল কিন্তু সেই প্রতিমা গোলাকার ছিল এবং সেই গোল আকারে অনেক চমকদার হীরে চারিদিকে দৃশ্যমান ছিল। সেই হীরের উপরে চার প্রকারের লাইট পড়ছিল। একটি রঙ সাদা , দ্বিতীয় সবুজ , তৃতীয় হালকা নীল আর চতুর্থ গোল্ডেন । কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লাইট শব্দে পরিণত হল। সাদা লাইট দিয়ে লেখা ছিল 'শান্তি' । দ্বিতীয় 'উদ্দীপনা' , তৃতীয় 'উৎসাহ' এবং চতুর্থ লাইট 'দিয়ে' 'সেবা' ।

তখন বাবা বললেন সব বাচ্চারাই অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা ও শান্তির সঙ্কল্প দ্বারা বিশ্বের সেবা করেছে। এক একটি আত্মা সংগঠিত রূপে দেখ কত জ্বলজ্বল করেছে। তারপর বাবা বললেন আমার বাচ্চারা আমায় যথা শক্তি জেনেছে , তবুও তারা আমারই সন্তান। আমার সব মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে স্নেহপূর্ণ স্মরণ দিও। যে বাচ্চারা এসেছে। সবার মুখে এই আওয়াজ তো শোনা যাবেই আমরা নিজের ঘরে এসেছি -- বাপদাদা বাচ্চাদের এই আওয়াজ শুনে মৃদু হাসলেন । যখন বাচ্চারা ঘরে আসে তো পুরো অধিকার নিতে এসেছে নাকি একটু ? তো বাবা বললেন -- সাগর তীরে এসে ঘটি ভরে নিয়ে যেও না বরং মাস্টার সাগর হয়ে যাও। খনিতে গিয়ে দু'মুঠো ভরে নিয়ে যেও না। তারপর বাপদাদা তিন ধরনের বাচ্চাদের তিন রকমের উপহার দিলেন ।

১. বাবা বললেন -- আমার কলমধারী বাচ্চারা (প্রেস কর্মীরা) যারা এসেছে তাদের বাপদাদা কমল বা পদ্ম ফুলের সওগাত দিচ্ছেন। আমার কলমধারী বাচ্চাদেরকে বোলো যেন সদা কমলাসনে বিরাজিত হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বের তমোগুণী ভাইরেশন থেকে মুক্ত এবং পিতা পরমাত্মার প্রিয় হও। যদি এমন স্থিতিতে স্থিত হয়ে কলম চালনা করবে, তবে তোমাদের ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিতও হয়ে যাবে আর ঈশ্বরীয় উদ্দেশ্যে কৃত (পরমার্থ) কার্যও সফল হবে।

২. ভি.আই. পি. বাচ্চারা যারা এসেছে তাদের বাবা সিংহাসন নয় হংস আসন দিয়েছেন। বাবা বললেন -- এই যে আমার ভি.আই. পি বাচ্চারা এসেছে তাদের মুখের কথায় শক্তি আছে। তাদের আমি হংস আসন দিচ্ছি। এই আসনে বসে সব কাজ করবে। হংস আসনে বসলে তোমাদের নির্ণয় শক্তি শ্রেষ্ঠ হবে আর যে কাজ করবে তাতে বিশেষত্ব থাকবে। যেমন চেয়ারে বসে কাজ করো তেমনই বুদ্ধি যদি হংস আসনে বিরাজিত হয় তবে লৌকিক কার্য দ্বারাও আত্মাদের স্নেহ ও শক্তি প্রাপ্ত হতে থাকবে ।

৩. স্যারেন্ডার সেবাধারী বাচ্চাদেরকে বাপদাদা একটি সুন্দর লাইটের ফুলের মালা দিয়েছেন । প্রতিটি লাইটে দিব্য গুণ লেখা ছিল। তাই বাবা বললেন -- আমার এই বাচ্চারা হল সর্ব গুণধারী গুণমূর্ত বাচ্চা । সব বাচ্চারাই এক বল এক মত হয়ে এই বেহদের যে সেবা করেছে , তার প্রতিদানে বাপদাদা এই দিব্য গুণের মালা সব বাচ্চাদের উপহার স্বরূপ দিচ্ছেন। আর শেষে বললেন সব বাচ্চাদেরকে এই মহাবাক্য শোনাতে যে সদা খুশীতে থাকবে , ভাগ্যবান হয়ে সকলকে খুশীর বরদানে , খাজানায় সম্পন্ন করবে। এমন মধুর মহাবাক্য শুনে, স্নেহ স্মরণ দিয়ে নিয়ে আমি নিজের সাকার বতনে অর্থাৎ স্থূল দুনিয়ায় পৌঁছে গেলাম।

বরদানঃ - বাপদাদার কাছে প্রাপ্ত সর্ব খাজানাকে কার্যে ব্যবহার করে বৃদ্ধি করতে পারে এমন জ্ঞানী-যোগী আত্মা হও।

ব্যাখ্যা: বাপদাদা বাচ্চাদের সর্ব খাজানায় সম্পন্ন করেছেন কিন্তু যে ঠিক সময়ে প্রতিটি খাজানাকে কাজে লাগায় তার খাজানায় সদা বৃদ্ধি হয়। তারা কখনও এমন বলতে পারেনা যে না চাইতেও হয়ে গেল। খাজানায় সম্পন্ন জ্ঞানী-যোগী আত্মারা প্রথমে ভাবে তারপরে করে। তাদের সময়ানুসারে টাচ হয় তারপরে তারা ক্যাচ করে প্রাক্টিক্যাল কর্ম করে। করার এক সেকেন্ড পরেও যদি কেউ ভাবে তাহলে তাকে জ্ঞানী আত্মা বলা যাবে না ।

স্লোগানঃ- স্বভাব ও বিচারধারায় অন্তর যদি বা থাকে, স্নেহের ক্ষেত্রে কোনো অন্তর থাকা উচিত নয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার বিদ্বজ্ঞানে নয়, যোগের উপর আসে, যোগ ছাড়া এই পড়ার ধারণা হতে পারে না, তাই যতটা সম্ভব যোগে থাকার পুরুষার্থ করো।"

প্রশ্ন :- বাবা জ্ঞান বা যোগ ধারণে অক্ষম বাচ্চাদের কিভাবে উপরে তুলে দেন ?

উত্তর :- বাবা সেইসব বাচ্চাদের ক্লাসে মহিমা করেন, ভালোবেসে কথা বলেন, হিম্মত দিয়ে বলেন - বাচ্চারা, তোমরা তো খুব ভালো। তোমরাই তো জ্ঞান - গঙ্গা হতে পারো। তোমরাই এই বিশ্বের মালিক হবে। আমি তো তোমাদের বিনা পয়সায় বাদশাহী দিতে এসেছি। তোমরা তাহলে কেন নেবে না ? তোমাদের রাহুর দশা লেগেছে কি ? মুরলী পড়, যোগে থাকো, তাহলেই গ্রহণ ছেড়ে যাবে। এমন সাহস দিলে বাচ্চারা আবার নতুন করে যোগ আর পড়াতে লেগে যায়। এই বিধিতেই অনেক বাচ্চাদের গ্রহের দোষ কেটে যায়।

গীত :- দূর দেশের অধিবাসী

ওম শান্তি। ভগবানুবাচঃ- এই দুটো শব্দই গীতার বলা হয়, যা মানুষ শুনে এসেছে। এই গীতা শাস্ত্র স্বর্গে ছিলো না। এ তো মানুষ পরে বসে বানিয়েছে। ভগবান উবাচঃ কি বলা হয় ? বাচ্চারা, মনমনাভব। শব্দ সেই এক সংস্কৃত, যা তোমরা শুনে এসেছো। তার কোনো অর্থও বুঝতে না। তিনি এসেই বললেন, মনমনাভব। যদি বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কি বলবেন, আমি পরমাত্মাকে স্মরণ করো ? তাহলে এ তো মিথ্যে হয়ে গেলো। এখানে পরমপিতা পরমাত্মা শিব শালগ্রামদের বলেন যে মনমনাভব, আমি পরমাত্মাকে স্মরণ করো, কেননা এখন সকলের মৃত্যু উপস্থিত। গুরু বা ভাই, বন্ধু যাদেরই মৃত্যুর সময় উপস্থিত হোক না কেন, তাদের বলে রাম নাম বলো, বা কৃষ্ণ বলো বা তাঁদের ছবি সামনে রেখে দেয়, রামের, কৃষ্ণের বা গুরু আদিদের। এখানে তো সমস্ত মানুষেরই মৃত্যু হবে। সকলেই বাণপ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে। ছোটো, বড় সকলকেই বাণীর থেকে বহুদূরে পরমধাম বা সাইলেন্স ওয়ার্ল্ডে যেতে হবে। তাকে নিরাকারী দুনিয়াও বলা হয়। সে হলো অহম অর্থাৎ আমি আত্মাদের দুনিয়া। এখানে এলেই আত্মা সাকারী হয়ে যায়। ওখানে কোনো শরীর নেই। আত্মা এখানে শরীর ধারণ করে অভিনয় করে। এখন বাবা বলেন যে বাচ্চারা আমি তোমাদের এখন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। আমি কালেরও কাল। অমৃতসরে এক অকালতত্ত্বও রয়েছে। অকাল যাকে কাল খেতে পারে না। এখন কালেরও কাল বলেন আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমাদের আবার এই অভিনয় করতে আসতে হবে। সৃষ্টির আদিতে প্রথমে কাদের পার্ট ছিলো ? কেননা এই সৃষ্টি হলো অনেক ধর্মের ঝড়। সকলেই নশ্বর অনুসারে আসে। প্রথমে হলো দেবতা ধর্ম। এখন সেই ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে। তার জ্ঞানও প্রায় শেষ। তাহলে শাস্ত্রতে কিভাবে এসেছে ? যেই সহজ রাজযোগের সাহায্যে তারা দেবতা হয়েছিলো, সে সবও প্রায় অবলুপ্ত। বাকি এই গীতা ইত্যাদি হলো ভক্তির সামগ্রী কেননা এই জ্ঞান তোমরা এখানেই পেয়ে থাকো। এর শাস্ত্র সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগে থাকে না। তাহলে দ্বাপরে কিভাবে আসবে ? ওখানে তোমাদের কোনো প্রকৃত গীতা থাকে না। নাটকের নিয়ম অনুসারে সেখানে ভক্তিমার্গের গীতা ইত্যাদি বানানো হয়। বলা হয়, আগে সাধু - মহাত্মাদের সুবুদ্ধি ছিলো। তাই তাঁরা বসে এই শাস্ত্র ইত্যাদি বানিয়েছিলো। নাটকের নিয়ম অনুসারে এ বানানোরই ছিলো। সেই সময় আসল জিনিস কোথা থেকে আসবে ? যেমন গান্ধীর সাথে

মোতিলাল আদিদের পাট ছিলো। এখন যদি তাদের নাটক তৈরী করা হয়, তাঁরা কোথা থেকে আসবে। তারা তখন নকলই বানাবে। এখন ব্রহ্মার স্থাপনার পাট চলছে। কিসের স্থাপনা? বাচ্চারা জানে যে দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা সত্যযুগের জন্য হচ্ছে, তাই বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে। এখানে বসে থাকলে টেপ শোনা উচিত বা মুরলী রিপিট করা উচিত বা যোগে বসা উচিত যাতে বিকর্ম বিনাশ হয়। সারাদিন তো কাজেই থাকো। সেখানে খুব মুশকিলেই যোগ করতে পারো। এখানে মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মায়া জ্ঞানের দ্বারা দূর করা যায় না, যোগের দ্বারাই দূর করা যায়। সংকল্প - বিকল্প যোগে থাকতেই দেয় না। পড়াতে এতো বিঘ্ন আসে না। হ্যাঁ, যদি যোগ না হয় তাহলে পড়ার ধারণা হবে না। জ্ঞানের থেকে যোগ সহজও। বুড়ি মায়েরা বলে থাকে, আমাদের মাথায় এতো পয়েন্টস ঢোকে না। তখন বাবা বলেন, আচ্ছা, আমার স্মরণে তো থাকো।

বাবা বলেন, হে ভক্ত, ভক্ত তো সবাই। কিন্তু আমরা হলাম হারানিধি ভক্ত, যারা সম্পূর্ণ অর্ধেক কল্প ভক্তি করেছিলো। সবাই তো সম্পূর্ণ ভক্তি করে না। কাল পর্যন্ত যারা আসতে থাকবে, তারা এত সময়ই ভক্তি করবে। কিন্তু তোমরাই পূজ্য বা পূজারী হও। এও বাচ্চারা জেনে যায়। যারা বাচ্চা হয়, তারা বাবার শ্রীমতে চলে। বোঝে যে এরা আমাদেরই কুলের, যারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে আমাদের পরমাত্মাই পড়ান, তারাই হলো প্রকৃত বাচ্চা। প্রকৃত বাচ্চারা বলিহারি যায় আর সৎ বাচ্চারা কখনোই বলিহারি যায় না। এতে ভয় পেলে চলবে না। ভক্তিতে তো বলি দিয়েই এসেছো ঈশ্বরের জন্য কিছু না কিছু দান করেই এসেছো। এও বলি দেওয়া। তারপর বলে থাকো, পরমাত্মা পুত্র দিলো, ধন দিলো। কিন্তু মানুষ এর অর্থ জানে না। তোমরা এখন জানো যে এইসব বাবাই ভক্তির জন্য অল্পকালের রিটার্ন দিয়ে এসেছেন। সত্যযুগে এমন হয় না। তোমরা ভক্তিতে যা করে এসেছো তা সত্যযুগে হয় না। না কোনো গরীব থাকে যাকে দান করতে হয়। না কোনো শাস্ত্র থাকে না মন্দির থাকে। এ সবই ভক্তিমার্গের সামগ্রী যা সত্যযুগে থাকে না। এই জ্ঞানও প্রায় লোপ হয়ে যায়। সেখানে কোনো পুরুষার্থ করতে হয় না যার প্রালব্ধ পাওয়া যায়। সারা প্রালব্ধই হলো এই সময়ের পুরুষার্থের। ইসলামী বা বৌদ্ধদের জ্ঞান তো পরম্পরা ধরে চলে কারণ তাদের স্থাপনা পরে বিনাশ হয় না। তাই তাদের সবই মনে থাকে। কিন্তু তোমাদের পরে বিনাশ হয়ে যায় আর এতে সবই শেষ হয়ে যায়। তারপর দ্বাপরে আবার বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি বের হয়। এ সবই হলো গীতার সন্তান। এ সবকে ধর্মশাস্ত্র বলা হবে না কারণ ধর্মশাস্ত্র তাকেই বলা হয় যার দ্বারা ধর্মের স্থাপনা হয়। যেমন ক্রাইস্টের মহাবাক্যকে বলা হয় এ হলো দেবদূতের মহাবাক্য। ক্রাইস্টকে গড ফাদার বলা হবে না কারণ তাঁকে ভগবানের সন্তান মনে করা হয়। বলা হয় ভগবান খৃষ্টান ধর্ম স্থাপন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাই তাঁকে তাঁর ধর্মের পালন তো করতেই হবে। সত্যো, রজো আর তমোতে আসতেই হবে। তারা এই জ্ঞান জানে না যে ঘরে ফিরে কেউই যেতে পারবে না।

আচ্ছা - বাবা বোঝান যে, ওরা গীতা যদিও বা বানিয়ে থাকে, তার স্মরণও আছে। দেবতা ধর্মের শাস্ত্রও কিন্তু তাকে মিথ্যে বানিয়ে দিয়েছে। সত্যি হলো আটায় নুনের মতো, কেননা পরে বানানো হয়েছে। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে কারোর জ্ঞানই ছিলো না। তারা খোড়াই বুঝতো, সত্যযুগের সোনা আর হীরের মহল কোথায় চলে গেলো? কেন গেলো? বলা হয় যে দ্বারিকা নীচে সাগরে চলে গিয়েছে। কিন্তু সাগরে যায় না। ভূমিকম্প ইত্যাদিতে সবই শেষ হয়ে যায়। এরপর স্বর্গের নাম - নিশানা কিছুই থাকে না। প্রালব্ধ ভোগ করে যখন সব শেষ হয়ে যায় তখন তার নাম - নিশানা

কিছুই আর থাকে না । না কোনো ইতিহাস থাকে । যেমন মন্দির বানানো হলে তার একটা ইতিহাস থাকে । পূজো কবে থেকে শুরু হয়েছিলো ? মহম্মদ গজনীতে কবে এসেছিলো ? কেমনভাবে ভারতের ধন লুণ্ঠ করেছিলো, এইসব জ্ঞান হলো বুদ্ধির জন্য ভোজন । কিন্তু যোগ যদি ঠিকঠাক না হয়, তাহলে শোনার সময় খুশী হবে কিন্তু বুদ্ধিতে ধারণ হবে না, পবিত্র না হলেও ধারণ হবে না । এতে কেউই কোনোভাবে বশ করতে পারবে না কারণ এ কোনো শাস্ত্রের জ্ঞান নয় । শাস্ত্রের কথা তো সবাই কন্ঠস্থ করে নেয় । এ তো ২১ জন্মের জন্য পড়া । ওখানে যদিও বা বাবার সিংহাসনে অধিষ্ঠান করো সেও হলো এই প্রালঙ্কের ফল । দেবতারা একজন আর একজনকে আশীর্বাদী বর্ষা দেন না, তাই বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো । মৃত্যু সামনে উপস্থিত । তোমাদের মাশ্বা, বাবাকে অনুসরণ করতে হবে । দুনিয়ার লোক সন্ন্যাসীদের নামমাত্র অনুসরণকারী হয় । ওখানে হলো দেব - দেবীদের রাজ্য । যেখানে রাজা - রানী, ভগবতী - ভগবান যেমন, তেমনই প্রজা , এরজন্যই বাবা এখন পড়াচ্ছেন । এমন নয় যে তিনি এখন আশীর্বাদ করবেন । তাঁর পড়ানোই হলো আশীর্বাদ । শিক্ষককে কি বলবে যে আশীর্বাদ করো যাতে ১০০ নম্বর পেতে পারি ? বাবা তো পড়ান, এই পড়া সবার জন্য । খুস্তান হোক বা বৌদ্ধ বলা হয় সর্ব ধর্মোনি এ সব তো দেহের ধর্ম । বলা হয় এই সবকিছুকে ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । আত্মা তো সবাই অমর । এক বাবারই সব বাচ্চা, তাই বলা হয় দেহের যারা ধর্ম যেমন মামা, কাকা, এদের ছেড়ে নিজেকে একা আত্মা নিশ্চিত করো আর আমাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর কোনোই রাস্তা নেই, একেই যোগ অগ্নি বলা হয় ।

বাবার পত্রে চিটচ্যাট করা হয় যা মধুবনে রাতে শোনানো হয় । মধুবনে বাবা হাসান, উৎসাহ দেন, বলেন, তোমরা খুব ভালো, জ্ঞান - গঙ্গা হতে পারো । তোমরা কি টেলিফোন অফিসে চাকরী করো ? তোমরা তো মহারানী হবে । পড়ে যাওয়া মানুষদেরও তোমরা ওঠাতে পারো । বাবা বলেন - আমি জানি অনেকেরই রাহুর দশা লাগে । খবর এলে বাবা তাদের তুলে ধরেন । আমি তোমাদের বিনা পয়সায় বাদশাহী দিতে এসেছি, তোমাদের কি হয়েছে ! রাহুর দশা লেগেছে ? যোগে থাকো, মুরলী শোনো । এমন চিঠি লিখতে হয় । অনেক প্রকারের চিঠি আসে । কারোর যদি কারোর সাথে মনের সম্পর্ক তৈরী হয় তখন নিজেদের মধ্যে প্ল্যান তৈরী করে যে আমরা গন্ধর্ব বিবাহ করবো । আমি তোমাকে বাঁচাচ্ছি, বন্ধন মুক্ত করছি । বাবা বলেন, কেমনভাবে বাঁচাবে ? প্রথমে তুমি কি নিজে মায়া মুক্ত হয়েছে ? বাবার মত নিয়েছো কি ? শ্রীমত না নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিয়ের কথা বলছো ? তখন মায়া তোমাদের হরণ করে নেবে । সূক্ষ্ম ভাবে যদি মন লেগে যায় তখন এমন কথা বলতে থাকে । বাবা ভাবেন এরা রসাতলে যাচ্ছে । বিয়ের সম্বন্ধ তো মাতা - পিতা করেন, তোমরা বোকারা তো লুকিয়ে নিজেদের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলছো । তোমরা জানোই না যে এমন এমন বিঘ্ন আসে । গুড় জানে আর গুড়ের বস্তু জানে । বাবা তো সব বাচ্চাদেরই জানেন, যে কেউই জিজ্ঞেস করতে পারে - বাবা, আমি তোমার নিজের সন্তান না সৎ সন্তান । এখন শরীর ত্যাগ করলে কি পদ পাবে ? শরীরের উপর কারোর ভরসা নেই । স্টীমার যদি ডুবে যায় বা এরোপ্লেন যদি পড়ে যায় তাহলে কি গতি হয় ! মৃত্যু তো সবারই শিয়রে, তাই আজকের কাজ কাল ফেলে রেখো না । না হলে ধর্মরাজপুরীতে সাক্ষাৎকার হবে । দেখো, কাল - কাল করে কাল খেয়ে ফেলেছে । শ্রীমতে না চললে রাজ্য পদ হারিয়ে ফেলবে । অল্প শুনলেও স্বর্গে চলে আসবে । এরপর যে যতটা স্থাপনাতে সাহায্য করবে সে তত উঁচু পদ পাবে । যেমন গান্ধীজীকে সাহায্য করে কত লোক জেলে গিয়েছিলো । কত লোক মারা গিয়েছিলো, পরিবর্তে তারা কি পেয়েছিলো ? কেউ কেউ সাহকার কংগ্রেসীদের কাছে গিয়ে জন্ম নিয়েছিলো । এখন খুব অল্প সময় বাকি আছে । তাহলে কি সুখ পেয়েছো ? জ্ঞান শুনে যদি যাও

তাহলে কিছুই ব্যর্থ যাবে না। এখানে কিছুই ছাড়ানো হয় না। এ তো ওরা বিকারের জন্য বিরক্ত করেছিলো, তখন ভীষণ সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে পরে তাকে ছাড়তে হয়েছিলো। না হলে কি করা যাবে! তাই বাবাকে আশ্রয় দিতে হয়েছিলো। এমন তো এখনো পর্যন্ত আশ্রয় নিতে থাকে, এখানে তো তাড়িয়ে দেবার কোনো কথাই নেই। নাটকের নিয়ম অনুসারে এই গোশালা তো হতেই হবে। সবই তো বাচ্চা কিন্তু ওরা গোশালা নাম দিয়ে দিয়েছে। বলা হয় যে কৃষ্ণ যখন নদী পার করেছিলো তখন গরুরাও সঙ্গে পার হয়েছিলো। এ সবই এই সময়ের কথা। এই সব বিষয়ের আগে জ্ঞান নাও আর বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নাও। যদিও কাজ করো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বিতীয় কোর্স করো। বিলেতে থাকলেও অবশ্যই মুরলী পড়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহের সম্বন্ধকে ভুলে নিজেকে এক আত্মা মনে করতে হবে। বাবার কাছে সম্পূর্ণ মনপ্রাণ সঁপে দিতে হবে। এতে ভয় পেলে চলবে না।

২) ধর্মরাজের সাজার থেকে বাঁচার জন্য আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখলে চলবে না। পড়ার হিসেবে বাবার আশীর্বাদ নিতে থাকবে।

বরদান :- কর্ম আর যোগের ব্যালেন্সের দ্বারা নির্ণয় শক্তি বাড়িয়ে সদা নিশ্চিত হও।

সে-ই সর্বদা নিশ্চিত থাকে যার বুদ্ধি সঠিক সময়ে সঠিক জাজমেন্ট দেয় কেননা দিন - দিন সমস্যা, পরিস্থিতি আরো গভীর হবে, এমন সময়ে কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স থাকলে নির্ণয় শক্তির দ্বারা সেই পরিস্থিতি সহজেই পার করতে পারবে। এই ব্যালেন্সের কারণে বাপদাদার থেকে যে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে তাতে কখনোই সংকল্পেও কোনো আশ্চর্যজনক প্রশ্নের উৎপত্তি হবে না। কেন এমন হলো? অথবা এ কি হলো? এমন প্রশ্ন মনে আসবে না। সর্বদা এই নিশ্চয় পাকা হবে যে, যা হচ্ছে তাতেই কল্যাণ লুকিয়ে আছে।

স্লোগান :- এক বাবার থেকেই সর্ব সম্বন্ধের রস গ্রহণ করো আর কারোর কথাই যেন স্মরণে না আসে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেদের মধ্যে একে অপরের জন্যে সম্মানের ভাবনা রাখতে হবে, নিজেকে সর্ব জ্ঞানী ভাববেনা না, বুদ্ধিতে এই কথাটি রাখবে - যে কর্ম আমি করব , আমায় দেখে সবাই করবে"

প্রশ্ন:- কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত করতে খুব পরিশ্রম করতে হয় ?

উত্তর :- গৃহস্থে থেকে স্ত্রী পুরুষের ভাব শেষ হয়ে যাওয়া, মনেও যেন কোনো রকম সঙ্কল্প বিকল্প না আসা। আমরা আত্মা আমরা হলাম ভাই ভাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান আমরা হলাম ভাই বোন, এই অবস্থা প্রাপ্ত করতে সময় লাগে। সঙ্গে থাকলেও বিকারের আগুন লাগবে না । ক্রিমিনাল এসল্ট না হয় , তারই অভ্যাস করতে হবে। মাতা পিতা যাঁরা হলেন সর্ব সম্বন্ধের স্যাকারিন, তাঁদেরই স্মরণ করতে হবে। ।

গীত : - দুনিয়া যতই বদলে যাক , আমরা বদলাব না

ওমশান্তি। এ হল বাচ্চাদের প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা কখনো মুখে বলা হয়না। যখন বাচ্চারা বাবার পরিচয় প্রাপ্ত করে তখনই প্রতিজ্ঞা হয়ে যায়। পদ মর্যাদা প্রাপ্তির জন্যে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হয়ে পুরুষার্থ করে । স্কুলে সবাই স্বতন্ত্র ভাবেই পুরুষার্থ করে যাতে উচ্চ পদ প্রাপ্তি হয়। এখানে আত্মা পড়াশোনা করে এবং পরমাত্মা পড়ানোর জন্যে জীবাত্মায় পরিণত হন। এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে (ব্রহ্মাকে) ও ব্রহ্মা মুখ বংশীদের পড়ান। স্বয়ং ব্রহ্মাকে মুখ বংশী বলা হবে না। ব্রাহ্মণ হল ব্রহ্মা মুখবংশী। ব্রহ্মা শিবের মুখ বংশী নয়। শিববাবা এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করে আপন করেন। ইনিও হলেন রচনা। প্রথমে ব্রহ্মাকে রচনা করেন , বিষ্ণুকে রচনা করেন না। গায়নও আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর। বিষ্ণু, শঙ্কর ও ব্রহ্মা বলা হয়না। সর্ব প্রথম ব্রহ্মার রচনা করেন। ব্রহ্মার অক্যুপেশান আলাদা। প্রতিটি কথা বুঝতে হবে। এঁনাকে (শিববাবাকে) স্বমেব মাতাশচ পিতা ... বলা হয়। উনি তো হলেন নিরাকার তাইনা। তখন সাকার রূপে মাতা পিতা প্রয়োজন হয় তো জিজ্ঞাসা করে -- মাম্মার মাতা আছে ? বলে হয় হ্যাঁ। ব্রহ্মা, মাম্মারও মাতা । ব্রহ্মার কোনো মাতা নেই। এই মাতা (ব্রহ্মা) স্ত্রী না হওয়ার দরুন সরস্বতী কে মাম্মা সম্বোধন করা হয়। বাবা পড়ালে এনারাও পড়েন। যেমন তোমরা স্টুডেন্ট তেমন এনারাও। শিববাবা স্টুডেন্ট নয়।

তোমরা বাচ্চারা ব্রহ্মার পদ মর্যাদা দেখছ যে ইনি সবচেয়ে বেশি পড়েন। দেখছ যে ইনি একেবারে কাছে আছেন। সবার আগে কার কানে যায় ?এই ব্রহ্মা হলেন সবচেয়ে কাছে। সুতরাং বলা হবে মাম্মা বাবা বেশি পড়েন, তারপরে নম্বর অনুযায়ী সব বাচ্চারা পড়ে। যদিও বাবা বলেন জগদীশ বাচ্চা মাম্মা বাবার চেয়েও ভালো বোঝায়। বাবার মুরলি পড়ে , ধারণা করে গীতা ম্যাগাজিন ইত্যাদি তৈরি করে কারন সে শাস্ত্র ইত্যাদিও পড়েছে। ইংরেজিতেও দক্ষ। একেই বলে হয় সম্মান। স্টুডেন্টদের একে অপরের সম্মান করা উচিত। বাবাও সম্মান করেন তাইনা। সুতরাং ফলো করা উচিত। যদিও এখনো ১৬ কলা সম্পন্ন হয়নি। নম্বর অনুসারে তো আছেই তাইনা। একটু আধটু ভুল সবার হাতেই থাকে তাই নিজেকে সর্ব জ্ঞানী ভাববেনা। যেমন কর্ম বাবা করেন অথবা আমি করব , আমায় দেখে সবাই করবে। তাই একে অপরের সম্মান করতে হবে। বাবাকেও সম্মান করতে হয়। লোকে বলে এরা স্ত্রী পুরুষকে ভাই বোন করে দেয়। যে বুদ্ধিমান হবে সে চট করে বলবে সবাই

হল পরমাত্মার সন্তান ফলে ভাই বোন তো হলই তাইনা। প্রজাপিতার সন্তান হল ভাই বোন কিনা। ভাই বোন হয় তো ভালো কথা তাইনা। বাবার সন্তান হলে বর্ষা প্রাপ্ত হবে। বর্ষা প্রাপ্ত হবে --- শিববাবার কাছে ব্রহ্মা বাবা দ্বারা। সুতরাং ব্রহ্মাকুমার কুমারী হতে হবে। তারপরে কখনো বিকারে যেতে পারবেনা। নাহলে ক্রিমিনাল এসল্ট হয়ে যাবে। বাবা কত ভালো ভাবে বোঝান। পবিত্র থাকার যুক্তি বলে দেন। স্ত্রীও বলে বাবা, পুরুষও বলে বাবা। তাহলেই স্ত্রী পুরুষের ভাব মিটে যাবে। এরকমও বলা হয় যে আদম বিবি দ্বারা সৃষ্টি রচনা হয়েছিল অর্থাৎ সবাই তাদের সন্তান হল কিনা। ভাই বোন হল তো। কুমার কুমারীদের জন্যে এত পরিশ্রম নেই। যে সিঁড়ি চাপবে তাকে তো নামতেই হবে। তাই নামতেই পরিশ্রম। এমন নয় দু'জনকে আলাদা থাকতে হবে। শুধু সাথী রূপে থাকো। সত্যযুগে কেউ অপবিত্র হয়না। এবং সেখানে সন্তানের অপেক্ষা করা হয়না। এখানে সন্তান জন্মের অপেক্ষা করে। সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎকার হয়। মানুষ তো বলে এই কিভাবে সম্ভব। এবারে এখানকার বিকারী মানুষ কি করে বুঝবে সেখানে সবাই নির্বিকারী হয়। সেখানে দেহ অভিমান হয়না। এখানে দেহ অভিমান থাকে। দেহ ত্যাগের পরে লোকেরা কত কাঁদে। সেখানে কান্না কাটি নেই। সেখানে সময় অনুযায়ী সাক্ষাৎকার হয় যে এই শরীর ছেড়ে প্রিন্স হতে হবে। এখানেও তোমরা সাক্ষাৎকার করো যে তোমরা ভবিষ্যতে মহারাজা মহারানী হবে। কৃষ্ণের মতন সন্তান কোলে আসছে, মানস পটে দেখে। সাক্ষাৎকার দ্বারা জানা যায় না যে সূর্যবংশী মহারাজা মহারানী হবে নাকি চন্দ্রবংশী কেননা এই কথাটি একেবারেই নতুন কথা তাই বলা হয় প্রথমে বাবার পরিচয় প্রাপ্ত করো , বাবাকে বলেন দেখো আমি কত লাভলী।

বাবা বলেন সর্ব সম্বন্ধের স্যাকারিন হলাম আমি , আমি বলি আমায় স্মরণ করো। বলা হয় স্বমেব মাতাশ্চ পিতা এক একটি কথায় নিশ্চয় হওয়া উচিত। কিন্তু কোনো না কোনো কথায় সংশয় এসে যায়। ফলে রাজার পদমর্যাদা লাভ হয়না তাই বাবা বলেন মন্বনাভব। বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তুমি প্রেমিক (আশিক) । এ হল রূহানী প্রেমিক প্রেমিকা (আশিক - মাসুক) । এই কথাটি পাকা করতে হবে যে আমরা আত্মারা হলাম পরমাত্মার প্রেমিক। কৃষ্ণ সবার প্রেমিকা হতে পারেনা। কৃষ্ণকে সবাই স্মরণও করেনা। এই বাবা -ই বলেন মন্বনাভব। এবারে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে , নাটক পূর্ণ হবে, বাড়ী ফিরতে হবে। সুতরাং বাড়ীর কথা স্মরণে আসবে। প্রত্যেকটি কথা মুরলিতে বোঝানো হয়েছে। বাচ্চারা মুরলি নোট করে না আর সেই কথা গুলি বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। মুখ্য কথা হল প্রেমিক ও প্রেমিকার (আশিক-মাসুকের)। সব ভক্তরাই হল প্রেমিক (আশিক) কারণ পরমাত্মাকে স্মরণ করে। তারা বলে আমার তো এক দ্বিতীয় কেউ নয়। তোমরা বাচ্চারা এই সময়ে নতুন কথা শুনছ। কিন্তু শুনতে শুনতে মায়া চড় লাগিয়ে দেয়। রাবণ কি কোনো অংশে কম নাকি। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান , মায়াও হল সর্বশক্তিমান। অর্ধকল্প মায়ার রাজত্ব চলে। এখন বাবা বলেন ৫ বিকারের দান করে গ্রহণ থেকে মুক্ত হও। তবুও একেবারে মুক্তি হয়না। অনেকে দান দিয়ে ফেরত নিয়ে নেয়। এটা টাকা পয়সার কথা নয়, বিকারের কথা। সাধু সন্ন্যাসীরা বলে দান দিয়ে ফেরত নিতে নেই। কারণ তাতে তাদের উপার্জন হয়। অনেক মানুষ সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে বলে সন্তান চাই। তারা বলে আমাদের আশীর্বাদে হয়ে যাবে। যদি সন্তানের জন্ম হয় তবে বলবে আমরা দিয়েছি। মৃত্যু হলে বলবে ভবিতব্য। যদি একজনের কোনো কাজ সম্পন্ন হলো তাহলে অনেকের বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায়। এইভাবেই তাদের বৃদ্ধি হয়। একদিকে নিজেদের মহিমা করে আর অন্য দিকে ভবিতব্য বলে দেয়। এইসময় তোমরা হলে আন নোন ওয়ারিয়র্স অর্থাৎ গুপ্ত যোদ্ধা । তারা যে আন নোন ওয়ারিয়র্স , তাদের স্মারক চিহ্ন বিশাল আকারে তৈরি

হয়। বলা হয় সৈনিকদের সম্মানে শ্রদ্ধা পুষ্প অর্পণ করো। যার বিষয়ে কোনো তথ্য জানা নেই, তাদের স্মারক চিহ্ন তৈরি হবে কিভাবে। এখন তোমরা আন নোন (unknown) পরবর্তী সময়ে তোমরা ভেরি ওয়েল নোন (very well known) হও। তোমাদের মন্দির তৈরি হয় এখন তোমরা গুপ্ত রূপে রামরাজ্যের স্থাপনা করছ। আচ্ছা --

তোমরা যে হলে মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চা ! ৫ হাজার বছর পরে মিলন হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া সন্তান প্রাপ্তি হলে মা বাবার কতখানি আনন্দ হয় , সন্তানও বাবা বাবা বলবে। তো এখন বিনাশ হয় ফলে তোমরা হারিয়ে যাও অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে দূরে চলে যাও। তারপর কল্পের অন্ত সময়ে পুনরায় বাবার সঙ্গে মিলন হয় তাই মাতা পিতার কত খানি ভালোবাসা প্রাপ্ত হয়। অর্ধেক কল্প তোমরা সুখ ভোগ করো , ধীরে ধীরে সময় পেরোলে দুঃখ ভোগ করো। সন্ন্যাসীরা বলে -- কাক বিষ্ঠা সম সুখ আছে এই জগতে। সেইটি বিকারের উদ্দেশ্যে বলা হয়। গুরু নানক বলেছেন --- ময়লা বস্ত্র পরিষ্কার করেন , তাহলে কে পরিষ্কার করবে ! তিনি হলেন একমাত্র পরমাত্মা , যাঁকে বলা হয় একওঙ্কার শিখ ধর্মের লোকেরা এই গীত গাইতে থাকে। এই গীত বুঝবার জন্যে তোমাদের খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে কারণ আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ফলে আত্মাও তীক্ষ্ণ হয়। কেউ খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধারী হয়ে যায়। মায়েরা , কন্যারা খুব ভালো ভাবে দাঁড়িয়ে যায়। তা নাহলে মায়েরা বসে স্বামীদের বোঝাবে এর জন্যে খুব সাহসী ও নির্ভয় হতে হবে। বাকিরা তো সবাই নরকবাসী, দুর্গতিতে আছে। তারা ভক্তিতে করতালি সহ নৃত্য করে , তাতে সদগতি তো হয়ই না। তোমরা বাচ্চারা সদগতিতে যাওয়ার জন্যে একেবারে চুপ করে থাকো। নারাদ বলে আমি লক্ষ্মীকে বরণ করব। বাস্তবে লক্ষ্মীকে বরণ করার পুরুষার্থ তোমরা করছ । ভক্তরা তো বরণ করতে পারবে না। লক্ষ্মী নারায়ণের কিভাবে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, কবে হয়েছে এবং এখন তারা কোথায় , এইসব শুধু তোমরা জানো তোমরা মন্দিরে গিয়ে মাথা নত করোনা। বাস্তবে তোমরা হলে আস্তিক (ভগবানে বিশ্বাসী) -- নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। তারা তো নাস্তিক যারা পরমাত্মাকে জানেনা । এখন তোমরা সনাতনে পরিণত হয়েছ তারপর মায়া চড় লাগিয়ে দেয় ফলে অনাথ হয়ে যাও। যদিও তারা বৃদ্ধ কিন্তু মায়া তাদেরও যুবকে পরিণত করে(বিকারী হয়ে যায়) । মায়ার ঝড় আসে। তোমাদের একে অপরের হাত ধরে , সহযোগী হয়ে এই নতুন যাত্রায়, বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে বুদ্ধির যাত্রার উপরে। অচল অটল অঙ্গদের মতন হতে হবে। অন্তিম সময়ে এই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) একে অপরের হাত ধরে, সহযোগী হয়ে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা যিনি হলেন সর্ব সস্বন্ধের স্যাকারিন, তাঁকেই ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে।

২) যেমন বাবা প্রত্যেকটি বাচ্চাকে সম্মান করেন , তেমনভাবে বাবাকে ফলো করতে হবে। নিজের গুরুজনদের সম্মান নিশ্চয়ই করতে হবে।

বরদান :- এক-এর পাঠ স্মৃতিতে রেখে তপস্যায় সফলতা প্রাপ্তকারী নিরন্তর যোগী হও ।

ব্যাখ্যা: তপস্যার সফলতার বিশেষ আধার বা সহজ সাধন হল --- এক শব্দের পাঠ পাকা করো। তপস্যা অর্থাৎ একের হওয়া, তপস্যা অর্থাৎ মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করা , তপস্যা অর্থাৎ একান্তপ্রিয় থাকা, তপস্যা অর্থাৎ স্থিতিকে একরস রাখা, তপস্যা অর্থাৎ সকল প্রাপ্ত খাজানাকে ব্যর্থ হতে না দেওয়া অর্থাৎ ইকোনমি করা। এই একের পাঠটি স্মরণে রাখলে নিরন্তর যোগী, সহজ যোগী হয়ে যাবে। পরিশ্রম থেকে মুক্তি পাবে।

শ্লোগান - অজ্ঞাতকারী হল সে যে মন ও বুদ্ধিকে মনমত থেকে সর্বদা মুক্ত রাখে ।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য

১) "সত্যযুগে এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হয়না"

যদি কেউ এই প্রশ্ন করে যে এই যে আমরা এই সঙ্গম সময়ে ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রাপ্ত করি সেই জ্ঞান আবার আমাদের সত্যযুগে প্রাপ্ত হবে কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বোঝানো হয়েছে যে সত্যযুগে আমরা সবাই জ্ঞানস্বরূপ হয়ে থাকব। দেবতাদের প্রালঙ্ক ভোগ করি, সেখানে জ্ঞানের আদান প্রদান হয়না, জ্ঞানের প্রয়োজন এখন হয় অজ্ঞানীদের । কিন্তু সেখানে তো সবাই হবে জ্ঞান স্বরূপ, সেখানে কেউ অজ্ঞানী থাকেই না, যে জ্ঞান দেওয়ার দরকার হবে। এখন এই সময়েই আমরা সম্পূর্ণ বিরাট ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে জানি। আদিতে আমরা কে ছিলাম , কোথা থেকে এসেছিলাম , মধ্যতে কর্মবন্ধনে জড়িয়ে কিভাবে নীচে নেমেছি , অন্তে কর্মবন্ধন থেকে অতীত বা মুক্ত হয়ে কর্মাতীত দেবতায় পরিণত হই। এখন যে পুরুষার্থ চলছে যার সাহায্যে আমরা ভবিষ্যতে সত্যযুগের দেবতায় পরিণত হই। যদি সেখানে এই জ্ঞান থাকে যে আমরা দেবতার নীচে নামব তবে এই কথা মনে পড়লেই খুশী হারিয়ে যাবে। তাই সেখানে নীচে নামবার জ্ঞান থাকে না । একথা সেখানে জানা থাকেনা, আমরা এই জ্ঞান এখানেই প্রাপ্ত করি যে আমাদের উপরে উঠতে হবে আর সুখী জীবন প্রাপ্ত করতে হবে। তারপর অর্ধকল্প নিজের প্রালঙ্ক ভোগ করে নিজেকে বিস্মৃত করে মায়ার বশীভূত হয়ে নীচে নামি। এই হল উত্তরণ ও অবনমনের অনাদি সৃষ্টি খেলা । এই সমস্ত জ্ঞান এখন বুদ্ধিতে আছে সত্যযুগে থাকবেনা।

২) "প্রাক্তিক্যালে ঈশ্বরের সন্তান না হলে ঈশ্বরীয় দরবারে কিছুই জমা হয়না"

অনেক মানুষ এমন ভাবে যে আমরা যে কর্ম করি , সে ভালো হোক বা খারাপ তার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। যেমন কেউ যদি দান পূণ্য করে, যজ্ঞ করে , পূজা পাঠ করে তারা ভাবে আমরা ঈশ্বরের অর্থে যে দান করি সেসব পরমাত্মার দরবারে পৌঁছে যায়। যখন মৃত্যু হবে তখন ফল প্রাপ্ত হবে ও আমাদের মুক্তি হবে। কিন্তু এ কথা তো আমরা জেনেছি যে এইসব কর্ম করলে সদাকালের জন্যে কোনো লাভ হয়না। যেমন কর্ম করবে তার ফল অনুসারে অল্পকালের ক্ষণ ভঙ্গুর সুখের প্রাপ্তি অবশ্য হবে। কিন্তু যতক্ষণ এই প্রাক্তিক্যাল জীবন সদা সুখী হবে না ততক্ষণ এর রিটার্ন প্রাপ্ত হবে না । যদি আমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করি এই যে যা কিছু তোমরা করে এসেছ, এর পুরো লাভ তোমরা পেয়েছ কি ? এ কথা শুনে তারা নিরুত্তর হয়ে যায়। এবারে পরমাত্মার কাছে পৌঁছেছে কিনা সে আমরা কি করে জানব ? যতক্ষণ নিজের প্রাক্তিক্যাল জীবনে কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়নি ততক্ষণ যতই পরিশ্রম

করো মুক্তি জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হবে না । আচ্ছা, দানপুণ্য করেছ কিন্তু সেসব করে কোনো বিকর্ম তো ভস্ম হল না, তবে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবে কিভাবে । যত সাধু মহাত্মা আছেন যতক্ষণ তাদের কর্মের জ্ঞান হয়না ততক্ষণ সেই কর্ম অকর্মে পরিণত হতে পারে না, না-ই তারা মুক্তি জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারে। তাদের এই কথা জানা নেই যে সত্যধর্ম কি ও সত্যকর্ম কি, শুধু মুখে রাম নাম জপ করলে মুক্তি লাভ হবে না । বাকি এই ভেবে বসে থাকা যে মৃত্যুর পরে মুক্তি লাভ হবে , সেও তো নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ । তারা তো জানে না যে মৃত্যুর পরে কি লাভ হবে ? কিছুই না। বাকি তো মানুষ নিজের জীবনে সে খারাপ কাজই করুক আর ভালো কাজই করুক সেসবের ফল এই জীবনেই ভোগ করতে হবে। এখন এই সমস্ত জ্ঞান আমরা পরমাত্মা শিক্ষকের কাছে প্রাপ্ত করি যে কিভাবে শুদ্ধ কর্ম করে নিজের প্রাক্টিক্যাল জীবন তৈরি করতে হবে। আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন দিব্য দৃষ্টি পেয়েছ। তোমরা জানো যে এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। তাই এই দুনিয়ার প্রতি মমত্ব ত্যাগ করে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে।"

প্রশ্ন:- যেসকল বাচ্চা অবিনাশী বাবার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছে তাদের লক্ষণ কেমন হবে?

উত্তর:- সে অযথা নিজের টাকা-পয়সা খরচ করবে না। ভক্তিমার্গে দীপাবলীর সময়ে কত বাজি পোড়ায়, সাময়িক আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু তোমরা জানো যে এইগুলো সব সময়ের অপচয়, অর্থের অপচয় এবং শক্তির অপচয়। এখন তোমাদের এইভাবে আনন্দ করা উচিত নয় কারণ তোমরা বনবাসে রয়েছ। তোমাদেরকে এই কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের দুনিয়ায় যেতে হবে।

গীত:- তোমাকে পেয়ে আমি সমগ্র জগৎকে পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এই গীতের অর্থ বুঝেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবাকে পেয়েছ, বাবা তোমাদেরকে ৫ বিকারকে জিততে অর্থাৎ মায়ার ওপর বিজয়ী হয়ে জগৎ-জিৎ হতে সহায়তা করেন। সমগ্র দুনিয়াকেই জগৎ বলা হয়। বাচ্চারা জানে যে আমরা সমগ্র জগতের মালিক হচ্ছি। কবে মালিক হবে? যখন রাবণের রাজত্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে। রাবণকে প্রতি বছরই জ্বালায় কারণ সপ্তমযুগে বাবা এসে আত্মার দীপ জ্বেলে সত্যযুগের মালিক বানাচ্ছেন। দশেরার (বিজয়া দশমীর) পরে দীপাবলীর দিন মানুষ অনেক ভাল ভাল জামা-কাপড় পড়ে এবং সাধারণত লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ কিংবা অন্যান্য দেবী-দেবতার মন্দিরে যায়। দেবীরা হল শিবশক্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মণীরা। দেবীদের হাতে অনেক অস্ত্র দেখায়। কিন্তু বাস্তবে দেবীদের হাতে কোনো অস্ত্র-শস্ত্র থাকে না, ওরা তো গুপ্ত। রাবণের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করার ফলে তোমাদের খুশি অর্ধেক কল্প ব্যাপী স্থায়ী হয়। এখন তোমরা কোনো উৎসব পালন করো না। এটা কি আর সত্যিকারের দীপমালা? এই দীপ তো আজকে জ্বালালে কালকে নিভে যায়। দশেরাও প্রতি বছর পালন করে। তোমরা ব্রাহ্মণরা কেউ নিজেদের ঘরে প্রদীপ জ্বালাও না। মন্দিরে তো দীপ, বিজলি বাতি ইত্যাদি জ্বালায়। কিন্তু এই দীপমালা এবং দশেরা আসলে কি সেটা দুনিয়ার মানুষ জানে না। ওই সময়ে সমগ্র ভারতই নতুন থাকে। প্রদীপ ইত্যাদি জ্বালানো তো ভক্তিমার্গের বিষয়। ভক্তিমার্গে অনেক অর্থ অপচয় করে। ওইদিন কত বাজি পোড়ায়। সময়, অর্থ এবং শক্তি তিনটের-ই অপচয় করে। এটা হল ফরেস্ট অফ থ্রোনস্ (কাঁটার জঙ্গল)। সকলেই জংলি হয়ে গেছে। তোমরাও আগে ওইরকম ছিলে, কিছুই বুঝতে না। সত্যযুগে কোনো ফালতু খরচ হবে না। এখানে তো অনেক ফালতু খরচ করে। দান-পূণ্য করলেও অল্প সময়ের জন্য তার ফল পাওয়া যায়। তোমরা জানো যে আমরা অবিনাশী বাবার কাছে সমর্পিত হয়েছি, তাই আমাদের সবকিছু অবিনাশী হয়ে যায়। পুরাতন শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর নিই। তোমরা বাচ্চারা তো মোহজিৎ রাজার কাহিনী শুনেছ। এটা সত্যযুগের গল্প নয় কারণ ওখানে কোনও অকালে মৃত্যু হয় না। ওখানে সবাই নষ্টমোহ এবং মোহজিৎ থাকে, সেটা দেখানোর জন্য এই গল্পটা বানিয়েছে। শরীরের সাথে সাথে পুরাতন দুনিয়ার প্রতিও মমত্ব ত্যাগ করতে হবে কারণ তোমরা এখন নতুন দুনিয়ায় যাচ্ছ। পুরাতন দুনিয়ার প্রতি কি কারোর মমত্ব থাকে? এটাকেই বেহদের সন্ধ্যাস বলা হয়। বাবা কেবল এই শরীরের প্রতিই মমত্ব ত্যাগ করতে বলেন না, কিন্তু এই চোখ

দিয়ে যা কিছু দেখ সেই সবকিছুকে ভুলে যাও। কারণ তোমরা এখন দিব্য দৃষ্টি পেয়েছ যে সবকিছুর বিনাশ হয়ে যাবে। পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ তো নিশ্চিত এবং তারপর এক নতুন বিশ্ব হবে। শিববাবা আমাদেরকে রাজস্ব দেন। শিববাবার নাম সর্বদাই শিব, কারণ তাঁর কোনো শরীর নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করেরও নিজস্ব শরীর রয়েছে। ওরা ওপরে আছে। অমরনাথ অমরলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অমর বানানোর কথা শোনান। তোমরা বাচ্চারা এখন ফুলের মতো হচ্ছে। কাঁটাকে ফুল বানানোর জন্য পরিশ্রম তো করতেই হয়। এখানে তো সবাই কাঁটা। একে অপরকে এত কাঁটা বিদ্ধ করে যে বলে বোঝানো যাবে না। বাবা বলেন, তোমরা এখন আর কাউকে কাঁটা বিদ্ধ করো না, কাম-কাটারী চালিও না। কাম বিকারের হিংসা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। কাউকে মেরে দিলে তো তার মৃত্যু হয়ে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে তো জন্ম-জন্মান্তরের জন্য দুঃখী হয়ে যায়। বাবা বলছেন, তোমরা আর কাম-কাটারী চালিও না। তোমরা এখন দশেরা পালন করছ, এরপর দীপাবলি আসবে। সত্যযুগে দীপাবলি পালিত হবে না। ওখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজস্ব করে, তাদেরকে পূজা করা হয় না। মন্দিরে যে সকল মানুষ থাকে তারা দেবতাদের জীবন কাহিনী জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানো। তোমরা বাচ্চারা হলে জ্ঞানী এবং যোগী। বাবা বলেন, আমিও শরীর ধারণ করেছি। কিন্তু আমার শরীর ধারণ করার পদ্ধতি আলাদা। এখন আমাদের দীপাবলির জন্য কোনো খুশি হয় না, কারণ আমরা বনবাসে রয়েছি। আমরা বাপের বাড়ি থেকে স্বশুর বাড়ি যাই। বাবা বার্তা পাঠিয়েছিলেন, ১০৮টা তাম্রি লাগানো কাপড় পড়ো তো দেহ-অভিমান নষ্ট হয়ে যাবে। এখন তোমরা কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের দুনিয়ায় যাচ্ছ। বলা হয় - পড়াশুনা করলে নবাব হওয়া যায়। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানাই। তাই ভালো করে পুরুষার্থ করতে হবে। আমি তো ওপরে ওঠাচ্ছি, তাহলে তুমি কেন তোমার পদকে খারাপ করছ? মাতা-পিতাকে ফলো করছ না কেন? বাবা সাক্ষাৎকার করিয়েছেন - যারা ভালো ভাবে পড়বে তারা রাজবংশে আসবে। তোমরা জানো যে আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পড়ছি। দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে কেউ মরলে সে স্বর্গবাসী হয়। তোমরা জানো যে বাবা এসেই স্বর্গে নিয়ে যান এবং রাবণ পুনরায় নরকবাসী বানিয়ে দেয়। মানুষ বলে, হিন্দি-চীনি ভাই-ভাই। তবুও একে অন্যকে দুঃখ দিতে থাকে। তোমরা জানো যে মাতা-পিতার কাছ থেকে অপার সুখ প্রাপ্ত হচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে কলা কমতে থাকে। বলা হয় উত্তরণ কলাতে সকলের কল্যাণ হয়... তাই এখন সকলের কল্যাণ হচ্ছে। কেউ নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হয় এবং কেউ শান্তিধামের নিবাসী হয়। অতএব সকলেরই কল্যাণ হয়। সত্যযুগে কোনো দুঃখদায়ী জিনিস থাকবে না। বড় বড় ব্যক্তিদের আসবাবপত্রও খুব সুন্দর হয়। ওখানে কোনো দুঃখদায়ী জীব জন্তুও থাকবে না। ওই দুনিয়াকে হেভেন (স্বর্গ) বলা হয়। এটা হল আল্লাহ, আলাদিনের খেলা। প্রদীপ ঘষলে রাজস্ব প্রাপ্তি হয়। আল্লাহ-বাবা আলাদিন অর্থাৎ আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। বাবা এক সেকেন্ডে বৈকুণ্ঠের মালিক বানিয়ে দেন। বাবা আলাদিনের সাক্ষাৎকার করান। কিন্তু তাই বলে এমন নয় যে বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করতে চাইবে। বাবা বলেছেন, ধ্যানীর থেকে যোগী আমার কাছে প্রিয়। ধ্যানের ক্ষেত্রে মায়া প্রবেশ করে। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে মায়া আসে না। যে প্রবল ভক্তি করে তাকে বাবা সাক্ষাৎকার করান। এখানে কোনো প্রগাঢ় ভক্তি করা হয় না। ছোট ছোট বাচ্চাদের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। যদি ধ্যানের (সাক্ষাৎকারের) অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে পড়তে পারবে না। শুরুর দিকে অনেকেই ধ্যানে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আসত। কিন্তু আজ তারা নেই। জ্ঞানীত্ব আত্মাদের কোনো বিষয়ে সংশয় আসে না। সংশয়ের বশীভূত হয়ে পড়া ছেড়ে দেওয়ার অর্থ বাবাকে ছেড়ে দেওয়া। এখন সূর্যবংশী দেবী-দেবতাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। অন্যান্য ধর্মস্থাপকরা কোনো রাজধানী স্থাপন করে না। ওদের

ক্ষেত্রে তো যখন ধর্মের বৃদ্ধি হয় তখন তাদের রাজত্ব শুরু হয়। তোমরা এখন বিশ্বের মালিক হচ্ছে। নুতন কেউ আসলে তাকে জিজ্ঞেস করো - পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? তখন সে উত্তর দেবে - তিনি হলেন বাবা। বাবা স্বর্গ স্থাপন করেন এবং রাবণ নরক তৈরি করে। যিনি স্বর্গ বানিয়েছেন তাঁর পূজা করে আর যে নরক তৈরি করে তাকে জ্বালায়। কারণ নরকে মানুষ কামের চিতায় জ্বলতে থাকে তাই রেগে গিয়ে রাবণকেই জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু রাবণ জ্বলে না। বলে যে এটা পরম্পরায় চলে আসছে। কিন্তু 'পরম্পরা'-র অর্থ জানে না। শত্রুর কুশ পুতুল পোড়ানো হয়। কিন্তু রাবণকে কেন পোড়াও? কারণ রাবণ তোমাদেরকে জ্বালায়। তোমরা রাবণকে জ্বালাও, কিন্তু মানুষ এই বিষয়ে কিছুই জানে না। সত্যযুগে সবাই সম্পূর্ণ নির্বিকারী হবে, তাই ওখানে রাবণকে জ্বালায় না। ওটাকে নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ। রাবণ অভিষেক দেয়। রাবণ কাকে বলা হয়? পুরুষের ৫ বিকার এবং স্ত্রীদের ৫ বিকার। সত্যযুগে এইসব বিকার ছিল না। সন্ন্যাসীরা তো তারপরে আসে। এখন দেবী-দেবতা ধর্ম নেই, পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। ১০৮ এর মালা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু প্রজাদেরকেও তো প্রয়োজন। জয়পুরের রাজা ছিল একজন কিন্তু প্রজা ছিল অনেকজন। এখন মালা তৈরি হচ্ছে, প্রজাও চাই। এখন যারা বাচ্চা হওয়ার পর চলে যায় তারা সাধারণ প্রজা হয়। মানুষ বলে, গৃহস্থ থেকেও জীবনমুক্তি পেতে চাই। জীবনমুক্তি তো একজনের হবে না, পুরো বংশই ওইরকম হবে। অষ্টবক্র গীতাতে লেখা আছে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি মিলেছিল। কিন্তু কিভাবে মিলেছিল? সেটা জানে না। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম অনেক সুখদায়ী। যখন আমরা রাজত্ব পাচ্ছি, তাহলে কেন না আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলব! কেন না কমল ফুলের মতো হব! তোমরা তো ব্রাহ্মণ, তাই না? শত্রু, চক্র, গদা, পদ্ম তোমাদের কাছেই আছে। দীপাবলিতে মানুষ কেবল একদিনের জন্য নুতন কাপড় পড়ে, মন্দিরে যায়, সবকিছু নতুন হয়। ওইদিন দোকানদার তার পুরাতন খাতা সমাপ্ত করে নুতন খাতা শুরু করে। তোমরাও এখন পুরাতন খাতা সমাপ্ত করে নুতন আরম্ভ করছ। বাবা লাভ করান আর রাবণ লোকসান করায়। লাভ কিভাবে হবে? মন্মথ ভব এবং মধ্যাজী ভব। মধ্যখানে বিষ্ণু রয়েছে। মধ্যাজী কথার অর্থ হল বাবা ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপন করেন। তখন পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। তাই শিববাবা কলিযুগের অন্তিমের আসেন এবং তারপর সত্যযুগের শুরু হয়। লেখাও আছে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন। ব্রহ্মা তো প্রজাপিতা, তাই না? তাহলে তোমরা কার সন্তান? শিববাবার না কি ব্রহ্মাবাবার? কথিত আছে- তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক। বাস্তবে এই সময়েই তিনি মাতা-পিতা হন। পড়ার দ্বারা উত্তরাধিকার পাচ্ছ। তারপর রাবণ এসে পুনরায় দুঃখী করবে। ধীরে ধীরে দুঃখ বৃদ্ধি পাবে। এই কলিযুগই হল বিষয় সাগর। সত্যযুগ হল ক্ষীর সাগর। বিষ্ণুকে ক্ষীর সাগরের ওপর দেখানো হয়। তোমরাই সঠিকভাবে জানো। দশেরা, দীপাবলির সম্বন্ধে ওরা আর কি জানে... আমরা তো রহস্যটা বুঝে গেছি। তোমরা জানো যে কাল আমরা স্বর্গে ছিলাম, আজ আমরা নরকে আছি। আগামীকাল আবার স্বর্গে থাকব। কাল কেন বলা হয়? কারণ রাতের পরে দিন আসে। কেউ আসলে তাকে জিজ্ঞেস করো যে এই আশ্রম কার? প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম শুনেছ? যেহেতু এতজন ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা আছে তাই ব্রহ্মা হলেন বাবা। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে মধ্যাজী হবে। বাবা ব্যবসা করতে না বলছেন না। বাবা বলেন, ব্যবসা কর কিন্তু বাবাকেও স্মরণ কর। কারণ তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এটাই হল উৎসাহের বিষয়। জগতে আর কোথাও এইরকম উৎসাহ নেই। স্কুলেও এইরকম উৎসাহ থাকে। তাই বলা হয় স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট। এটা হল বেহদের পড়া। তোমরাই বেহদের ইতিহাস ভূগোলকে জানো। স্কুলে স্কুলে গিয়ে বলো যে বেহদের ইতিহাস ভূগোল আসলে কি।

তাদেরকে বলে যে আপনারা তো হদের (সীমিত) ইতিহাস ভূগোল পড়ান। আমরা আপনাদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণের বেহদের (অসীমের) ইতিহাস ভূগোল শোনাব এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে এই পদ পেয়েছে সেটা বলব। ভবিষ্যতে তোমাদেরকে কলেজেও নিমন্ত্রণ জানানো হবে। এটা হল ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। তিনি হলেন সুপ্রিম ফাদার (পরমপিতা)। তিনি আমাদেরকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেন। নিরাকার সাকারে এসে জ্ঞান শোনান। এখানে কৃষ্ণের কোনো ভূমিকা নেই। ওরা কোনো কথাই বুঝতে পারে না। সবকিছু জট পাকিয়ে রয়েছে। স্বতন্ত্র হতে চায় কিন্তু ঝগড়া ক্রমশ বাড়তেই থাকে। বলে যে স্বাধীনতা চাই। তোমরাই রাবণের হাত থেকে সত্যিকারের স্বাধীনতা পাও। ভারতবাসীরা মনে করে যে আমরা খ্রিস্টানদের হাত থেকে স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু স্বাধীনতা কোথায়? তোমরাই স্বাধীনতা পাও, ইন্ডিপেন্ডেন্ট (স্বাধীন) রাজ্য। গীতে তো শুনলে যে তোমাকে পাওয়ার ফলে ধরনী, আকাশ, সাগর সবকিছুই আমাদের হয়ে যায়। সেখানে কোনো সীমানা থাকে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি, ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় মিলিত হওয়া, উত্তরাধিকার পাওয়ার যোগ্য বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মাতা-পিতাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে পড়াশুনাতে উঁচু পদ পেতে হবে। এই দুনিয়াতে কোনো শখ (ইচ্ছা) রাখা যাবে না। বনবাসে থাকতে হবে।

২) এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখা যায় সেইসব দেখেও দেখোনা। সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। সঙ্গমযুগে কোনো কিছু অপচয় করো না।

বরদান:- বাপদাদার স্নেহের প্রতিদানে সমান হতে সমর্থ তপস্যার প্রতিমূর্তি হও।

সময় এবং পরিস্থিতি অনুসারে নিজের উন্নতি বা তীব্র গতিতে সেবা করার জন্য অর্থাৎ বাপদাদার স্নেহের প্রতিদান দেওয়ার জন্য বর্তমান সময়ে তপস্যার খুব প্রয়োজন। বাবার প্রতি বাচ্চাদের ভালোবাসা আছে, কিন্তু ভালোবাসার প্রতিদান স্বরূপ বাপদাদা বাচ্চাদেরকে নিজের সমান দেখতে চান। সমান হওয়ার জন্য তপস্যার প্রতিমূর্তি হও। এর জন্য সমস্ত কিনারা ছেড়ে বেহদের বৈরাগী হও। কিনারাকে নিজের অবলম্বন বানিয়ে নিও না।

স্নোগান:- শীতল হয়ে অন্যকেও শীতল দৃষ্টির দ্বারা সব কিছুর উর্ধ্বে নিয়ে যেতে সক্ষম শীতল যোগী হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সাহায্যকারী হয়ে সবাইকে নতুন দুনিয়া স্থাপনের লক্ষ্যে উৎসাহিত করার পুরুষার্থ করাও। তুমি নিজে যেমন এই জ্ঞানে জ্ঞানী হয়েছ, অন্যদেরকেও তেমন করে গড়ে তুলতে থাকো

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমাদের এখন কোন্ স্মৃতিতে থাকা উচিত ? এই স্মৃতির চমৎকার কি প্রকারের?

উত্তর :- সর্বাগ্রে তোমাদের প্রয়োজন, সৃষ্টিকৰ্পী কল্প-বৃক্ষের বীজ ও তার বিস্তারের জ্ঞানকে জানা। সেই জ্ঞানের স্মৃতিই যথার্থ রূপে তোমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে। সঠিক উপায়ে সেই স্মৃতি রাখতে পারলেই তোমরা চক্রবর্তী-রাজা হতে পারবে - এটাই স্মৃতির চমৎকারিষ্ম। তাই তো বাবা বাচ্চাদের স্মৃতিকে জাগ্রত করাচ্ছেন - যে বাচ্চারা অর্দ্ধ-কল্প ধরে এত ভক্তি করে এসেছে তোমরা, তোমাদের কি সেই স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে এখন ? তোমাদের সেই ভক্তির ফল দিতেই আমি এসেছি। আবারও তোমরা (বি.কে.-রাই) সেই বৈকুণ্ঠ-ধামের মালিক হতে চলেছো। বাবা স্বয়ং যেমন অতি মিষ্ট স্বভাবের - বাবার এই জ্ঞানও ততোধিক মিষ্টি । তা যতই স্মরণ করতে থাকবে, ততই সুখের অনুভূতি আসতে থাকবে।

গীত :- জাগ সজনীয়ঁ জাগ

(পরম-চৈতন্যের চৈতন্য-স্বরূপ সজনী আত্মারা, তোমাদের চেতনা জাগ্রত হোক, নতুন যুগের প্রভাতের আলো এই ফুটলো বলে।)

ওম্ শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা- গীত তো শুনলে তোমরা। আজ দীপমালার পর্ব অর্থাৎ দীপাবলীর উৎসব। দীপমালার প্রকৃত অর্থ নতুন যুগের প্রকাশ। সত্যযুগে কোনও দীপমালার পর্ব অনুষ্ঠিত হয় না, যেহেতু তখন সব আত্মারই পূর্ণ-জ্যোতি প্রজ্বলিত থাকে। বাচ্চারা, তোমরা এও জানো যে, নতুন দুনিয়ার রাজ্য-ভাগ্য লাভ করার জন্য শ্রীমৎ অনুসারে পুরুষার্থ করছো তোমরা। ফলে তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছো। ত্রিকালদর্শী মানে, যার তিন কালের জ্ঞান থাকে, অর্থাৎ - যে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ-কেও জানতে পারে। অতএব অন্যদেরকেও সেটাই বোঝাতে হবে তোমাদের। তোমরা নিজেরা যেমন বিকারী-কাঁটাতুল্য থেকে পবিত্র-ফুলতুল্য হও, অন্যদেরকেও ঠিক তেমন করেই গড়ে তুলতে হবে। অতীত (বিগত) দিনের ইতিহাস-ভূগোল জানা থাকলে- ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে, বর্তমানেই তার আভাস পাওয়া যায়। আর ভবিষ্যৎ-কে জানতে পারলে তো অতীত ও বর্তমানকেও জানা হয়ে যায়। এটাই জ্ঞানের পূর্ণতা। যেমন- কলিযুগ এখন তোমাদের অতীত, বর্তমান হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ আর ভবিষ্যৎ-এ আসছে সত্যযুগ ও ত্রেতা। তাই তো বাচ্চারা, তোমরাও সৃষ্টি-চক্রের এই জ্ঞানকে জেনে এবং নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার লক্ষ্যে পুরুষার্থও করছো এবং তার সাথে-সাথে বাবার সাহায্যকারী হিসেবে অন্যদেরকেও সেই পুরুষার্থ করাবার প্রেরণা জুগিয়ে চলেছো। আমাদের এই বাবা হলেন 'বহুদিনের হারানো এবং তারপর অনেকদিন পর খুঁজে পাওয়া' আর আমরা তাঁর বাচ্চারা হলাম 'হারানিধি'। যেহেতু উভয়ের এই মিলন হচ্ছে ৫-হাজার বছর পর। আর তাই তো সজন বাবা স্বয়ং এসেছেন তার সজনীদের শৃঙ্গার করিয়ে নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাবার জন্য। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে তো তা রয়েছেই- একেবারে উপরের মূলবতন থেকে সূক্ষ্মবতনের জ্ঞান। আর একমাত্র তোমরাই জানো কোন কোন ধর্মস্থাপক কখন কখন আর কিভাবেই বা এসে ধর্ম-স্থাপন

করে। এইসব জ্ঞানেই তো বাবা তোমাদেরকে জ্ঞানী বানিয়েছেন। তাই তো ওনাকে অতিশয় প্রিয় অর্থাৎ প্রিয়তম বলা হয়। অর্থাৎ সুমিষ্ট থেকেও অতি মিষ্ট যিনি। একমাত্র তোমরাই তা অনুধাবন করতে পারো, কোন পর্যায়ের মিষ্ট উনি। ওনার মহিমাও যেমন অপরমঅপার আবার ওনার থেকে আমরা যে আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকি, তার মহিমাও তেমন অপরমঅপার। নামগুলিও তেমন অপূর্ব : স্বর্গ, হেভেন, প্যারাডাইজ, বহিস্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পরমাত্মাকেই আবার বলা হয় গড়-ফাদার, দুঃখ-হর্তা ও সুখ-কর্তা। সুতরাং ওনাকে আরও কত বেশী করে স্মরণ করা উচিত। কিন্তু ড্রামার চিত্রনাট্য অনুসারে, তোমরা সেভাবে তাকে স্মরণ করতে পারো না। মুরলীর গীতগুলিও কত সুন্দর। তোমাদের প্রত্যেকের ঘরেই এমন তিন-চারটে রেকর্ড রাখা উচিত অবশ্যই। রেকর্ড গীত শোনার সময়, তখন বাবাকেও স্মরণে আসবে। একমাত্র তোমরা বি. কে. ব্রাহ্মণেরাই জানো, নতুন দৈবী-দুনিয়া স্বরাজ্য অর্থাৎ তা কেবল পবিত্র আত্মাদের দুনিয়া স্থাপিত হতে যাচ্ছে। লৌকিক পিতার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষার ধন-সম্পদ প্রাপ্তি হয়, কিন্তু উনি এমন কিছু দিতে পারেন না যা আত্মার পিতা পরমাত্মার থেকে পাওয়া যায়। তোমরা এও জানো যে, পূর্বে ওঁনার থেকে যে রাজ্য-ভাগ্যের প্রাপ্তি ঘটেছিল তোমাদের, তা তোমরা নিজেরাই খুঁয়ে ফেলেছো। যদিও এখন আবার তা পেতে চলেছ। সত্যযুগে তোমরাই কত সুন্দর-উজ্জল-গৌর-বর্ণের ছিলে, আর এখন কত লালন-কালো-কুংসিতে পরিণত হয়েছো। তারই স্মরণে তো তোমরা বলে থাকো 'শ্যাম-সুন্দর'। অর্থাৎ এতদিন তোমরা শ্যাম ছিলে - কিন্তু এখন সুন্দর করে গড়ে তুলবার কারিগর সদগুরুকে পেয়েছো। এখন সদগুরু আর গোবিন্দ (কৃষ্ণ) দুই রূপই দাঁড়িয়ে আছে তোমাদের সামনে। তোমরা আবার এও বলা, গুরুদেব সবই তোমার মহিমা তোমরা নিজেরাই এখন কৃষ্ণের মতন হতে চলেছো। এ তো তোমাদেরই স্নেহ-প্ৰীতির মহানতা যার দরুণ তোমরা আবার এমনই হতে যাচ্ছে। কিন্তু জগতের লোকেরা তো বলে, কৃষ্ণ নাকি মাঠে-ঘাটে গরু চড়াতো। আবার ব্রহ্মার নামেও তারা বলে, ব্রহ্মার বিশাল গোশালা ছিল। অথচ প্রকৃত অর্থে, না তো কৃষ্ণের আর না ব্রহ্মার, কারও-ই গোশালা ছিল না। গোশালা তো ছিল এই শিববাবার।

বাম্ভারা, উৎসবগুলির অন্তর্নিহিত অর্থগুলি তোমরা তো এখন জানতে পেরেছো। সেই হিসাবে তোমরা এও জেনেছো যে, প্রকৃত দীপমালার উৎসব হয় সত্যযুগে। যে জ্যোতি লাগাতার জ্বলতেই থাকে। যেমন তোমাদের দীপমালা ২১-জন্ম ধরে লাগাতার জ্বলতেই থাকবে। এই দুনিয়ায় প্রতি বছরই যার স্মৃতি পালন করা হয়। আর তা এমন ভাবেই করা হয় যে, মনে করো আজ দীপাবলীর আলোয় আলোকিত করা হলো, কালই আবার তা নিভিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সত্যযুগে এমন যা কিছুই অনুষ্ঠিত হয় তা রাজ্যাভিষেকের মতন জাঁক-জমক ভাবেই করা হয়। সেদিন বিভিন্ন প্রকারের আতসবাজীও জ্বালানো হয়। তার তুলনায় এখানকার এই আতসবাজীর উৎসব যেন এক পয়সা তুল্য, এই সামান্যতেই আবার কত প্রকারের দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে। অথচ সেখানকার উৎসবাদি হয় রাজ্যাভিষেকের মতন বিশাল জাঁক-জমক অনুসারে। এখানে কেউ রাজ্যের ক্ষমতা পেলে, কেবলমাত্র সেই দিনটাকেই বা প্রতি বছর সেই দিনকেই কেবল মানিয়ে থাকে। যদিও এখানকার এই রাজ্যাভিষেকে কারও কোনও সুখ নেই মোটেই। যেহেতু সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই যে এখন ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া। কিন্তু স্বর্গ তো শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া। তাই বাবা বাম্ভাদেরকে বলছেন, "একবার ভেবে দেখো, আমি তোমাদের কত বুঝদার তৈরী করি।" এমন জ্ঞানী বাবাকেই তো বলা হয় ত্রিলোকীনাথ। যদিও উনি তিন লোকেরই নাথ অর্থাৎ মালিক, কিন্তু উনি স্বয়ং তার মালিক হন না। অথচ একমাত্র ওনারই এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। কিন্তু উনি তোমাদেরকেই সেই বৈকুণ্ঠের মালিক বানান। অতএব

তোমাদেরও কতই না খুশী হওয়া উচিত। অর্দ্ধ-কল্প ধরে তোমরা যার ভক্তি করে এসেছো, অবশেষে এখন সেই বাবার সন্ধান পেয়েছো। সেই বাবা স্বয়ং এখন তোমাদের স্মৃতিকে জাগিয়ে বলছেন, স্মরণ করো, স্মরণ করো আর স্মরণ করো। কিন্তু তা কাকে স্মরণ করবে ? --বাবাকে আর তার তার রচিত জ্ঞানকে। কল্প-বৃক্ষের বীজ আর তার বিস্তারকে। এই স্মৃতির দ্বারাই তোমরা সারা দুনিয়ার চক্রবর্তী রাজা হতে পারো। এই স্মৃতি-শক্তির কি আশ্চর্য ক্ষমতা, সত্যি, কি ছিলে তোমরা আর এখন আবার কি হতে যাচ্ছে। একেই বলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চমৎকারিত্ব। আত্মার বাবা পরমাত্মা স্বয়ং এই জ্ঞান শোনান। অথচ অজ্ঞতার কারণে জাগতিক শাস্ত্রকারেরা গীতা-শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম লিখে রেখেছে। যেখানে শিববাবা স্বয়ং তোমাদের এই জ্ঞান দিচ্ছেন উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ, নিজের মতন তৈরী করার লক্ষ্যে। যাতে তোমরা বৈকুণ্ঠ-ধামের মালিক হতে পারো। যেমন জাগতিক ওকালতির আইন-কানুন পড়াশুনা করার সময় বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে যে, আমি ব্যারিস্টার হবই, তেমনি এই জ্ঞানের পার্শ্বেও তোমরাও নিশ্চিত জানো যে, বর্তমানের এই কপর্দকহীন ভিখারী অবস্থা থেকে একেবারে রাজপুত্রে পরিণত হও তোমরা। আর তারও পরে আবার মহারাজাও হয়ে যাও। তাই বাবা স্বয়ং এখন শিক্ষক রূপে তোমাদের এই জ্ঞানের পার্শ্বে পড়াচ্ছেন।

লৌকিক জগতের নিয়মে বাচ্চারা ৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাবার কাছেই পড়াশোনা করে, তারপর তাকে শিক্ষকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, আর বৃদ্ধাবস্থায় সে নিজেই যায় গুরু কাছে। কিন্তু এখানে (যে কোনও বয়সেই) বাবার বাচ্চা হতে পারলেই, বাবা যেমন শিক্ষক রূপে শিক্ষা দেন আবার সদগুরু হয়ে সদগতি করিয়ে সাথে করে পরমধামেও নিয়ে যান। কিন্তু জাগতিক গুরুরা তো আর সাথে করে সেখানে নিয়ে যেতে পারে না। যেহেতু তারা নিজেরাই মুক্তি পায় না। তারা কেবল জাগতিক তীর্থ-যাত্রাতেই নিয়ে যেতে পারে। তোমরা যেমন পথ নির্দেশক পাণ্ডা, ওরাও তেমনই জাগতিক তীর্থ-যাত্রার পাণ্ডা মাত্র। এছাড়া ওদের সেই তীর্থ যাত্রায় যাওয়ার অর্থ কেবলই নুড়ি-পাথরে হোঁচট খাওয়া। আর একমাত্র তোমাদেরই এই বিশেষ জ্ঞান আছে। তাই তো তোমাদের খুব খুশীতেই থাকা উচিত। তোমাদের এই ছাত্রজীবনের আনন্দকে মোটেই ভোলা উচিত নয়। কিন্তু মায়া সেই আনন্দে থাকতেই দেয় না। মায়া তোমাদেরকে ছাড়তেই চায় না এই ভেবে যে, যদি কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে তোমাদের জীবনের অন্ত হয়ে যায়। একেই বলা হয় স্মৃতিলব্ধ। অতএব নিরন্তর ভগবানকে (বাবাকে) স্মরণ করতে থাকো আর আনন্দের জোয়ারে ভাসতে থাকো। যেখানে দুঃখের নাম-গন্ধও পর্যন্ত নেই। তাই তো তাকে বলা হয় জীবনমুক্তি। বাবা নিজে যেমন অতি মিষ্ট স্বভাবের ওঁনার এই জ্ঞানও ততোধিক মিষ্ট। এমন বাবার মহিমাই অপরম্ভাপার, অর্থাৎ যার কোনও শেষ সীমা নাই। ভক্তি-মার্গেও তো এমনই বলা হয়। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তা বলতে পারো না, যেহেতু তোমরা এখন সর্ব-প্রকার জ্ঞান-ই পেয়েছো। অতএব তোমাদেরকে খুবই মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে। তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিচার করে দেখো, নিজের মধ্যে এমন কোনও বিকার নেই তো ? অন্যদের অবগুনের দিকে দৃষ্টি যাচ্ছে না তো ? সবার প্রতিই খুব মিষ্টি-দৃষ্টি রাখতে হবে। বাবার তো কত অসংখ্য বাচ্চা। তাদের সবার প্রতিই তোমার এমনই মিষ্টি-দৃষ্টি রাখতে হবে। জগতের লোকেরা তো এও জানে না যে, রাধা-কৃষ্ণ আর লক্ষ্মী-নারায়ণের নিজেদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটা কি ? কিন্তু তা বোঝাবার জন্য চিত্রও তো বানানো হয়েছে। বাল্যকালে তারা ছিল রাধা-কৃষ্ণ হিসাবে, আর স্বয়ংস্তরের পর তারাই লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে প্রকাশ পায়। এখন বাবা এসে সে সবারই স্মৃতিগুলিকে স্মরণ করাচ্ছেন- জানাচ্ছেন বাচ্চারা, তোমরাই একদা দেবতা ছিলে। বাচ্চারাও সেই সুরেই জানাচ্ছে, হ্যাঁ বাবা এটাই সত্য। জগতের লোকেরাও তো এমনই বলে- ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায়ঃ নমঃ।

যদিও জগতের ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরাও তা বলে, কিন্তু তারা তো এটাই জানে না যে, (বি.কে.) ব্রাহ্মণদের দ্বারাই সেই (দেবী-দেবতা) ধর্ম স্থাপিত হয়, ব্রাহ্মণ-দেবতা-ঋত্রিয় এইভাবে তিন পর্যায়ে। আর এই ব্রাহ্মণদেরই বাবা হলেন ব্রহ্মা আর শিব। শিববাবা স্বয়ং আসেন অতি সাধারণ রূপেই। শিববাবার এই রথও যেমন নির্দিষ্ট, আবার এই রথও (ব্রহ্মার স্থূল শরীর) তেমন ভাগ্যশালী রথ।

দীপাবলীর দিন মানুষ লক্ষ্মীদেবীকে আহ্বান করে ধন-সম্পদ চায়। জ্ঞানে আসার পূর্বে তোমরাও তা চাইতে। আর এখন, তোমরা নিজেরাই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে চলেছো। জগতের লোকেরা তো সব সময়েই কিছু না কিছু ভিক্ষা চাইতেই থাকে। যেমন ভগবানের উদ্দেশ্যে কাঁদতেই থাকে, পুত্র দাও, ধন-সম্পদ দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সত্যযুগে তোমরা এসব কিছুই চাও না। যেহেতু শিববাবা তার বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সব ভাগুরই ভরপুর করে রাখেন। কারণ বাবাই তো সেই স্বর্গ রচনা করেন। উনি তো আর এখানকার মতন নরক রচনা করেন না। যদিও এখানকার এই নরকেই আসতে হয়েছে ওনাকে, তা কেবলমাত্র তার সন্তানদের স্বর্গবাসী বানাতে। বর্তমানের এই দুনিয়াতে সবকিছুই অপবিত্র, তবুও লোকেরা বোঝে না যে, তারা নরকে বাস করছে। একদা যারা স্বর্গবাসী ছিল, তারাও এখন নরকবাসীতে পর্যবসিত হয়। অবশ্য এখন আবার তারাই স্বর্গবাসীই হতে চলেছে। শিববাবার অকালতথত্ (অবিনশ্বর আসন) হলেন এই ব্রহ্মাবাবা। যার মধ্যে অকালমূর্ত (জন্ম-মৃত্যু রহিত, অক্ষয়) পরমাত্মা এসে অধিষ্ঠিত হন। আত্মা স্বয়ং-ই অকালমূর্ত (যাকে কাল খেতে পারে না)। আত্মা অধিষ্ঠান করে কপালের দুই ভ্রুকুটির মাঝে। তারই স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ কপালে তিলক ধারণ করা হয়। আজকাল তো আবার লোকেরা ষাঁড়ের কপালেও তিলক লাগিয়ে রাখে। অতএব কপালের এই ভ্রুকুটি স্থলটিতে ব্রহ্মাবাবা এবং শিববাবা উভয়েরই অধিষ্ঠান-স্থল। শিববাবা এসেই বাচ্চাদেরকে জ্ঞান প্রদান করেন। যেহেতু ইনি হলেন সর্ব-জ্ঞানে জ্ঞানী। উনি কখনও কারও মনের কথা জানার চেষ্টাও করেন না। যদিও উনি কারও মনের কথা জানার প্রয়াস করেন না, তবে হ্যাঁ, ওঁনাকে মনের মালিক বলা যেতে পারে, যেহেতু মনকেও তো আত্মা বলা হয়। অর্থাৎ উনিই সব আত্মার মালিক, কিন্তু শরীরের মালিক অবশ্যই নন। এদিকে জাগতিক সাধু-সন্ন্যাসীরা তো এমনও বলে-"আমিই প্রভু।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিববাবাই সব অবিনাশী আত্মার মালিক, আর উনি নিজেও পরম অবিনাশী। আর তোমরা শরীরধারীরা হচ্ছে বিনাশী সবকিছুর মালিক। কেন না তোমরা এক বিনাশী শরীর ত্যাগ করে অপর বিনাশী শরীরে অবস্থান করো। যেহেতু এরপর তোমাদের বৈকুণ্ঠে যেতে হবে, আর সেই নিমিত্তেই তোমাদের এই পঠন-পাঠন। যেমন প্রবাদ বাক্য আছে, যতক্ষণ শ্বাস - ততক্ষণ আশ (আশা)। তেমনি এই জ্ঞানের পাঠও যখন যার সম্পূর্ণ হবে, অটোমেটিক্যালী তখন তার এই বিনাশী শরীরেরও বিনাশ হবে। যদিও একথা তো সবার জানা আছে।

পরমাত্মার সংকল্প আসাতেই তো এই বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টি হয়েছে। আবার যখন ওনার সময় হয়, তখন উনি স্বয়ং আসেন ওনার কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে। তাই বাবা বাচ্চাদের জানাচ্ছেন, যেমন বাচ্চারা তাদের নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের পাঠ করে থাকে, বাবা স্বয়ং-ও তেমনি ওনার নিজের কর্ম-কর্তব্যের পাঠ করেন। তফাৎ শুধু একটাই, উনি জন্ম-মৃত্যুর নিয়মের চক্রের মধ্যে পড়েন না। আর এই কারণেই ওনার এত মহিমা। বৈকুণ্ঠেরও তেমনই মহিমা। জাগতিক সাধু-সন্ন্যাসীরা তো এটা জানেই না সত্যযুগে সুখ কেমন ধরণের হয়। যেহেতু ওখানকার সুখ ভোগের সৌভাগ্যই হয় না তাদের। সত্যযুগের বিষয়ে ওনারা শুনে থাকে যে, সেই সময়কালে সেখানে কংস ছিল। তাই তারা

অনুমান করে, সেই সময়কালেও সুখ ছিল না। তাই তো অন্যদেরকেও তারা তেমনই বোঝায় যে, সেখানকার সুখও কাক-বিষ্টার মতন। এসব শুনিযেই অন্যদেরকেও সন্ধ্যাস নেওয়ায়। কেবল তোমরা বাচ্চারা ই স্বর্গের সেই প্রকৃত সুখে জানতে পারো-যেহেতু একমাত্র তোমরাই তা পেয়ে থাকো। বাবা আরও বলছেন, এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। এমনিতে মরতে তো হবে সবাইকেই। আর তোমাদেরকে সাথে করে (পরমধামে) নিয়ে যাবার কারণেই তো আমার এখানে আসা। তবুও কি তোমরা এমন অলস ভাবে বসে থাকবে এখনও। মশার ঝাঁকের মতন সবাইকেই নিয়ে যাবো। অতএব মাম্মা-বাবার মতন তেমন পুরুষার্থ করে যে যার নিজ নিজ উষ্ণ-পদের অধিকারী হওয়া উচিত। যেহেতু ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী দওক সন্তান তোমরা। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে যতজন দেবতা হবে, ঠিক ততজনই এখন ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী দওক সন্তান অর্থাৎ বি.কে. হবে। সুতরাং নিয়মানুসারে তোমাদের যেমন মা-বাবা উভয়ই আছে, তাছাড়াও আরও কেউ এমন একজন আছেন তাদেরও উপরে। যিনি তোমাদের সম্পূর্ণরূপে দেখাশোনাও করেন। (সেন্টারগুলিতে) নতুন নতুন বাচ্চারাও যেমন আসতে থাকবে, তাদের পঠন-পাঠনও একই ভাবে চলতে থাকবে। একেবারে অস্তিমক্ষণ পর্যন্ত এর বৃদ্ধি হতেই থাকবে। প্রত্যেকেরই দেখাশোনা কিন্তু খুব সুন্দর ভাবেই হওয়া উচিত। বাবা হলেন এই ঈশ্বরীয় বাগানের মালিক, আর তোমরা যারা সেন্টারে থাকো, তারা হলে মালী। আর মালীকেই তো গাছের প্রতি যত্ন নেওয়া ও দেখাশোনা করতে হয়। কিন্তু সেই মালী-ই যদি ঠিক না হয়, তবে সে আবার ভালমতন গাছের দেখাশোনা করবেই বা কি ভাবে। আবার যে মালী খুব ভাল ভাবে বাগান সাজিয়ে তোলে, তা দেখে বাগানের মালিক খুব খুশী হয়ে যায়। তখন বাগানের মালিক আবার নিজেও স্বচক্ষে তা দেখতে যান, কে কে খুব সুন্দর ভাবে বাগান সাজিয়েছে। তোমরা বাচ্চারাও তা জানো যে, এমন ভাল মালী কারা কারা। যে খুব ভাল মালী হয়, সে আবার পুরস্কারও পায়। তখন সেইসব মালীর প্রাপ্তিও বাড়তে থাকে আবার।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন নিজ নিজ লক্ষ্যকে স্মরণে রাখতে হবে। কারণ এখন সময় হয়েছে ঘরে ফিরে যাওয়ার, অতএব সেই ঘরকেই সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। স্মরণ বিনা তো শান্তিধামে পৌঁছানোই যায় না। আর সোজা সেখানে না পৌঁছতে পারলে শান্তি ভোগ তো করতেই হবে। উপরন্তু, আগামীতে ভাল পদও পাওয়া যায় না। এই সঙ্গম সময়কালে যে বা যারা সূক্ষ্মবতনে যায়, তারা সেখান থেকেই সূক্ষ্ম সেবা করতে থাকে। আর এই সূক্ষ্ম-সেবায় প্রথম নম্বরে রয়েছেন ব্রহ্মাবাবা। দ্বিতীয় নম্বরে মাম্মা। যেহেতু দ্বিতীয় নম্বরেই যে আসতে হবে মাম্মাকে। অতএব বাচ্চারা, সেই মাম্মা-বাবাকেই যথার্থ রূপে অনুসরণ করবে তোমরা। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার মতনই অধিক মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে বাচ্চাদেরকে। সবাইকে মিষ্টি দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কারও কোনও প্রকার অবগুণের প্রতি নজর দেবে না।

২) ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের এই ছাত্রজীবনে নিজেকে সর্বদা খুশীতে রাখতে হবে। যতদিন বাঁচবে ততদিন রোজই এই পাঠ পড়তে হবে।

বরদান :- বাপদাদার আশার দীপকে জাগিয়ে তুলে কূল-দীপক হয়ে প্রকৃত দীপাবলী পালন করো

বিস্তার :- কথিত আছে দীপক বা প্রদীপ চার প্রকারের :-

১) ঘোর অন্ধকারকে দূর করে আলোর প্রকাশ আনে যে স্থূল মাটির প্রদীপ।

২) আত্মা-রূপী দীপক।

৩) কূল বা বংশের দীপক আর

৪) আশার দীপক।

মাটির দীপক তো তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরেই জ্বালিয়ে আসছ। কিন্তু এখন এই আত্মারূপী দীপককে সদা জাগ্রত রাখো। তোমাদের দ্বারা এমন কোনও কার্য যেন না হয়, যার ফলে কূলের সেই দীপক নিভে যায়। এমন কোনও চাল-চলন যেন না হয়, যার ফলে বাপদাদার আশার দীপক নিভে যায়। অতএব এখন এমন কূল-দীপক হয়ে ওঠো, যাতে বাপদাদার আশার দীপ-কে আলোকিত করে প্রকৃত দীপাবলী পালন করতে পারো।

স্লোগান :- পবিত্রতাই ব্রাহ্মণ জীবনের মূল ভিত। পৃথিবী উলোট-পালট হয়ে গেলেও তুমি যেন তোমার স্ব-ধর্মকে ছেড়ে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই সময় তোমাদের এই জন্ম হল হীরে তুল্য কারণ তোমরা ঐশ্বরীয় সন্তান হয়েছ , স্বয়ং ঐশ্বর তোমাদের পড়ান তোমরা দূরদেশী, বিশাল বুদ্ধি রূপে পরিণত হও "

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা কোন্ পুরুষার্থ করে দূরদেশী ও বিশাল বুদ্ধি স্বরূপে পরিণত হও ?

উত্তর :- বাবার স্মরণের দ্বারা দূরদেশী এবং পড়াশোনা দ্বারা বিশাল বুদ্ধি রূপে হও। দূরদেশী অর্থাৎ দূর দেশ বাসী বাবাকে স্মরণ করা। মন্মনাভবের অর্থ হল দূরদেশী হওয়া। বিশাল বুদ্ধি অর্থাৎ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা। তোমাদের প্রথমে দূরদেশী তারপরে বিশাল বুদ্ধি স্বরূপ হতে হবে।

গান : - আমাদের তীর্থ হল অনুপম.....

ওমশান্তি। বাচ্চারা গান শুনেছে যে আমাদের তীর্থস্থান হল নিরাল। আমাদের তীর্থ স্থল অনেক দূরে তাই বাচ্চাদের বলা হয় দূরদেশী হও। দূরদেশী দের বলা হয় বিশাল বুদ্ধি হও। এই সময়ে সবার বুদ্ধি তুচ্ছ কিনা। মায়া তুচ্ছ বুদ্ধি করেছে। তবে এখন বাচ্চাদের বুদ্ধি হল দূরদেশী বুদ্ধি অর্থাৎ দূরদেশী পিতার স্মরণে থাকা বুদ্ধি এবং বিশাল বুদ্ধি অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান পূর্ণ বুদ্ধি। আর সবাই হল অল্প বুদ্ধি , শুধু বলে পরমাত্মা, কিন্তু জানেনা। এখানে কোনো মহাত্মা নেই। এখানে তো বাবা এসে দূরদেশী করেন , কিন্তু দূরদেশী বাচ্চাদের সংখ্যা কম আছে। যদিও জ্ঞান অনেক আছে কিন্তু দূরদেশী কম অর্থাৎ বাবার স্মরণে কম থাকে। বাকি সাধুরা সাধনা করলেও যথা রাজরানী তথা প্রজা ; এইসময় সম্পূর্ণ দুনিয়াই হল পতিত। যতই মহাত্মা নাম লিখুক, মহান আত্মা কেউ নেই। অনেকে আবার কৃষ্ণকে মহাত্মা বলে। এই কথাটি তবুও ঠিক, কারণ সেখানে তো হল শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া । এটা হল ব্রহ্মাচারী দুনিয়া। যথা রাজরানী তথা প্রজা কিন্তু এই সময়ে রাজা কেউ নেই। প্রজার উপরে প্রজার রাজত্ব চলছে। বাবা বলেন শাস্ত্র পড়ে তোমরা আমাকে পাবে না আর না-ই মুক্তি প্রাপ্ত করবে। যতক্ষণ আমার দ্বারা কেউ আমায় জানবেনা এবং যতক্ষণ না কল্পের অন্তিম সময়ে আমি না আসি । মানুষ তো কৃষ্ণকে স্মরণ করে - তিনি হলেন এই দেশের (স্বর্গের)। দূরদেশী নয়। তাই বাবাকে স্মরণ করা মানে দূরদেশী হওয়া। মন্মনাভবের অর্থ হল দূরদেশী হও। যে বাবাকে জানেনা তো বর্সা প্রাপ্ত করবে কিভাবে। যদি না আসে তবে রাস্তা পাবে কিভাবে। বিশেষ ভাবে বুঝবার বিষয় । প্রীতমের সঙ্গে প্রেম চাই। বলে এক তোমাকে পেয়ে আমরা সব কিছু পেয়েছি। অর্থাৎ একের কাছেই সব কিছু প্রাপ্তি হয়ে যায়। এমন প্রিয়তমের জন্যে অসীম ভালোবাসা চাই। এ হল বেহদের নলেজ। বিরাট ড্রামা অর্থাৎ ভ্যারাইটি, যার মধ্যে অনেক মতান্তর আছে তবেই বলা হয় দ্বৈত রাজ্য বা দৈত্য একই কথা। দৈত্য বলা হয় রাবণকে । দেবতায় পরিণত করেন একমাত্র বাবা। বলা হয় মানুষ থেকেও দেবতা , কত সহজ কথা। তোমরা হলে বিশাল বুদ্ধি। শাস্ত্রপাঠীদের বিশাল বুদ্ধি বলা হবেনা। সেসব হল ভক্তি। জ্ঞান একেবারে আলাদা জিনিস, ভক্তি আলাদা। জ্ঞান তো জ্ঞান সাগর বাবাই দিয়ে থাকেন। তোমরা হীরে তুল্য ছিলে, এখন কড়ি তুল্য হয়েছ। এখন বাবা হীরে সম করছেন। তোমরা বিশাল বুদ্ধি হয়ে বিশ্বের উপরে রাজত্ব করো। সেখানে আছে অখন্ড, অটল রাজ্য , সুতরাং জ্ঞানে বিশাল বুদ্ধি থাকে ।

তোমরা জানো সত্যযুগে সুখ ছিল তারপরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি নামতে হয়। সিঁড়িতে চাপতে এক সেকেন্ডের লাফ দিয়ে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার লাফ দেওয়া হয়। নামতে সময় লাগে ৫ হাজার বছর। তোমরা সবাই নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে বিশালবুদ্ধি হয়েছ। এই জ্ঞান এখনই প্রাপ্ত হয়, সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকে না। সঙ্গমে বাবা আসেন -- হুবহু কল্প পূর্বের মতন। সত্যযুগে বিশালবুদ্ধি বলা হবেনা। হীরে তুল্য জীবনও সত্যযুগে বলা হবে না। হীরে তুল্য জন্ম বর্তমানেই কারণ এই সময়ে তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বর তোমাদের পড়ান। এই মহিমা হল বাবার। যখন পরমাত্মা হলেন পতিত পাবন তাহলে তিনি সর্ব ব্যাপী হবেন কিভাবে। কিন্তু মানুষ হল অল্প বুদ্ধি, যতই বোঝাও বুঝবেনা। তাহলেই বুঝবে যে সে ব্রাহ্মণ কুলের নয়। যে দেবতা কুলের হবে সেই জ্ঞানকে বুঝে ব্রাহ্মণ হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরাও জ্ঞানের সাগরে পরিণত হও, তারপর তোমরা সুখ শান্তির সাগর হও। সত্যযুগে অপরিমিত সুখ থাকে। সুতরাং বাবার দ্বারা তোমাদের সর্ব সুখের প্রাপ্তি হয়। তাও অন্ত সময়ে জ্ঞান, সুখ, শান্তির সাগর হবে কারণ অন্যদেরও দান করো। এখন দেখ কত দুঃখ কত অশান্তি আছে চারিদিকে। অনেকেরই ঘুম আসেনা। বাচ্চারা তোমাদের কত খুশীর অনুভূতি আছে কারণ তোমরা বাবাকে জেনেছ। দুনিয়া বলে ও গড ফাদার, পরম পিতা পরমাত্মা কিন্তু জানেনা। কত যুগ ধরে ভক্তরা ভক্তি করছে, স্মরণ করছে, জানে কিছুই না। বাবা নিজের এবং নিজের রচনার পরিচয় নিজে এসে দেন। তোমাকে অন্যদের দিতে হবে। তোমরা জানো ইনি হলেন বাবা, কোনো মহাত্মা নয়। বাবার মনে হল, ফর্মে লেখা থাকুক যে তোমরা কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? তখন বলবে মহাত্মার সঙ্গে। বলা, ইনি তো মহাত্মা নন। নাম হলো ব্রহ্মাকুমার কুমারী তো তাদের পিতা হবেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা তাইনা। তাহলে মহাত্মা হলেন কিভাবে। ভালো রকম যুক্তি তর্ক করতে হবে। বুদ্ধিমান চাই। তারা যদিও লিখবে কিন্তু কিছুই বুঝবেন, একেবারে অবোধ। চেহারা দেখে বোঝা যায় বুদ্ধিতে জ্ঞান নেই। শিববাবা তো জানেন, তিনি হলেন অন্তর্যামী। আর এই বাবা হলেন বাহ্যামি। বাবা বলেন আমি সেই দেহে আসি যে হল প্রথম নম্বর। এখন লাস্ট নম্বরে আছে। এনার মধ্যে প্রবেশ করি কারণ এনাকেই নারায়ণ রূপে পরিণত হতে হবে। অর্থাৎ এনাকে (ব্রহ্মাবাবাকে) দেহটি ব্যবহার করতে দেওয়ার ভাড়া প্রাপ্ত হয় তবেই তো বলা হয় সৌভাগ্যশালী রথ, ভাগীরথ কোনো গঙ্গা নদী আনে নি। এইসব হল গুহ্য জ্ঞানের কথা, যা রাবণ মতানুসারে হওয়ার কারণে মানুষ বোঝেনা। এবারে তোমরা বুঝেছ তো অন্যদের বোঝানোর যুক্তি বা উপায় বের করো। তোমাদের ভাবনা থাকা উচিত অন্যদের কিভাবে দূরদেশী করা যায়। কীভাবে বাবার পরিচয় দেওয়া যায়। তারা ব্রহ্মকে স্মরণ করে। ব্রহ্ম তো হল তত্ত্ব যেখানে পরমাত্মা বাস করেন। কিন্তু তারা ব্রহ্মকেই পরমাত্মা ভাবে। যেমন হিন্দু কোনো ধর্ম নয়। হিন্দুস্তান নিবাসী হওয়ার জন্য হিন্দু বলে দিয়েছে। বাস্তবে হিন্দুস্তান তো থাকার জায়গা। ব্রহ্ম তত্ত্ব হল পরমাত্মার নিবাস স্থান। কিন্তু মানুষের অল্প বুদ্ধিমত্তার জন্যে বোঝেনা। এখানে জ্ঞানের কথা আছে। দুনিয়ার কথা তো সবাই জানে। ইনি নিজে জহরী ছিলেন সবকিছু জানতেন। বাকি জ্ঞানের বিষয়ে অল্প বুদ্ধি, তুচ্ছ বুদ্ধি ছিলেন, কিছুই জানতেন না। তখন বাবা এসে পরিচয় দিয়েছেন। যতক্ষণ কেউ ব্রাহ্মণ নয় ততক্ষণ বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করেনা, প্রজা নিশ্চয়ই হবে। একটুও যদি কেউ শোনে তাহলে প্রজা পদ প্রাপ্ত হবে। যদি বিকারে যাবে তাহলে সাজা ভোগ করবে। তারপরে এসে সাধারণ প্রজা পদ প্রাপ্ত করবে। এখন সবার মৃত্যু অবধারিত। কবরে প্রবেশ করতে হবে। কবরখানা তৈরি হবেই। এই সময়ে মানুষের কোনো ভ্যালু নেই। তোমাদেরও ছিলনা। এখন ভ্যালু তৈরি হচ্ছে। বাকি যখন বিনাশ হবে তখন মশার ন্যায়ে মৃত্যু হবে। যেমন দিপাবলীতে কত মশা মরে, সুতরাং মরতে সবাইকে হবে কারণ ঘরে ফিরে যেতে হবে। সত্যযুগে এইরকম কথা বলবেনা যে এর মৃত্যু হবে কারণ সেখানে

অকাল মৃত্যু হয়না। কালকে জয় করে। মৃত্যু শব্দ সেখানে থাকেনা। সত্যযুগে জ্ঞান থাকে যে এখানে মৃত্যু নেই। শুধু পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন ধারণ করা হয় -- তাও সময় অনুসারে। সর্পের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে পুরানো খোলস ছেড়ে নতুন ধারণ করা সুতরাং সর্পের দৃষ্টান্ত হল সত্যযুগের, এখানকার নয়। ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত হল এখানকার, সন্ন্যাসীরাও এই দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন কারণ এখানকার সব স্মৃতি চিহ্ন রূপে ভক্তি মার্গে প্রচলিত হয়েছে।

এখন তোমরা বাচ্চারা যত ধারণা করবে ততই বিশাল বুদ্ধিতে পরিণত হবে, ততই জমা খাতা বাড়বে। যেমন সার্জেন যত বিশালবুদ্ধি হবে, যত ওষুধের জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখবে ততই উপার্জন করবে। সেরকম এইখানেও আছে। কেউ ২৫০ টাকা রোজগার করে কেউ হাজার টাকা। কোনো রাজার অসুখ সারিয়ে দিলে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন হয়। এখানেও ঠিক সেইরকম। কারো জ্ঞানের কথায় ধারণা নেই আর কেউ আবার এতো দূরদেশী, বিশালবুদ্ধি যে অন্যদেরও সেইরকম ধারণা করায়। প্রথমে দূরদেশী তারপরে বিশাল বুদ্ধি বলা হবে। বুঝবার কথা কিনা। ব্রাহ্মণদের মতন সৌভাগ্যশালী আর কেউ নয়। সবাইকে উপরে নিয়ে যায়। উপরে পরমাত্মা আছেন, তাঁরই পরিচয় তোমরা দাও। অর্থাৎ তোমরা জ্ঞানী হলে তাইনা। বাচ্চাদের তো বাবার পরিচয় জানা থাকে। এখন পারলৌকিক পিতা এসেছেন তোমাদের পবিত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। একজন কিশোর কন্যার গল্প আছে না -- রাজা কন্যাকে নিয়ে এলেন তার ভালো লাগল না, তো কন্যাটিকে রাজা ফিরিয়ে দিলেন। এখানেও ঠিক সেইরকমই হয়। যাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের ধারণা হয় না তারা নিজেরাই চলে যায় তাতে বাবা কি করতে পারেন। যিনি বোঝান তিনি হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। তিনি ব্রহ্মা দ্বারা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদির সার তত্ত্ব বুঝিয়ে দেন বেদ শাস্ত্র কোনো ধর্ম শাস্ত্র নয়। এইসব হল গাছের পাতা, সন্তান সন্ততি। মুখ্য ধর্ম হল চারটি। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ধর্ম হল প্রমুখ। হীরে তুল্য জন্ম দেবতাদের জন্যে বলা হয় না কারণ এ হল কল্যাণকারী ধর্মনিষ্ঠ লীপ যুগ। ধর্মনিষ্ঠ মাসকে লীপ মাস বলা হয়। এ হল সঙ্গম যুগ, কল্যাণকারী আর যত যুগ আছে সেসময়ে অকল্যাণ-ই হয় কারণ ডিগ্রি কম হতে থাকে। দিন দিন কল্যাণ ঘাটতি হতেই থাকে। এই যুগটি হল কল্যাণকারী। তাই প্রত্যেককে মাথা ঘামাতে হয় যে অন্যদের কিভাবে বোঝান যায়। এমনিতে তো উস্তাদ (শিববাবা) পথ বলে দেওয়ার উপায় বলে দিচ্ছেন তবুও প্রত্যেকের ধান্দা হল নিজস্ব আলাদা। তাই এই ভাবনা আসা উচিত কিভাবে অন্যদের নর্দমার পাঁক থেকে মুক্ত করা যায়। অনেকে পাঁক থেকে বের করতে গিয়ে নিজেরাই তার মধ্যে আটকে যায়। তাই বোঝানোর যথেষ্ট যুক্তি চাই। প্রথমে অল্ক কি সেটি বোঝাও তাহলেই বে অর্থাৎ বাদশাহী জেনে যাবে আর সৃষ্টি চক্রের বিষয়েও জেনে যাবে। প্রথমে অল্ককে জানো। কেউ হাজার বার লিখে দিক যে অল্ক কে, তবেই এখানে বসতে পারবে। কেউ তো রক্ত দিয়ে লিখে দেয় কিন্তু আবার চলেও যায়। মায়া কিছু কম নয়। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের কে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) দূরদেশী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং অন্যদের দূরদেশী বাবার পরিচয় দিতে হবে।

২) কল্যাণকারী যুগে সকলের কল্যাণের পথ বলে দিতে হবে। সবাইকে মায়ার নর্দমা থেকে বাইরে বের করার সেবা করতে হবে।

বরদান :- সর্বদা উঁচু স্থিতির শ্রেষ্ঠ আসনধারী মায়াজিত মহান আত্মা হও ।

ব্যাখা: যে আত্মারা মহান হয় , তারা সর্বদা উঁচু স্থিতির অধিকারী হয়। উঁচু স্থিতি-ই হল উঁচু আসন। যখন উঁচু স্থিতির আসনে থাকো তখন মায়া আসতে পারে না। মায়া তোমাদের মহান ভেবে তোমাদের সামনে মাথা নোয়াবে , আঘাত করবেনা বরং পরাজয় স্বীকার করবে। যখন উঁচু আসন থেকে নীচে নেমে আসো তখন মায়া আক্রমণ করে। তোমরা সদা উঁচু আসনধারী হয়ে থাক তাহলে মায়ার আসার শক্তি থাকবেনা। মায়া উঁচুতে উঠতে পারেনা।

শ্লোগান - শান্তির দূত রূপে সবাইকে শান্তি প্রদান করো -- এটাই হল তোমাদের অক্যুপেশান ।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য

আমরা মনুষ্য আত্মা , আমাদের কোন্ মুখ্য কথাটি বুদ্ধিতে রাখা উচিত, যে কথাটির উপরে খুব বেশী অ্যাটেনশন রাখতে হবে? সর্বপ্রথম নিজের এই কথাটিতে পাকা নিশ্চয় থাকা উচিত যে যিনি আমাদের পড়াচ্ছেন তিনি কে ? দ্বিতীয় কথা হল , আমরা সবাই মনুষ্য আত্মা এবং পরমাত্মা হলেন আমাদের পিতা। আমরা আত্মারা হলাম সন্তান এবং পরমাত্মা হলেন পিতা, পিতা ও সন্তান দুই- ই সম্পূর্ণ আলাদা। তৃতীয় কথা হল ঈশ্বর অন্তহীনও নয় , সর্বব্যাপীও নয় , এখন এই জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে তাই তো আমাদের এই জ্ঞান অন্যদের চেয়ে আলাদা , যদিও দুনিয়ার মানুষ বলবে তাদের পরমাত্মার জ্ঞান আছে, এবারে তাদের জিজ্ঞাসা করো যে তোমাদের কি জ্ঞান আছে ? তখন তারা বলবে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। এখন পরমাত্মা বলেন আমার জ্ঞান আমার দ্বারা-ই প্রাপ্ত হয় , যেমন ব্যারিস্টার দ্বারা ব্যারিস্টারি , ডাক্তার দ্বারা ডাক্তারী শেখা হয় , যদিও সেখানে অনেক ব্যারিস্টার থাকে , একজন না পড়ালে অন্যজন পড়াবে। এক ডাক্তার না পড়ালে অন্যজন পড়াবে, কিন্তু এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া কোনো মনুষ্য আত্মা সাধু , সন্ত বা কোনো মহাত্মা- ই হোক না কেন পড়াতে পারবেনা। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব এদের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান কার কাছে প্রাপ্ত হবে এবং চতুর্থ কথা হল পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন না বরং পরমাত্মা কল্পে কল্পে কেবল একটি বার এই সঙ্গম যুগে অর্থাৎ কলিযুগের অন্তিম সময়ে ও সত্যযুগের আদি সময়ে অর্থাৎ সঙ্গমে আসেন এবং অনেক অধর্মের বিনাশ করিয়ে একমাত্র আদি সনাতন সত্যধর্মের স্থাপনা করেন। এবারে লোকেরা কি করে বলে যে পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন আর এরকমও বলে যে গীতার ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ যিনি দ্বাপরে আসেন। এবার এই সব কথা প্রমাণ করবে হবে যে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয় বরং শিব পরমাত্মা , তিনি দ্বাপরে আসেন না সঙ্গম কালে আসেন। পঞ্চমতঃ হল গুরু বিনা ঘোর অন্ধকার হয় কিভাবে , সেই গুরু কে ? মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষটি উল্টো হয় কিভাবে এবং পাঁচ বিকারের হাত থেকে মুক্তি লাভ হবে কিভাবে ? ষষ্ঠ পয়েন্টটি হল আমরা হলাম সেই পাণ্ডব যোদ্ধা, যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরমাত্মা আছেন সে দিকেই বিজয় নিশ্চিত। সঙ্গম কথাটি হল পরমাত্মা নিজেই সর্ব শক্তিমান সুতরাং যারা পরমাত্মার সম্পূর্ণ সঙ্গ প্রাপ্ত করেছে , তারা-ই পরমাত্মার দ্বারা লাইট মাইট যুক্ত ডবল মুকুট প্রাপ্ত করে। এখন এই সব কথা বুদ্ধিতে রাখো একেই জ্ঞান বলা হয়। আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যদি একটুও গাফিলতি করো তাহলে মায়া এমনভাবে গিলে নেবে যার ফলে ঈশ্বরীয় স্পের থেকেও দূরে চলে যাবে। তাই নিজেকে সামলাও এবং সজাগ থাক।"

প্রশ্ন:- এই ঈশ্বরীয় ক্লাসে বসার জন্য কি নিয়ম রয়েছে?

উত্তর:- এই ক্লাসে সে-ই বসতে পারবে যে বাবাকে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছে। এখানে যারা বসবে তারা যেন অব্যভিচারী (কেবল একজনকেই) স্মরণ করে। যদি এখানে বসে অন্য কাউকে স্মরণ করতে থাকে তাহলে তারা বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেয়। এটাও অনেক বড় ডিস-সার্ভিস। এখানকার নিয়ম-কানুন এত কড়া হওয়ার জন্য তোমাদের বুদ্ধি কম হয়।

প্রশ্ন:- কোন্ বিষয়ের দ্বারা বাচ্চাদের অবস্থা জানতে পারা যায়?

উত্তর:- এই রোগী-ভোগী দুনিয়াতে কখনো কোনো পেপার (পরীক্ষা) আসলে যদি কাঁদতে থাকে তাহলে তার অবস্থা জানতে পারা যায়। তোমাদের কাঁদতে মানা আছে।

গীত:- দর্পণে আপন মুখ দেখ রে প্রাণী...

ওম্ শান্তি। 'প্রাণী' অথবা 'আত্মা' - এই কথাটা কে বলল? বলা হয় যে এর প্রাণ বেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ আত্মা বেরিয়ে গেছে, তাই না? অতএব, আত্মাকে প্রাণ বলা যাবে না কি শরীরকে। বাবা আত্মাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন - তোমরা পাপ-আত্মা না কি পুণ্য-আত্মা? সকলেই নিজেকে পতিত মনে করে। তাই বাবা বলেন, নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে জিজ্ঞেস কর যে আমি কি কি পাপ করেছি? কখন করেছি? সকলেই তো পাপ-আত্মা, তাই না? কিন্তু তার মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম থাকে। তাহলে ক্রমানুসারে পুণ্য-আত্মা কারা? এবং নম্বর ওয়ান পাপ-আত্মা কে? ভারত পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। আজ সকল মানুষই মায়ার দাস হয়ে গেছে। অর্ধেক কল্প মায়ার দাস থাকে এবং তারপর মায়াকে দাসী বানায়। তখন তাদেরকে পুণ্য-আত্মা বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। ওরা এখন কোথায়? সত্যযুগে তো কেবল লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল না, তাদের পুরো রাজবংশও ছিল। ওই সময়ের ভারতকে পবিত্র বলা হয়। ওখানে দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষেরা ছিল। সর্বগুণ সম্পন্ন এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ বলা হয়... তাহলে তারা নিশ্চয়ই পুণ্য-আত্মা ছিল। আবার এটাও বলে যে অহিংসা পরম ধর্ম। তাহলে ওরা অহিংসকও ছিল। হিংসার দুটো অর্থ হয়। হিংসা মানে কাউকে আঘাত করা বা মারা। আঘাত দুই ধরনের হয় - একটা হল কাম-কাটারীর দ্বারা আঘাত করা এবং আরেকটা হল ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাউকে মারা। এটাও হিংসা। এখন সকলেই পাপ-আত্মা। তাই মানুষ বলে- আমি হলাম গুণহীন, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। তাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম থাকে। কিন্তু সকলেই তো পাপ-আত্মা। তাই যখন বাবা আসেন তখন বাবাকে চিনে নিতে হবে। তাঁকে পরমপিতা বলা হয়। তাঁর কোনো পিতা নেই, তিনিই হলেন সকলের পিতা এবং শিক্ষক। পরমপিতা, যিনি পরমধামে থাকেন, তাঁর কোনো বাবা নেই। এছাড়া সকলের-ই বাবা আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করেরও বাবা আছে। শিবায় নমঃ বলা হয়। তাই তিনি হলেন বাবা। বাবা পুনর্জন্ম নেন না। কিন্তু তিনি কল্পে একবার জন্ম নেন। শিব জয়ন্তী বলা হয় - তাহলে নিশ্চয়ই জন্ম হয়েছিল।

শান্ত্রবিদ্-রা জানেনা যে শিববাবা কিভাবে জন্ম নেন। ওরা তো শিবরাত্রি বলে। কিন্তু কোন্ রাত্রি? রাত্রিবেলা মানুষ অন্ধকারে ধাক্কা খায়। ভক্তিমার্গেও গঙ্গাপ্লাবন, চারধামের যাত্রা ইত্যাদি করতে বলে। এগুলোই তো ধাক্কা খাওয়া, তাই না? এখন রাত্রিবেলা। সত্য এবং ত্রেতাযুগ হল দিন। সত্যযুগে সুখ থাকে, তাই পরমাত্মাকে স্মরণ করার দরকার হয় না। বলা হয়- দুঃখের সময়ে সবাই স্মরণ করে। যেহেতু ভক্তরা বাবার নাম জপ করে, সাধনা করে তাই তারা নিশ্চয়ই পতিত হয়ে গেছে। ভারতকেই পতিত বলা হবে, কারণ ভারতই পবিত্র ছিল। যখন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তখন পবিত্র আত্মারা ছিল। সত্যযুগে অন্য কোনো ধর্ম থাকে না। অন্যান্য ধর্মের পতিত আত্মারা শাস্তি খেয়ে পরমধামে থাকে। ওরা সত্যযুগে আসে না। সত্যযুগে সুখ-শান্তি-সম্পত্তি সবকিছু ছিল। ওখানে তো কেবলই প্রাপ্তি। এখানে তোমরা বাচ্চারা সবাই একমত। দুনিয়ায় তো একটা ঘরেই অনেক মতামত। বাবা হয়তো গণেশের পূজা করে আর বাচ্চা হনুমানের পূজা করে। এখানে বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। এমনিতে তো যাকে খুশি বাবা বলে দেয়। গান্ধীজিও বাপু ছিল। কিন্তু সে তো সকলের বাবা ছিল না। ইনিই হলেন বেহদের বাবা। বাবা এসে আমাদেরকে এই শৃঙ্খল (বন্ধন) থেকে মুক্ত করেন। ভক্তিও এক প্রকার বন্ধন। কেউ তো এটা বোঝেই না যে আমরা পতিত। কেবল বাবাই পতিতদেরকে পবিত্র বানান। তোমরা কেবল সত্য বাবাকেই মানো। অন্যান্য সংসঙ্গে গেলে কেউ বারণ করে না। কিন্তু এখানে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়। যতদিন বাবাকে না চিনছে ততদিন ক্লাসে বসতে পারবে না। কারণ স্মরণ না করলে যোগ্যও হবে না। মায়া অযোগ্য বানিয়ে দেয়। মানুষ বলে - আমি হলাম গুণহীন, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। এইসব গান গায়। সকলেই পতিত হয়ে গেছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকেও গালি দেয়। ওরা নিজেরা যেমন, সমগ্র সৃষ্টিকেও সেইরকম চোখে দেখে। যদি এখানে বসেও অন্য কাউকে স্মরণ করে তাহলে তাকে ব্যভিচারী স্মরণ বলা হবে। হয়তো যথাযথ ভাবে স্মরণ করা যায় না কারণ মায়া বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেয়। তবুও বাবা তোমাদেরকে বুদ্ধিযোগ লাগানো শেখান। অন্তিমে তোমাদের স্মরণ স্থায়ী হয়ে যাবে। অন্তিম কালের জন্যই গায়ন আছে - অতীন্দ্রিয় সুখের ব্যাপারে জানতে হলে গোপ-গোপীদেরকে জিজ্ঞেস কর। এই সংস্কার বৃদ্ধি হয় না কারণ এখানকার নিয়ম-কানুন খুব কড়া। যতক্ষণ না বাবাকে চিনছে ততক্ষণ ক্লাসে বসতে পারবে না। কারণ এখানে বসে কেবল একজনকেই স্মরণ করতে হবে। কেউই সত্যভূমির মালিক বানাতে পারে না। বাবার দ্বারা তোমরা সত্যভূমির মালিক হচ্ছ। এটা তো মিথ্যার ভূমি। বলা হয় - মিথ্যা কায়া, মিথ্যা মায়া... অর্ধেক কল্প এইভাবেই চলে। বাবা যদি জ্ঞানমার্গে চলে আসে তাহলে রচনাদেরকেও পবিত্র বানাতে হবে। সন্তান যদি পবিত্র না হয় তাহলে অযোগ্য সন্তান বলা হবে। ঘরে যদি একজন পবিত্র হয় কিন্তু অন্যজন না হয় তাহলে ঝগড়া হয় এবং তার ফলে মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এখানে যখন শোনে তখন আচ্ছা-আচ্ছা করে, কিন্তু বাইরে গেলে যেই কে সেই হয়ে যায়। অনেকে ভাবে যে সন্ন্যাসীরা তো বলে গৃহস্থ থেকে পবিত্র হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে আমরা কিভাবে পবিত্র থাকব। কিন্তু এখানে তো প্রতিজ্ঞা করতে হয়। বাচ্চারাও বলে- আমরা পবিত্র হব। অর্ধেক কল্প ধরে আমরা আহ্বান করেছি- হে সদগতিদাতা, তুমি এসো। এখন তিনি এসেছেন। তাই এখন তাঁর কথা মানবে না কি অন্য কারোর কথা মানবে! বাবা বলেন, যদি না মানো তাহলে সত্যযুগে কিভাবে যাবে? বাবার বাচ্চা না হলে তাকে অযোগ্য বলা হবে। সে এখানে টিকতে পারবে না। তার পক্ষে এখানে থাকাই মুশকিল হয়ে যাবে। তখন তো হাঁস আর সারসের মতো হয়ে যাবে। তাই একসাথে কিভাবে থাকবে? কোথাও যদি স্ত্রী পবিত্র হয় কিন্তু স্বামী না হয় তাহলে স্ত্রী চিৎকার করে। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমাদেরকে সহ্য করতে হবে। ঠিক আছে, তুমি গিয়ে কাজ করো, বাসন মাজ। কেবল এক টুকরো রুটিই তো প্রয়োজন। বিকারে যাওয়ার

থেকে তো বাসন মাজা ভালো। কন্যাদেরকে লৌকিক বাবাও সম্পত্তি দেয় না। সেও বলবে- বিকারে যাওয়ার জন্যই আমি ওর সাথে তোমার হাত বেঁধেছিলাম। কিন্তু পারলৌকিক বাবা বলেন, দান দিলে গ্রহণ কেটে যাবে। ৫ বিকারের দান দিলেই গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে, চাঁদের মতো ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। এখন নো কলা। এখন তো সকলেই পতিত। এমনিতে সবাই বলে যে আমরা হলাম পতিত। কিন্তু তাদেরকে যখন বলা হয় যে আমরা হলাম নরকবাসী, তখন তারা মানে না। এইসময়ে রাজা-প্রজা সকলেই পতিত। সত্যযুগ হল শ্রেষ্ঠাচারী। ওখানে কেউ কাঁদে না। তাই এখানেও তোমাদের কাঁদা বারণ। কান্না করার অর্থ হল অবস্থা দুর্বল। যেখানে বাবা ২১ জন্মের বাদশাহী দিচ্ছেন সেখানে কান্নাকাটির কি দরকার। কিন্তু এই কথাটা ভুলে যাও। এই দুনিয়াটা হল রোগী এবং ভোগী দুনিয়া। সত্যযুগ হল নিরোগী এবং যোগী দুনিয়া। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ না করলে ডিস-সার্ভিস কর, কারণ বাতাবরণকে খারাপ কর। এখানে তো সবাই পতিত, আর পতিত ব্যক্তিকে দান করলে কখনো পবিত্র হওয়া যায় না। পতিত ব্যক্তিকে কিছু দিলে সে ওটা দিয়ে পতিত কাজ-ই করবে। এখানে পতিতদের সাথে পতিতদের যোগাযোগ। ওখানে পবিত্রদের সাথে পবিত্রদের যোগাযোগ। ব্যভিচারী কথাটা তো খারাপ, তাই না? শুরুতে ভক্তিও অব্যভিচারী ছিল। কেবল শিবেরই পূজা করত। তারপরে দেবতাদের ভক্তি শুরু হয়। পরবর্তীকালের এই ভক্তিকে রজোগুণী ভক্তি বলা হয়। এখন তো মানুষেরই পূজা করতে শুরু করেছে। সন্ন্যাসীদের পা ধুয়ে জল খায়। মানুষের পূজাকে ভূত-পূজা বলা হয়। অর্থাৎ পাঁচ তন্ত্র দিয়ে তৈরি শরীরের পূজা। কিছুই বোঝে না। তাই জন্যই বলা হয় অন্ধের সন্তানও অন্ধ হয়। তোমরা এমন একজনের সন্তান যিনি দেখতে সক্ষম। তাই তোমরাও দেখতে সক্ষম। ওরা তো অন্ধকারে ধাক্কা খাচ্ছে। ওরা বলে- গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু শঙ্কর... -এটাও ভুল কথা। বিষ্ণু তো সত্যযুগে থাকবে, নিজের প্রাপ্তি ভোগ করবে। আর ব্রহ্মা তো তখনই গুরু হয় যখন বাবা এই শরীরে আসেন। বাবা যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ এও কোনো কাজের নয়। বেহদের বাবা বলেন, যে আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে সে-ই হল আমার সুযোগ্য সন্তান। সরকার যেমন নির্দেশিকা জারি করে, সেইরকম এই পাণ্ডব গভর্নমেন্টও নির্দেশিকা জারি করেছে যে পবিত্র হলেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। তাই বাবা বলছেন, দেহ এবং দেহের সকল সম্বন্ধকে ভুলে গিয়ে কেবল আমাকেই স্মরণ কর। তিনি এই শরীরের সাথে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করিয়ে আত্মার সাথে পরমাত্মার বৈবাহিক সম্পর্ক পাকা করেন। তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং শরীরের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করতে হবে। একজন মোহজিৎ ব্যক্তির গল্প আছে। তোমাদেরকেও ঐরকম মোহজিৎ হতে হবে। এটা হল যুদ্ধের ময়দান। এই যুদ্ধে সামান্যতম গাফিলতি করলেও মায়া গিলে নেবে। গল্পে আছে, হাতিকে একটা কুমির ধরে নিয়েছিল। বাস্তবে এইরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি যে হাতি জলে গেছিল আর তাকে কুমির ধরেছিল। এটা তো এখানেরই ঘটনা। অনেক ভাল ভাল মহারথী আছে যারা অনেকজনকে বোঝায়, সেন্টারও সামলায়। কিন্তু তারাও যদি একটু গাফিলতি করে তাহলে মায়া গিলে নেয়। এমনভাবে গিলে নেয় যে বাবার সঙ্গের থেকেই দূরে নিয়ে চলে যায়। তখন আবার পুরাতন দুনিয়ায় চলে যায়। তাই অনেক সামলে চলতে হয়। কারণ এটা হল মায়ার সাথে বস্ত্রিং। এইসব খুবই বোঝার বিষয়। কেবল 'ঠিক-ঠিক' বলার বিষয় নয়। ভক্তিমার্গে সবকিছুতেই 'ঠিক-ঠিক' করতে থাকে। নাক থেকে অমুক দেবতার জন্ম হয়েছিল - এটাও ঠিক, পবন (বায়ু) থেকে হনুমানের জন্ম হয়েছিল - এটাও সত্য! এইসব ভক্তিমার্গের ব্যাপার। এখানে তো জ্ঞান দেওয়া হয় যেগুলো ধারণ করতে হবে। মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। যদি বাবার বাচ্চা হওয়ার পরেও কোনো পাপ কাজ করো তাহলে আরও একশ'গুণ শাস্তি পেতে হবে। তাই বাবা খুব সাবধান করছেন। দেখ, এখন তো বাপদাদা সামনে বসে পড়াচ্ছেন।

এ তো এইরকম বলবে না যে 'হে ভগবান'। ব্রহ্মা হল শিববাবার সন্তান। তারপর ব্রহ্মাই বিষ্ণু হয়।
আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) চাঁদের মতো ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য ৫ বিকারকে সম্পূর্ণ দান করে গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে হবে।

২) বাবার বাচ্চা হওয়ার পর কোনো পাপ কাজ করা উচিত নয়। শরীরের প্রতিও মমত্ব ত্যাগ করে মোহজিৎ হতে হবে।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনে অভিনন্দনের পালনা দ্বারা সর্বদা উন্নতি করতে থাকা কোটি-কোটি গুণ ভাগ্যবান হও।

ব্রাহ্মণ জীবনে বিশেষ খুশিতে পরিপূর্ণ অভিনন্দনের দ্বারাই সকল ব্রাহ্মণ উন্নতি করেছে। ব্রাহ্মণ জীবনে পালনার আধার হল অভিনন্দন। বাবা রূপে সব সময় অভিনন্দন দিচ্ছেন, শিক্ষক রূপে সর্বদা সাবাশ-সাবাশ বলে পাস উইথ অনার বানাচ্ছেন এবং সদগুরু রূপে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কর্মের আশীর্বাদ সহজ এবং খুশিতে পরিপূর্ণ জীবনের অনুভব করচ্ছে। তাই ভাগ্যবিধাতা ভগবানের সন্তান অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাগ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য তোমরা হলে কোটি-কোটি গুণ ভাগ্যবান।

স্লোগান:- সত্যিকারের সেবা দ্বারা যে সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে, সে-ই হল ভাগ্যবান।

॥ সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকার বিধি ॥

বাচ্চারা, আজ তোমাদের সবার দিলারাম বাবা, তোমাদের অন্তরের ধ্বনি এবং অন্তরের মিষ্টি মিষ্টি কথার রেসপন্স দিতে তোমাদের মাঝে এসেছেন। অমৃতবেলা থেকে শুরু করে বাপদাদা চারিদিকের সব বাচ্চাদের বিভিন্ন রকমের অর্থপূর্ণ (রহস্য ভরা) ধ্বনি (সুর) শুনতে থাকেন। সারাদিনে কত বাচ্চাদের কতরকম অর্থপূর্ণ ধ্বনি তিনি শুনে থাকবেন ! সব বাচ্চারই সময়-সময়ে বিভিন্ন ধ্বনি থাকে। সবচেয়ে বেশি ন্যাচারাল গম্ভীর ধ্বনি কে শোনে ? ন্যাচারাল বস্তু সর্বদা প্রিয় লাগে। সব বাচ্চাদের আলাদা আলাদা ধ্বনি শুনে বাপদাদা বাচ্চাদের মুখ্য বিষয়ের সারমর্ম বলেন।

তোমরা বাচ্চারা সবাই তোমাদের যথাশক্তি একাগ্র হয়ে মগ্ন অবস্থায় স্থিত হওয়ার জন্য বা মগ্নতার অনুভাবীমূর্ত হওয়ার জন্য অ্যাটেনশন দিতে দিতে খুব ভালোভাবে এগোচ্ছ। তোমাদের হৃদয়ে একই উত্সাহ-উদ্দীপনা থাকে, বাবা সমান হয়ে বাবার কাছাকাছি থাকার রত্ন হয়ে, সুযোগ্য সন্তান হওয়ার প্রমাণ দেওয়া। এই উত্সাহ-উদ্দীপনা সবার উদ্ভৃতি কলার আধার। এই উত্সাহ, আসন্ন বহু বিঘ্ন সমাপ্ত করে সম্পন্ন হওয়ায় অনেক সহযোগ দেয়। এই উত্সাহের কারণেই শুভ এবং দূঢ় সংকল্প, তোমাকে বিজয়ী বানানোর বিশেষ শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে যায়। এইজন্য সদা এই উত্সাহ-উদ্দীপনা এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর এই উদ্ভৃতি কলা যেমন আছে, তেমনই হৃদয়ে লালন করো। তোমাদের উদ্যম-উত্সাহ কখনও কম হতে দিওনা। উত্সাহ এই যে, তোমরা অবশ্যই বাবা সমান সর্বশক্তি, সর্বগুণ এবং সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডারে সম্পন্ন হবে, কারণ পূর্ব কল্পেও তুমি শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছিলে। এটা মাত্র এক কল্পের ভাগ্য নয়, কিন্তু অনেক বারের এই ভাগ্যরেখা ভাগ্যবিধাতা দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। এই উদ্যমের আধারেই নিজে থেকেই উত্সাহ হয়। কি উত্সাহ ? 'বাহু আমার ভাগ্য'। বাপদাদা তোমাদের যে বিভিন্ন টাইটেল দিয়েছেন, তার স্মৃতি স্বরূপ হয়ে অবিরত উত্সাহে থাকবে অর্থাৎ অবিরত তোমাদের খুশি থাকবে। তোমাদের উত্সাহের সবচেয়ে বড় ব্যপার হলো যে, তোমরা অনেক জন্ম বাবাকে খুঁজেছ, কিন্তু বাপদাদা এই সময় তোমাদের খুঁজে পেয়েছেন। বিভিন্ন রকম পর্দার আড়ালে তোমরা লুকিয়ে ছিলে। সেই পর্দার অন্তরালে থাকা সত্ত্বেও তিনি তোমাদের খুঁজে পেয়েছেন, তাই না ? বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমরা কতদূর চলে গিয়েছিলে ! ভারত দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেছ ! ধর্ম, কর্ম, দেশ, রীতি-রেওয়াজ ইত্যাদি কতরকম পর্দার আড়ালে তোমরা চলে গিয়েছিলে ! তাইতো তুমি নিরন্তর এই উত্সাহ আর খুশি লালন করো, তাই না ? বাবা তোমাকে নিজের করেছেন নাকি তুমি বাবাকে নিজের করেছ ? মেসেজ তো প্রথমে বাবাই পাঠিয়েছেন, তাই না ? যদিও তাঁকে চিনতে তোমাদের কারও কারও একেকরকম সময় লেগেছে ! সুতরাং, সদা উত্সাহ-উদ্দীপনায় থাকা আত্মাদের এবং এক বল, এক ভরসায় থাকা বাচ্চাদের সদা অকুতোভয় হয়ে বাবার সহায়তা অনুভব হয় 'হিস্মাতে বসে মদদে বাপ' (বাচ্চারা সাহস করে এগোলে বাবাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন)। "এতো হতেই হবে" - এই সাহস তোমাদের আছে। এই সাহসের সাথেই তুমি স্বতোই সহযোগিতা লাভ করার উপযুক্ত হয়ে যাও এবং তোমার সাহসের সংকল্পের সামনে মায়াও সমস্ত সাহস হারিয়ে ফেলে। "আমি জানিনা, এটা হবে কি হবেনা" "আমি করতে পারব কি পারব না" - এমন সংকল্প করা অর্থাৎ মায়াকে আহ্বান করা ! যদি মায়াকে আহ্বান করোই তবে সে কেন আসবেনা ? এই সংকল্প আসা অর্থাৎ মায়াকে রাস্তা দেখানো। মায়ার জন্য যখন তুমি রাস্তা খুলেই দিচ্ছ, তবে কেন সে আসবেনা ?

অর্ধকল্প ধরে সে তোমায় স্নেহ দেওয়ার পর যদি তুমি তাকে রাস্তা দেখাও, তখন সে কিভাবে না আসবে ? সদা প্রবল উত্সাহে এবং উদ্যমে সাহসী আত্মা হও । বিধাতা এবং বরদাতা বাবার সম্বন্ধে তুমি, যে বালক সেই মালিক হয়ে গেছ । তোমরা সর্ব ভাণ্ডারের মালিক হয়েছ যেখানে অপ্রাপ্ত বস্তু কিছু নেই । এমন মালিক যদি প্রবল ভাবাবেগে আর উদ্যমে না থাকে তবে কে থাকবে ? সদা তোমার ললাটে এই স্লোগান স্মৃতি রূপে থাকুক - "আমিই ছিলাম, আমিই আছি আর আমিই থাকবো ।" মনে আছে তোমাদের ? এই স্মৃতি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে । সদা এই স্মৃতিতে থাকো । আচ্ছা !

আজ, ডবল বিদেশী, যারা সবচেয়ে বেশি দূরের দেশবাসী, যারা দূর থেকে এসেছে তাদের সাথে বাবা বিশেষভাবে মিলিত হতে এসেছেন । তাহলেও, ভারতের বাচ্চারা সদা সর্বাধিকারী । তবুও, তোমরা চ্যাম্পেলর হয়ে অন্যদের চাম্প দাও, এই কারণে ভারতে মহাদানী হওয়ার ঐতিহ্য আজও বিদ্যমান । তোমরা সকলেই বিশ্ব সেবার যজ্ঞে নিজেদের মতো সহযোগ দিয়েছ । তোমরা প্রত্যেকে গভীর ভালোবাসায় সবচেয়ে ভালো পার্ট অভিনয় করেছ । সবার এক সংকল্প দ্বারা অনেক আত্মারা বাবার কাছে আসার সন্দেশ পেয়েছে । এখন এই সন্দেশ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত জ্যোতি অন্য অনেককে জাগাতে থাকবে । তোমরা ডবল বিদেশী বাচ্চারা নিজের দৃঢ় সংকল্পকে সাকার করেছ । ভারতবাসী বাচ্চারাও বিশেষ আত্মাদের কাছে নিয়ে এসেছে, যারা পরে নাম বিস্তার করবে এবং সন্দেশ লাভ করতে অন্যকে সমর্থ বানাবে । তোমরা কলমধারীদেরও স্নেহ দিয়ে কাছে নিয়ে এসেছ । কলমের শক্তি এবং বাণীর শক্তি দুইই একসাথে সন্দেশের জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত রাখবে । এইজন্য ডবল বিদেশী বাচ্চাদের এবং ভারতের কাছাকাছি বসবাসকারী বাচ্চাদের, উভয়কেই অভিনন্দন ! ডবল বিদেশী বাচ্চারা পাওয়ারফুল আওয়াজ বিস্তৃত করার নিমিত্ত হওয়া বিশেষ আত্মাদের নিয়ে এসেছিল, সেইজন্য বিশেষ অভিনন্দন । বাবা তো সদা বাচ্চাদের সেবাধারী । বাচ্চারা ফার্স্ট আর বাবা তো ব্যাকবোন, তাই না ! বাচ্চারা তো ময়দানে সামনে আসে ! মেহনত বাচ্চাদের, স্নেহ বাবার । আচ্ছা ।

এইরকম সদা প্রবল উদ্যম এবং প্রবল উত্সাহে থেকে সদা বাপদাদার সহায়ের সুযোগ্য পাত্র, সাহসী বাচ্চারা, সদা সেবাতে আত্মহারা, সদা নিজের প্রাপ্ত হওয়া শক্তি দ্বারা সর্বশক্তির প্রাপ্তি করতে সকল আত্মাদের সমর্থ বানায়, এইভাবে সদা বাবার সর্বাধিকারী এবং যে বালক সেই মালিক বাচ্চাদের, বাপদাদার বিশেষ স্নেহ-সম্পন্ন স্মরণ এবং নমস্কার ।

জানকী দাদীজীর সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

বাবা সমান হওয়ার বরদান লাভ করেছ, তাই না ? ডবল সেবা করে থাকো তুমি । এই বাচ্চির মন্ডা সেবার সফলতা খুব ভালো দেখা যাচ্ছে । সফলতা স্বরূপের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলে তুমি । বাবার সাথে সাথে সবাই এই বচ্চিরও গুণ গায় । বাবার সাথে সর্বত্র তুমি পরিক্রমণ করো । তুমি চক্রবর্তী রাজা । প্রকৃতিজিত হওয়ার প্র্যাকটিক্যাল পার্ট তুমি খুব ভালোভাবেই পালন করছো । এখন তো সংকল্প দ্বারা সেবার পার্টও খুব ভালো পালিত হচ্ছে । প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ ভালো । এখন অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির আসবে । বিদেশের ধ্বনি দেশবাসীর কাছে পৌঁছাবে । সকল ডবল বিদেশী বাচ্চারা সার্ভিসের প্রবল উদ্যম এবং উত্সাহের খুব ভালো প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ দেখিয়েছে । এইজন্য সবার তরফ থেকে তোমাকে অনেক অভিনন্দন । ভালো মাইক নিয়ে এসেছ, স্মরণের স্বরূপ হয়ে সেবা করেছ, এই কারণেই সফলতা । ভালো বাগিচা প্রস্তুত করেছ । আল্লা নিজের বাগিচা দেখছেন ।

জয়ন্তী বোনের সাথে:-

সকল অবস্থাতেই তুমি জন্ম থেকেই লাকি আর লাভলি। তোমার জন্মই হয়েছে লাকে। যেখানেই যাবে সেই স্থানও লাকি হয়ে যাবে। দেখ! লন্ডন-ভূমিও লাকি হয়ে গেছে, তাই না! তুমি যেখানেই যাও, কি উপহার দিয়ে আসো? ভাগ্যবিধাতা দ্বারা তুমি যে ভাগ্য লাভ করেছ সেই ভাগ্যের ভাগই তো গিয়ে দিয়ে আসো। সবাই তোমাকে কি নজরে দেখে, তুমি জানো? তুমি ভাগ্য নক্ষত্র! যেখানে নক্ষত্র ঝিলমিল করে সেখানে সমারোহ। এইরকম অনুভব তো করো, তাই না! পদক্ষেপ বাম্বাদের, মদত বাবার। তুমি ফলো ফাদার তো করছই, তোমার সাথীকেও (দাদী জানকী) ভালোভাবে ফলো করছো। সমান হওয়ার রেস খুব ভালো করছো। আচ্ছা!

গায়ত্রী বোনের সাথে (ন্যু ইয়র্ক):-

গায়ত্রীও কম নয়, তুমি সেবার খুব ভালো সাধনকে গ্রহণ করেছ। যারাই নিমিত্ত হয়ে আত্মাদের মধুবন পৌঁছিয়েছে, সেই নিমিত্ত হওয়া আত্মাদেরও বাপদাদা এবং পরিবারের বিশুদ্ধ স্নেহ-পুষ্পের বর্ষা হতেই থাকে। শেলী যতটাই ভালো আত্মা, এই যে বাম্বা, রবার্ট মূলরী এসেছে, এও খুব ভালো, সেবার ক্ষেত্রেও সে ততখানি সহযোগী আত্মা। সষ্টি দিল পর সাহেব রাজী অর্থাৎ স্বচ্ছ হৃদয়ের প্রতি স্বয়ং ঈশ্বর সহায় হন। নির্মল, হৃদয়বান বলেই বাবার স্নেহ, বাবার শক্তি সহজেই ক্যাচ করতে পেরেছে। প্রবল উদ্যম এবং প্রবল উত্সাহ আর সংকল্পের দৃঢ়তা খুব ভালো। সেবায় ভালো জাম্প দেবে। বাপদাদাও নিমিত্ত হওয়া বাম্বাদের দেখে পুলকিত হন। তিনি বলেন, সেবায় উড়তি কলায় স্থিত, ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে সেইরকমই অনুভব করতে থাকবে। আচ্ছা - সহযোগিতার সাফল্য মধুবন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বাবা কারও নাম উল্লেখ করছেন না, কিন্তু তোমাদের মনে করা উচিত বাবা তোমাকেই বলছেন। কেউ কম নয়। সর্বদা মনে করো প্রথমে তোমরাই সেবাতে সামনে আছো। ছোটোবড় সকলেই তন মন ধন সময় সংকল্প সবকিছু সেবাতে অর্পণ করেছে।

মুরলী ভাই এবং রজনী বোনের সাথে:-

বাপদাদার স্নেহ-ডোর তোমাদের টেনে এনেছে তো! তোমরা এখন নিরন্তর কি স্মরণ করো? প্রতি সেকেন্ডে প্রতিটা শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে কি স্মরণে থাকে? অন্তর থেকে শুধু 'বাবা' শব্দই বার হয়। স্মরণের অনুভব দ্বারা তোমরা মনের খুশি অনুভব করেছ। একাগ্রতার সাথে তোমরা এখন যা ভাবছ সেটাই এগিয়ে যাওয়ার সাধন হয়ে যাবে। শুধু এক বল এক ভরসায় নির্ভর করে একাগ্র হয়ে ভাবো। যখন তোমার নিশ্চয়ে এক বল এক ভরসা থাকে, তখন যাকিছু হবে, ভালোই হবে। বাপদাদা সদা সাথে আছেন আর সদা সাথেই থাকবেন। তোমরা তো বাহাদুর, তাই না! বাম্বাদের সাহস আর নিশ্চয় দেখে, বাপদাদা তোমাদের সাহসিকতা আর নিশ্চয়তায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন। দুষ্টান্তমুক্ত বাদশাহের বাম্বা তোমরা, বাদশাহ! তাই না? ড্রামার ভবিতব্য তোমাদের কাছের রত্ন বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা খুব ভালো সাহচর্যও লাভ করেছ। সাকারে সাহচর্যও শক্তিশালী। আর আত্মাদের সাথী তো বাবাই। তোমাদের ডবল লিফট আছে, সেই কারণে তোমরা বেফিকর (ভাবনাহীন) বাদশাহ। তোমরা সঠিক সময়ে পুণ্যাত্মা হয়ে পুণ্য কার্য করেছ। এই কারণে তোমরা সদা বাপদাদার সহযোগের উপযুক্ত পাত্র। তোমরা কত পুণ্যের অধিকার লাভ করেছ! পুণ্য স্থানের নিমিত্ত হয়েছে। যে কোনো ক্ষেত্রে বাম্বাদের ভাগ্য তো নির্মিত হয়েছে, তাই না! পুণ্যের ভান্ডারে জমা হয়েছে। মুরলীধরের মুরলি, তোমরা মাস্টার মুরলী। বাবার হাত সদা তোমাদের হাতে। সদাসর্বদা স্মরণে থাকো এবং নিরন্তর শক্তি নিতে থাকো। যা বাবার ঐশ্বর্য, তাই তোমাদের। নিজেদের

সর্বাধিকারী মনে ক'রে নিরন্তর চলতে থাকো । বাপদাদা মনে করেন তোমরা তো ঘরেরই বালক, তথা মালিক । পরমার্থ এবং ব্যবহার (অন্য আত্মাদের সাথে আচার ব্যবহার) দুটোই একসাথে হতে থাকুক । অন্যদের সাথে আলাপচারিতায়ও সেই সাহচর্য থাকুক । আত্মা ।

ইউ. কে. গ্রুপের সাথে:-

তোমরা সবাই নিজেকে স্বরাজ্য অধিকারী এবং সেইভাবে বিশ্ব অধিকারী মনে করো ? লন্ডন তো রাজধানী, তাই না ! তাহলে রাজধানীতে থেকে নিজের রাজ্য সদা স্মরণে থাকে তো ? যখন রানীর মহল দেখ, তোমাদের নিজের মহল মনে পড়ে ? তোমাদের মহল কত সুন্দর হবে, তোমরা জানো তো ? তোমাদের রাজ্য এমন হবে, না এখনও পর্যন্ত সেইরকম কোনও রাজ্য হয়েছে, না হবে । এইরকম নেশা আছে তোমাদের ? যদিও সবকিছু এখন বিনাশ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমরা ভারতে এসে যাবে, তাই না ? এটা তো স্পষ্ট বুঝতে পেরেছ, তাই নয় কি ? যেখানেই ব্রাহ্মণ আত্মারা অনেক সেবা করে সেটা নিশ্চিতভাবে পিকনিক স্থল হবে । জনসংখ্যা কম হবে এবং এত বিস্তারের আবশ্যিকতা হবেনা । আত্মা - নিজের ঘর, নিজের রাজ্য, নিজের বাবা, নিজের কর্তব্য সর্বদা স্মরণে রেখো ।

প্রশ্ন: - সদা এগিয়ে চলার সাধন কি ?

উত্তর: - নলেজ আর সেবা । যে বাচ্চারা নলেজ যথার্থভাবে ধারণ করে এবং সেবার আগ্রহ থাকে তারাই সদা সামনে এগিয়ে যেতে থাকে । হাজার ভুজা নিয়ে বাবা তোমাদের সাথে আছেন, এইজন্য সাথীকে সদা সাথে নিয়ে এগিয়ে চলো ।

প্রশ্ন: - প্রবৃত্তিতে যে সদা সমর্পিত হয়ে থাকে, তাদের দ্বারা কোন্ ধরনের সেবা নিজে থেকেই হয়ে যায় ?

উত্তর: - এইরকম আত্মাদের শ্রেষ্ঠ সহযোগে সেবার বৃক্ষ ফলপ্রসূ হয় । সেবার সহযোগই বৃক্ষের জল । গাছ জল পেলে যেমন অনেক প্রচুর ফল দেয়, সেইরকম শ্রেষ্ঠ সহযোগী আত্মাদের সহযোগে বৃক্ষ ফলবান হয়ে যায় । তাইতো, বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনাসীন তোমরা বাচ্চারা সেবার কাজে সদা ডুবে থাকো, প্রবৃত্তিতেও সমর্পিত বাচ্চা, তাই না ? আত্মা । ওম্ শান্তি ।

বরদান:- যথার্থ বিধি দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করে নাস্তার ওয়ান হয়ে পরমাত্ম সিদ্ধি স্বরূপ হও

ঠিক যেমন আলোয় অন্ধকার আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়, সেইভাবেই তোমার সময়, সংকল্প, শ্বাস সফল করলে ব্যর্থ স্বতোই সমাপ্ত হয়ে যায় । কারণ সফল করার অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ পথে একে ব্যবহার করা । সুতরাং, ব্যর্থকে নিয়ন্ত্রণাধীন ক'রে যারা সবকিছু শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সফল করে তারাই নাস্তার ওয়ান অর্জন করে । ব্যর্থকে স্টপ করায় তারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । এটাই পরমাত্ম সিদ্ধি । যাদের জাদুশক্তি আছে, তারা সাময়িকভাবে অলৌকিক কাণ্ড দেখায়, আর তোমরা সেখানে যথার্থ বিধি দ্বারা পরমাত্ম সিদ্ধি প্রাপ্ত করো ।

স্লোগান:- অপকারীরও যে উপকারী সে-ই 'জ্ঞানী তু আত্মা ' ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমাদের পড়া হলো বুদ্ধির, এই বুদ্ধিকে শুদ্ধ করার জন্য প্রবৃত্তিতে অনেক যুক্তির সঙ্গে চলতে হবে, খাওয়া - দাওয়ার সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।"

প্রশ্ন :- ঈশ্বরের কাজ খুব আশ্চর্যজনক আর গুপ্ত কিভাবে ?

উত্তর :- প্রত্যেকেরই কর্মের হিসেব - নিকেশ শোধ করার কাজ খুবই আশ্চর্যজনক আর গুপ্ত। কেউ নিজের পাপ কর্ম যতই লুকোবার চেষ্টা করুক না কেন কিন্তু লুকানো যায় না। সাজা অবশ্যই ভোগ করতে হবে। প্রত্যেকেরই খাতা ওপরে থাকে, তাই বাবা বলেন--- বাবার হওয়ার পরে কোনো পাপ হয়ে গেলে, সত্য কথা বলে দিলে তা অর্ধেকই মার্ফ হয়ে যাবে। সাজা কম হয়ে যাবে। তাই লুকিও না। বলা হয় যে খড়কুটো যে চুরি করে সে যেমন চোর, লাথ টাকার চোরও তেমনই। লুকালে ধারণা হবে না।

ওম্ শান্তি। তোমরা কার স্মরণে বসেছ ? বাচ্চারা বোঝে যে মাতা - পিতা, বাপদাদা এখনই আসবে, এসে আমাদের আশীর্বাদী বর্ষা দেবে। বাবার থেকে আমরা আবার আগের পাঁচ হাজার বছরের মতো স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা নিচ্ছি। প্রত্যেকের মনেই তো এই কথা আছে, তাই না। এখন এই নরক রূপী খড়ের গাদায় আগুন লাগবে। এই দুনিয়ার লোকের সাথে তোমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। তোমাদের জন্য এই জ্ঞানও গুপ্ত তাই আশীর্বাদী বর্ষাও গুপ্ত। লৌকিক বাবার আশীর্বাদী বর্ষা তো প্রত্যক্ষ হয়। লৌকিক বাবার এই সম্পত্তি চোখে দেখা যায়। বাবাকেও দেখা যায় আর বর্ষাকেও দেখা যায়। এখন আমাদের আত্মাও গুপ্ত। এই চোখ দিয়ে না আত্মাকে আর না পরমাত্মাকে দেখা যাবে। লৌকিক সম্বন্ধে নিজেকে শরীর মনে করে, আর অন্যকেও শরীর মনে করে এই চোখের সাহায্যে দেখে, আর এই শরীর দানকারী বাবাকেও দেখতে পায়। শিক্ষক বা গুরুকেও দেখতে পায় কিন্তু এখানে বাবা, শিক্ষক এবং গুরু এই তিন রূপে বাবা হলেন গুপ্ত। বাচ্চারা জানে যে, আমরা আত্মারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন প্রাপ্ত করেছি। আগে এই তৃতীয় নয়ন ছিলো না। আত্মা তখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। এখন বাবা আত্মাদের জাগাচ্ছেন, তাই আত্মারাও মালিকে পরিণত হচ্ছে। আমাদের বুদ্ধিও বলে যে আমরা অনেকবার বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিয়েছি -- অর্ধেক কল্পের জন্য। আবার অর্ধ কল্প আমরা হারিয়ে ফেলি। আবার নতুন করে আমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। শ্রীমত প্রদানকারীও গুপ্ত। তোমাদের আত্মাও জানে যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে গুপ্ত রূপে এই জ্ঞান শুনছি। আত্মা - অভিমানী অবশ্যই হতে হবে। প্রথমে আত্মা, তারপরে শরীর। আত্মা অবিনাশী আর বাবাও অবিনাশী। বাবা যাঁর শরীর আশ্রয় করেন, তিনি বিনাশী। এই শরীরে এসেই তিনি বাচ্চা - বাচ্চা বলে ডাকেন আর মনে করিয়ে দেন যে আমি এসেছি তোমাদের দৈবী সত্যযুগী স্বরাজ্যের জন্য পুরুষার্থ করতে। এই পুরুষার্থও সম্পূর্ণ করতে হবে। সত্যযুগে কেবল তোমাদেরই রাজ্য থাকবে। তোমরাই সেখানে রাজত্ব করতে। তারপর পুনর্জন্ম তো নিতেই হয়। যারা শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলী বা দৈব কুলের তারাই থাকবে। দ্বিতীয় আর কেউই থাকবে না। চন্দ্রবংশীদেরও কেউ থাকবে না। এ তো বোঝার জন্য খুব সহজ কথা। বরাবর সত্যযুগে কোনো ধর্মই ছিলো না। এখন তো অনেক ধর্ম, নিজেদের মধ্যে তারা লড়াই - ঝগড়া করে। অনেক তালি বাজতে থাকে। সত্যযুগে ধর্মও এক তাই তালি বাজে না। তাই তোমরা বাচ্চারা গুপ্তভাবে তোমাদের রাজধানী স্থাপন করছো। প্রত্যেকেই বলবে যে আমরা আমাদের রাজ্যে উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। তাই এই বাহাদুরীরও

প্রয়োজন । তোমাদের নামই হলো শিবশক্তি, বাঘের উপর কেউই বসে না, শক্তির মহিমা দেখানোর জন্যই তাঁকে বাঘের উপর বসা দেখানো হয়েছে । তোমরা তো কখনোই বাঘের উপর বসো না । তোমরা তো মায়াকে জয় করবে । তোমরা এই বীরত্ব দেখাও তাই তোমাদের নাম শিবশক্তি সেনা রাখা হয়েছে । যদিও গোপরাও আছে, কিন্তু বেশিরভাগ মায়েদেরই ভূমিকা । অপবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ থেকে পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গে তোমরাই নিয়ে যাও । তোমরা জানো যে সত্যযুগ বিষ্ণুপুরীতে আমরা খুব সুখী ছিলাম । পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবকিছুই সেখানে ছিলো । এখানে তো কতো দুঃখ । ঘরে যদি কুপুত্র থাকে তাহলে কতো বিরক্ত করে । ওখানে তো সর্বদা খুশীতেই থাকে । তোমরা জানো যে বেহদের বাবা আবার বেহদের সুখ দিতে এসেছেন । বাবা বলেন যে, যদিও গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো তবুও বুদ্ধিতে এই কথা ধারণ করো -- এ তো বুদ্ধির পড়া । ঘরে থেকে বাবার শ্রীমতে চলো । খাওয়া - দাওয়ারও প্রভাব পরে তাই অনেক যুক্তির সাহায্যে চলতে হবে । প্রত্যেকেরই কর্মবন্ধন তাদের নিজের । কেউ বন্ধনে আছে আবার কেউ বন্ধনমুক্ত । কেউ কেউ আবার জ্ঞানের গুণগুণ করে ছেড়েও দেয় । যুক্তি দিয়ে তো অনেক ভাবেই বোঝানো হয় । বলা বাবার নির্দেশ হলো পবিত্র হও, আমি তোমাদের ভক্তির ফল দিতে এসেছি । তাই অবশ্যই ভগবানের মতে চলতে হবে তাহলেই সাজা না খেয়েই আমরা জীবনমুক্তিতে যেতে পারবো । জন্ম - জন্মান্তরের বোঝা মাথার উপর আছে । বাবা যেমন এক সেকেন্ডেই মুক্তি বা জীবনমুক্তি দেন, তেমনই সাজাও এক সেকেন্ডেই দেন, কিন্তু অনেক সময় ভোগ করতে হয় । যেমন কাশী কলবটের@ কথা আছে, হিসেব - নিকেশ শোধ করার জন্য তারা অল্প সময়ে অনেক সাজা খায় । তোমাদের তো সাজা ছাড়াই হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে তাই এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে সাজা না খেতে হয় । বাবাকে স্মরণ করা খুব ভালো । বিনাশ যে সামনে উপস্থিত । বিনাশ কালে পাণ্ডবদের প্রীত বুদ্ধি । বাবা সামনে এসেই এই প্রীত বুদ্ধির পরিচয় রেখেছেন । বাকি অন্যদের সঙ্গে প্রীতি রেখে কি করবে ? এখন সবই শেষ হয়ে যাবে । এক বাবাকে স্মরণ করার তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে । বাইরে থেকে মিত্র - সম্বন্ধীদের কুশল জিজ্ঞেস করতে পারো কিন্তু মনে এক বাবা । দেহের সম্বন্ধে যারা প্রেমিক - প্রেমিকা তারা ঘরে থেকে একে অপরকে স্মরণ করে । তোমরা হলে শিববাবার আশিক । তিনি তোমাদের সম্মুখে আছেন । তিনি তোমাদের স্মরণ করেন, তোমরাও তাঁকে স্মরণ করো । শিববাবা এই শরীরে এসে আত্মাদের বিবাহ - বন্ধন নিজের সঙ্গে করান । একে বলা হয় আত্মাদের, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে কল্যাণকারী মেলা । তোমরা হলে জ্ঞান - গঙ্গা । আর জ্ঞান - সাগর বাবা হলেন একজনই । সেই বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্মের বিনাশ হবে । বাবা আর কোনো পরিশ্রম করান না কেবল পবিত্র থাকতে হবে । কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করতে পারলেই তোমরা কৃষ্ণপুরীর মালিক হতে পারবে । বাবার আদেশ হলো, পবিত্র হতে পারলে ২১ জন্মের রাজত্ব পাবে । পতিত হওয়ার থেকে তো বাসন মেজে থাকা ভালো । কিন্তু দেহ - অভিমান না যাওয়ার কারণে তোমরা এই আশীর্বাদী বর্সাকেও হারিয়ে ফেলো । তোমরা দেখো যে বাবা কতো উদার, তিনি এই পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরেই এসেছেন । শিববাবাকে সোমনাথ মন্দিরে পূজা করা হয় । সেই বাবা দেখো এই সময় কতো সাধারণ অবস্থায় বসে আছেন । এখন পরমাত্মা স্বয়ং শিক্ষা দিচ্ছেন, এই মতে না চললে তোমাদের পদ প্রাপ্তিতে গম্ভী টানা হয়ে যাবে ।

বাবা বলেন, বাচ্চারা, পবিত্র হও । এখন সকলেই ব্যভিচারী । শ্রেষ্ঠাচারী তাদেরই বলা হয় যারা পবিত্র থাকে । গভর্নমেন্ট সন্ন্যাসীদের দল তৈরী করেছেন, যে তোমরা সবাইকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলো । কিন্তু একমাত্র সত্যযুগেই সকলে শ্রেষ্ঠাচারী হয় । এখানে তা কেউই হতে পারে না । পবিত্রকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয় । সন্ন্যাসীরা পবিত্র তবুও তারা অপবিত্রদের থেকে জন্মগ্রহণ করে কেননা এ হলো মায়ার রাজ্য ।

এখানে কেউই যোগবলের দ্বারা জন্মায় না। বাবা বাচ্চাদের বোঝান, তোমাদের মন সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। সামান্য অহংকারও যেন না থাকে। সম্পূর্ণ গরীব থাকা তাও ভালো। বাবা হলেন গরীবের ভগবান, বাহ গরিবী বাহ। এই গরীবদেরই সাহকার বানাতে হবে। বাবা বলেন, আমি ভারতকে গরীব থেকে সাহকারে পরিণত করি।

ভারতবাসীরাই তা হবে আর তারাই হবে যারা এই শ্রীমতে চলবে। তারাই স্বর্গের মালিক হতে পারবে। বাবা কৃষ্ণপুরী বা স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য তোমাদের সহজ রাজযোগ শেখান। বাবার নির্দেশ হলো পবিত্র হও আর কোনো মানুষকেই গুরু মেনো না। এই পবিত্রতার উপরই বেশী খিটমিট লেগে থাকে। কাউকে যদি মারধোর করা হয় বা ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয় তখন সে কি করবে? বাবা তাকে শরণ দেন, তবে এমন নয় যে বাবার কাছে এসে সম্বন্ধীদের মনে পড়তে থাকলো আর নিজের ক্ষতি করতে থাকলে। তখন দুই জায়গা থেকেই তোমাদের বের করে দেওয়া হয়। জ্ঞানের ধারণা না হলে তোমরা শুধরাবে না। পুরানো চালেই চলতে থাকে। এখানে তো কোনো পাপই করা উচিত নয়। তোমাদের তো পুণ্য আত্মা হতে হবে। শ্রীমতের আধারে নিজেকে জিগ্গেস করো -- এ পাপ না পুণ্য? বাবা বোঝান যে, যা পাপ করেছে তা বাবাকে বলে দিলে অর্ধেক পাপ দূর হয়ে যাবে। অনেক বাচ্চা বলে, আমরা এই করেছি। এ দোষ, অমুকের দ্বারা পতিত হয়ে গেছি। বাবা তো জানেন যে কতো বিকর্ম করেছে। তিনি বোঝান, এখন কোনো পাপ করো না, নাহলে সাজা শতগুণ বেড়ে যাবে তখন ধর্মরাজপুরীতে সাক্ষাৎকার করানো হবে। তুমি এই এই পাপ করে লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু লুকানো তো যেত না। যদিও তোমরা দেখতে না কিন্তু বাবা তো ভালোভাবেই জানতো। ধর্মরাজের কাছে সমস্ত খাতা থাকে। এই ঈশ্বরীয় কাজ হলো খুবই আশ্চর্যজনক আর গুপ্ত। বলা হয় না -- অবশ্যই কোনো পাপ করেছিলো তাই পরের জন্মে ছি ছি ঘরে জন্ম হয়েছে। তাহলে অবশ্যই তা জমা হয়। ওপরে খাতা তো আছে তাই না। এখন সেই খাতা এখানে আছে তাই বাবা বোঝাতে থাকেন, এখন কোনো পাপ করো না। খড়কুটোর চোর আর লাখ টাকার চোরকেও একই বলা হয়। বোঝা উচিত যে আমরা অনেক বড় পাপ করছি তাই পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। ধারণা না হলে এই ঈশ্বরীয় সেবা করতে পারবে না, অন্যেরও তো কল্যাণ করতে হবে। এমনভাবে সময় নষ্ট করলে, পাপ করতে থাকলে পদও কম প্রাপ্ত করবে। তখন কল্প - কল্পান্তরের জন্য সেই পদ হয়ে যাবে, তাই যতটা সম্ভব পুরুষার্থ করতে হবে। জিগ্গেস করা হয় -- বাবার কাছে কেন এসেছো? বলে -- সূর্যবংশী রাজধানীর আশীর্বাদী বর্ষা নিতে, তাহলে তো অবশ্যই শ্রীমতে চলতে হবে। দেখতে হবে, আমার দ্বারা কোনো খারাপ কাজ বা পাপ হয়ে যায় নি তো? নাহলে শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে, তখন গিয়ে দাসদাসী হবে। এরজন্য এখানে থোড়াই এসেছো। যখন মাঝা - বাবা বলো তখন নর থেকে নারায়ণ তো হওয়া উচিত, তাই না। ধারণা ছাড়া কি করে পদ পাবে। মাঝা - বাবা বলে সেই মা - বাবার কোলে যদি না বসো তাহলে বুঝতে হবে সম্পূর্ণ পড়া পড়ো না। মাঝা - বাবা তো নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হন, তাই না। তোমাদেরও বাবা সেই পড়াই পড়ান। তাই বাবার থেকে সম্পূর্ণ বর্ষা নেওয়া উচিত। অনেকেই আছে যারা লুকিয়ে পাপ করে কিন্তু বলে না। যতোই বোঝাও তবুও ছাড়ে না। চোরের অভ্যাস তৈরী হয়ে গেলে, চুরি ছাড়া, মিথ্যা ছাড়া থাকতেই পারে না। সত্য বাবার কাছে সত্য কথাই বলা উচিত। বাবাকে বলা উচিত যে আমার দ্বারা এই পাপ হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করো। মায়া পাপ করিয়ে নিয়েছে। আচ্ছা, তবুও সত্যকথা বললে পাপ অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে। নাহলে পাপ বাড়তেই থাকবে। কেউ কেউ বলে কাজ - কারবারে পাপ হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীরা যখন পাপ করে তখন তাদের ঘাম বের হতে থাকে যে কিভাবে এই পাপ কম

করা যায় । পাপ করে আবার টাকা পুণ্য কাজে লাগানো, সেও ভালো । ডুবন্ত নৌকা থেকে যদি লোহাও বের হয়, সেও ভালো । এই বাবা যখন স্বর্গের স্থাপন করছেন তখন সব পুণ্যতেই যাবে । যারা দান - পুণ্য করে তাদের তো প্রাপ্তি হয় । বাবা প্রত্যেককে বুকিয়ে বলেন, বাবা প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর মতামত দেন, তাই বাচ্চাদের এমন কাজ করা কখনোই উচিত নয় । কিন্তু মায়া ছাড়ে না । ভালো ভালো জিনিস দেখলেই খেয়ে ফেলে বা উঠিয়ে নেয় । এমন এমন পাপ কর্ম করে নিজের পদই ব্রষ্ট করে নেয় । কোনো কোনো বাচ্চা আবার বাবা - বাবা বলে তারপর হাত ছেড়ে দেয় । বাবার হাত ছেড়ে দিলে তখন কি হাল হবে ? মায়া তখন কাঁচা খেয়ে ফেলবে, তখন তারা আর কড়িতুল্যও থাকবে না । নম্বরের ক্রমানুসার তো থাকবেই, তাই না । সুখধামে কেউ রাজত্ব করবে, কেউ আবার সাধারণ হবে । সেখানে তো দাসদাসীও থাকবে । এখন বাচ্চার তোমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের সুখের বর্সা পাচ্ছো, তাই বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ বর্সা নাও । মৃত্যু তো সামনেই উপস্থিত । এখানে তো অকালে মৃত্যু হতেই থাকে । এরোপ্লেন পড়ে গেলে সব মানুষ মরে যায় । কেউ কি জানতো যে এইসব হবে । মৃত্যু শিয়রে উপস্থিত তাই চেষ্টা করে বাবার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্সা নেওয়া উচিত । শ্রীমতে চলে শরীর নির্বাহের জন্য অবশ্যই কাজ করো । সাথে সাথে এই পড়াও করো । বাবা তো সব যুক্তি বলে দেন । পুরুষার্থ করে অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে । ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজা খুবই ভালো অপবিত্র হওয়ার থেকে । কিন্তু দেহী - অভিমানী হতে হবে । পবিত্রতার মান তো আছে, তাই না । পবিত্র না হলে পদও পাবে না । এইসব কথা বাচ্চাদের বোঝানো হয় । বাচ্চাতো বৃদ্ধি পেতে থাকবে । প্রজাও অনেক তৈরী হবে । একজন রাজার তো হাজার আন্দাজে প্রজা চাই । রাজা হওয়াতে পরিশ্রম আছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই বিনাশকালে সত্যিকারের মনের প্রীতি এক বাবার সাথে রাখতে হবে । একের স্মরণেই থাকতে হবে ।

২) সত্য বাবার সাথে সর্বদা সততা বজায় রাখতে হবে । কোনো কিছুই লুকানো যাবে না । দেহী - অভিমানী থাকার পরিশ্রম করতে হবে । কখনোই অপবিত্র হবে না ।

বরদান :- মহাবীর হয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে সদা নির্ভয় আর বিজয়ী হও ।

যে মহাবীর সে কখনোই এই বাহানা করবে না যে পরিস্থিতি এমন ছিলো, সমস্যা এমন ছিলো তাই হেরে গেছি । সমস্যার কাজ হলো আসা আর মহাবীরের কাজ হলো সমস্যার সমাধান করা না কি হেরে যাওয়া ? সেই মহাবীর যে সদা নির্ভয় হয়ে বিজয়ী হয়, ছোটোখাটো বিষয়ে দুর্বল হয় না । মহাবীর, বিজয়ী আত্মারা প্রতি কদমে শরীর আর মনে খুশী থাকে, তারা কখনোই উদাস হয় না, তাদের কাছে স্বপ্নেও দুঃখের ঢেউ আসতে পারে না ।

স্লোগান :- সবার প্রতি সদা কল্যাণের ভাবনা থাকবে -- এই হলো জ্ঞানী, যোগী আত্মার লক্ষণ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই পতিত ভারতকে পবিত্র করার সেবায় সেবারত থাকতে হবে, বিঘ্ন নাশ করতে হবে, নিরুৎসাহিত হবে না"

প্রশ্ন:- গৃহস্থে থেকে কোন্ স্মৃতিতে থাকা অত্যন্ত আবশ্যিক?

উত্তর :- গৃহস্থে থেকে এই স্মৃতি যেন থাকে যে আমরা ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট। স্টুডেন্টদের পড়াশোনা ও টিচার সদা স্মরণে থাকে। তারা কখনো গাফিলতি করে নিজের সময় নষ্ট করেনা, তাদের কাছে সময়ের মূল্য অনেক।

প্রশ্ন:- মানুষের সবচেয়ে বড় অজ্ঞানতার প্রমাণ কি ?

উত্তর :- তারা যার পূজো করে তাকেই নাম রূপ বিহীন বলে দেয়-- এটাই হল সবচেয়ে বড় অজ্ঞানতার প্রমাণ। আহ্বান করে, মন্দির বানিয়ে পূজো করে, তাহলে নাম রূপ বিহীন কি করে হতে পারে। সবাইকে তাই পরমাত্মার সত্য পরিচয় দিতে হবে তোমাদের ।

গান : - শৈশবের দিন গুলি ভুলে যেও না...

ওমশান্তি। বেহদের বাবা বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন অথবা সতর্ক করছেন যে যখন রামের হয়েছ তখন এই শৈশবের বা ঈশ্বরীয় শৈশবকাল ভুলে যেওনা। এমন যেন না হয় রামের শৈশব থেকে দূরে সরে গিয়ে রাবণের কাছে চলে গেলে । তাহলে তো খুব আফসোস হবে। এই কথাটিও বোঝানো হয় যে যদি মহান থেকে মহান মূর্খ দেখতে চাও তো এখানে দেখ যারা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। তোমরা ভাবতে পারো যে তাদের কি গতি হবে ! এখানকার মহারথী হল গজ , যাকে কুমীর রূপী মায়া গিলে নেয়। এই বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন --- মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা মায়া খুব সাংঘাতিক। এমন যেন না হয় যে বেহদের বাবার হাত ছেড়ে দিলে তোমরা ! ইনি হলেন পরম পিতা, পরপারের নিবাসী পিতা , পতিত-পাবন। এমন পিতার হাত কখনও ছাড়বেনা । নাহলে কাঁদতে হবে। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা যাদের বাবা বড় বড় টাইটেল দিয়েছেন , তারাও হাত ছেড়ে দিয়েছে। বাবা কাউকে কাউকে আবার একটু বেশি ভালোবাসাও দিয়ে থাকেন যাতে কোথাও পড়ে না যায়। এমন গায়নও আছে। এমন না হয় মায়া তোমাদের টেনে নিয়ে গেল ! তাহলে কিন্তু আফসোস হবে। বাস্তবে সত্যিকারের যুদ্ধ হল তোমাদের - তোমরা মায়াকে পরাজিত করো।

এখন তোমরা অপবিত্র থেকে পবিত্রে হও। পতিত স্থানকে তোমরা পবিত্র স্থানে পরিণত করো। পবিত্র স্থান তো এখানে নেই। এই সময়ে সম্পূর্ণ দুনিয়া হল অপবিত্র স্থান। পবিত্র হল দেবী দেবতারা। তোমরা অপবিত্র ভারতকে পবিত্র করো। এইসব যে প্রদর্শনী ইত্যাদি করো, সবই অপবিত্রকে পবিত্র করতে। তোমরা ভারতের সত্যিকারের সেবা করো কিনা। হ্যাঁ, বিঘ্ন নাশও করতে হবে, এতে হতাশ বা অলস হবেনা। যে কোনো অবস্থায় সার্ভিস করতেই হবে, পতিতদের পবিত্র করার। এটাই হল তোমাদের ধান্দা, আর কিছুই সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ নেই। দেখতে হবে আমরা কতজনকে অপবিত্র

থেকে পবিত্র করেছি। এই ভারত স্বর্গ ছিল , পবিত্র দুনিয়া ছিল। এইসময় পবিত্র ও অপবিত্রের জ্ঞান কারো নেই। পবিত্র স্থান হল নতুন দুনিয়া, পরে পুরানো হলে অপবিত্র হয় , পবিত্র তমোপ্রধান হয়।

তাই রুহানী বাবা সামনে বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে বরাবর আমরা পবিত্র স্থানের স্থাপনা করছি। ভারত পবিত্র স্থান ছিল, এখন অপবিত্র স্থান হয়েছে। নতুন বাড়ি পুরানো হবে নিশ্চয়ই। এই বোধ নতুন দুনিয়ায় থাকেনা। এখন বাচ্চারা তোমাদের এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। যতই লক্ষ বছর বলুক না কেন শেষমেশ পুরানো তো হবেই। পুরানো নাম-ই হল কলিযুগ। নবযুগ ও পুরাতন যুগের কথা শুধু তোমরা বাচ্চারাই জানো। এখন নবযুগ আসছে। আমরা আবার এই জ্ঞান বাবার কাছে প্রাপ্ত করছি , পবিত্র স্বরাজ্য প্রাপ্তির জন্যে। স্টুডেন্ট কখনো পড়াশোনা ও টিচারকে ভুলতে পারে কি ? তোমরাও হলে স্টুডেন্ট, গৃহস্থ থেকে এই কথাটি যেন মনে থাকে যে আমরা পড়ছি। এই পড়াশোনায় সময় বেশী লাগে। মাঝখানে কেউ পড়ে যায়, কেউ হেরে যায়। মুখে বলে, লিখেও দেয় শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। বাবাকে প্রেম ভরা পত্র লেখে , আমরা জীবের আত্মা পরম পিতা পরমাত্মাকে পত্র লিখি। তারা বলে হে পরমাত্মা রক্ষা করো , শান্তি দাও। বাবা ছাড়া কেউ শান্তি দিতে পারবেনা। বাবাকে তো আসতেই হবে। ভক্তের রক্ষক গায়ন আছে। জীবনমুক্তি দাও, শান্তি দাও , মুক্ত করো , আমরা যেন জীবিত থেকে মুক্তি পাই। সেসব তো সত্যযুগে হয়। এখানে তো জীবন বদ্ধ । এই কথাগুলো তোমরা ভালো করে বুঝেছ এবং বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, আর কারো বুদ্ধিতে ডামার রহস্য জানা নেই। তিন কালের, আদি মধ্য অন্তের কথা কেউ জানেনা। তোমরা সবকিছু জানো কিন্তু খুব সাধারণ, গুপ্ত তোমরা। তারা বাইরে গিয়ে দৈহিক ড্রিল করে , শেখে। তোমাদের এ হল রুহানী ড্রিল। কারো জানা নেই এরাও হল যোদ্ধা, যারা (মায়ার সাথে) লড়াই করে । মহাভারতের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে, সেই যুদ্ধ হয়েছে কিভাবে ? মহাভারতের যুদ্ধ ভগবান করিয়াছেন, এমন বলে তারা। এবারে ভগবান হিংসা পূর্ণ যুদ্ধ কিভাবে করাবেন ? ভগবান যুদ্ধ করা শিখিয়েছেন রাবণকে পরাজিত করতে। তিনি বোঝান তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে। তোমরা মূলবতন অর্থাৎ নিরাকার ধাম পরমধাম থেকে অশরীরী এসেছিলে তারপরে এখানে এসে শরীর রূপী বস্ত্র ধারণ করে সত্যযুগে রাজত্ব করেছ। মনে পড়ে তাইনা ? বলে হ্যাঁ বাবা, এখন আমাদের মনে পড়েছে যে বরাবর আমরা দৈবী রাজ্যের মালিক ছিলাম। তারপর সব কিছু হারিয়ে ফেলি । এখন আমরা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি। মায়াকে পরাজিত করব নিশ্চয়ই। কাম চিতায় বসে মানুষের মুখ কালো হয়ে যায়। কালো শব্দটি বড়ই রুঢ়, তাই শ্যামলা বলা হয়। কৃষ্ণ ও নারায়ণকে শ্যামলা বর্ণ করে দিয়েছে। এমন কোনো মানুষ হয়না। মানুষ তো গৌর বর্ণ ও শ্যাম বর্ণ হয়। লৌহযুগীদের শ্যাম বর্ণ বলা হবে। লৌকিক বাবাও বলে তোমরা মুখ কালো করে কুলকে কলঙ্কিত করো। বেহদের বাবা বলেন তোমরা অসুরী মতানুসারে দৈবী কুলকে কলঙ্কিত করেছ তাই শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছ। সম্পূর্ণ শ্যাম বর্ণে পরিণত হতে অর্ধকল্প সময় লাগে আর গৌর বর্ণে পরিণত হতে এক সেকেন্ড। বাচ্চাদের এখন ডামার আদি মধ্য অন্তের স্মৃতি আছে অন্য ধর্মের লোকেদের এই স্মৃতি আসবেনা। বিস্মৃতিও তোমাদের হয়েছে , স্মৃতিও তোমাদেরই এসেছে। তোমরা দৈবী রাজ্য স্থানের মালিক ছিলে। এখানে অনেক রাজারা রাজত্ব করেছ, তাই নাম হয়েছে রাজস্থান। এখন হয়েছে পঞ্চায়তি রাজ্য। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ -- মহারানী মহারাজা হওয়ার জন্যে। ডামার প্ল্যান অনুসারে এমনই হয়েছিল। স্বর্গ, চক্র পরিবর্তন করে নরকে পরিণত হয়। এখন তোমরা অপবিত্র থেকে পবিত্র স্থানে গিয়ে রাজত্ব করার পুরুষার্থ করছ। তোমাদের পড়াশোনা হল খুবই সাধারণ। 'অল্ফ' আর 'বে' স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমাদের

বিকর্ম বিনাশ হবে। রাজত্ব স্মরণ করলেই রাজত্বের অধিকারী হবে । তারা বলে যে বলে আমি মহিষ , আমি মহিষ (আমি মহিষ আমি মহিষ বলতে বলতে মহিষে পরিণত হবে).... কিন্তু এ কথা তো সত্য নয়। তোমরা আত্মারা বলে আমরা বিষ্ণু রূপে পরিণত হব। কিভাবে হব ? বলে আমরা স্মরণ করো আর বিষ্ণুপুরী রাজধানীকে স্মরণ করো। প্রবৃতি মার্গ হওয়ার জন্যে বিষ্ণুর নাম নেওয়া হয়। সেখানেও লক্ষ্মী নারায়ণের সিংহাসনের পিছনে বিষ্ণুর ছবি প্রমাণ চিহ্ন রূপে থাকে। চিত্র ইত্যাদি এমনই তৈরি হয়। বাবা রহস্য বলে দিচ্ছেন --- সেখানকার এমন নিয়ম আছে পরবর্তীকালে সেই লক্ষ্মী নারায়ণ চক্র পরিক্রমণ করে ব্রহ্মা সরস্বতী বা জগৎপিতা , জগৎ অম্বা রূপে পরিণত হন। ব্রহ্মাকে বলা হয় গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । শিবকে বলা হয় ফাদার। সব আত্মারাই হল ব্রাদার্স। গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার মানুষ রূপে জন্ম নেন। সুতরাং এখন দেহ অভিমান ত্যাগ করে আত্ম অভিমানী হতে হবে। পরমাত্মা আত্ম অভিমানী করেন। এখানে তোমাদের ডবল লাইট আছে, নলেজ আছে। আত্ম অভিমানীও হও বাবাকেও স্মরণ করো, কারণ বর্ষা নিতে হবে। দেবতারা পুরুষার্থ করে পাস্ট জন্মে বাবার কাছে উত্তরাধিকার নিয়েছে। তাঁদের স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং বাচ্চাদের নতুন পয়েন্টস বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। যুক্তি অনেক আছে। সর্ব প্রথমে বুদ্ধিতে এই কথাটি রাখা যে উঁচু থেকে উঁচু স্থান কোনটি ? নির্বাণ ধাম। আমরা আত্মারা নির্বাণ ধামের নিবাসী। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন উঁচু থেকে উঁচু। ওঁনার স্থান হল উঁচু থেকে উঁচুতে, নাম মহিমা উভয়ই আছে। তিনি এসেছেনও ভারতে, তবেই তো এখানে স্মারক চিহ্নটি নির্মিত আছে, তাইনা। যদি কোনো কিছুর নাম রূপ না থাকে তাহলে সেই বস্তু আসবে কোথা থেকে যে লোকে পূজা করবে। সুতরাং এই কথাটিও তো ভুল তাইনা। পরমাত্মাকে নাম রূপ বিহীন বলা মানে , অজ্ঞানতার পরিচয় দেওয়া হল। শিবরাত্রিও ভারতেই পালন হয়। ভারত-ই প্রাচীন সত্যযুগ ছিল , এখন নেই। তো নিশ্চয়ই বাবা এসে সত্যযুগের স্থাপনা করেছেন। তাহলে দুঃখ কে দেয় ? কবে আরম্ভ হয় ? এইসব কেউ জানেনা। বাবা বসে বোঝান। এখন তোমাদের সেই ২১ জন্মের বেহদের বর্ষা দিতে এসেছি। তোমরা কল্পে কল্পে এই পুরুষার্থ করেছ। বেহদের সুখের বর্ষা, বেহদের বাবার কাছে প্রাপ্ত করেছ , যদিও এটি হল অস্তিম জন্ম, তাহলে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ বর্ষা প্রাপ্ত করা উচিত। ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে নিশ্চয়ই বর্ষা প্রাপ্তির জন্যে। ভগবান হলেন পতিত-পাবন , সদগতি দাতা। নর থেকে নারায়ণ করেন তিনি, আর তো কেউ করতে পারেনা। সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ।তখন বলা হবে আগের জন্মে পুরুষার্থ করেছে তাই বাবা এখন তোমাদের পুরুষার্থ করাচ্ছেন , ভবিষ্যতের এমন পদ প্রাপ্তির জন্যে। পতিত দুনিয়ার শেষ সময়ে এসেই পবিত্র করবেন তাইনা। সেটি হল ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড। তারপর কলা কম হয়। এখন হয়েছে ভিসস ওয়ার্ল্ড। বাবা বলেন এই পাঁচটি বিকারের দান করো এবং পবিত্র হও। স্মরণও করো এবং পবিত্রও হও। বি (Be) হেলী, বি (Be) রাজযোগী। গৃহস্থ থেকে একমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করো আর কাউকে স্মরণ করলে ব্যভিচারী বলা হবে। ভক্তি মার্গে গৃহস্থ থেকে কখনো একে, কখনো অন্যকে স্মরণ করে। ফলে সেসব ব্যভিচারী স্মরণ হয়ে যায় আর তারা পবিত্র থাকেনা। তাই বাবা বলেন গৃহস্থ থেকে এক আমাকেই অর্থাৎ পিতাকেই স্মরণ করো। এই শেষ জন্মটি আমার নামে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থেকে শুধুমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে থাকো। এই একটি জন্ম আমার সহযোগী হও , যারা সহযোগ করবে তারাই ফল প্রাপ্ত করবে। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় খোদা-ই খিদমদগার (সেবাধারী) । বাবা নিজেই ভারতের সেবা করেন তাইনা। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের যোগ্য হতে হবে। গুণও নিশ্চয়ই থাকা চাই। এখানে গুণবান হতে হবে। তারপরে ২১জন্মের জন্যে দেবতা রূপে রাজত্ব করবে। বাবা বুঝিয়েছেন কৃষ্ণের ছবিটি খুবই সুন্দর। নরককে লাথি মারছে, হাতে স্বর্গ নিয়েছে।

এইসব কায়দা ভারতেই আছে। কারো মৃত্যু হলে মুখ রাখা হয় শহরের দিকে, পা রাখা হয় শ্মশানের দিকে। আবার যখন শ্মশানের কাছে পৌঁছে যায় তখন মুখ ফিরিয়ে শ্মশানের দিকে করা হয়। এখন তো তোমরা জীবিত অবস্থায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হও তাই মুখ নতুন দুনিয়ার দিকে হওয়া উচিত। সুখধামে যেতে হবে শান্তিধাম হয়ে। এ হল বেহদের কথা। পুরানো দুনিয়াকে লাখি মারছ, নতুন দুনিয়ায় যাচ্ছ তাই এই দুঃখধামকে ভুলতে হবে। সুখধাম ও শান্তিধামের কথা স্মরণ করতে হবে। যদিও তোমরা দুঃখধাম আছো, কিন্তু সেখানকার স্মরণ করো। অব্যভিচারী যোগ চাই, এক বাবা অন্য কেউ নয়। খুব ভালো ভাবে সহজ রীতিতে বোঝান হয়। অর্জুন অনেক শাস্ত্র পড়েছিল, তাই তাকে বলা হল এইসব ভুলে যাও, যিনি পড়িয়েছেন তাঁকেও ভুলে যাও। বাবাও এমনই বলেন। এখন যা কিছু শুনেছ সব ভুলে যাও। আমি তোমাদের সকল শাস্ত্রের সার তত্ত্ব বোঝাচ্ছি। সত্যখণ্ডের মালিক করছি। সে তোমাদের মিথ্যাখণ্ডের মালিক করে। বাবা বলেন এবারে নির্ণয় করো যে আমরা ঠিক নাকি তোমাদের কাকা, মামা বা শাস্ত্রবাদীরা ঠিক? সেই যুদ্ধ হল হদের কিন্তু তোমাদের হল অসীমের যুদ্ধ। যার দ্বারা তোমরা অসীমের রাজত্ব প্রাপ্ত করো। বাবা বলেন এই বিকার এবারে দানে দিয়ে দাও। এখন পুরুষার্থ না করলে খুব আফসোস হবে, তাই গাফিলতি করা ছাড়ো, সার্ভিসে যুক্ত হও, কল্যাণকারী হও। এই কলিয়ুগে অগাধ দুঃখ আছে। এখনো তো অনেক দুঃখের পাহাড় সামনে আসবে তারপরে সত্যযুগে সোনার পাহাড় সামনে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) 'অঙ্ক' আর 'বে' স্মরণে রাখার জন্যে সাধারণ ভাবে পড়াশোনা করতে এবং করাতে হবে। অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে। এই মিথ্যাখন্ডকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলতে হবে।

২) ঈশ্বরীয় সেবক রূপে ভারতকে অপবিত্র থেকে পবিত্রে পরিণত করার সেবা করতে হবে। বাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে।

বরদান :- দেহ, দেহের সম্বন্ধ এবং দেহ সম্বন্ধিত পদার্থের বন্ধন থেকে মুক্ত জীবনমুক্ত ফরিস্তা হও।

ব্যাখা: ফরিস্তা অর্থাৎ পুরানো দুনিয়া ও পুরানো দেহের প্রতি মমত্বের সম্বন্ধ নেই যার। দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ তো আছে কিন্তু মমত্বের সম্বন্ধ নেই। কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্মের সম্বন্ধে আসা আলাদা কিন্তু কর্মবন্ধনে আসবেনা। ফরিস্তা অর্থাৎ কর্ম করাকালীন কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা। না-ই দেহের বন্ধন, না দেহের সম্বন্ধের বন্ধন, না দেহ সম্বন্ধীয় পদার্থের বন্ধন থাকবে --- এমন বন্ধন মুক্ত আত্মারাই জীবনমুক্ত ফরিস্তা হয়।

শ্লোগান - স্থূল সম্পত্তি থেকেও অধিক মূল্যবান হল --- রুহানী স্নেহের সম্পত্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক উপার্জনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। মাথার ওপরে অনেক বিকর্মের বোঝা রয়েছে, তাই সময় অপচয় করো না।"

প্রশ্ন:- যেসব বাচ্চাদের আধ্যাত্মিক উপার্জনের প্রতি মনোযোগ থাকবে তাদের লক্ষণ কেমন হবে?

উত্তর:- সে কখনো পরনিন্দা পরচর্চা করে নিজের সময় নষ্ট করবে না। শরীর নির্বাহ করার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উপার্জনের জন্যেও সময় দেবে। ভোরবেলা উঠে খুব ভালোবাসার সহিত বাবাকে স্মরণ করবে। স্মরণের দ্বারা আত্মা উড়তে থাকবে। ২) সে বাবার মতো দয়ালু হয়ে নিজের ওপর এবং সকলের ওপর দয়া করবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দেবে।

গীত:- তুমিই হলে মাতা, তুমিই হলে পিতা...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই গানে মাতা-পিতার মহিমা শুনল। যেমন ঘরে বাচ্চাদের মা, বাবা এবং ঠাকুরদাদা থাকে। বাবার দ্বারা ঠাকুরদাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। কারণ ঠাকুরদাদার সম্পত্তির ওপর বড়দের অগ্রাধিকার থাকে। ইনিও (ব্রহ্মাবাবা) তো সবথেকে বড়। দুনিয়ার মানুষ জানেই না। কিন্তু বাচ্চারা জানে। তাই 'তুমিই হলে মাতা, তুমিই হলে পিতা' - এই কথাগুলো ঠাকুরদাদার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই তাঁর পরিচয় দিতে হবে। সামনা-সামনি হোক কিংবা ছবি অথবা প্রজেক্টরের দ্বারা - ঠাকুরদাদার পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। লৌকিক ঠাকুরদাদা তো সাকারী হয়। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে প্রথমে কার স্মরণ আসে? ঠাকুরদাদার। প্রজেক্টরের দ্বারাও বোঝাতে পার। ওতেও তো পরপর ছবি দেখানো হয়। প্রথমে পরমপিতা পরমাত্মার সম্বন্ধে বোঝাতে হবে। তাহলে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথেই বা কি সম্বন্ধ? আগে শিববাবার ছবি দেখাতে হবে। তারপরে সেইসব লেখাগুলো বোঝাতে হবে যেগুলো প্রদর্শনীতে বোঝানো হয় কিংবা ম্যাগাজিনেও ছাপা হয়। অতএব আগে পরিচয় দিতে হবে। গীততে লেখা আছে 'ভগবানুবাচ'। তাই সবার আগে ভগবানের পরিচয় দিতে হবে। তোমাদের সবার বুদ্ধি ওপরে চলে গেছে। পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার শিববাবা হলেন সবথেকে উঁচু। তাঁর পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর। তোমরা যখন এখানে আসো তখন দেখ যে এটা একটা ঘরের মতো যেখানে মা-বাবা আর ঠাকুরদাদা রয়েছেন। ওটা হল সীমিত আর এটা হল অসীম। ছবির ওপরে যেন সবকিছু লেখা থাকে। তফাতটা বুঝিয়ে বলতে হবে - অনেকেই হঠযোগ শেখায় কিন্তু কেবল পরমাত্মা-ই রাজযোগ শেখান যার দ্বারা মুক্তি এবং জীবনমুক্তি পাওয়া যাচ্ছে। এখানে কেবল নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব ভগবানুবাচ-ই মেনে চলা হয়। যেমন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে লৌকিক মা-বাবা এবং ঠাকুরদাদার স্মরণ আসে। তোমাদের বুদ্ধিতেও হুবুহু সেইরকম হয়। শুধু ইনি হলেন পারলৌকিক আর সে লৌকিক। তোমাদের নিশ্চয় আছে যে ইনি হলেন শিববাবা। যেহেতু তিনি আমাদের বাবা, তাই তাঁকে স্মরণ করা উচিত। কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। প্রচুর সময় নষ্ট করে। মাথার ওপরে অনেক বিকর্মের বোঝা রয়েছে। তাই সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আত্মার মধ্যে খাদ পড়ে গেছে। লিখতে হবে - পরমাত্মা কে? বারবার পরমাত্মার ছবি এবং শ্রীকৃষ্ণের ছবি নিয়ে বোঝাতে হবে। যে ছবিতে স্বর্গ এবং নরকের গোলা দেখানো আছে সেটাই হল মুখ্য ছবি। নরকের গোলার ওপর লিখে দাও যে এটা হল রাবণ রাজ্য, ব্রষ্টাচারী দুনিয়া আর স্বর্গের গোলার ওপর লেখো যে এটা হল

শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া। তার সাথে টাইমও লিখতে হবে - কত সময় স্বর্গ থাকে এবং কত সময় নরক থাকে। উত্তরণ কলা এবং অবতরণ কলার চিত্রও আছে। অবতরণ কলার ক্ষেত্রে ৫ হাজার বছর এবং উত্তরণ কলার ক্ষেত্রে এক সেকেন্ড সময় লাগে। তাই এটা হল জাম্প (লাফ) দেওয়া। বোঝানোর জন্য এগুলোই হল মুখ্য বিষয়। তারপর বিরাট রূপের চিত্রও রয়েছে যেখানে ব্রাহ্মণকুল অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়কে দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মার মুখের দ্বারা রচিত তোমাদের এই ব্রাহ্মণকুল হল মুখ্য এবং সর্বোত্তম। তাই সবাইকে বোঝানোর জন্য এই ছবিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বিভিন্ন ধর্মের শাখা-প্রশাখা রয়েছে যেটা খুবই ভাল বিষয়। বাচ্চাদেরকে স্ব-দর্শন চক্রধারী হতে হবে। তাই চক্রের জ্ঞানও দিতে হবে যে কিভাবে চক্র আবর্তিত হয়, কিরূপে এতে ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর হিরো-হিরোইনের ভূমিকা রয়েছে। অতএব গোলার (সৃষ্টিচক্র) ছবিটাও বড় হতে হবে। খুব বেশি হলে এক থেকে দেড় ঘন্টা প্রোজেক্টার দেখাতে হবে। কারণ মানুষ এইসব বিষয়ে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যায়। এটা কোনো গল্প নয় - কেবল জ্ঞানের কথা। আগের তাদেরকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে হবে, তবেই ভেতরে আসতে পারবে। এটা দেখানোর জন্য টিকিটের বন্দোবস্তও করতে হবে। পয়সা দিয়ে টিকিট কিনতে হবে না কিন্তু এন্ট্রি-পাস (প্রবেশ পত্র) থাকতে হবে। বড় বড় ব্যক্তিদেরকে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করতে হবে কারণ তাদেরকে দিয়ে মতামত লিখিয়ে নিতে হবে। অনেক ভিড়ের মধ্যে কিভাবে লেখাবে আর কিভাবে দেখাবে। কারণ তাদেরকে বোঝাতেও হবে। তাই আগে বড় বড় ব্যক্তিদেরকে ডেকে লিখিয়ে নিতে হবে। তারপর সর্বসাধারণের জন্য খুলে দিতে হবে। প্রদর্শনী এবং প্রোজেক্টার উভয় ক্ষেত্রেই এইরকম ব্যবস্থা রাখতে হবে। ম্যাগাজিনেও এইরকম ভালো ভালো ছবি এবং তার সাথে লেখা ছাপিয়ে কাউকে উপহার হিসেবে দিয়ে দাও। হঠযোগ এবং রাজযোগের পার্থক্যও ভালো ভাবে লিখতে হবে। হঠযোগও এক প্রকারের হিংসা। কারণ ওতে শরীরকে কষ্ট দেয়। তোমাদের এই অহিংসক যোগ খুবই সোজা। চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে থাক। হিংসা এবং অহিংসা আসলে কি সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। কেউ কেউ শরীর ভালো রাখার জন্য নানা রকম ক্রিয়াদি করে। কিন্তু ওরা কেউ পরমাত্মাকে পায় না। হঠযোগকেও যোগ বলে দিয়েছে। অনেক যোগাশ্রমও রয়েছে। এটা হল সহজ রাজযোগ। ঈশ্বরের দ্বারা শেখানো যোগ। তাই এটা খুব ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। যার বুদ্ধি সারাদিন পরনিন্দা-পরচর্চায় ব্যস্ত থাকবে সে কি কাউকে বোঝাতে পারবে? যার বুদ্ধিতে সার্ভিস করার ইচ্ছা থাকবে সে করবে। ৮ ঘন্টা ব্যবসা করার পর এই উপার্জনটাও করতে হবে। ওটা হল শারীরিক উপার্জন আর এটা হল আধ্যাত্মিক উপার্জন। তাই এই উপার্জনেও খুব মনোযোগ দিতে হবে। যোগযুক্ত থাকার প্রচুর অভ্যাস করতে হবে। ভোরবেলা উঠে বাবাকে অতি ভালোবাসার সহিত স্মরণ করতে হবে। যাদেরকে বাবা এক-দুই নম্বরে রাখেন, তারাও স্মরণ করে না। বক্তৃতা তো খুব ভালো দেয়, কিন্তু বাবার স্মরণে থাকে না। স্মরণের দ্বারা-ই আত্মা উড়বে, জ্ঞানের দ্বারা তো উড়বে না। স্মরণের দ্বারা-ই সাক্ষাৎকার হয়। এতে জ্ঞানের কোনো ভূমিকা নেই। সাক্ষাৎকার তো সামান্য পাই-পয়সার ব্যাপার। কোনো কোনো বাচ্চার তো খুব দ্রুত কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। অনেক বাচ্চা বাবাকে লেখে - বাবা, আমি তোমাকে চিনেছি। সে ধ্যানে বসে ব্রহ্মাকেও দেখতে পায় এবং প্রেরণাও পায়। তখন তার নিশ্চয় হয়ে যায়। যে কখনো বাবাকে দেখেই নি, সেও লেখে যে আমি বাবাকে প্রচুর স্মরণ করি। আমি তোমার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়াব। তুমি তো জানো যে আমি তোমাকে কত স্মরণ করি। এক্ষেত্রে শিববাবার কথা-ই স্মরণে আসে। বন্ধনে আবদ্ধ বাচ্চারাও অনেক স্মরণ করে। যারা সামনে আছে তারাও অতটা স্মরণ করে না। অতএব স্মরণ করা হল একটা বিষয়। গান্ধীজি আবার বলতেন যে রামরাজ্য হোক। এখন তো রাবণ রাজ্য। এই বিষয়ের ওপর তোমরা বোঝাতে পার। পরমাত্মার

দ্বারা-ই উত্তরণ কলা হওয়া সম্ভব। বাকিরা সবাই তো একে অন্যকে নীচে নামাতে থাকে। দেবতারও নীচে নামতে থাকে। হয়তো সুখেই থাকে, কিন্তু কলা তো কম হতে থাকে। উকুনের মতো ক্রমশ নীচে নামতে থাকে। কারণ এই ড্রামাও উকুনের মতো ক্রমাগত চলতেই থাকে। অতএব কেবল একজনের দ্বারা-ই উত্তরণ কলা হয়। বোঝানোর জন্য প্রোজেক্টর খুবই ভালো উপায়। সেন্টারও ক্রমশ বাড়তে থাকবে। বাবা বলেন, প্রত্যেকটা ভাষায় স্লাইড বানাও। কিন্তু কাজ করার মতো একজনও নেই। বাবা তো যুক্তি বলে দেন। কিন্তু কাজ করার মতো কেউ থাকলে সেবা অনেক বৃদ্ধি পাবে। বাচ্চাদেরকে নিজের ভাই বোনের ওপর দয়া করতে হবে। বাবা তো দয়ালু, তাই না? আমার আগমন কেবল ভারতেই হয়। অন্য কোথাও আমার আগমন হয় না। ভারতেই শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানে না। যারা যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালন করে তারা তার কর্তব্যকে জানে। কিন্তু শিববাবার কর্তব্য কি সেটা কেউই জানে না। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। ভারত হল সবথেকে বড় তীর্থ। কিন্তু গীতার সাথে কৃষ্ণের নাম জুড়ে দেওয়ার ফলে ভারতের মতো এত বড় তীর্থের মহিমা চাপা পড়ে গেছে। দেখো, মহম্মদ গজনবী মন্দির লুণ্ঠ করেছিল। কিন্তু সে যদি জানত যে এটা আমাদের বাবার মন্দির তাহলে তো লুণ্ঠ করত না। যে আল্লাহ স্বর্গ স্থাপন করেন, তাঁর মন্দিরে কে লুণ্ঠ করবে? শিববাবাকে সঠিক ভাবে জানলে মন্দিরে কখনো হাত-ই লাগাবে না। হয়তো তারা শিবের সামনে মাথা ঠোকে, কিন্তু তাঁকে সঠিক ভাবে চিনলে কখনোই লুণ্ঠ করবে না। কেবল গীতাতে কৃষ্ণের নাম জুড়ে দেওয়ার জন্যই এতকিছু হয়েছে। গীতা খণ্ডিত হওয়ার জন্য কি অবস্থা হয়েছে দেখ। এতে শিববাবার নাম থাকা উচিত ছিল যে তিনিই হলেন গতি এবং সদগতির দাতা। এই মহিমা কেবল একজনের। তিনি না আসলে পবিত্র হবে কি করে? ভারত স্বর্গ হবে কিভাবে? এইগুলো সব গুপ্ত কথা। বাচ্চারা জানে যে আমরা দুর্গাতিতে ছিলাম। এখন এখানে বসে আছি অথচ যাত্রা করছি। এটা ভেবে বাচ্চাদের অনেক খুশি হওয়া উচিত যে আমরা নিজেদের জন্য রাজস্ব স্থাপন করছি। তাই অন্যদেরকেও রাজস্ব দেখিয়ে প্রজা বানাতে হবে। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এটা তো খুবই সহজ। কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। স্বর্গকে স্মরণ কর। এটা তো নরক। ‘হম সো’ (আমিই সেই) কথার অর্থও বাবা বুঝিয়েছেন – আমিই সেই দেবতা, আমিই সেই ক্ষত্রিয়... অন্য কেউ এইসব কথার অর্থ বোঝেনা। তাই বিরাট রূপের ছবিতে (কল্পবৃক্ষ) এটা বোঝাতে হবে যে আমরাই সেই দেবতা, ক্ষত্রিয়... ইত্যাদি হই। এখন আমরা স্বর্গে গেলাম কি গেলাম। অনেকেই প্রশ্ন করে – আর কতদিন সময় আছে? বাবা বলেন, তোমরা তো এখনো স্বর্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত-ই হওনি। ড্রামা তো তৈরি হয়েই রয়েছে। যত যত স্থাপনার কাজ এগোচ্ছে, তত বিনাশের অগ্নি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঝগড়া শুরু হচ্ছে। আগে এইরকম পার্টিশন (সীমারেখা) ছিল না। তোমরা জানো যে আগে একটাই দেবতা ধর্ম ছিল। একটা গান আছে – তোমাকে পেয়ে আমরা যোগবলের দ্বারা স্বর্গের রাজস্ব নিষিদ্ধ। বাহুবলের দ্বারা তো কেউ নিতে পারে না। ওদের কাছে বাহুবল আছে। রাশিয়া এবং আমেরিকা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলে সমস্ত রাজ্য নিতে পারবে। কিন্তু এইরকম হবে না। যখন দেবতাদের রাজ্য থাকে তখন খ্রিস্টান, বৌদ্ধরা থাকে না। এখন দেবতা ধর্মের স্থাপন হচ্ছে। ভারত ভূমি হল অবিনাশী। বাবাও তো এইখানেই আসেন, তাই না? ড্রামাতে এটাই আছে যে যোগবলের দ্বারা রাজস্ব পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন যোগ সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু এই যোগ কে কিভাবে শিখিয়েছিল সেটা জানে না। কৃষ্ণ তো যোগ শেখায়নি। পরমপিতা পরমাত্মা-ই যোগ শেখাচ্ছেন। এটা এতই আশ্চর্যজনক কথা যে বুদ্ধি থেকে পিছলে যায়। কেউ কেউ তো জানা সত্ত্বেও ছেড়ে চলে যায়। তাই জন্যেই বাবা বলেন, বিবেচক যদি দেখতে চাও তাহলে এখানে দেখ... যারা বিবেচক তারা উত্তরাধিকার নেয়।

অবিবেচকরা ছেড়ে দেয়। স্বর্গের উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলে। মহান মূর্খ এবং মহান বিচক্ষণ দেখতে চাইলে এখানেই দেখ। ওরাও স্বর্গে যাবে কিন্তু প্রজা হবে। তোমরা জানো যে কিভাবে সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী প্রজা তৈরি হয়। এখানেই বাবার কোল প্রাপ্ত হয়। মূলবতনে তো কোলের প্রশ্নই নেই। সন্তানের জন্ম হলে তাকে গুরুর কোলে দেয়। ওরা মনে করে, গুরুর কোলে না গেলে দুর্গতি প্রাপ্ত হবে। ছোট বাচ্চারও গুরু করিয়ে দেয়। গুরুরাই বুঝিয়েছে যে গুরু ছাড়া গতি নেই। কে জানে কখন শরীর ছেড়ে দেবে। দুনিয়াতে তো জন্ম নিয়ে আবার গুরুর কাছে যায়। এখানে তিনজনেই কস্মাইন্ড রয়েছে। এটা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই যে বাবা, শিক্ষক এবং গুরুর কোল অভিন্ন। বাবা প্রশ্ন করেন, শিববাবার কি বাবা আছে? তোমরা বলো, হ্যাঁ। (যখন আমরা শিববাবাকে নিজের সন্তান বানাই) আচ্ছা, শিববাবার কি টিচার এবং গুরু আছে? না। কেবল তাঁর মা-বাবা আছে। এটা হল গুহ্য হিসাব। বাবা বাচ্চাদের কাছে এবং বাচ্চারা বাবার কাছে সব সমর্পণ করে দেয়। লৌকিকে বাচ্চারা বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয় না। কেবল বাবা সমর্পিত হয়। তাই এটা হল বোঝার বিষয় যে বরাবর পরমাত্মা বাবা-ই হলেন বাবা, টিচার এবং সদগুরু। তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) স্ব-দর্শন চক্রধারী হতে হবে। আমরা হলাম সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ বংশ, ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত – এই নেশাতে থাকতে হবে।

২) বাবার স্মরণের দ্বারা নিজের সময়কে সফল করতে হবে। রুহানি সেবাতে ব্যস্ত থাকতে হবে।
বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে।

বরদান:- অকাল তথত্ (ক্রকুটির সিংহাসন) এবং হৃদয়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে স্বরাজ্যের নেশাতে স্থিত প্রকৃতিজিৎ এবং মায়াজিৎ হও।

অকাল তথত্-এ উপবিষ্ট আত্মা সর্বদা রুহানি নেশায় থাকে। যেমন নেশা না থাকলে রাজা রাজ্য চালাতে পারে না, সেইরকম আত্মা যদি স্বরাজ্যের নেশায় না থাকে তবে কর্মেন্দ্রিয়রূপী প্রজার ওপর রাজত্ব করতে পারে না। তাই ক্রকুটির সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে হৃদয়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হও এবং এই নেশাতে থাকলে কোনো বিঘ্ন বা সমস্যা তোমার সামনে আসতেই পারবে না। প্রকৃতি এবং মায়াজিৎ আর যুদ্ধ করতে পারবে না। তাই সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার অর্থ হল সহজে প্রকৃতিজিৎ এবং মায়াজিৎ হওয়া।

স্লোগান:- সংকল্পের সিদ্ধি (সফলতা) প্রাপ্ত করতে হলে আত্মিক শক্তির জ্বালানি ভরতে থাক।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মণ। অতএব তোমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক-অনেক প্রেম-প্রীতি অবশ্যই থাকা উচিত। নিজেরা সবাই একত্রে বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কি ভাবে সত্য-বাবার পরিচয় সবাইকে জানানো যেতে পারে।

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, কোন্ নিশ্চয়তার আধারে তোমরা নিজেদের ভাগ্যকে অনেক উন্নত করতে পারো ?

উত্তর :- সর্বাগ্রে বুদ্ধিতে এই নিশ্চয়তা সুদৃঢ় হওয়া দরকার যে, এই ঈশ্বরীয় পার্শ্বের শিক্ষক স্বয়ং পরমাত্মা। ওঁনার থেকেই তোমাদের সেই সৌভাগ্য পেতে হবে- এমন ভাব এলেই তোমরা রোজ ওঁনার এই ঈশ্বরীয় পার্শ্ব পড়ে নিজেদের সৌভাগ্যকে আরও উন্নত করতে পারবে। বাবার শ্রীমং এটাই - বাচ্চারা, যে কোনও অবস্থাতেই এই পার্শ্ব কিন্তু রোজই পড়তে হবে। আর যদিও বা ক্লাসে আসতে না পারো, তবে ঘরে বসেই মুরলী পড়তে হবে রোজ।

গীত :- তু প্যার কা সাগর হ্যায়
(তুমি যে প্রেমের সাগর, তাই তার এক ফোঁটার জন্য তৃষ্ণার্ত যে মোরা।)

ওঁ শান্তি ! আত্মারা অর্থাৎ তোমরা বাচ্চারা নিজেরা এখন অবগত যে, আত্মা ক্ষুদ্র একটা বিন্দুর মতন। যা অতি ক্ষুদ্র তারা আকারের। কিন্তু আত্মা নিজে কিভাবে নিজেকে ও তার বাবা পরমাত্মাকে অনুভব করবে ? জগতের লোকেরা না তো নিজেকে আর না তো তাদের (আত্মাদের) বাবা পরমাত্মাকে জানতে পারে। কিন্তু তোমরা একথা জানো - তোমরা নিজেরা আত্মা, বিন্দুরূপ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা অতি ক্ষুদ্র আকারের। আত্মার বাবা পরমাত্মাও বিন্দুরূপ। পরমাত্মা আত্মার বাবা হলেও আকার উভয়েরই সমান। (আত্মা যখন শরীর ধারণ করে) কেবল তখনই শরীরের আকারে ছোট-বড় হয়। তোমরা এখন পরমাত্মা শিববাবাকে স্মরণ করতে বসেছো। কেউ যখন এই তথ্য জানতে পারে যে, আত্মার আকৃতি এত ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাতেই ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট ভরা থাকে, তখন সে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ে। কিন্তু, যতক্ষণ না আত্মা কোনও শরীরের আধার পায়, ততক্ষণ সে তার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতেই পারে না। একই প্রকারে যদিও পরমাত্মাও আমাদের আত্মার মতনই ক্ষুদ্রাকারের, তবুও ওনাকে বাবা বা পরম্ কেন বলা হয় ? --যেহেতু উনি সদাকালের পবিত্র। জগতের লোকেরা পরমাত্মার এসব তথ্য না জেনেও কিন্তু, তারাও ওনাকে বাবা বলেই ডাকে। অর্থাৎ তোমরা পরমাত্মাকে সঠিক ভাবে জেনে পদ্ধতি অনুসারে ওনাকে স্মরণ করো আর সেসব না জানা সত্ত্বেও অন্যেরাও কিন্তু ওনাকেই স্মরণ করে। জগতে যে এত প্রকারের ভক্ত আছে, সব ভক্তই ভগবান কিন্তু এক ও একজনই, যাকে পতিত-পাবন বলা হয়। অতএব পতিত-পাবন হলেন একজন আর পতিত অসংখ্য। সাধু-সন্ন্যাসী, মহাত্মারাও তাকেই স্মরণ করে, আর ঈশ্বরীয় পিতা বলে ডাকে। অতএব এর অর্থ হলো উনিই সবারই পিতা। তাই এই কারণেই তো বাবাকে আসতেই হয়, পতিত বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাবার জন্য। আবার সেই পবিত্র হবার উপায়ও তিনিই বলে দেন। যেহেতু বাচ্চাদের আত্মাতে অনেক পাপের বোঝা চেপে আছে যে। বাচ্চারা কেবল একে অন্যকে শ্লোগান লিখে জানায়, "পবিত্র হও", তাতে কিন্তু কোনও ফলই হয় না, যেহেতু বাইরের লোকেরা এসবের মর্মার্থই তো জানে না। যদিও তোমরা অর্থাৎ বি.কে.-দের এর সঠিক অর্থ বোঝানো হয়েছে। সুতরাং তোমাদের আর এই শ্লোগানের প্রয়োজনই বা কি ! এর অন্তর্নিহিত অর্থ

হলো, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, আর পবিত্র হতে থাকো। যতক্ষণ না পর্যন্ত কারওকে সেভাবে না বোঝানো যায়, ততক্ষণ সে এসব বুঝবেই বা কি প্রকারে। বাবার সাথে যোগে যোগযুক্ত হতে পারলেই পবিত্র হওয়া যায়। তাই তো ওঁনাকে বলা হয়ে থাকে 'হিজ হোলীনেস'- যা পবিত্রতার উপাধি। (যেমন খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপের উপাধি) সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেও এমন বলা হয়, যেহেতু তারা কোনও প্রকার বিকারের মধ্যে যান না। যদিও তারা বিকারে যান না, স্মরণ করে ব্রহ্ম-তত্ত্বকে, কিন্তু তাদের জন্ম তো হয় বিকারীদের কাছে।

তোমাদের বলা হয়, পবিত্র থেকে কেবলমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। সন্ন্যাসীরা নিজেদেরকে জাগতিক-সংসারিক গৃহস্থালীর কর্ম-কর্তব্য থেকেই সন্ন্যাস নেন। অথচ কর্ম-সন্ন্যাস বলে কিছু হয় না। কর্ম-সন্ন্যাস একমাত্র তখনই হতে পারে, যখন দেহ আর থাকে না। আর দেহ বিনা আত্মা তো আত্মাদের ঘর পরমধামে থাকে। তবে এই জগতে কর্ম-সন্ন্যাস হয় কিভাবে? তাই একথা বলাটাই তো মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এর যুক্তিতে তারা বলে, গৃহস্থরা যেসব কর্মাদি করে থাকে, ওনারা তো আর তা করেন না। কিন্তু, গৃহস্থরা যেমন যাগ-যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থ ইত্যাদি করে থাকে, সন্ন্যাসীরাও তো সে সবই করে। তফাৎ শুধু এটুকুই যে, গৃহস্থীরা রোজগার করে, তাদের ঘরেই রান্না-বাণ্ণা করে খায়-দায় কিন্তু সন্ন্যাসীরা তা করে না। তারা কেবল ভিক্ষালব্ধি খেয়ে থাকে, যেহেতু তারা হঠযোগী। যে হঠযোগের সাহায্যে ঈশ্বরের সাথে মিলন হয় না আদৌ। যখন বাবা স্বয়ং এই ধরায় আসবেন, একমাত্র তখনই তো তার সাথে কারও মিলন হতে পারে। তেমনি, যতক্ষণ না বাবা আসছেন, ততক্ষণ পবিত্র দুনিয়া স্থাপনার কার্য শুরুও হতে পারে না। তোমরা যতই এসব যুক্তি বোঝাও না কেন, তবুও তারা তা বোঝার আগ্রহ দেখাবে না। বাচ্চারা বাবাকে চিঠি লিখে জানায়, এই এই আত্মা এত সংখ্যায় এখানে এসেছে। এখন দেখার আছে, এর মধ্যে কে কে তাদের নিজেদের ভাগ্যকে সৌভাগ্য বানাতে পারে। আসে তো এখানে অনেকেই, কিন্তু অনেকের বুদ্ধিতে এটাই তো ঢোকে না যে, এই ঈশ্বরীয় পাঠশালার শিক্ষক স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা। অতএব ওনার কাছ থেকেই ভাগ্যকে সৌভাগ্য বানিয়ে নিতে হবে। বাবা স্বয়ং আবার হাজিরার রেজিস্টার খাতাও দেখেন। কেউ মাসের মধ্যে ৮ থেকে ১০ দিন আসে, অনেকে আবার তাও আসে না, ফলে তারা তাদের হাজিরা লিখতে পারে না। আর কেউই যদি ক্লসে না আসে তবে তখন ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারী মুরলী পড়বে নাকি পড়বে না। এক্ষেত্রে বাবা বলছেন, যে কোনও অবস্থাতেই প্রত্যহই মুরলী পাঠ করা আবশ্যিক। শিখদের মধ্যেও এই নিয়ম আছে। তারা ছোট-ছোট আকারের 'জপ-সাহেব' 'সুখমনী' (গ্রন্থ সাহেব থেকে নিয়ে ছোট ছোট গ্রন্থ) বানায়। যেহেতু তারা বিশ্বাস ও মান্য করে, যে কোনও অবস্থাই আসুক না কেন, তাদেরকে তা পড়তেই হবে। তোমরা হয়তো ভাবতে পারো, তা পড়লে তাতে প্রাপ্তি আর কি বা হবে,-- কিছুই না। হয়তো কিছু সময়ের জন্য মন-বুদ্ধি ঠিক থাকবে। কিন্তু তাতে তো আর বাবার সাথে মিলন হবে না। এমন ভাব এলে, ঠিক তখনই তারা বিকারের জালে ফঁসে যায়। যার ফলে তাদের আর কোনও প্রাপ্তিই ঘটে না। তাই তো প্রবাদ আছে, বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি।

বিনাশ যেখানে এখন দোর-গোড়ায়, তবুও অনেকেই এখনও পরমাত্মাকে জানতেই পারলো না। লোকেরা তা স্বীকারও করে যে, রচয়িতা এবং তার রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে তারা জানেই না। কিন্তু এই অবিনাশী ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানা যে অবশ্যই দরকার। এ বিষয়েই বাবা জানাচ্ছেন, আদি হলো সত্যযুগ আর অন্ত হলো কলিযুগ। এভাবেই তিন-কাল, (আদি-মধ্য-অন্ত) আর

তিন-লোককেও জানতে হবে। তিন লোক অর্থাৎ স্থূল-বতন (সাকার মনুষ্য লোক), সূক্ষ্ম-বতন (দেবলোক), ব্রহ্মলোক বা পরলোক লোকেরা বলে থাকে শাস্ত্র অনাদি, অথচ বাবা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলেন, যখন থেকে রাবণের রাজত্ব শুরু হয়েছে, তখন থেকেই শাস্ত্রের শুরু। অর্থাৎ তা কল্পের মধ্যবর্তী সময় দ্বাপর থেকে। অর্দ্ধকল্প সত্যযুগ আর বাকী অর্দ্ধকল্প কলিযুগ। তাদের এই হিসাব কেবল শেষের অর্দ্ধকল্পের হিসাব। অজ্ঞতার কারণে তারা প্রথম অর্দ্ধের হিসাব দিতেই পারবে না। যেহেতু তারা মধ্যবর্তী সময়ের বিষয়ে কিছুই জানে না। উল্টে আবার কল্পের আয়ুকে লক্ষ-লক্ষ বছর বলে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা তাদের বলতে পারো, তারা কিন্তু বাবার কাছে গিয়ে এসবের সঠিক হিসাব জেনে নিতে পারে। এর সাথে ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী হলে তোমরাও বাবার আশীর্বাদী-বর্ষাও পেতে পারো। যারা আসবে প্রথমেই তাদের কাছে জানতে চাইবে, তোমরা এখন এখানে অর্থাৎ কোথায় এসেছো ? তখন তারা হয়ত বলবে, বি. কে.-দের কাছে। তখন তোমরা বলবে, এবার তবে নিজেরাই বিচার করে দেখ, এখানে যখন এত সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী আছে, তবে সেখানে ব্রহ্মা অর্থাৎ যিনি বাচ্চাদের বাবা তিনিও অবশ্যই আছেন এখানে। আবার, এখানকার মতন আরও কত অনেক সেন্টার আছে, সেখানেও নিশ্চয় অনেক সংখ্যায় এমন ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী আছে। এবার বিচার করো, একজন বাবার এত অনেক বাচ্চা হলো কি করে! ঐ যে বোর্ডে লেখা আছে প্রজাপিতা (প্রজাদের পিতা), সেই হিসাবেই তো এত অসংখ্য ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। এইভাবে বোঝাতে বোঝাতে তাদেরকে সজাগ করতে হবে। তাদেরকে বলো-এরপর লক্ষ্য করো, যিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা তিনি তবে কার সন্তান ? আর একসাথে এত বাচ্চার রচনা, তা তো কেবল পরমাত্মার দ্বারাই সম্ভব। অতএব পরমাত্মা অবশ্যই আসেন এখানে। আর তাই তো পরমাত্মার উদ্দেশ্য এমন গীতও রচিত করা হয়েছে - তুমিই আমাদের মাতা, আবার পিতাও তুমি। সেক্ষেত্রে ব্রহ্মা মাতার ভূমিকায় আসে, -তাই না ? পরমপিতা পরমাত্মাই ব্রহ্মাকে রচনা করে তার দ্বারা আমাদের সবাইকে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীতে পরিবর্তিত করান, অর্থাৎ দত্তক নেওয়ান। পরমাত্মার আশীর্বাদী-বর্ষাও তার মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হও কিভাবে ? -যখন তোমরা পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত হও। সেই উদ্দেশ্যেই বাবা বলেন, যাবতীয় সবকিছু ভুলে থেকে একমাত্র ওনাকেই নিরন্তর স্মরণ করতে। বাবা বলছেন, সবাই তো আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলে - বাবা হচ্ছন- নলেজফুল, রিসফুল, লিবারেটর, গাইড। ফলে বাবাকেও তা করতেই হয়। এছাড়াও সবাইকে সুখধামেও নিয়ে যেতে হয়। আচ্ছা, প্রকৃত সুখ কোথায় ? --সুখধামে। তোমাদেরকে বাবা প্রথমে নিয়ে যান শান্তিধামে, তারপর সেখান থেকে আত্মারা আসে সুখধামে। কিন্তু একথা তোমরা স্মরণে রাখবে কি করে ? -- প্রত্যহই এই কথাকে স্মরণ করতে হবে এবং অন্যদেরকেও তা ব্যাখ্যা করে শোনাতে থাকবে। তবেই বোঝাবার জন্য যুক্তিযুক্ত পয়েন্টগুলি আসতে থাকবে বুদ্ধিতে। এসব যখন কারওকে বোঝাবে, তখন তার থেকে তা লিখিয়েও নেওয়া উচিত। তাদের থেকে এটাও লিখিয়ে নিতে হবে, পরমাত্মা অর্থাৎ আত্মাদের পিতা যিনি, ওঁনার ঠিকানাই বা কি ? আত্মাদের বাবা যখন শিববাবা তখন তো ওঁনার সম্পত্তি বা আশীর্বাদী-বর্ষার অধিকার আত্মাদেরই অর্থাৎ আমাদের। তার জন্য অবশ্য উপযুক্ত পুরুষার্থও করতে হবে। কিন্তু অত কষ্ট আর কে বা করে ? বাচ্চারা, তাই তোমাদেরকেই দাঁড়িয়ে থেকে, নিজেরা সজাগ থেকে, অন্যদেরকেও সজাগ করে, তাদেরকে সেবার প্লান-প্রোগ্রাম বানিয়ে দিতে হবে। যেমন মিলিটারীতে বড় কমান্ডার তার টীমের সাথে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে সব ঠিক করে নেয়। বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের মধ্যেও তেমন আলোচনা করা উচিত। কিন্তু তোমরা নিজেরা যদি তা না করো,

তবে সেক্ষেত্রে বাবা আর কি বা করতে পারে। বাস্তবে, তোমরা ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যে খুব সুপ্রীতি-সদ্ভাব থাকা উচিত। কাকে কিভাবে বোঝাতে হবে, এ বিষয়ে সহমতে এসে কোনও সিদ্ধান্তে আসা উচিত।

বাচ্চারা দেখো, চারিদিকে কত লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির। মন্দিরের নির্মাণ কর্তার সাথে দেখা করে জানতে চাওয়া উচিত, "আপনি যার মন্দির বানিয়েছেন, জানেন কি উনি সেই রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন কিভাবে ? আবার কি ভাবেই বা তা খুইয়েছেন ? শ্রীকৃষ্ণের চিত্র তো খুবই সুন্দর। ওনার ৮৪ জন্মের কাহিনীও খুবই সুন্দর। তাই এই চিত্রটা বেশ বড় আকারের বানানো দরকার। বাবা আরও জানাচ্ছেন, কেউ এলে তাকে যুক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আপনি কি গীতা পাঠ করেছেন ? যদি তা পড়ে থাকেন তবে বলুন, গীতার ভগবান কে ? এমনই যুক্তি সহকারে সবাইকে বোঝানো উচিত। এই যে প্রবাদ বাক্য আছে, তুমিই মাতা আবার পিতাও তুমিও এর প্রকৃত অর্থ হলো সেই হিসাবে ব্রহ্মাই হলেন তোমাদের মাতা। অতএব ওনার সাথে সম্বন্ধ রাখাটা অতি জরুরী। আর যদি ওনার সাথে প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক না থাকে, তবে তো এই ব্রাহ্মণ জীবনটাই বৃথা। তবে আর শিববাবার আশীর্বাদী-বর্সা পাবেই বা কি ভাবে ? তোমার যা লড়াই-ঝগড়া তা তো তোমার পুরোনো শত্রুদের সাথে। এটাই কেউ বোঝে না যে, প্রকৃত লড়াই তো চলে রাবণরূপী বিকারের সাথে। এই প্রবাদ বাক্যও তো আছে, সত্য-পথের নৌকা নড়বে-চড়বে কিন্তু ডুববে না তা কখনও। অতএব তোমাদের জীবন-যাত্রাতেও এমন নড়া-চড়া আসতে থাকবে। যা অন্য সংসঙ্গুণিতে এসব নড়া-চড়ার বিষয়ে কোনও উল্লেখই হয় না। কিন্তু এখানে তো মায়ার সাথে যুদ্ধ চলে। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবাকে বুঝতে পারছো, ততদিন তোমরা তা লিখে ওনাকে জানাবে, কিন্তু তোতা-পাখীর মতন শোনা ও শেখানো বুলি আওড়াবে না। অন্যরা তো জংলী তোতা-পাখীর মতন, তারা আসবে আবার যাবেও। কিন্তু তোমাদেরকে তো জানতেই হবে সেই আত্ম-কে অর্থাৎ আদি-পিতাকে। প্রজা তো অনেক হবে, কিন্তু রাজার পদ প্রাপ্তির জন্য গুণধারী ক'জনই বা আছে ! যদি প্রদীপের শিখার প্রতিই নিজেকে সমর্পণ করে ফেলো তবে তা খুব মুষ্কিলের ব্যাপার হয়েই দাঁড়াবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

নৈশ ক্লাস :-

বাচ্চারা - তোমাদের উদ্দেশ্যে বাবার নির্দেশ হলো যে, প্রকৃত বাচ্চারা নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। উত্তরে বাচ্চারা বলে, বাবা সেই সময়টাই তো পাওয়া যায় না। বাবার প্রশ্ন হলো - তবে সময় তোমাদের কোথায় চলে যায় ? নিশ্চয় মায়ী তোমাদের সেই সময়কে চুরি করে নেয়। এই মায়ীও যে খুবই শক্তিশালী, তাই তো নিরিবিলিতে বাবাকে স্মরণ করবার সময়টুকুও দেয় না তোমাদের। আর তাই তো তোমরা বাবাকে জানাও যে, পুরো দিনের মধ্যে কেউ আধা ঘন্টা, কেউ বা ২০ মিনিট, আবার কেউ অনেক চেষ্টা করার পর পুরো দিনের মধ্যে দু ঘন্টা স্মরণ করতে পারো। যারা দু-ঘন্টা স্মরণের যোগ করো, তারা হাত ওঠাও। এ তো স্থূল স্মরণ। কিন্তু অতীতের পুরোনো স্মরণের জের তো চলেই আসছে। যা বিদেশী আত্মার আধ্যাত্মিক স্মরণ। যার কোনও চোখ-কান হয় না। তাই তো বাবা বার বার বলেন, নিজেকে আত্মা ভেবে আত্মিক ভাবধারায় লাগাতর ওনাকে

স্মরণ করে যেতে। এবার আবার বাবা জানতে চাইছেন - বাচ্চারা, এভাবে তোমরা কতক্ষণ স্মরণ করো ? লৌকিকে বাচ্চারা যখন খেলতে যায়, তখন স্কুলের শিক্ষকের কথাও তাদের মনে থাকে। আবার ঘরে যখন পড়তে বসে, তখনও শিক্ষকের কথাই মনে থাকে। এগুলি সব স্কুল স্মরণ। এই ধরনের স্মরণ যথেষ্ট কষ্টসাধ্যও বটে। তাই বাবা আবার জিজ্ঞেস করছেন- নিজেকে আত্মা ভেবে আত্মিক-স্বরূপে যে যে বাবাকে দু-ঘন্টা স্মরণ করতে পারবে, তারা হাত ওঠাও। এতে লজ্জা পেও না কিন্তু সঠিক কথা বলো।

বাচ্চারা, তোমরা যখন এখানে বসে বাবার মুরলী শুনতে থাকো, তখন তোমাদের মন ও বুদ্ধি কেবল সেদিকেই না থেকে যদি অন্যদিকে চলে যায়, তবে তো তা বুদ্ধিতে সেভাবে ধারণ করাই যায় না। যেমন সকালে এক-ঘন্টা বাবা যা বোঝান, তখন সেই এক-ঘন্টাই কি পুরোপুরি বাবাকে স্মরণ করতেই থাকো, নাকি তোমাদের বুদ্ধি তখন বাইরেও চলে যায় ? তোমাদের ক্রমিক পুরুষার্থের ধারণ দেখে মনে হয়, বুদ্ধি এদিক-ওদিক অবশ্যই চলে যায়। সবকিছুই ততটা মন দিয়ে শোনো না। যদি সবকিছুই মন দিয়ে শুনে তা নোট করে রাখো, তখন বাবা অবশ্যই বলবে, হ্যাঁ এই বাচ্চার যোগের পুরুষার্থ ঠিক আছে। অতএব বাবার মুরলী শোনার সময় সম্পূর্ণ রূপে তার প্রতি মনোনিবেশে যত্নবান হতে হবে আর পয়েন্টসগুলিকে পুরোপুরি লিখে রাখতে হবে নোটেবুকে। আর যদি সেই ধারাবাহিকতায় ছেঁদ পড়ে, তখন সেই পয়েন্টসগুলিকেই তো ভুলে যাবে।

বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলছেন- ওহে বাচ্চারা, হার্টফেল করে মৃত্যু হওয়া খুবই সুখের। এতে তোমার বা আমার-এই ব্যাপারটাই থাকে না। কোথাও বসে বসে পড়ে গেলেই অস্ত্রান হয়ে ভবলীলী সাস, ব্যাস। এরপর আর জ্ঞান ফেরে না। তাই এটা খুব সুখের মৃত্যু। যদিও এতে লোকেরা কান্না-কাটি করবে, কিন্তু তুমি নিজে তো খুশী হবে এই ভেবে যে, বাঃ যা হয়েছে ভালই হয়েছে। কি সহজ এই মৃত্যু, এতে কোনও ভোগ ভুগতেই হলো না। মৃত্যু-বরণ যদি করতে হয় তবে এমন মৃত্যুকেই আহ্বান করা উচিত। আর তা না হলে কত প্রকারের ঔষধ, নার্স, ইত্যাদি কত কিছুই না লাগে; তাই যে বসে বসে এভাবে পুরোনো জুতোর মতন শরীরকে ছাড়তে পারে, সে কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যায়। এমন ভাবে শরীর ছাড়াটাই তো সবচেয়ে ভাল। এরপর তো তোমরা দেখতে পাবে, বিনা কারণেই হঠাৎ করে চারদিকে কত বোম্ব পড়ছে আর সবাই বসে বসেই (হার্টফেলের মতন) মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। সবাইকে যে যেতে হবে (ঘরে)। তখন তোমাদের চেহারায় হাসি ফুটে উঠবে। যেমন কখনও কখনও কারও খুব সুন্দর মৃত্যু হলে, প্রত্যক্ষকারীরা বলে যে উনি যেন এখনও জীবন্ত এমনই মনে হচ্ছে। তার মুখাবয়বে যেন হাসি হাসি ভাব থাকে। দেখে যেন মনেই হয় না, উনি মারা গেছেন। যেহেতু মৃত্যুকালে তার আত্মা আনন্দ সহকারেই দেহ ত্যাগ করেছে। তাই আত্মা যদি হাসিমুখ হয় বাইরের চেহারাতেও তখন সেই হাসির ভাব ফুটে ওঠে -তাই না ? যেহেতু আত্মার তো কখনও মৃত্যুই হয় না, এর কোনও ক্ষয় নেই। আত্মা কেবল শরীর ছেড়ে বেড়িয়ে যায়। সুতরাং আত্মা খুব আনন্দের সাথেই হাসতে হাসতে সেই শরীর ত্যাগ করে। একেই বলা হয় কর্মাতীত অবস্থা। এই অবস্থাকেই বলা হয় সর্বোচ্চ অবস্থা। বাচ্চারা, তোমাদেরও কিন্তু এমনি ভাবেই যেতে হবে। শরীর বিষয়ে কোনও সম্পর্কই যেন না থাকে মনে এবং তখন আর অন্য কিছু যেন না আসে মনে। সাপের খোলস ত্যাগ করার মতন করে শরীরকে ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ যাকে বলা হয় সর্বোত্তম সুন্দর। সত্যযুগে এমনটাই হয়ে থাকে। দেবতার নিজেদের ইচ্ছা-খুশী অনুযায়ী হাসতে

হাসতে দেহত্যাগ করে। অতএব এখন থেকে এখানে বসে তারই অভ্যাস করতে হবে। পরে সেই অভ্যাসকে আরও বাড়াতে হবে।

বাচ্চারা, তোমরা এই বাবাকে কত ভালবাসার সাথে স্মরণ করো। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় মোস্ট বিলাভেড (most beloved), পরম প্রিয়, খুব মিষ্টি। মানুষদেরকে তো আর পরমপ্রিয়, মোস্ট বিলাভেড বলা যায় না। বাবা আরও জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, আমি যেমন তোমাদের বাবা, তেমনি তোমাদের শিক্ষকও আমি এবং সর্বোপরি তোমাদের সদগুরুও বটে। তাই যদি কখনও শিক্ষককে ভুলে যাও তো তখন বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। এই বাবা আবার তোমাদের গাইড-ও। পাণ্ডাকেই গাইড বলা হয়। একমাত্র ইনি তোমাদের দুঃখ নিবারণ করে শান্তিধামে নিয়ে যেতে পারেন। এরপরে সেখান থেকে (বি.কে.-দের) পৌঁছে দেন সুখধামে। তাই তো তোমাদের এই জ্ঞানের ঘাস খাওয়ানো হয় যাতে এসবের বিচার-সাগর চিবোতে (মন্ডন) থাকো তোমরা। যেমন ভাবে গরু লাগাতর তার জাবর কাটতেই থাকে অর্থাৎ রোমন্থন করা। অবশ্য তোমাদের ক্ষেত্রে তা মুখের জাবর কাটা নয়, মনের ভিতরে সেসবেরই মনন-চিন্তন-মন্ডন করতে হবে। বাবা তার বাচ্চাদের বলছেন, "তোমরাও যেমন-আমিও তেমনই। আমি তো আরও কম সময় পাই। যেহেতু আমার বুদ্ধিযোগ তো আবার বাইরের জগতেরও কাজ করে। যেমন, কখনও কারও চিঠি এলো, কারও হয়ত কারও সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি হলো, কখনও এটা তো কখনও ওটা। এভাবেই সারাদিন বুদ্ধিকে নানাদিকে খাটাতে হয়। তবুও কিন্তু (স্মরণের যোগ) বাচ্চাদের থেকে বাবার কাছে তা সহজ লাগে, যেহেতু শিববাবা যে সর্বদাই তার সাথে সাথেই থাকে। ভোজন খেতে বসার সময় ব্রহ্মাবাবা ভাবেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আগে শিববাবাকে স্মরণ করে নেই। হয়ত, মাত্র ২ বা ৩ মিনিট তা স্মরণে থাকে, তারপরেই আবার তা অস্মরণ হয়ে যায়। স্মরণের যাত্রা যেন তখন হওয়ার মতন উবে যায়। বাচ্চারা, তোমরাও তা চেষ্টা করে দেখো। অবশ্য স্মরণের যাত্রায় সহজ হতে গেলে সময় তো একটু লাগবেই। তাই না ? আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের প্রতি তাদের ঈশ্বরীয় বাপদাদার স্নেহ-সুমন হৃদয়ের স্মরণ, গভীর প্রেম ও প্রাণভরা ভালবাসা ও শুভরাত্রি জানাচ্ছেন। মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি ঈশ্বরীয় সন্তানদের প্রতি তাদের ঈশ্বরীয় পিতার নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাথে খুব সদ্ভাব ও ভালবাসা বজায় রেখে একসাথে চলতে হবে। সবাই একত্রিত হয়ে আলোচনা করে যুক্তিপূর্ণ এমন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে সবার কাছেই বাবার সংবাদ ও বাণী সুন্দরভাবে পৌঁছতে পারে।

২) যেহেতু এখন বিনাশের সময় অতএব এক ও একমাত্র এই সত্য বাবার সাথে মধুর সম্পর্ক রাখতে হবে। যোগযুক্ত হয়ে আত্মাকে শুদ্ধ ও পবিত্র বানাতে হবে।

বরদান :- অবিনাশী ড্রামার প্রতিটি রহস্যকে জেনে নিয়ে সদা হাসি-খুশীতে থেকে নলেজফুল ত্রিকালদর্শী হও

বিস্তার :- যে বাচ্চা নলেজফুল-ত্রিকালদর্শী হয়, সে কখনও কোনও বিষয়েই অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হয় না। যদি কেউ গালমন্দ বা অপমান করে, তবুও সে রাজী-খুশী ভাবেই থাকে। যেহেতু ড্রামার প্রত্যেকটি রহস্যকেই যে জানে, তাই কখনই সে বিরক্ত হয় না। বিরক্ত সেই হয়, যে ড্রামার রহস্যকে বুঝতে পারে না। তাই সর্বদা নিজেকে এই স্মৃতিতে রাখবে, সব পরিস্থিতিতেই নিজেকে যদি খুশীতেই না রাখতে পারলাম তবে আর ভগবান বাবার বাচ্চা হলাম কি করে। অতএব, সে সদা রাজী-খুশীতে থেকে, বাবার নিকটস্থ বাচ্চা হয়ে বাবার সমান গুণের অধিকারী হয়।

স্লোগান :- যে ব্যর্থ থেকে ইনোসেন্ট (নির্দোষ) থাকে সে প্রকৃত অর্থে সেন্ট (মহাত্মা)।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এই পড়াশোনার মান রাখতে হবে । যতই শরীর অসুস্থ হোক, মৃত্যুর দ্বারস্থ হয়েও ক্লাসে এসে বসো, বলা হয় জ্ঞান অমৃত মুখে নিয়ে প্রাণটা যেন বেরোয়"

প্রশ্ন:- অনেক বাচ্চারা বাবার থেকে বিমুখ করে দেওয়ার নিমিত্ত হয়ে যায় -- কখন ও কিভাবে ?

উত্তর :- যারা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনদের সঙ্গে মনোমালিন্য নিয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় এবং গুরুর নিন্দা করে, তাদের দেখে অনেকে বাবার থেকে বিমুখ হয়ে যায়। আজ ভালো পড়াশোনা করে কিন্তু কালকে পড়া ছেড়ে দিলে তো আর অন্যদের বলতে পারবেনা যে তোমরা পড়াশোনা করো। এমন বাচ্চারা উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

গীত : - জলসাঘরে জ্বলে উঠলো ঝাড়বাতির শিখা, সেই আগুনে পুড়ে মরা পিপীলিকার লিখা ...

ওম্ শান্তি। গীতের অর্থ বাচ্চারা বুঝেছে --- যারা এই গীত তৈরি করেছে, তারা এই গীতের অর্থ জানেনা। দেখ কত বেদ, শাস্ত্র , উপনিষদ তৈরি করেছে , কিন্তু একজনও যথার্থ অর্থ জানেনা। যথার্থ অর্থ না জানার জন্যে সময় নষ্ট , অর্থ নষ্ট করে। বাবা বোঝান তোমরা অনেক অনেক মন্দির , বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি তৈরি করেছে। যজ্ঞ-জপ-তপ করেছে। কত টাকা পয়সা খরচ করেছে। বাবা এইসব কাদের বোঝান, যারা জীবিত থেকেও মৃত হয়ে বাবার আপন হয়। সুতরাং তোমরা বাবার আপন হয়েছ অর্থাৎ জীবিত থেকেও মৃতবৎ রয়েছ। তো এখন বাবার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। এমন নয় যে সেখানে তোমাদের জন্মদিন বা মৃত্যু দিবস পালন করা হবে। এখানে গান্ধীর কত ধুমধাম করে পালন হয়। এমন তো নয় শিববাবা জ্ঞান দিয়ে চলে যাবেন তারপরে তোমরা সত্যযুগে ওঁনার জন্মদিন পালন করবে, না। অর্ধকল্প যে শরীর ত্যাগ করবে তার বার্ষিকী শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কিছুই করা হবেনা। গো মাতা দান করা, পিতৃপুরুষদের ভোজন করানো ইত্যাদি করা হবেনা কারণ দান করা হয় অন্য জন্মে যাতে প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে তোমরা এই জন্মের প্রালঙ্ক ভোগ কর । সুতরাং ভক্তি মার্গের নিয়ম এবং জ্ঞান মার্গের নিয়মে অনেক তফাৎ আছে। যারা বিশাল বুদ্ধি হয় তারা-ই এই কথা বুঝবে, যারা কল্প পূর্বে বিশাল বুদ্ধি হয়েছিল তারা-ই এখন হবে কারণ পুনরায় সেই পার্ট প্লে করতে হবে।

গান শুনেছ 'চারিদিকে পরিক্রমা করে তবুও আমরা রয়েছি দূরে' ... বাবা বলেন তোমরা ভক্তিমার্গে কত মাথা ঘামিয়েছ তবুও আমার সঙ্গে দেখা হয়নি যখন আমি আসব তখনই তো দেখা হবে আমি আসি-ই কল্প কল্পের সঙ্গমযুগে। লোকেরা বলে দেয় পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন। তারপর বলে পরমাত্মার ২৪টি অবতার আছে। তো এইসব ভুল কিনা। আমায় আহ্বান করে পতিত পাবন এসো , এসে আমাদের পবিত্র করো। সুতরাং এখন তোমাদের যুদ্ধ হল মায়া রাবণের সঙ্গে। তোমাদের কোনো স্থূল রূপে যুদ্ধ হয়না। তোমরা রাবণকে পরাজিত করো। তার মধ্যেও মুখ্য যোদ্ধা কে ? কাম বিকার। তো এই বিকারকে পরাজিত করতে হবে অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে। যখন নিজে পবিত্র হও তো বাচ্চাদেরও পবিত্র করতে হবে, যাতে তারাও বিশ্বের মালিক হতে পারে। তোমরা এখন তাদের সম্পত্তির অধিকার রূপে কি দেবে ? কাঁকর পাথর দেবে। আচ্ছা দেখো -- আমেরিকা কি ? কাঁকর পাথর ময় কারণ সবই তো শেষ হবে এখন। তখন দেখবে কিভাবে মরবে ? যেমন পাহাড়ের

বরফের ঝড় উঠলে সমস্ত পাখি মরে যায়। ঠিক সেইরকম এই বোমার ঝড় উঠবে। মশার মতন মরবে। তোমরা জানো যে আমরা দেখব কিভাবে সবাই মরবে। যুদ্ধে দেখ কিভাবে মরে যায়। এখানে সবার সামনে মৃত্যু উপস্থিত। সত্যযুগে মৃত্যুর ভয় নেই কারণ সেখানে অকালে মৃত্যু হয়না। সুতরাং বাবা এমন দুনিয়ায় নিয়ে যান আমাদের। তাই এমন বাবার শ্রীমং অনুসারে চলা উচিত। ইনি হলেন সুপ্রিম টিচার, তাই বাচ্চাদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মান দেওয়া উচিত। অনেকেই আছে যাদের পড়াশোনার মন নেই। যদি কেউ খুব অসুস্থ থাকে, মৃত্যু শয্যায় থাকে, তাকেও ক্লাসে আনা উচিত। বলে হয় জ্ঞান অমৃত মুখে যেন থাকে, গঙ্গার ঘাট যেন থাকে তখন যেন দেহ থেকে প্রাণ বেরোয়। অর্থাৎ পড়াশোনার কতখানি মান থাকা উচিত। যদি নিরুপায় অবস্থায় ক্লাসে যাওয়া সম্ভব না হয়, তখন বাড়িতে রেখে তাদের শিববাবার স্মরণ করানো উচিত। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি বাচ্চাদের সম্পূর্ণ মন নেই। বাবা বলেন রেজিস্টার নিয়ে এসো তাহলেই জানা যাবে কে কতখানি পড়াশোনা করছে, আর বাবা জিজ্ঞাসাও করেন যে নিজে পড় এবং অন্যদেরও পড়াও কি? কারণ এই পেশাতেই উপার্জন আছে। বাকি সব পেশা হল ধূলো। ওই ব্রাহ্মণদের কাছে আছে মিথ্যা, তোমাদের কাছে আছে সত্য। তোমরা সত্যথওের স্থাপনা করছ। তোমাদের উপরে অনেক দায়িত্ব আছে, তাই সাবধান হয়ে চলতে হবে। পরিশ্রম আছে, পড়তে হবে পড়াতে হবে। এমন নয় শুধুই পড়তে হবে। তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের, ৮ ঘন্টা কাজকর্ম অবশ্যই করো। গভর্নমেন্টের নিয়ম হল যে ৮ ঘন্টা কাজ করবে। আগেকার সময়ে যখন স্টীমার আসতো তখন সারা রাত দোকান খুলে বসে কাজ করা হত। তোমাদেরও ঘর সংসারের কাজ থেকে সময় বের করে এই সার্ভিসে যুক্ত হওয়া উচিত। সার্ভিস করা সরকার নিজেই শেখায়। খাওয়া দাওয়া করায় তাই তাদের সার্ভিসও করতে হয়। এখানেও তোমাদের বাবা শেখান তাই তোমাদের অন গডলী সেবা করতে হবে। শুধু সার্ভিস নয়। শুধু সার্ভিস করা মানে নিজের বুদ্ধির, নিজেকে পবিত্র করা। কিন্তু আমাদের তো ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে হবে। সুতরাং তোমাদের উপরে অনেক দায়িত্ব আছে। যেমন ওই সৈন্য বাহিনীর উপরে দায়িত্ব থাকে। চিফ কমান্ডার, ক্যাপ্টেন ইত্যাদির উপরে অনেক দায়িত্ব থাকে। এখানেও এমন আছে। যে সব ভালো বাচ্চারা সেন্টার খোলে তারা হল কমান্ডার। ফলে তাদের উপরে দায়িত্ব থাকে। তাই এইটি সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা সার্ভিসের বদলে কোথাও ডিস সার্ভিস করছি না তো। অনেক বাচ্চারা ভাই বোনদের উপরে রাগ অভিমান করে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। এ কথা বোঝেনা যে পড়াশোনা ছেড়ে দিলে গুরুর নিন্দা হয় আর গুরুর নিন্দাকারী কোথাও স্থান পায়না অর্থাৎ সত্যযুগে উঁচু পদের অধিকারী হতে পারেনা। এখানে বাবা বাচ্চাদের রেজিস্টার দেখেন, তা দেখেই বুঝে যান। যেমন স্কুলে পিতা, টিচার রেজিস্টার দেখে সবকিছু বোঝেন এই বাচ্চাটি কতখানি পড়াশোনা করে! অনেক বাচ্চারা সারাদিন খেলা করে আর ছুটির সময় হলে বাড়ি ফিরে আসে যে আমরা পড়ে ফিরছি। কিছু বাচ্চাদের মা বাবা রেজিস্টার দেখেনা, ফলে তারা জানতেও পারেনা। যাদের মা বাবা খেয়াল রাখে তাদের বাচ্চারা ভালো পড়াশোনা করে। এখানে শিববাবা হলেন অন্তর্যামী। সাকারকে রেজিস্টার দেখাতে হয়। বাচ্চারা বলে বাবা এমন ঝড় আসে। বাবা বলেন যে এমন ঝড় তো আসবেই। এই সব ঝড় ঝঙ্কা সবচেয়ে প্রথমে আমার কাছে আসে কারণ এই সবার অনুভবী না হলে বাচ্চাদের বোঝাবেন কিভাবে। আচ্ছা, মায়া তোমাদের সারা রাত বিরক্ত করেছে, ঘুমোতে দেয়নি, সময় নষ্ট করিয়েছে! এটাই তার কর্তব্য, নিশ্চয়ই সামনে আসবে। বাকি তোমাদের কাজ হল বাবাকে এতটাই স্মরণ করে মায়াকে দূর করা। অনেক বাচ্চারা আছে যারা মায়ার একটু ঝড়েই চলে যায়, যেমন বৈদ্যরা বলে এই ঔষধে রোগ বাড়বে। কিন্তু অনেকে আছে যারা রোগ একটু বাড়লেই অন্য বৈদ্যের কাছে চিকিৎসা করাতে চলে যায়। এখানেও সেরকমই

আছে। জ্ঞান ছেড়ে সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে চলে যায়। তারপরে বলে সবাই বলে গৃহস্থে থাকো , বিবাহ ইত্যাদি করো। আপনি বলছেন বিবাহ করে পবিত্র থাকো। এই আবার কি রকম বিপদ ! আরে তোমরা যে বলো গৃহস্থে থেকে জনক রাজার মতন জীবনমুক্তি চাই , তবে তো প্রবৃত্তিতে পবিত্র থাকতে হবে। অনেকে বলে কথাটা তো ঠিক। তবে , লক্ষ্য অনেক উঁচুতে আছে। এরকম বলে ভয়ে পেয়ে যায়। উঁচুতে তো যেতেই হবে তাইনা। দিলওয়ারা মন্দিরও আছে যে নীচে তপস্যারত , উপরে প্রালঙ্ক স্বর্গ লাভ। তাহলে লক্ষ্য তো উঁচু হলই। বলা হয় না যে --- চড়লে চাখবে প্রেম রস .. অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ রস , পড়লেই ধূলিসাৎ , তাই খুব সাবধানে চলতে হয়। ভয় পেতে নেই।

বলে থাকে এই হল গীতার অথোরিটি। আজকাল অনেক গীতা আছে। টেগোর গীতা, গান্ধী গীতা ইত্যাদি ... আজকাল যারা পরিবারের প্রতি রুষ্ট হয় তারা গীতার অর্থ বদলে নিজের নাম লিখে দেয়। একটি গীতায় লেখা যে বেগুন খেলে এমন হয় , টেঁড়স খেলে অমন হয় ... এই বাবাও রোজ গীতা পাঠ করতেন। যেখানে যেতেন , রাজাদের কাছে গিয়েও গীতা পাঠ করতেন। মানুষ ভাবে ভক্তরা ঠগ হয়না। কিন্তু ভক্তরা যত ঠগ হয় তত আর কেউ হয় না । তাই বাবা বলেন -- পড়াশোনা ছাড়বেনা। নাহলে মায়া অজগর গ্রাস করবে তারপর আফসোস হবে। যখন ধর্মরাজপুরীতে এক এক জন্মের সাক্ষাৎকার করিয়ে দত্ত ভোগ করানো হয় সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোরোনা। মুক্তি ও জীবনমুক্তিকে তো কোনো মানুষ জানেইনা কারণ তারা ভাবে যে সুখ হল কাক বিষ্ঠা সম । ফলে ভাবে যে স্বর্গের সুখও এমনই হবে কারণ তারা শুনেছে যে ত্রেতাযুগে সীতা হরণ হয়েছিল - সেও তো দুঃখই হল। এখন তোমরা জানো যে স্বর্গে এমন কথা হয়না। এইসব ভারতেরই কাহিনী। বাকি অন্য ধর্মের সব হল এই ড্রামার বাইপ্লট। ভারতবাসীদেরই ৮৪ জন্ম হয় অন্য ধর্মের লোকেরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেনা। বলে আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল ... এখন এই অর্থটি কেউ জানেনা। গাইতেই থাকে , জানে কিছুই না। এই ব্রহ্মাও বেগার ছিলেন কিনা , ইনিও অনেক গুরু করেছিলেন। কিন্তু সব ঠগ। তাইতো বাবা বলেন সর্ব ধর্মাদি পরিত্যজ্য তারা এর অর্থ খোড়াই জানে। যতই গীতা পড়ে কিন্তু যেন জঙ্গলের তোতা পাখি। তোমরা কন্ঠী রূপে বিজয় মালায় গাঁথা হয়ে যাও। দুনিয়ার লোকেরা এইসব কথা কি জানে। তাদের তোমরা লিটারেচার দিলে তারা ফেলে দেয়। তারা কি জানে জ্ঞান রত্ন কি । তোমরা বাচ্চারা যারা কল্প পূর্বে দেবতা ধর্মের ছিলে, এখন তারা-ই ব্রাহ্মণ হয়েছ। যারা এখন দেবতায় পরিণত হবে তারা-ই কল্প কল্প নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে দেবতা স্বরূপ ধারণ করবে , অন্যরা দেবতা হতে পারবেনা। এই তো স্যাপলিং লাগছে। ওই গভর্নমেন্ট তো কাঁটার স্যাপলিং লাগায়। এখানে পাণ্ডব গভর্নমেন্ট দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগায়। কতখানি তফাৎ। যখন দেবতা ধর্মের স্যাপলিং পূর্ণ হবে তখনই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। তাহলে বিনাশের আগাম সূচনা তোমরা দেখছ যে কিভাবে যাদব ও কৌরবদের যুদ্ধ লাগবে , ডামানুয়ানী , নাথিং নিউ । কোনো নতুন কথা নয়। নাহলে কেন বলা হয়েছে রক্তের নদী বইবে। কোনো হিন্দু নিজেদের মধ্যে খোড়াই লড়াই করবে । এই যুদ্ধটি হয় যাদব ও কৌরবদের আর আমরাও এখন এই যুদ্ধে উপস্থিত আছি। উই আর এট ওয়ার । যেমন সেখানে কমান্ডার দেখে যুদ্ধ ঠিক ভাবে চলছে কিনা । কোনো ড্রেটর তো নেই ! ড্রেটরদের কঠিন সাজা দেওয়া হয়। সেরকম এখানেও আছে। যদি কেউ বাবার আপন হয়ে ড্রেটর হয় তবে ধর্মরাজ পুরীতে কঠিন সাজা ভোগ করতে হয়। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে। যখন কাশী কলবট খায় , বলি দেয় নিজেকে সেই সময়ে অনেক জন্মের পাপের সাজা ভোগ করে। পরের জন্মে নতুন করে কর্ম শুরু করে। মুক্তিতে তো কারো যাওয়া হয়না। বলে অমুক নির্বাণে গেছে। কিন্তু কেউ যায়না। বাবাকে আহ্বান করে --

- পতিত পাবন এসো। সকলের সদগতি দাতা হলেন একজন-ই । এইসব তো বোঝার বিষয় । বাবা এসে অনেককে গতি সদগতি দিয়ে যান। পরমাত্মা আদেশ জারি করেছেন যে পবিত্র হও। বলে দুনিয়াটা কিভাবে চলবে। আরে তোমরা বলো খাদ্য বস্তু নেই , প্রজা কম হওয়া উচিত তবুও বলো যে দুনিয়া কিভাবে চলবে ! বাচ্চারা তোমাদের খুব ভালোভাবে বোঝানো উচিত। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) ঘরের কাজ করতে করতে রুহানী সেবা করার সময় বের করতে হবে। নিজেকে সার্ভিস বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভাবে হবে। ডিস সার্ভিস করা চলবেনা।

২) যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন স্বয়ং সুপ্রিম টিচার তাই এই পড়াশোনার খুব মান রাখতে হবে। কোনোরকম পরিস্থিতিতে পড়া মিস করা চলবেনা।

বরদান :- সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতির নির্মাণকারী অষ্ট শক্তি সম্পন্ন ভব ।

ব্যাখা: যে বাচ্চারা অষ্ট শক্তিতে সম্পন্ন হয় তারা প্রতিটি কর্মে সময় অনুযায়ী, পরিস্থিতি অনুযায়ী , প্রতিটি শক্তিকে কাজে লাগায়। এই অষ্ট শক্তি তাদের ইষ্ট ও অষ্ট রত্নে পরিণত করে। এমন অষ্ট শক্তি সম্পন্ন আত্মারা যেমন সময় , যেমন পরিস্থিতি তেমনই স্থিতির নির্মাণ খুব সহজেই করে নেয়। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে সফলতা নিহিত থাকে। কোনোরকম পরিস্থিতি তাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতি থেকে নীচে নামাতে পারেনা।

স্লোগান - " যে কর্ম আমরা করব আমাদের দেখে অন্যরা করবে" -- এই স্লোগান সদা স্মৃতিতে থাকলে সকল কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করো। খাওয়ার সময়েও একে অন্যকে বাবার কথা মনে করাও। স্মরণ করতে করতে তোমরা পাস উইথ অনার হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন:- কোন্ দুর্বলতার জন্য বাবার কাছে বাচ্চাদের নামে রিপোর্ট আসে?

উত্তর:- কোনো কোনো বাচ্চা এখনো প্রেম-স্বরূপ হয়নি, মুখ দিয়ে দুঃখ দেওয়ার মতো কথা বলতে থাকে। তাই বাবার কাছে রিপোর্ট আসে। বাচ্চাদের চাল-চলন অতি প্রেমপূর্ণ হতে হবে। যদি নিজের মধ্যেই অবগুণ্ণরূপী কোনো ভূত থাকে তবে অন্যের অবগুণ্ণ দূর করবে কিভাবে। তাই দেবতাদের মতো প্রেম-স্বরূপ হতে হবে। সমস্ত ভূতকে (অবগুণ্ণ) তাড়াতে হবে।

গীত:- আজ অবশেষে এল সেই দিন...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা দীননাথ বাবাকে চিনেছে এবং তারা বসে বসে বাবাকে স্মরণ করে। হয়তো চোখ দিয়ে অন্য কাউকে দেখেছে কিংবা কৰ্মেন্দ্রিয় দিয়ে কৰ্ম করেছে। কিন্তু গায়ন আছে- হাত দিয়ে কাজ করো আর হৃদয় প্রিয়তমকে দিয়ে রাখো। ব্রাহ্মণকুল ভূষণরা-ই বাবাকে চেনে এবং তাদের সাথেই বাবা কথা বলেন। বাবা বলেন, অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা বাবাকে স্মরণ করেছে। ড্রামা অনুসারে এখন তোমাদের বাবার এবং সৃষ্টিচক্রের স্মৃতি এসেছে। সমগ্র দুনিয়াই বিস্মৃতিতে ডুবে আছে। বাবার রচনাকে এবং বাবার পতিত থেকে পবিত্র বানানোর কর্তব্যকে অর্থাৎ সকলের সদগতি করার কর্তব্যকে কেউই জানে না। তোমরা রচয়িতাকে এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। এখন তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে যে কিভাবে সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয় এবং কিভাবে আমরা ৮৪ জন্ম নিই। যারা সত্যযুগ থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত অভিনয় করেছে তারাই এখন অভিনয় করবে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত জন্ম নিতে নিতে ক্রমশ নীচে নেমে এসেছে। এখন কলিযুগের অন্তিমে তোমাদের উত্তরণ কলা হয়। বলা হয়, তোমার উত্তরণ কলায় সকলের কল্যাণ হয়। অতএব, তোমাদের এখন সবকিছুর স্মৃতি এসেছে। একেই বলা হয় স্মৃতি-লব্ধা, নষ্টমোহ। কার দ্বারা স্মৃতি এসেছে? বাবার দ্বারা। নিজের থেকে স্মৃতি আসেনি। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। এই শরীরটা তো লৌকিক বাবা দিয়েছে। এখন পারলৌকিক বাবা এই পুরাতন শরীরের ভান ত্যাগ করতে বলছেন। যেভাবে সাপ পুরাতন খোলস ত্যাগ করে নতুন ধারণ করে। এই উদাহরণ সত্যযুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তোমরাও সত্যযুগ থেকে খোলস ত্যাগ করা শুরু করবে। এটা এখন তোমাদের অন্তিম জন্ম। বাবা বলছেন, আর একটু সময় বাকি আছে। তোমরা ধৈর্য প্রাপ্ত করেছে। তোমরা এটা জেনে খুশিতে আছ যে আমরা পুনরায় বাবার কাছ থেকে সুখের উত্তরাধিকার পাচ্ছি। সুখের উত্তরাধিকার তো বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। এই কথাটা কোনো মানুষের বুদ্ধিতে আসে না। ওরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গেলে ওদের বুদ্ধিতে এটা আসে না যে এরা কারা? ভক্তিমার্গে তো কেবল হাত জড়ো করে বলে - তুমি হলে মাতা-পিতা...। শিববাবা হলেন সবথেকে বড়। তিনি হলেন বাগবান (বাগানের মালিক)। কারণ তিনি নুতন দৈবী বাগানের চারা রোপণ

করেন। সুতরাং তিনি নিজেই মালি এবং হাত ধরে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। তাই বাবা নিজেই কিভাবে বাগবান, মালি এবং মাঝির ভূমিকা পালন করেন তা তোমরা বাচ্চারা জানো। এইগুলো হল তাঁর বিভিন্ন নাম। তাঁকে মুক্তিদাতাও বলা হয়। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, এখানে আসলে শিববাবাকেই স্মরণ করে এসো। আমরা তো শিববাবাকে আপন করেছি। ব্রহ্মাবাবাও তাঁকে আপন করেছেন। তাই কেন না আমরা কেবল তাঁকেই স্মরণ করব। চিত্রতেও দেখানো হয়েছে – সকলেই (সকল ধর্মের লোকেরা) শিবকে মানে। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মা না বলে জীবাত্মা বলা উচিত কারণ আত্মা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না। শরীর না থাকলে আত্মার সাথে আত্মা কথা বলে না। পরমধামে কি পরমাত্মা আত্মার সাথে কথা বলবেন? হয়তো কেউ কেউ বলে যীশুখ্রিস্টকে পরমাত্মা পাঠিয়েছেন। কিন্তু ওখানে পরমাত্মা কথাও বলেন না এবং কোনো ইশারাও দেন না। ড্রামা অনুসারে আত্মা নিজেই অভিনয় করার জন্য নিচে চলে আসে। আত্মার মধ্যে পাট ভরা রয়েছে। তাই আত্মা নিচে এসে শরীর ধারণ করে অভিনয় করে। শরীরের নাম তো সবার আলাদা হয়। আত্মার নাম তো আত্মা-ই। আমরা আত্মারা একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে অভিনয় করি। এখন আমাদের স্মৃতি এসেছে। তাই অন্য কোনো কিছুই স্মৃতি আসা উচিত নয় কারণ এই পুরাতন দুনিয়ার পুরাতন ভূমিকা, পুরাতন শরীর ত্যাগ করে নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে। ওখানে আমরা নতুন শরীর পাব। সুতরাং এর অর্থ হল এখন পাঁচ বিকারকে ত্যাগ করতে হবে। এতেই অনেক সমস্যা হয়। বাচ্চারা বাবাকে লেখে – কাম-ক্রোধের তুফান আসে। বাবা বলেন, দান দিলেই গ্রহণ কেটে যাবে। এখন আত্মার ওপর গ্রহণ লেগেছে। আগে তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে। এখন কোনো কলা নেই। যেমন চাঁদের ক্ষেত্রে পূর্ণিমার পরে ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে। শেষে কেবল একটা দাগ থেকে যায়। তোমাদেরও এখন সেইরকম অবস্থা। বাবা বলেন, দান দিলে গ্রহণ কেটে যাবে। কিন্তু যদি বিকারের দান দিয়ে আবার ফেরত নিয়ে নাও তাহলে উঁচু পদ পাবে না। এখানে বিকার দান করতে হয়, টাকা পয়সা নয়। হরিশ্চন্দ্রের মতো ধন দান করে ফেরত নেওয়া উচিত নয়। বাস্তবে এটা বিকারের জন্য বলা হয়। বিকার দান করে ফেরত নেওয়া উচিত নয়। নিজের অন্তরে দেখ যে আমার হৃদয় কি বাবার সাথে যুক্ত রয়েছে, যার দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরের গ্রহণ কেটে যাবে। এরজন্য তো সময় লাগে। একসাথে সব দূরীভূত হয় না। অসুস্থতা হল কর্মভোগ বাকি থাকার একটা লক্ষণ। তুফান আসার কারণ হল সম্পূর্ণ যোগযুক্ত না হওয়া। বাবা বলেন, অন্যান্য সঙ্গ ত্যাগ করে কেবল আমার সঙ্গ কর। অন্যান্য সংসঙ্গে তো প্রিয়তমকে জানে না। এটাও জানে না যে আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পাট ভরা আছে। আগে তো এইগুলো আমাদের বুদ্ধিতেও ছিল না। তাহলে অন্যদের বুদ্ধিতে কিভাবে থাকবে! আমরা যারা দেবতা ঘরানার ছিলাম তারাই জানতাম না। এখন তোমাদের স্মৃতি এসেছে যে আমরা এখন ব্রাহ্মণ, এরপর সত্যযুগে প্রাপ্তি শুরু হবে। সত্যযুগে যে যেমন কর্ম করেছিল সেটাই আবার রিপিট (পুনরাবৃত্তি) করবে, সংস্কারগুলো প্রকট হবে। জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর ইত্যাদি বলে বাবার মহিমা করা হয়। আমরাও এখন ভালোবাসতে শিখছি। আমাদের মুখ থেকে এমন কোনো কথা যেন না বেরোয় যার দ্বারা কেউ দুঃখ পায়। যদি কাউকে দুঃখ দাও তাহলে বুঝতে হবে যে আমার মধ্যে ভূত রয়েছে। তাহলে লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারব না। যখন বাবার বাচ্চা হয়েছি তখন লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হতে হবে। যদি কোনো ভূত রয়ে যায় তাহলে ত্রেতাতে চলে যাবে। বাচ্চাদের মধ্যে ক্রোধ আসা উচিত নয়। চাল-চলন অতি প্রেমপূর্ণ হওয়া উচিত। দেখো, বাবার তো কত বাচ্চা, তবুও বাবা ক্রোধ করেন না। তাই তোমাদেরকেও প্রেম-স্বরূপ হতে হবে। এখনো কোনো কোনো বাচ্চা প্রেম-স্বরূপ হয়নি। কখনো কখনো রিপোর্ট এলে বাবাও বুঝে যান যে এর মধ্যে ভূত আছে। যার নিজের মধ্যেই ভূত রয়েছে

সে কিভাবে অন্যের ভূত তাড়াবে। অতি প্রেম-স্বরূপ হতে হবে এবং সেটা এখানেই হতে হবে। দেবতারা তো প্রেম-স্বরূপ, তাই না? দেখো, লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি কত আকর্ষক। তাই আমাদেরকেও এইরকম হতে হবে। তোমার স্বামী ক্রোধ করলেও তার সাথে ভালোবাসার সহিত কথা বলতে হবে। এমন যেন না হয় যে ওর মধ্যে ভূত আছে বলে সেটা আমার মধ্যেও এসে গেল। না, আমার মধ্যে যেসব অবগুণ রয়েছে সেগুলোকে যেভাবেই হোক বার করতে হবে। অনেক মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। কেউ একজন বলল যে তার লৌকিক বাবা ক্রোধ করে। তো আমি বলি, সে যখন ক্রোধ করবে তখন তার ওপর ভালো ভালো ফুলের বর্ষণ করো। তখন সে আশ্চর্য হয়ে যাবে এবং তারপর ঠান্ডা হয়ে যাবে। খুব যুক্তির দ্বারা বোঝাতে হবে। কারণ এটা হল রাবণ রাজ্য। আমরা হলাম রাম সম্প্রদায়। নিজেই যদি এইরকম না হও তাহলে অন্যকে কিভাবে এইরকম বানাবে। এইজন্য স্থাপনার কার্যে বিলম্ব হয়। প্রথমত, চাল-চলন যেন প্রেমপূর্ণ হয় আর দ্বিতীয়ত, বাবার স্মরণে থাকতে হবে, স্ব-দর্শন চক্রধারী হতে হবে। ব্যবসা তো করতেই হবে। তাই ভোরবেলার সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয় তাড়াতাড়ি শোওয়া উচিত... তাড়াতাড়ি ওঠা উচিত। তাই ভোরবেলা উঠে এখানে এসে বসলে অন্তত ৫ মিনিট হলেও স্মরণ থাকবে। তারপর ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে গেলে স্মরণ শক্তিশালী হয়ে যাবে। খাবার খাওয়ার সময়েও দেখ যে কতটা সময় বাবার স্মরণে থেকে খেলাম। যদি পুরো সময়টাই বাবাকে স্মরণ করেছি তাহলে তো সেটা খুবই বাহাদুরি। খাওয়ার সময়ে একে অন্যকে ইশারা করে বাবাকে স্মরণ করতে বলো। প্রত্যেক গ্রামে বাবার কথা স্মরণ করাও। এটা হল আমাদের সহজযোগ। এখন আমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান এসেছে। পরমপিতা পরমাত্মাকে যখন সর্বশক্তিমান বলা হয় তাহলে তাঁর মধ্যে কি শক্তি রয়েছে? এমন নয় যে তাঁর মধ্যে বোমা বানানোর শক্তি রয়েছে। না, তাঁকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়। এটাই তো শক্তি, তাই না? দেখো, তিনি কত ভোলা, অথচ কত শক্তি আছে। যথার্থভাবে স্মরণ করার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। তাই পরিশ্রম করতে হবে। ভোরের সময়টা ভালো হয়। ভক্তিমার্গেও ভোরবেলা ওঠে। জ্ঞানমার্গেও ভোরবেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাবা বলছেন, আমি কল্পে কেবল একবারই আসি তোমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই খুব খুশি হয়ে যেতে হবে। দুঃখধাম থেকে বেরোতে হবে। এইরকম স্মৃতি থাকলে ভয় পাবে না। যত পরীক্ষাই আসুক, স্মৃতি যেন সর্বদা শক্তিশালী থাকে। এইরকম অবস্থা হতে হবে। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে ‘হম সো, সো হম’ কথার অর্থও বোঝানো হয়েছে। ‘হম সো’ (আমিই সেই) মানে ‘আমি পরমাত্মা’ নয়। আমি হলাম পরমাত্মার সন্তান। এটাই হল ‘হম সো’ চক্রের দর্শন। এই স্মরণের দ্বারাই খাদ বের হবে। অমৃতবেলাই হল খাদ বের হওয়ার সময়। তাই পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে যিনি কৃষ্ণপুরীর মালিক বানান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ব্যবসা করার সাথে সাথে স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়ে থাকতে হবে। পরস্পরকে বাবার কথা স্মরণ করাতে হবে। যত পরীক্ষাই আসুক, তা সবেও সর্বদা স্মরণে থাকতে হবে।

২) বিকারের দান দিয়ে পরে কখনো ফেরত নেওয়া উচিত নয়। কাউকে দুঃখ দেওয়া কিংবা ক্রোধ করা উচিত নয়। ভিতরে যত ভূত রয়েছে তাদেরকে বের করে দিতে হবে।

বরদান:- চিত্তের প্রসন্নতা দ্বারা আশীর্বাদের বিমানে উড়তে থাকা সন্তুষ্টমণি হও।

সন্তুষ্টমণি তাকেই বলা হয় যে নিজের প্রতি, সেবার প্রতি এবং সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্টতারূপী ফল প্রাপ্ত করা – এটাই হল তপস্যার সফলতা। যার চিত্ত সর্বদা প্রসন্ন থাকে সে-ই হল সন্তুষ্টমণি। প্রসন্নতার অর্থ হল মন এবং বুদ্ধি যেন সর্বদা আরামে থাকে, সুখ-শান্তিতে থাকে। এইরকম সন্তুষ্টমণির সর্বদা নিজেকে অন্যের আশীর্বাদের বিমানে উড়ন্ত অবস্থায় অনুভব করবে।

স্লোগান:- সততায় পরিপূর্ণ হৃদয়ের দ্বারা যে দাতা, বিধাতা এবং বরদাতাকে রাজি করাতে পারে, সে-ই আত্মিক খুশিতে থাকে।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য :-

১) “দুর্ভাগা এবং সৌভাগ্যশালী হওয়ার আধার কি?”

দুর্ভাগা এবং সৌভাগ্যশালী এই শব্দ দুটি কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ? এটা তো আমরা জানি যে পরমাত্মা সৌভাগ্যশালী বানান এবং মানুষ নিজেই নিজেকে দুর্ভাগা বানায়। মানুষ যখন সর্বদা সুখী থাকে তখন তার ভাগ্যকে ভালো বলা হয় এবং মানুষ যখন নিজেকে দুঃখী মনে করে তখন সে নিজেকে দুর্ভাগা ভাবে। আমরা এটা বলব না যে দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্য পরমাত্মার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। না, এইরকম মনে করা অতি মূর্খতা। পরমাত্মা তো আমাদেরকে সৌভাগ্যশালী বানান, কিন্তু ভাগ্যকে খারাপ করা কিংবা তৈরি করা আমাদের কর্মের ওপরেই নির্ভর করে। এগুলো মানুষের সংস্কারের ওপরেই নির্ভরশীল। তারপর যেমন ভাবে পাপ এবং পুণ্যের সংস্কার তৈরি হয় সেইরকম ভাগ্য তৈরি হয়। কিন্তু মানুষ এই রহস্যটাকে জানে না বলে পরমাত্মার ওপর দোষ দেয়। এখন দেখো, মানুষ নিজেকে সুখী রাখার জন্য কত রকম মায়াবী পদ্ধতি বের করছে। কিন্তু সেই মায়ার মধ্যে কেউ নিজেকে সুখী মনে করছে, আবার কেউ সেই মায়ার সন্ধ্যাস করে, মায়াকে ত্যাগ করে নিজেকে সুখী মনে করে। অর্থাৎ কত রকমের চেষ্টা করে কিন্তু এত রকম চেষ্টা করা সত্ত্বেও পরিণতি দুঃখের দিকেই যাচ্ছে। যখন এই সৃষ্টিতে প্রচুর দুঃখ হয়, সেই সময়ে স্বয়ং পরমাত্মা এসে গুপ্ত রূপে তাঁর ঈশ্বরীয় যোগশক্তির দ্বারা দৈবী সৃষ্টি স্থাপন করে সকল মনুষ্য আত্মাকে সৌভাগ্যশালী বানান।

২) “অজপাজপ মানে নিরন্তর যোগ, অটুট যোগ।”

যখন ওম্ শান্তি বলা হয় তখন তার প্রকৃত অর্থ হল – আমি হলাম আত্মা অর্থাৎ শালিগ্রাম এবং জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মার সন্তান। আমাদের আকার হল বাবা অর্থাৎ জ্যোতির্বিন্দু পরমাত্মার মতোই। কেবল আমরা হলাম শালিগ্রাম অর্থাৎ সন্তান। তাই আমাদেরকে আমাদের জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মার সাথে যোগ রাখতে হবে যার দ্বারা লাইট (প্রকাশ) এবং মাইট (শক্তি)-এর উত্তরাধিকার নিতে হবে। তাই গীতাতে স্বয়ং ভগবানের মহাবাক্য হল – আমার এই জ্যোতি স্বরূপ আকারী রূপে স্থির হয়ে যাও, একেই অজপাজপ বলা হয়। অজপাজপ মানে কোনো মন্ত্র জপ না করে স্বাভাবিক ভাবে পরমাত্মাকে স্মরণ করা। একেই পূর্ণ যোগ বলা হয়। যোগের অর্থ হল কেবল যোগেশ্বর পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত থাকা। তাই যে সকল আত্মা পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত থাকে তাদেরকে যোগী বা যোগিনী বলা হয়। যখন নিরন্তর এইরকম যোগযুক্ত অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ স্মরণ করবে তখনই

বিকর্ম এবং পাপের বোঝার বিনাশ হয় এবং আত্মা পবিত্র হয়। যার দ্বারা ভবিষ্যতে দেবতা জন্মের প্রাপ্তি হয়। এই জ্ঞান থাকলে তবেই পুরোপুরি যোগ লাগবে। অতএব, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমাত্মার স্মরণে থাকা – এটাই হল প্রকৃত জ্ঞান। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

॥ শান্তির শক্তি ॥

আজ, অমৃতবেলায় বাপদাদা চারিদিকে তাঁর বাচ্চাদের দেখতে সফর করতে বেরিয়েছিলেন । সফর করতে করতে বাপদাদা শক্তিসেনা এবং পাণ্ডব সেনার প্রস্তুতি দেখছিলেন যে কতদূর পর্যন্ত সেনারা এভাররেডি এবং তাদের অস্ত্রসমেত শক্তিশালী হয়েছে । তোমরা সময়ের অপেক্ষা করছো নাকি সদা নিজেদের সম্পন্ন রাখতে প্রস্তুত হচ্ছ ? সেইজন্যই বাপদাদা আজ সেনাপতি রূপে সেনাদের দেখতে গিয়েছিলেন । প্রধান বিষয় হলো, সায়েন্সের শক্তির ওপরে সাইলেন্সের শক্তি বিজয়ী হয় । বাবা দেখছিলেন, তোমরা সংগঠিতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কতখানি সাইলেন্সের শক্তি প্রাপ্ত করেছ । সাইলেন্সের শক্তির প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ স্ব-পরিবর্তন, বায়ুমণ্ডল পরিবর্তন, বৃত্তি পরিবর্তন, সংস্কার পরিবর্তন তোমরা কতদূর করতে পারো বা করেছ ?

আত্ম-স্মৃতি বজায় রাখা এবং বর্ণনা করাও আবশ্যিক, কিন্তু বর্তমান সময় অনুসারে সকল আত্মাই প্রত্যক্ষ ফল দেখতে চায় । তারা প্রত্যক্ষ ফল দেখতে চায় অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল ফ্রফ দেখতে চায় । অতএব, সাইলেন্সের শক্তি তোমাদের শরীরের ওপর প্রয়োগ করো । একইভাবে, বিশ্বের আত্মারাও দেখতে চায় তোমরা কতদূর মনের ওপরে, কর্মের ওপরে, সম্বন্ধ-সম্পর্কের সাথে কত পার্সেন্টে তোমরা প্রয়োগ করতে পারছো ! সব ব্রাহ্মণ আত্মাও সদা প্রত্যক্ষ ফ্রফের রূপে নিজেদের বিশেষ থেকেও বিশেষ অনুভব করতে চায় । রেজাল্টে অর্থাৎ ফলস্বরূপ সাইলেন্সের শক্তির তাৎপর্য অনুযায়ী, এই শক্তিকে বিধিপূর্বক প্রয়োগ করায় খামতি থেকে যায় । প্রবল আকাঙ্ক্ষাও আছে এবং নলেজও আছে কিন্তু এখন তোমরা প্রয়োগ করতে করতে নিরন্তর সামনে এগিয়ে চলো । সাইলেন্সের শক্তির সূক্ষ্ম প্রাপ্তি অনুভব করতে করতে, নিজের এবং অন্যের প্রতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তোমাদের আরও বেশি অ্যাটেনশন দিতে হবে । বিশ্বের আত্মাদের এবং তোমার সংস্পর্শে- সম্বন্ধে আসা আত্মাদের যেন এই উপলব্ধি হয় যে, এই বিশেষ আত্মা বা বিশেষ আত্মাদের দ্বারা তারা শান্তির কিরণ লাভ করেছে । সবার থেকেই যেন চলমান "শান্তি যন্তুকুন্ডের" অনুভব হয় । তোমরা-রচনার মধ্যে খুব ছোট জোনাকি (ফায়ার ফ্লাই) যেমন দূর থেকে নিজের আলোর অনুভব করায় । দূর থেকেই দেখে সবাই বলবে, এই যে জোনাকি আসছে, যাচ্ছে । ঠিক একইভাবে তাদের বুদ্ধিতে অনুভব হতে দাও, এই শান্তির অবতারণা তাদের শান্তি দিতে আসছে । চতুর্দিকের অশান্ত আত্মারা শান্তির কিরণের আধারে শান্তিকুন্ডের দিকে আকৃষ্ট হয়ে চলে আসবে । তৃষ্ণার্ত যেমন নিজে থেকেই জলের দিকে আকৃষ্ট হয়, একইভাবে, তোমরা শান্তির অবতারণা, আত্মাদের দিকে অন্য আত্মারা আকৃষ্ট হয়ে আসবে । এই শান্তির শক্তি এখন আরও অধিক প্রয়োগ করো । শান্তির শক্তি ওয়্যারলেসের থেকেও তীব্র গতিতে তোমার সংকল্প যে কোনও আত্মার প্রতি পৌঁছে দিতে পারে । সায়েন্সের শক্তি যেমন পরিবর্তন, বৃদ্ধি, বিনাশ নিয়ে আসে; সৃজন করে, হাহাকারের কারণ হয় এবং আরামও দেয় । কিন্তু সাইলেন্সের শক্তির বিশেষ যন্ত্র হলো, শুভ সংকল্প । সংকল্পের এই যন্ত্র দ্বারা তুমি যেমন চাও তা সিদ্ধিস্বরূপে দেখতে পারো । প্রথমে নিজের প্রতি প্রয়োগ করে দেখ । শারীরিক যে কোনো ব্যাধিতে প্রয়োগ করো । সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা কর্ম বন্ধনের যেকোন রূপ, মধুর সম্পর্কে বদলে যাবে । বন্ধন সদা কটু হয়, সেখানে সম্পর্ক হয় মিষ্টি । সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা, কর্মের দুঃখভোগ, কর্মের কঠিন বন্ধন, জলের রেখা বলে অনুভব হবে । দুঃখভোগী হয়ে তোমরা কোনও অনুভব করবে না, কর্মের ফল ভোগ করছি এও নয়, কিন্তু সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে এই

হিসেবনিকেশের দৃশ্য তুমি দেখতে থাকবে; দেহের সাথে সাথে মনের অসুস্থতা - এই ডবল অসুস্থতার কারণে তা' দুঃখভোগের অতি কঠিন রূপে দেখা দেয়। যেমনই হোক, সম্পূর্ণভাবে পৃথক এবং বাবার স্নেহযুক্ত হয়ে তোমরা ডবল শক্তির অনুভব করবে। এই ডবল শক্তি দ্বারা তখন কর্মবন্ধনের যেকোন শক্তির ওপর তুমি বিজয়লাভ করবে। অসুখ-বিসুখ যত বড়ই হোক, কোনও ব্যথা বা কষ্টভোগের অনুভব হবে না। অন্য কথায় যাকে তোমরা বলা, 'শূল থেকে কাঁটায় পরিণত হওয়া' এইরকম অনুভব হবে। সেইরকম টাইমে প্রয়োগ ক'রে দেখো। কোনো কোনো বাচ্চা এটা করেও। তোমাদের তন, মন, সংস্কারের ক্ষেত্রে এটা অনুভব করতে থাকো এবং সদা সামনে এগিয়ে চলো। এটা রিসার্চ করো, পরস্পরকে দেখোনা - ইনি কি করছেন? ইনি কোথায় করলেন? পুরানোরা করছে কি করছেননা, সেটা দেখো না, বড়রা করেনা ছোটরা করে - এইসব কোনকিছু দেখো না। 'আমি প্রথম'- এই অনুভবে এগিয়ে যাও, কারণ এটা তোমার নিজস্ব পুরুষার্থের বিষয়। যখন তুমি এইভাবে নিজেই নিজেকে এই প্রয়োগে যুক্ত ক'রে অবিরত এগোতে থাকো, তখন সকলের শান্তির শক্তি সংগঠিতরূপে বিশ্বের ওপর প্রভাব ফেলে। আজকাল তোমরা বিশ্ব শান্তির কনফারেন্সের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে ফার্স্ট স্টেপ নিয়েছ। যাই হোক, যখন শান্তির শক্তিপুঞ্জ সংগঠিতভাবে প্রত্যক্ষ হবে তখন তোমরা নিমন্ত্রণ পাবে, "হে শক্তির অবতার, শান্তির অবতার! এই অশান্ত স্থানে এসে আমাদের শান্তি দাও!" বর্তমানে, সেবায় যেমন অশান্ত হলে (কারও মৃত্যু উপলক্ষে) মানুষ তোমাদের ডাকে, এসো, এসে শান্তি দাও। ধীরে ধীরে এটা আরও আরও প্রসিদ্ধ হচ্ছে যে, একমাত্র ব্রহ্মাকুমারীগণ পারে শান্তি দিতে। এইভাবে সবরকম অশান্ত পরিস্থিতির জন্য তোমাদের নিমন্ত্রণ আসবে। অসুস্থতার সময় যেমন ডাক্তার ছাড়া কিছু মনে আসেনা, এইরকম অশান্ত কোনো বিষয়ে তোমরা শান্তির অবতার ছাড়া আর কেউ মনে আসবেনা। অতএব, এখন, শক্তিসেনা এবং পাণ্ডব সেনা বিশেষ শান্তির শক্তি প্রয়োগ করো। প্রয়োগ করে তা' অন্যদের প্রদর্শন করো। শান্তির শক্তির উত্পত্তিস্থল প্রত্যক্ষ করো। কি করতে হবে তোমাদের, বুঝেছ তোমরা?

আজকাল, ডবল বিদেশী বাচ্চাদের অধিকারবলেও অন্য সব বাচ্চাদেরও ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের প্রাপ্তি হতে থাকে। তোমরা সব বাচ্চারা যেখান থেকেই এসেছ, বাপদাদা সব স্থানের বাচ্চাদের গভীর অনুরাগ দেখে পুলকিত হন। পাঁচ মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বাচ্চাদের বাপদাদা দেখছেন। তোমরা সবাই বিস্ময়কর কার্যসমূহ সম্পন্ন করেছ। পুরুষার্থে তোমাদের যে লক্ষ্য ছিলো তা' তোমরা প্র্যাকটিক্যাল রূপে নিয়ে এসেছ। বিদেশ থেকে টোটাল কতজন ভি.আই.পি.এসেছে? (৭৫) আর ভারতের কতজন ভি.আই.পি.এসেছে? (৭০০) সংবাদিকরূপে ভারতের বিশেষত্ব ভালো। আর বিদেশ থেকে ৭৫ এসেছে, এও কিছু কম নয়। অনেক এসেছে। আগামী বছর আরও অনেক আসবে। আসার জন্য গেট খুলেই গেছে, তাই না! প্রথমদিকে, বিদেশের টিচারেরা বলতো যে, ভি.আই.পি.দের নিয়ে আসা খুব কঠিন; সেইরকম লোকজন তো দেখা যায়না। এখন দেখতে পাচ্ছ তোমরা। বিদ্বান থাকতেই পারে, ব্রাহ্মণের কার্যে বিদ্বান না থাকলে প্রীতিও যে থাকতে পারবেনা! নয়তো তোমরা অসাবধান হয়ে যাবে। এই কারণে ড্রামা অনুসারে বিদ্বান আসেই তোমাদের অনুরাগ বাড়তে। এখন অনেকের মধ্যে প্রবল উদ্যম দেখা দেবে, যখন তারা প্রত্যেকের থেকে গভীর ধ্বনি শুনবে।

বাচ্চারা খুব চমত্কার সব কার্য করেছে। সার্ভিসে খুব ভালো প্রমাণ দিয়েছ তোমরা। তাদেরকে সেবার চান্স দিতে তোমরা নিমিত্ত হয়ে গেছ, তাই না! একজনের আওয়াজ সহজেই অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই তো? আমেরিকা থেকে যারা এসেছে তারা কঠোর পরিশ্রম করেছে। তোমরা

সাহস বজায় রেখেছ, ড্রামা অনুসারে সবচেয়ে বেশি আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার নিমিত্ত আত্মাদের বিদেশীরাই নিয়ে এসেছে, তাই না ? ভারতবাসী বাচ্চারাও খুব প্রচেষ্টা করেছে আর সেই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ভালো সংখ্যক লোক এসেছে । এখন ভারতের বিশেষ আত্মারাও আসবে । আচ্ছা ।

বিদেশ থেকে আসা সব বাচ্চাদের এবং ভারতের চতুর্দিক থেকে আসা বাচ্চাদের, যাদের একটাই বিশেষ শুদ্ধ সংকল্প আছে যে বিশ্বের কোণে কোণে বাবার প্রত্যক্ষতার ধ্বজা ওড়াবে, যাদের এইরকম শুভ সংকল্প আছে, সেই বিশ্ব পরিবর্তক, বিশ্ব কল্যাণকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে বাপ দাদার সাক্ষাত্কার:

বরদান ভূমিতে এসে বরদান নিয়েছ ? সবচেয়ে বড় থেকেও বড় বরদান হলো, বাবা দ্বারা বাবার সাথে অনুভব করা । সদা বাবার স্মরণে থাকা অর্থাৎ বাবার সাথে থাকা । তাহলেই সদা তোমরা খুশি থাকবে । কখনও কোনো অবস্থা সম্বন্ধে কোনরকম সংকল্প এলে বাবার সঙ্গে নিলে সব সমাপ্ত হবে আর তুমি সদা খুশিতে নাচতে থাকবে । অতএব, খুশি থাকার এই বিধি সদা স্মরণে রেখো এবং অন্যকেও এই বিধি দেখিও । খুশিতে থাকার উপায়ও অন্যদের জানিও । তখন সকল আত্মা তোমাকে খুশির দেবতা বলে মানবে, কারণ বিশ্বে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন খুশি । অবিরত সেটা দিতে থাকো । 'আমি খুশির দেবতা ' এই টাইটেল মনে রেখো ।

স্মরণ এবং সেবার ব্যালাক্স দ্বারা বাবার থেকে সদা রেসিংস্ পাবে । ব্যালাক্স সবচেয়ে মহান কলা । সবকিছুতে ব্যালাক্স থাকলে সহজেই তুমি নশ্বর ওয়ান হয়ে যাবে । ব্যালাক্সই অনেক আত্মাদের সামনে ব্লিসফুল জীবনের সাক্ষাত্কার করাবে । ব্যালাক্সকে সদা স্মৃতিতে রেখে সর্বপ্রাপ্তির অনুভব ক'রে নিজেও সামনে এগোও আর অন্যদেরও এগোতে সহায়তা করো । সদা এই স্মৃতি জাগিয়ে রাখো যে, বাবাকে জেনেছে এবং বাবাকে পেয়েছে 'কোটির মধ্যে কেউ' যে আত্মাদের জন্য গাওয়া হয়েছে, তারা তোমরাই । এই খুশিতে থাকলে তোমাদের চেহারা চলমান সেবাকেন্দ্র হয়ে যাবে । সার্ভিস সেন্টারে এসে যেমন বাবার পরিচয় পায় সেভাবেই তারা তোমাদের সদা উত্ফুল্ল চেহারা থেকে বাবার পরিচয় পেতে থাকবে । বাপদাদা সব বাচ্চাদের এইরকমই যোগ্য মনে করেন । কত সেবাকেন্দ্র এখানে বসে আছে ! সুতরাং, সদা এইরকম ভাবো যে, চলতে ফিরতে, খেতে-শুতে, তোমাকে নিজের চেহারা এবং আচরণ দ্বারা বাবার সেবা করতে হবে । তখন সহজেই নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে । আদি থেকে তোমরা বাচ্চারা তোমাদের প্রবল উদ্যম-উত্সাহে সেবায় সহযোগ দিচ্ছ । বাপদাদাও সহযোগ দিয়ে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের আরামের সাথে রাখবেন । মেহনত করতে হবেনা । খাও-দাও আর তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যভাগ্য ভোগ করো । অর্ধেক কল্প মেহনত শব্দই থাকবেনা । এইরকম ভাগ্যই বানাতে এসেছ ।

কুমারদের সাথে:-

কুমার জীবনে তাদের অনেক এনার্জি থাকে; তারা যেমন চায় করতে পারে । এই কারণে বাপদাদা কুমারদের দেখে বিশেষভাবে খুশি হন । কারণ তোমরা তোমাদের এনার্জি ডেস্ট্রাকশনের পরিবর্তে কনস্ট্রাকশনের কাজে প্রয়োগ করো । তোমরা কুমারেরা প্রত্যেকে বিশ্বকে নতুন বনানোর জন্য নিজের এনার্জি দিচ্ছ । কত শ্রেষ্ঠ কার্য করছো তোমরা । একজন কুমার দশের কাজ করতে পারে । কুমাররা, তাইতো বাপদাদা তোমাদের জন্য গৌরবান্বিত বোধ করেন । কুমার জীবনেই নিজেদের জীবন সফল করেছে ! তোমরা এমনই বিশেষ আত্মা, তাই না ? খুব ভালো সময়ে তোমরা নিজেদের জীবনের

সিদ্ধান্ত নিয়েছ। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কোনও ভুল তো করনি ? করেছ ? তোমরা নিশ্চিত, তাই না ? এটা ভুল বলে যদি কেউ তোমায় টানে, তখন ? এমনকি বিশ্বের সমস্ত আত্মা একদিকে আর তুমি একদিকে, তখন কি হবে ? তুমি বোলো, 'আমি একা নই, বাবা আমার সাথে আছেন। বাপদাদা খুশি হন যে তোমরা তোমাদের জীবন বানিয়েছ এবং অন্য অনেকের জীবন বানানোর নিমিত্ত হয়েছ। আচ্ছা !

পত্রের উত্তর দেওয়ার জন্য বাপদাদা সব বাচ্চাদের জন্য টেপ-এ স্মরণ-স্নেহ রেকর্ড করেছেন

চতুর্দিকের সব হারানিধি, স্নেহী, সহযোগী, সার্ভিসেবল্ বাচ্চাদের শুধু পত্র নয়, তাদের হৃদয়ের সুমধুর গীতের মিষ্টি সুর-ধ্বনি বাপদাদা শুনেছেন। বাচ্চারা, তোমাদের হৃদয়ে বাবাকে যত স্মরণ করো, তার শতগুণ অধিক, বাপদাদা তোমাদের স্মরণ করেন। তিনি তোমাদের ইমার্জ করে স্নেহ দেন এবং টোলি খাওয়ান। এখনও টোলি তোমাদের সামনে। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার সামনে, কেক কাটা হচ্ছে আর সেই কেক তোমরা বাচ্চারা খাচ্ছ। সব বাচ্চাদের অবস্থা এবং সার্ভিসের সমাচার বাপদাদা শুনেছেন। সার্ভিসের ক্ষেত্রে তোমাদের সকলেরই প্রবল উদ্যম আর উত্সাহ আছে। এখন কমবেশি মায়ার বিদ্য যে দেখছ, সেইসব নাথিং ন্যু ! মায়ী শুধু পেপার নিতে আসে। মায়াকে দেখে ঘাবড়ে যেওনা। খেলনা মনে করে খেল তো মায়ী তোমাদের আক্রমণ করবে না। পরিবর্তে তোমাদের থেকে বিদায় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। সেইজন্য কি হয়েছিলো সেই ব্যাপারে বেশি ভেবোনা, হয়ে গেছে সুতরাং, ফুল স্টপ লাগিয়ে দাও এবং সামনে পদমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব ভরে নাও। এগিয়ে চলো আর অন্যকেও এগিয়ে চলার সমর্থ বানাও। বাপদাদা তোমার সাথে আছেন, মায়ার কারসাজি আর চলবে না। সুতরাং ভয় পেয়োনা। খুশিতে নাচো, গাও। এখন নিজেদের রাজ্য এলো প্রায়। হে স্বরাজ্য অধিকারী, বিশ্বের রাজ্যভাগ্য তোমার অপেক্ষা করছে। আচ্ছা !

বাপদাদা তোমাদের সবাইকে স্মরণে অনেক অনেক স্নেহ এবং নির্বিঘ্ন হওয়ার বরদান দিচ্ছেন। যে বাচ্চারা স্কুল ধন কম হওয়ার কারণে এখানে আসতে পারছেননা, বাপদাদা তাদেরও স্মরণ করছেন। তোমাদের অর্থ কম থাকা সত্ত্বেও তোমরা বাদশাহ, কারণ এখনকার রাজাদের যা নেই, তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের কাছে অবিনাশী ধন জন্মের পর জন্ম ধরে জমা আছে। এইরকম বেগমপুরের বাদশাহ এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বের বাদশাহদের বাপদাদা অনেক অনেক স্মরণ-স্নেহ দেন। এমন বাচ্চারা অন্তর্মুখ থেকে এখানে আর শারীরিকভাবে ওখানে, এইজন্য বাপদাদা বাচ্চাদের সামনে দেখে সামনাসামনি স্মরণ-স্নেহ দেন। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

বরদানঃ- সম্পূর্ণতার স্থিতি দ্বারা প্রকৃতিকে অর্ডার করে বিশ্ব পরিবর্তক হও
তোমরা বিশ্ব পরিবর্তক আত্মারা যখন সংগঠিতভাবে সম্পন্ন, সম্পূর্ণ স্থিতির সাথে বিশ্ব পরিবর্তনের সংকল্প করবে তখন এই প্রকৃতি বিপর্যয়ের ডাম্প শুরু করবে। বায়ু, ধরণী, সমুদ্র, অগ্নির বিপর্যয় সবকিছু সাফাই করবে। যতই হোক, এই প্রকৃতি তোমাদের অর্ডার তখনই মানবে যখন প্রথমে তোমার নিজের সহযোগী কর্মেন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধি-সংস্কার তোমার অর্ডার মানবে। এর সাথে পাওয়ারফুল তপস্যার স্থিতি এত উঁচু হতে হবে যে একসাথে সবার সংকল্প হবে 'পরিবর্তন' -
এবং প্রকৃতি তখন তোমাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- সদা অন্যদের ভগবান স্মরণ করিয়ে তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দ্বারা তাদের ভাগ্য বানাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের জ্ঞানের কস্তুরী দেন, তাই এমন বাবার কাছে তোমাদের সমর্পিত হতে হবে, মাতা - পিতাকে অনুসরণ করে মানুষকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে।"

প্রশ্ন :- ভাগ্যবান বাচ্চাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :- ভাগ্যবান সন্তানরা খুব ভালোভাবে নিজেরা পড়বে আর অন্যকে পড়াবে। তারা সম্পূর্ণ নিশ্চয় বুদ্ধি হবে। তারা কখনোই বাবার হাত ছাড়বে না। কাজ - কারবার করার সঙ্গে সঙ্গে তারা এই কোর্সও করবে। তারা খুব খুশীতে থাকবে। কিন্তু যাদের ভাগ্যে নেই, তারা লটারী পেয়েও হারিয়ে ফেলবে।

গীত :- ভোলানাথের মতো অনুপম কেউ নেই আর.....

ওম্ শান্তি। ভোলা তাকেই বলা হয় যে কিছুই বোঝে না বা জানে না। এখন বাচ্চারা জানে যে, বরাবর আমরা মানুষরা কতো ভোলা ছিলাম, মায়া কতো ভোলা বানিয়ে দেয়। এও জানে না যে বাবা কে? বাবা বলে ডাকতে থাকে কিন্তু জানে না, আর এও জানে না যে বাবার থেকে কি সম্পত্তি পাই। তাহলে ভোলা বলবে তো, তাই না। ভোলাই বলো বা বুদ্ধি, কথা একই। এই সময় সকলেই বুদ্ধিহীন হয়ে আছে, আবার তাদেরই এই বুদ্ধিহীনতার অহংকার আছে। বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে জানো আর বাবার থেকেই শুনছো। আর আত্মাদেরতো দেহী - অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। বাবা নিজে বসে শেখাচ্ছেন যে, হে আত্মা, দেহী - অভিমানী হও। নিজেদের পারলৌকিক বাবার সন্তান, এই নিশ্চিত করো। লৌকিক বাবাকে তো তোমরা জানোই, বাকি তোমরা এতই ভোলা যে পারলৌকিক বাবাকে জানোই না। এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে বসে গেছে যে, এই কথা পরম পিতা পরমাত্মাই বোঝান। তোমরা ছোটো বাচ্চা নয়, তোমাদের অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ তো বড়। বাবা বোঝান যে -- যদি তোমরা নিজেকে দেহ মনে করো তাহলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। নিজেকে দেহী - অভিমানী মনে করো। বাচ্চা - বাচ্চা বলে বাবা শরীরকে নয়, আত্মাকে ডাকতে থাকে। আর আত্মা বাচ্চারা সকলেই শিব পরমাত্মাকেই 'বাবা' বলে ডাকে, অন্য কোনো আত্মা বা ব্রহ্মাকে বলে না। ব্রহ্মাও শিববাবার সন্তান। এখন তোমরা জানো যে আমাদের বেহদের বাবা এনার মধ্যে এসেছেন। তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ৮৪ র চক্রকেও স্মরণ করতে হবে। এ হলো বেহদের পাঁচ হাজার বছরের নাটক। তোমরা হলে অভিনেতা। এখন তোমরা এই নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে গেছো। তাই সারা চক্র বুদ্ধিতে ঘোরা উচিত। তোমাদের নাম কতো উজ্জ্বল। এখন তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী আর ভবিষ্যতে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। ৮৪ জন্মের কাহিনী এই চক্রে সিদ্ধ হয়। তোমরা এখন বাবার হয়েছো, এইকথা স্মৃতিতে রাখতে হবে। যত অন্ধের লাঠি হতে পারবে, ততই বাবা ভাববে যে, এরা দয়াশীল হয়েছেন। বলা হয় দয়া করো, সহানুভূতি করো। তোমরা জানো যে বাবা কি দয়া করে থাকেন। বাবাকে পেয়েছো তাই কত খুশীতে থাকা উচিত। এখন তোমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। যেমন বলা হয় যে, সেন্টার যেমন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনই তোমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। উঁচুর থেকে উঁচু পুরুষার্থ করতে হবে, বাবা আর মাঝাকে অনুসরণ করতে হবে। লৌকিকে বাচ্চারা বাবাকে অনুসরণ করে পতিত হয়ে যায়। এ তো পারলৌকিক বাবার জন্য বলা হয় যে তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে। বাবা - মাঝাকে দেখো

যে তাঁদের কাজ কি ? তাঁদের কাজ হলো পতিতদের পবিত্র করা । অন্য ধর্মপিতারা যখন আসেন তখন তাঁদের ধর্মের আত্মারা সব ওপর থেকে আসতে থাকে । সেখানে পরিবর্তন করার কোনো কথাই নেই । এখানে পরিবর্তন করতে হবে, শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হতে হবে । এরজন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে । তোমরা কত ধরনের এই জ্ঞানের কাগজ দাও, মানুষ দেখে তা আবার ছিঁড়েও ফেলে ।

তোমরা বাচ্চারা হলে রূপ বসন্ত । যেমন বাবা, তেমনই তোমরা বাচ্চারা । তোমাদের জ্ঞানের বর্ষণ করতে হবে । এই চিত্র খুবই সুন্দর । ত্রিমূর্তির চিত্র অবশ্যই প্রয়োজনীয় এতে বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষা দুইই এসে যায় । বাবা ছাড়া দাদুর বর্ষা কিভাবে পাবে ? কৃষ্ণের চিত্র খুব সুন্দর লাগে, তোমাদের এই বিচিত্র রূপ ভালো লাগে কেননা তোমাদের বাবা বলেন, "আত্ম - অভিমানী" হও । তোমরা নিজেদের বিচিত্র রূপ মনে করো তাই বিচিত্র রূপে পরমাত্মাকেও স্মরণ করো । বাবা যখন রচয়িতা তখন তিনি অবশ্যই নতুন দুনিয়াই রচনা করেন । সেখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো । লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্রও বানানো হয়েছিলো আর লেখা হয়েছিলো সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ লক্ষ্মী - নারায়ণ, মহারাজা - মহারানীর তো নেশা থাকে যে আমরা বাবাকে স্মরণ করে এই হতে চলেছি । তাই সর্বদা 'বাবা - বাবা' করতে থাকো আর ভবিষ্যৎ পদকেও স্মরণ করো তাহলেই সত্যযুগে চলে যাবে । যেমন এক উদাহরণ দেওয়া হয় যে -- আমি মোষ, আমি মোষ এই বলতে বলতে নিজেকে মোষ ভাবতে লাগে । কিন্তু বললেই তা কেউ হয়ে যায় না । বাকি তোমরা জানো যে -- আমি আত্মা নর থেকে নারায়ণ হচ্ছি । এখন আমরা ভিত্তারী, এ হলো এক আশ্চর্য । ওখানে তো একজন রাজ্য করবে না । তাদের রাজত্বকাল চলতে থাকবে । তাদের সন্তানাদি হবে । ১২৫০ বছর ধরে থোড়াই লক্ষ্মী - নারায়ণ রাজত্ব করবে । বলা হয় সত্যযুগের আয়ু অনেক বড়, তাহলে প্রজাও তো চাই । তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের পরাকর্ষ্য থাকা দরকার ।

তোমরা যে কোনো মানুষের সমনে চিত্র রেখে বোঝাতে পারো যে ভারত একসময় স্বর্গ ছিলো । এখন পুরানো দুনিয়া হলো নরক, তাই এইকথা পাকা হওয়া উচিত যে আমরাই স্বর্গবাসী ছিলাম, এখন নরকবাসী আবার স্বর্গবাসী হতে চলেছি । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণ আর ত্রেতাযুগে রামসীতার রাজ্য ছিলো, তখন সবাই স্বর্গবাসী ছিলো । এই চক্রে ৮৪ র চক্র সিদ্ধ হয় । ঝাড়ে কিভাবে পূজনীয় থেকে নামতে নামতে পূজারী হয়ে যায়, এইকথাও সিদ্ধ হয় । তোমরা বলো যে এই সময় সকলেই নাস্তিক কেননা কেউই বাবাকে জানে না । এখন তোমরা জানো যে সকলেই এই কবরস্থানে পড়ে আছে । তোমরা বাচ্চারা হলে গুপ্ত । ইংরাজীতে আন্ডারগ্রাউন্ড বলা হয় । ওখানে কেউই আন্ডারগ্রাউন্ড থাকে না, আন্ডারগ্রাউন্ড হলে তোমরা । কিন্তু তোমাদের কেউই জানে না । এখানে তোমরা সামনে বসে থাকো তাই মজা পাও । বেহদের বাবা পরমধাম থেকে এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের পড়ান । এই চক্রের রহস্য বুঝিয়ে বলেন । বাকি সারাদিন ধরে তিনি এনার মধ্যে থাকেন না । বাবা বলেন, আমি সেবা করি, বাচ্চাদের নাম উচ্ছ্বল করার জন্য আমি প্রবেশ করি । তাই বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হও, শঙ্খধারী হও । তোমাদের জ্ঞানের শঙ্খ বাজাতে হবে । শঙ্খই বলো বা মুরলী বিষয় একই । ওরা কৃষ্ণের মুরলী দেখিয়ে দিয়েছে । কৃষ্ণ তো রত্নজড়িত মুরলী বাজান - খেলাধুলা করার জন্য । ওখানে জ্ঞানের কোনো মুরলী নেই । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে আগের কল্পে তোমরা সত্যযুগে অভিনয় করেছিলে তেমনই এখনো আবার তা করবে । বাকি বাবার থেকে তো তোমরা আশীর্বাদী বর্ষা নেবে । কিন্তু বাচ্চারা ঘরে গেলেই সব ভুলে যায় । বাবা বলেন, এখান থেকে পাকা হয়ে যাও । কাজ কারবার করো কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে থাকো ।

এক সেকেন্ডেই কোর্স করো। যেমন অনেকেই বিয়ের পরে পড়াশোনা করে। তোমরাও তেমনই কাজ কারবার করেও এই পড়া পড়তে থাকো। কুমার - কুমারীদের জন্য খুবই সহজ। কেবল এইকথা যেন বুদ্ধিতে থাকে যে আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। ব্রহ্মার জন্য এইকথা বলা হয় না।

বাবা বলেন যে কবে থেকে নিশ্চিত হয়েছো? যদি নিশ্চয়তা থাকে তাহলে এমন বাবাকে কখনোই ছাড়া উচিত নয়। যতক্ষণ না বাবা বলেন, নিজে পড়ে অন্যকে পড়াও। বাচ্চারা তোমাদের অনেক খুশী থাকা প্রয়োজন। যেমন গরীব মানুষ যখন লটারী পায় তখন পাগল হয়ে যায়। কিন্তু এইসব কথা বাচ্চারা কাজ - কারবারে গিয়ে সব ভুলে যায়। তাই বাবা বোঝান, এত বড় লটারী দিলাম কিন্তু পাগল হয়ে গেলে। ভাগ্যতে না থাকলে আর কি হবে, তাই তো বলা হয় ভাগ্যবান কাউকে দেখতে হলে এখানে দেখো। বাবা তো বলেন যে, তোমরা কল্পের শেষে এসে বাবাকে পেয়েছো। "বাবা - বাবা" বলতে থাকো, ভোরে উঠে স্মরণ করো, যা মানুষের প্রিয় হয়, তার প্রতি বলিহারি যায়। আমরাও নিজেকে বাবার কাছে সমর্পণ করি। এ হলো জ্ঞান কস্তুরী। আমরাই ভারতের উদ্ধারকারী। সত্য নারায়ণ, অমরনাথের কথা, তিজরীর কথা যারা শোনায়, সেই সত্য বাবার সত্য ব্রাহ্মণ বাচ্চা তোমরা, তাই মনে কোনো ক্রটি রেখো না। ক্রটি থাকলে উঁচু পদ পেতে পারবে না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

রাত্রির ক্লাস ২৮-০৩-৬৮

বাবা বুঝিয়েছেন যে এমন অভ্যাস করো যে, সবকিছু দেখেও অভিনয় করেও বুদ্ধির যোগ যেন বাবার সাথেই লেগে থাকে। তোমরা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এই দুনিয়া ছেড়ে আমাদের নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই খেয়াল আর কারোর বুদ্ধিতেই থাকবে না। আর কেউই এই কথা বুঝবে না। ওরা তো ভাবে যে এই দুনিয়া আরো অনেকদিন চলবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা এখন আমাদের নিজের দুনিয়ায় যাচ্ছি। আমরা রাজযোগ শিখছি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সত্যযুগী নতুন দুনিয়াতে অথবা অমরপুরীতে যাবো। এখন তোমাদের পরিবর্তন হচ্ছে। তোমরা এখন আসুরী মানুষ থেকে দৈবী মানুষ হচ্ছে। বাবা তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা করে তুলছেন। দেবতাদের মধ্যে দৈব গুণ থাকে। দুনিয়ার অন্য মানুষরাও মানুষ কিন্তু তাদের মধ্যে দৈবগুণ নেই। এখানকার মানুষদের মধ্যে আসুরী গুণ আছে। তোমরা জানো যে এই আসুরী রাবণ রাজ্য আর থাকবে না। এখন আমরা দৈবগুণ ধারণ করছি। নিজেদের জন্ম - জন্মান্তরের পাপও যোগবলের দ্বারা ভস্ম করছি। করছি কি করছি না, তা প্রত্যেকেই নিজের গতিকে জানে। প্রত্যেককে তাদের দুর্গতি থেকে সদ্ধতিতে আনতে হবে অর্থাৎ সত্যযুগে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সত্যযুগে আছে বিশ্বের বাদশাহী। সেখানে এক রাজ্য। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ তো বিশ্বের বিশ্বের মহারাজন। দুনিয়ার কেউ এইকথা জানে না। এক এক করে এদের রাজত্ব শুরু হয়। তোমরা জানো যে আমরা এই হতে চলেছি। বাবা বাচ্চাদের নিজের থেকেও উপরে নিয়ে যান এইজন্য বাবা নমস্কার করেন। জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, জ্ঞানের ভাগ্যবান তারা। তোমরা হলে ভাগ্যবান। তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা সম্পূর্ণ অর্থের সঙ্গেই নমস্কার করে। বাবা এসে অনেক সুখ দেন। এই জ্ঞানও খুব আশ্চর্য। তোমাদের রাজত্বও আশ্চর্য। তোমাদের আত্মাও এক আশ্চর্য। রচয়িতা আর রচনার আদি,

মধ্য এবং অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমাদের নিজের মতো করার জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। যদিও আগের কল্পের মতোই সকলের ভাগ্য তবুও বাবা পুরুষার্থ করাতে থাকেন। এই কথা বলেন না যে আট রত্ন কে কে হবে। তাঁর বলার কোনো পার্টই নেই। সামনে তোমরাও নিজেদের পার্টকে জেনে যাবে। যে যেমন পুরুষার্থ করবে তার ভাগ্য তেমনই হবে। বাবা রাস্তা বলে দেন, এরপর যে যেমন সেই রাস্তায় চলতে পারবে। এনাকে তো সূক্ষ্ম বতনে দেখা যায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা সাথে বসে আছেন। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হওয়া এক সেকেন্ডের ব্যাপার। বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা হতে ৫০০০ বছর লাগে। বুদ্ধি দিয়ে ভাবলে মনে হয় এই কথা তো বরাবর ঠিক। যদিও ত্রিমূর্তি বানানো হয় ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর। কিন্তু এ কেউই বোঝে না। কিন্তু তোমরা তো বুঝতে পারো। তোমরা প্রতি পদে পদে কতো ভাগ্যশালী সন্তান। দেবতাদের পায়ের তলায় পদম দেখানো হয়। পদ্মপতি নামও উজ্জ্বল। গরীব, সাধারণ মানুষরাই পদ্মপতি হতে পারে। কোটিপতি তো কেউই আসে না। ৫ - ৭ লাখ টাকার লোকেদের সাধারণ বলা হয়। এই সময় ২০-৪০ হাজার তো কিছুই নয়। পদ্মপতি কেউ হলেও সে এক জন্মের জন্য। তারা অল্প জ্ঞান নেবে। বুঝে সবকিছু তো আর স্বাধা করবে না। সবকিছু স্বাধা করবে তারাই যারা প্রথমে এসেছিলো। ফুট করেই সবার টাকা কাজে লেগে গিয়েছিলো। সাহকারদের বলা হয় এখন সার্ভিস করো। ঈশ্বরীয় সেবা করতে হলে সেন্টার খোলো। পরিশ্রমও করো। দৈব গুণও ধারণ করো। বাবাকেও গরীবের মালিক বলা হয়। ভারত এই সময় সবার থেকে গরীব। ভারতেরই সবথেকে বেশী জনসংখ্যা কারণ সবার আগে এসেছে। যারা গোল্ডেন যুগে ছিলো তারাই আয়রন যুগে এসেছে। সবাই একদম গরীব হয়ে গেছে। খরচ করে করে সব শেষ করে দিয়েছে। বাবা বোঝান যে এখন তোমরা আবার দেবতা হতে যাচ্ছে। নিরাকার ভগবান তো একজনই। বলিহারি একজনের কাছেই দিতে হবে এইকথা অন্যকে বোঝাতে তোমরা কত পরিশ্রম করো। তোমরা কত চিত্র বানাও। পরের দিকে তোমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে। ড্রামার টিকটিক তো চলতেই থাকে। এই ড্রামার টিকটিক তো তোমরাই জানো। সমস্ত দুনিয়ার এই নাটক একইভাবে কল্পে কল্পে রিপিট হতে থাকে। সেকেন্ডে সেকেন্ডে একই ঘটনা ঘটতে থাকে। বাবা এই সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলেন, তবুও তিনি বলেন "মনমনাভব।" বাবাকে স্মরণ করো। কোনো জল বা আগুনের থেকে যদি পার হয়ে যায়, তাতে লাভ কি। এতে খোড়াই আয়ু বাড়ে।

আচ্ছা। মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং শুভ রাত্রি।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে হবে। মনে কোনো খুঁত রেখো না। স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে শঙ্খাধ্বনি করতে হবে। কাজ - কারবার করেও এই কোর্স করতে হবে।

২) বাবার সমান দয়ালু হয়ে আন্ধের লাঠি হতে হবে। মাতা - পিতাকে অনুসরণ করার উচ্চ পুরুষার্থ করতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, কাউকেই আধার বানাতে না।

বরদান :- সদা প্রতি সংকল্প আর কর্মে ব্রহ্মা বাবাকে অনুসরণ করে সমীপ এবং সমান হও।

ব্রহ্মা বাবা যেমন দূত সংকল্পের দ্বারা প্রতি কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করেছিলেন, এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় -- প্রত্যক্ষভাবে তিনি এই কাজই করে দেখিয়েছেন। কখনোই নিরুৎসাহ হননি, সদা

কিছুই নতুন নয়, এই পাঠেই বিজয়ী ছিলেন। হিমালয়ের মতো বড় বিষয়কেও পাহাড় থেকে উইপোকার তুল্য করে রাস্তা বের করে ফেলতেন, কখনোই ঘাবড়ে যেতেন না, এমনই সৰ্বদা বড় মন রাখো, খুশীতে থাকো । প্রতি পদে যদি ব্রহ্মা বাবাকে অনুসরণ করো তাহলেই সমীপ আর সমান হতে পারবে ।

স্লোগান :- অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হলে গোপীবল্লভের প্রকৃত গোপিকা হও ।

ওম্ শান্তি ॥

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মানুষ বাবাকে ভুলে পাঁকে ডুবে আছে, তাদের উদ্ধার করতে পরিশ্রম করো, বিচার সাগর মন্থন করে বাবার সত্য পরিচয় দাও"

প্রশ্ন:- গীতাকে কোন্ ধর্মের শাস্ত্র বলা হবে ? এর মধ্যে রহস্যপূর্ণ বিষয় কোনটি যেটি ভালো ভাবে বুঝতে হবে ?

উত্তর :- গীতা শাস্ত্র হল -- ব্রাহ্মণ দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায় নমঃ বলা হয়। এই শাস্ত্রকে শুধু দেবতা ধর্মের শাস্ত্র বলা হবেনা, কারণ দেবতাদের এই জ্ঞান তো থাকেই না। ব্রাহ্মণ এই গীতা জ্ঞান শুনে দেবতায় পরিণত হয়, তাই এ হল ব্রাহ্মণ, দেবী-দেবতা উভয়েরই শাস্ত্র। এই শাস্ত্র হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র নয়। এই হল বুদ্ধবার বিষয় । গীতা জ্ঞান স্বয়ং নিরাকার শিববাবা তোমাদের শোনাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণ নয় ।

গীত : - না সে আমাদের থেকে আলাদা হবে, না আমাদের হৃদয়ে দুঃখ অনুভব হবে

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের ভালো করে বোঝাচ্ছেন। কোন্ পিতা ? পারলৌকিক পিতা। লৌকিক পিতার এত বাচ্চা হয়না। পারলৌকিক পিতার এত বাচ্চা (আত্মারা) হয়, যারা স্মরণ করতে থাকে হে পতিত পাবন, সকলের সদগতি দাতা, ও পরমপিতা পরমাত্মা, পিতা বলে ডাকে। পরম পিতা পরমাত্মা নিরাকার ভগবানুবাচ। নিরাকার পরমাত্মা তো এক হলেন কিনা , দুই হয়না। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। তিনি কোথায় থাকেন ? যেখানে আত্মারা থাকে। ঈশ্বর, প্রভু, ভগবান বললে সুখের বর্ষা প্রাপ্তির কথা হয়না। বাবা বললে বর্ষার কথা মনে আসে , কিন্তু মানুষ বাবাকে জানেনা। ভারত বাসী ড্রামা অনুযায়ী রাবণের মত অনুসারে নিজেদের দুর্গতি করেছে। তাই প্রথমে এই কথা বোঝানো উচিত যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম শরীরধারী, মানুষ হল স্থূল দেহধারী , কিন্তু স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহধারীকে বাবা বলা হবেনা। বাবা পরম পিতা পরমাত্মা নিরাকারকে বলা হয়। ভুল কি হয়েছে যে দুর্গতি হয়েছে ? বাবার কাছে সত্য গীতা শুনলে সদগতি হয়। তাই সবাইকে সর্ব প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। এই হল মূল কথা। কিন্তু কারো বুদ্ধিতে নেই তবেই তো বাবা এই পোস্টার তৈরি করেছেন যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ হল শিশু অথবা পরম পিতা পরমাত্মা ? গীতা কোন্ ধর্মের শাস্ত্র ? ব্রাহ্মণ দেবী দেবতা ধর্মের বলা ঠিক হবে। যেমন ক্রিস্টিয়ানদের ধর্ম শাস্ত্র হল বাইবেল । এমন গীতাকে শুধু দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র বলা যাবেনা , যতক্ষণ ব্রাহ্মণদের না যুক্ত করবে। বলে হয় ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায় নমঃ । বাবা বলেছেন দেবী দেবতাদের এই জ্ঞান নেই। তারা এই কথাও জানেনা যে গীতা হল আমাদের ধর্মের শাস্ত্র। জ্ঞান আছে ব্রাহ্মণদের , শুধু ব্রাহ্মণ ধর্মের শাস্ত্র এই গীতা বলা যাবেনা কারণ বাবা দুই ধর্মের স্থাপনা করেন তাই দুই ধর্মের শাস্ত্র বলা হবে। সেখানে বলে দেয় হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র হল গীতা। আর্যও বলে দেয়। আর্য সমাজ তো দয়ানন্দ স্থাপন করেছেন। সেটি যদিও নতুন ধর্ম। কিন্তু সে তো দেবী দেবতা ধর্মের নয়। মুখ্য কথা হল গীতার ভগবান কে ? গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়ে গীতাকে খন্ডিত করেছে কারণ আমার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। দেখ, গীতায় কত কথা বলা হয়েছে আর গীতা পাঠশালার সম্মান আছে কতখানি । তবে এখন দেবতা ও ব্রাহ্মণ ধর্ম হল প্রায় লুপ্ত। পূজারী জন বলেন ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায় নমঃ, ওনাদের এই কথা জানা নেই যে ব্রাহ্মণ দেবতা হয়

কিভাবে ? এই কথা কে বলবে ? বাবা বলেন আমি ব্রহ্মা মুখবংশী করে দেবতায় পরিণত করি। তাহলে গীতা হল দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। শুধু বলা হবে দেবতা ধর্মের তো লক্ষ্মী নারায়ণের এই জ্ঞান নেই , এই কথা বুঝতে হবে। কিন্তু কে বোঝাবে ? শিববাবা বলেন যে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে। কথাসি রুদ্র যজ্ঞ , কোথায় কৃষ্ণ , তফাৎ আছে। এই জ্ঞান যজ্ঞের পরে সত্যযুগে কোনো ম্যাটেরিয়াল যজ্ঞ আয়োজন করা হয়না। এবারে যজ্ঞ আয়োজিত হয় বিপদ মুক্তির জন্য। সেখানে কোনো বিপদ থাকে না যে যজ্ঞ করতে হবে। গীতায় রুদ্র যজ্ঞের কথা লেখা আছে আর এও লেখা আছে যে ভগবানুবাচ, তবে গীতায় সত্য যেটুকু আছে তা হল আটায় নুন সম, বাকি সব মিথ্যা। এই সব বিচার সাগর মন্ডন শিববাবা করবেন না। ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের করতে হবে। এই সময়ে মানুষ পাঁকে ডুবে আছে । পাঁক থেকে বের হতে অনেক পরিশ্রম লাগে , তাই তো বাবাকে ডাকে। বাবা বলেন তোমাদের ৫ বিকার রূপী রাবণকে পরাজিত করতে হবে। তারপর সত্যযুগে তোমরা জীব আত্মারা সুখে বাস করো। যে কোনো সংসঙ্গে তোমরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারো , ভয়ের কিছু নেই। সবাই অন্ধকারে আছে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর বলে এখন কলিযুগের ৪০ হাজার বছর বাকি আছে , একেই বলে হয় ঘোর অন্ধকার, সবাই কুস্কর্ণের মতন ঘুমাচ্ছে। বলা হয় ভগবান ভক্তির ফল দিতে আসেন , সদগতি দেন , সুতরাং দুর্গতি তে আছে তাইনা। গীতায় যদি শিব পরমাত্মার নাম দেওয়া থাকত তাহলে সবাই তাঁকেই বিশ্বাস করত। ঠিক , নিরাকার এসে রাজ যোগের শিক্ষা দিয়েছেন। যুদ্ধ স্থলের কোনো কথাই নেই। যুদ্ধ স্থলে এত বড় জ্ঞান দেবেন কিভাবে ? রাজ যোগ শেখাবেন কিভাবে ? মুখ্য ধর্ম হল চারটি , ধর্মশাস্ত্রও হল চারটি। এখন তো অনেক ধর্ম , অনেক শাস্ত্র , অনেক ছবি আছে। এখন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা তারপর নীচে এসো তো ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর তারপরে সাকারে আছেন লক্ষ্মী নারায়ণ তারপরে তাঁদের বংশ। সঙ্গমে আছেন ব্রহ্মা সরস্বতী । যখন রুদ্র যজ্ঞ আয়োজিত হয় তখন শিবের লিঙ্গ তৈরি করে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। দেবীদের পূজা করে পরে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং পুতুলের পূজা হল কিনা কারণ তাঁদের অকু্যপেশান কেউ জানেনা। ওনার মহিমা হল পতিত পাবন। তাহলে কিভাবে উনি পাপ আত্মাদের পবিত্র করেন। এখন তো তোমাদের নিজেকে জাগিয়ে অন্যদের জাগাতে হবে অর্থাৎ বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবাকে জানেনা। শুধু টাকা অর্জন করে , কাহিনী শোনাতে থাকে। যার ফলে কি হয়েছে ! তোমরা বিদ্যুৎ মন্ডলে গিয়ে বোঝাও। এই লড়াইয়ে মরতে সবাইকে হবে। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা বিনাশ অগ্নি প্রজ্বলিত হতে থাকে। লিখে দেয় যে আমরা বিশাল বোমা নির্মাণ করেছি, অর্থাৎ কল্প পূর্বেও এরই দ্বারা বিনাশ হয়েছিল। এইসব বোমা ইত্যাদি কল্প পূর্বে সাগরে ফেলা হয় নি। অর্থাৎ এখন বিনাশ হবে। বলা হয় বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি , কে ? কৌরব ও যাদব। বর্তমানে প্রজার উপরে প্রজাদের রাজত্ব চলছে। অতএব এই পোস্টার লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় সব ভাষায় ছাপাও। ইংরেজিতে নিশ্চয়ই ছাপানো উচিত। যেখানে গীতা পাঠশালা আছে বিতরণ করো। পোস্টারে ঠিকানা যেন লেখা থাকে। বাবা নির্দেশ করেন , করা তো বাচ্চাদেরই কাজ। লেখা আছে শিববাবা। সুতরাং শিববাবা হলেন পিতা , ব্রহ্মাও হলেন পিতা , কিন্তু বাচ্চাদের বর্সা প্রাপ্ত হবে শিববাবার কাছে , ব্রহ্মার কাছে নয়। ব্রহ্মাও ওনার কাছেই প্রাপ্ত করেন।

বাবা বুঝিয়েছেন যে গীতার ম্যাগাজিনে সর্ব প্রথমে বাবার যথার্থ পরিচয় লেখ , ফলে যে ব্রাহ্মণ স্বরূপে পরিণত হবে কথাটা তার বুদ্ধিতে ঝট করে ঢুকবে। নাহলে নেবে আর ফেলে দেবে। যেমন কোনো বানরকে বই দেওয়া হলে সে একবারে ফেলে দেবে , কিছু বুঝবেনা। তখন বাবা বলেন যে

এই জ্ঞান আমার ভক্তদের ও গীতা পাঠীদের দেবে। তার মধ্যেও যার ভাগ্যে থাকবে সে বুঝবে। বাবা বলেন এটা তো হলই নরক। এখানে যে শিশুরা জন্ম নেয় -- একে অপরকে দুঃখ দেয়। একে অপরকে আঘাত করে। বাকি গরুড পুরাণে যে বিষয় বৈতরনী নদী দেখানো হয়েছে , সেসব তো নেই। এই দুনিয়া হল নরক। সুতরাং বাচ্চারা জানে আজ নরকবাসী পরে সঙ্গমবাসী হয় , কাল স্বর্গবাসী হবে , তাই পুরুষার্থ করছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস - ২৩. ০৩. ৬৮

উঁচু থেকে উঁচু হলেন একমাত্র ভগবান অর্থাৎ ফাদার। কাদের ফাদার ? যে সব আত্মারা আছে সেই সব আত্মাদের পিতা। মানুষ মাত্রই তার মধ্যে আত্মা বিদ্যমান তাদেরই ফাদার। এখন যে সব আত্মারা পাট করতে আসে তাদের নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম হয়। কেউ খুবই কম জন্ম নেয়, কেউ ৮০, কেউ ৬০। দেহধারী সবাই মানুষ। এই বিশ্বে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল। সেই সময়ে নতুন দুনিয়ায় আর কোনো বংশ ছিলনা। যেসব দেহধারী মানুষ আছে কেউ সদগতি দিতে পারবেনা। সর্ব প্রথম হল মিষ্টি নীরব নিবাস (সুইট সাইলেন্স হোম)। সব আত্মাদের নিবাস। বাবাও ওখানে থাকেন। সেই স্থানকে বিদেহী দুনিয়া বলা হয়। বাবা হলেন উঁচু থেকে উঁচু নিবাস স্থানও হল উঁচু থেকে উঁচু । বাবা বলেন আমি হলাম উঁচু থেকে উঁচু। আমাকেও আসতে হয়। সবাই আমাকেই ডাকে যে সব মানুষ আছে তাদের পুনর্জন্ম নিশ্চয়ই হয়। শুধু শিববাবা জন্ম গ্রহণ করেন না। পুনর্জন্ম তো সবাইকেই নিতে হবে। যে কোনো ধর্ম স্থাপক হোক, বুদ্ধ অবতার বলা হয় কিনা। বাবাকেও অবতার বলা হয়। ওঁনাকেও আসতে হয়। এখন সব আত্মারা এখানে বিদ্যমান আছে। ফিরে কেউ যেতে পারেনা। পুনর্জন্ম নেয় তবেই তো বৃদ্ধি হয় তাইনা। পুনর্জন্ম নিতে নিতে এই সময়ে সবাই তমপ্রধান হয়েছে। বাবা এসে জ্ঞান দিচ্ছেন। বাবা হলেন নলেজফুল আদি মধ্য অন্তের নলেজ ওঁনার মধ্যে আছে। ওঁনাকেই নলেজফুল ব্লিসফুল বলা হয়। পিসফুল, এভার পিওর। বাকি মানুষ মাত্রই পিওর ইমপিওর হয়। এই লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন দৈবী বংশের প্রথম । এঁনাদেরই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিতে হয়। পুনর্জন্ম এখানেই নেয়। তারপর বাবা এসে সবাইকে পবিত্র করে সঙ্গে নিয়ে যান। বাবাকেই লিট্রের বলা হয়। এই সময় সব ধর্ম স্থাপকেরা উপস্থিত আছেন। বাকি কিছু জন আছেন তারা আসছেন। বৃদ্ধি ক্রমশ হয়েই চলেছে। সর্বের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। শান্তি ধাম বা সুখ ধামের মালিক করেন। তোমরাই পুরো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো। তোমরা যারা প্রথমে এসেছ তারাই আবার প্রথমে আসবে। ক্রাইস্ট নিজের সময় অনুযায়ী আসবে। ক্রাইস্ট কাউকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সক্ষম নন। ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তিও একমাত্র বাবার-ই আছে। এই সময়ে হল রাবণ রাজ্য, অসুরী রাজ্য। ৮৪জন্মের বিকার সম্পূর্ণ ভাবে প্রবিষ্ট হয়েছে। বাবা বলেন তোমরা দেবতা দুনিয়ার মালিক ছিলে তারপর এই রাবণ রাজ্যে বিকারী হয়েছে। পুনর্জন্ম সবাইকে নিতে হবে । ধর্ম স্থাপন করে ফিরে যাবে এমন তো হতে পারেনা। তাদের পালনও নিশ্চয়ই করতে হবে। গায়ন আছে ব্রহ্মা দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ। নতুন দুনিয়ায় এক ধর্ম এক দৈবী বংশ ছিল। সেসব এখন নেই। শুধু ছবি আছে। আর অন্য সব ধর্ম বিদ্যমান আছে শুধু গড ফাদার অর্থাৎ পরমপিতা নেই, দেহধারী যারা পুনর্জন্ম তাদের নিতেই হবে। ভারত হল

অবিনাশী খন্ড, এই খন্ড কখনও বিনাশ হয়না। এ হল অবিনাশী। যখন তাদের রাজত্ব ছিল তখন অন্য কোনো খন্ড ছিলনা। শুধু এঁদের রাজ্য ছিল। সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী। আর কেউ নয়। নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ, দৈবী দুনিয়া বলা হয়। বিদেহী দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয়না। সে হল মিষ্টিমধুর নীরব নিবাস (sweet silence home)। নির্বাণ ধাম। আত্মাকে পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ জ্ঞান দিতে পারেনা। আত্মা হল ক্ষুদ্র বিন্দু সম। সব আত্মাদের পিতা হলেন সুপ্রিম সোল অর্থাৎ পরম আত্মা। ওঁনাকে পরম পিতা বলা হয়। তিনি কখনও পুনর্জন্মে আসেন না। এই সময়ে হল নাটকের শেষ। এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হল মঞ্চ, এখানে নাটকের পালা চলছে। এর অবধি হল ৫ হাজার বছর। বর্তমান সময় হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। তৈরি করা এই নাটক। যারা চলে গেছে তারা আবার আসবে নিজের সময় অনুসারে। সর্ব প্রথম এঁরা এসেছিলেন। লক্ষ্মী নারায়ণ এখন নেই। সত্য সংসঙ্গ হল এইটাই। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্ছাদের রুহানী বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুড নাইট। ওম শান্তি।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বিচার সাগর মন্থন করে মানুষদের পাঁক থেকে উদ্ধার করতে হবে। যারা কুস্কর্গের মতন ঘুমিয়ে আছে তাদের জাগাতে হবে।

২) সূক্ষ্ম অথবা স্থূল দেহধারীর থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে একমাত্র নিরাকার বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। সবার বুদ্ধিযোগ এক বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

বরদান :- মন দ্বারা তীব্র গতির সেবাকারী বাবা সম দয়ালু হও।

ব্যাখা: সঙ্গম যুগে বাবা যে বরদানের খাজানা দিয়েছেন সেই খাজানায় যদি বুদ্ধি চাও তবে ততটাই অন্যদের দান করে যাও। যেমন বাবা হলেন দয়ালু মার্সিফুল তেমনই বাবার মতন দয়ালু হও, কেবল বাণীতে নয়, কর্মেও নিজের মনের বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল দ্বারা আত্মাদের নিজের প্রাপ্ত শক্তিগুলি দান করো। যখন কম সময়ে সম্পূর্ণ বিশ্বের সেবা সম্পন্ন করতে হবে তখন তীব্র গতিতে সেবা করো। যত নিজেকে সেবায় ব্যস্ত রাখবে ততই সহজভাবে মায়াজিত হয়ে যাবে।

শ্লোগান - নিজের সন্তুষ্ট এবং আনন্দময় জীবন দ্বারা প্রতি পদে সেবা করে যে, সে-ই সত্য সেবান্বিত হয়।